শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
(গ্রন্থাবলী)
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ

Appearance
02.09.1838

Disappearance
23.06.1914

SACCHIDĀNANDA SRILA

BHAKTI VINODE THĀKUR
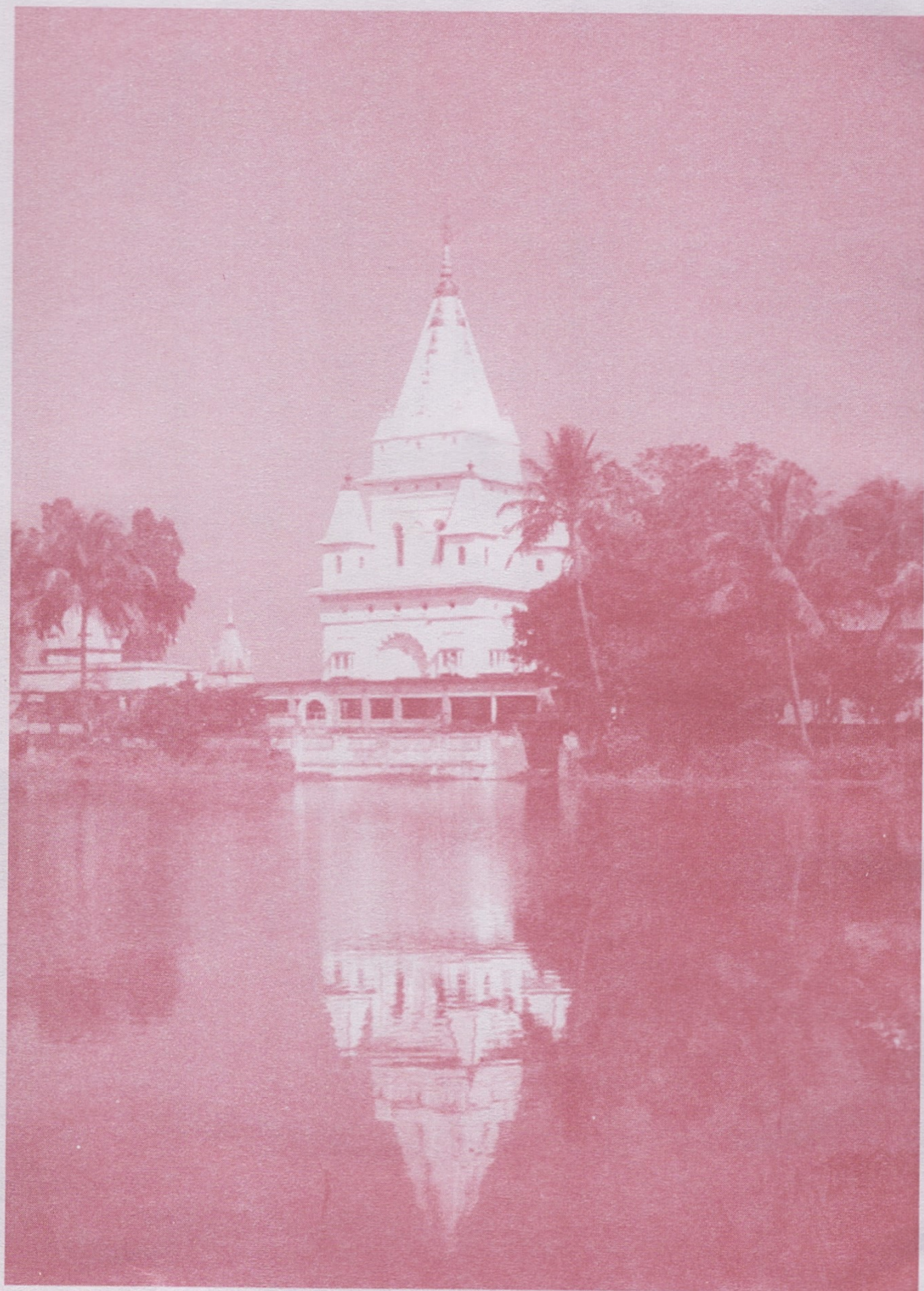
শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

(গ্রন্থাবলী)

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের

আশীর্বাদধন্য

শ্রীশ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের নির্দেশানুসারে

শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গপ্রেম স্বামী মহারাজ কর্তৃক সংকলিত

নামহট্ট ডাইরেক্টরেট্

ইস্কন, শ্রীমায়াপুর

নদীয়া।

প্রকাশক ঃ

ইস্‌কন

শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণ নামহট্টের পক্ষে

শ্রীগৌরচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দুরাভাষ - (০৩৪৭২) ২৪৫-২৯৪/২২৭/৩০৫

মোঃ - ০৯৭৩৪৬১৫৯১৮

প্রথম সংস্করণ ঃ ২০০০ কপি, ১৯৯৮

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ৩০০০ কপি, ২০০৪

তৃতীয় সংস্করণ ঃ ৫০০০ কপি, ২০১১

মুদ্রক ঃ

জগন্নাথ প্রেস

রোড স্টেশন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

মোবাইল -

।। সম্পাদকীয় ।।

ব্রজের রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনুই প্রেম-প্রদানাত্মক ঔদার্য্যলীলাময় বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডল অভিন্ন। উভয় ধামের মহিমা বর্ণনাতীত। ১৬ ক্রোশ নবদ্বীপ যথা অন্তঃ, সীমন্ত, গোদ্রুম, মধ্য, কোল, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম ও রুদ্র—এই নয়টি দ্বীপযুক্ত; নবদ্বীপ নবধা ভক্তির পীঠ। অন্তর্দ্বীপ আত্মনিবেদনের ক্ষেত্র; অপর আটটি দ্বীপ যথাক্রমে — শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, দাস্য ও সখ্য—ভক্ত্যঙ্গ ক্ষেত্র। সমস্ত নবদ্বীপধাম শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণের লীলাক্ষেত্র। সর্ব্বত্রই তাঁহাদের বিভিন্ন লীলাস্মৃতি এখনও উদ্দীপ্ত রহিয়াছে।

শুদ্ধভক্ত সঙ্গে এই নবদ্বীপ মণ্ডল হরিসংকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা করিলে জীব ধন্য হয়। জনসাধারণকে সেই সৌভাগ্য প্রদানের জন্য আমাদের পূর্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"আপনারা যত শীঘ্র সম্ভব নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমার ব্যবস্থা করুন, এই কার্য্য জগৎ জীবের কল্যাণ সাধন করিবে।"

ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল জীব গোস্বামী শৈশবে রামকেলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়া ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে মহাপ্রভুর আলয়ে শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে সঙ্গে লইয়া ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করিয়াছিলেন। সেই বিবরণ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় "শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য" পরিক্রমা খণ্ডে রচনা করিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য", "শ্রীনবদ্বীপ ভাব-তরঙ্গ" শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্যের প্রমাণখণ্ড ও শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত ভক্তিরত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে যা শ্রীনিবাস আচার্য্যকে নিয়ে ঈশান ঠাকুরের নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার বিবরণ এবং গৌরপার্ষদ প্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্" প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ এই "শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য গ্রন্থাবলীতে" সন্নিবেশিত করা হইল।

আশা করি ভক্তবৃন্দ এই সমস্ত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া পরম উপকৃত হইবেন।

হরেকৃষ্ণ

বৈষ্ণব দাসানুদাস

শ্রীমৎ গৌরাঙ্গপ্রেম স্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

ওঁ নমঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রায়

শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামীপাদ বিরচিতং

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

নবধা ভক্তিযোগে নবদ্বীপচন্দ্রের বন্দনা-রূপ মঙ্গলাচরণ---

নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরট-রুচিরং ভাব-বলিতং
মৃদঙ্গাদ্যৈর্যন্ত্রৈঃ স্বজন-সহিতং কীর্ত্তনপরম্।
সদোপাস্যং সর্ব্বৈঃ কলিমল-হরং ভক্ত-সুখদং
ভজামস্তং নিত্যং শ্রবণ-মননাদ্যর্চ্চন-বিধৌ।।১।।

ছান্দোগ্যোক্ত (৮।১।১) ''ব্রহ্মপুরই'' চিচ্ছক্তি-প্রকটিত শ্রীধাম-নবদ্বীপ----

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণু-সদনম্।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরল-রসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম-সুখদং তং চিদুদিতম্।।২।।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রায় নমঃ

''শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্'' এর পদ্যানুবাদ
(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত)

শ্রীরাধার ভাবে যিনি সুবর্ণ-বরণ।
সাঙ্গোপাঙ্গে নবদ্বীপে যাঁর সংকীর্ত্তন।।
কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণ-গৌরহরি।
নবধা ভক্তিতে তাঁরে উপাসনা করি।।১।।
নিগম যাঁহারে ব্রহ্মপুর বলি' গা'ন।
পরব্যোম, শ্বেতদ্বীপে বর্ণয় পুরাণ।।
রসিক পণ্ডিত যাঁরে 'ব্রজ' বলি' কয়।
বন্দি সেই নবদ্বীপে চিদানন্দময়।।২।।

(১) অন্তর্দ্বীপ-শ্রীধাম মায়াপুর

অন্তর্দ্বীপ-ভ্রমণ-লালসা--

কদা নবদ্বীপ-বনান্তরেষ্বহং
পরিভ্রমন্ গৌরকিশোরমদ্ভুতম্।
মুদা নটন্তং নিতরাং সপার্ষদং
পরিস্ফুরন্ বীক্ষ্য পতামি মূর্চ্ছিতঃ।।৩।।

শ্রীমায়াপুর-দ্বেষী খলব্যক্তিগণ অসম্ভাষ্য---

তচ্ছাস্ত্রং মম কর্ণমূলমপি ন স্বপ্নেঽপি যায়াদহো
শ্রীগৌরাঙ্গপুরস্য যত্র মহিমা নাত্যদ্ভূতঃ শ্রূয়তে।
তে মে দৃষ্টিপথং ন যান্তু নিতরাং সম্ভাষ্যতামাপ্নুয়ু-
র্যে মায়াপুর-বৈভবে শ্রুতিগতেঽপ্যুল্লাসিনো নো খলাঃ।।৪।।

কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরই একমাত্র আশ্রয়ণীয়--

অলমলমিহ যোষিদ্গর্দ্দভী সঙ্গরঙ্গৈ-
রলমলমিহ বিত্তাপত্য-বিদ্যা-যশোভিঃ।
অলমলমিহ নানা-সাধনায়াস-দুঃখৈ-
র্ভবতু ভবতু চান্তর্দ্বীপমাশ্রিত্য ধন্যঃ।।৫।।

কবে আমি নবদ্বীপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অন্তর্দ্বীপ-বন-মাঝে পাইব দেখিতে।।
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র-নর্ত্তন-বিলাস।
দেখি প্রেম-মূর্চ্ছাবশে ছাড়িব নিশ্বাস।।৩।।
নবদ্বীপ-মহিমা যে-শাস্ত্রে নাহি কয়।
স্বপ্নেও সে-শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয়।।
এ-ধাম-বৈভবে যার না হয় উল্লাস।
তারে যেন নাহি দেখি না করি সম্ভাষ।।৪।।
স্ত্রী-গর্দ্দভী সঙ্গ-রঙ্গে আর কিবা কাজ।
বিত্ত-পুত্র-বিদ্যা-যশে শীঘ্র পড়ু বাজ।।

শ্রীমায়াপুরই গৌরকিশোরের ক্রীড়া-নিকেতন---

ভূমির্যত্র সুকোমলা বহুবিধ-প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা
নানা-চিত্রমনোহরং খগ মৃগাদ্যাশ্চর্য্য-রাগান্বিতম্।
বল্লীভূরুহজাতয়োহদ্ভুততমা যত্র প্রসূনাদিভি-
স্তন্মে গৌরকিশোর-কেলিভবনঃ মায়াপুরং জীবনম্।।৬।।

(২) গোদ্রুমদ্বীপ

গোদ্রুম-ধামবাস-নিষ্ঠা--

মিলন্তু চিন্তামণিকোটি-কোটয়ঃ
স্বয়ং বহির্দৃষ্টিমুপৈতু বা হরিঃ।
তথাপি তদ্গোদ্রুম-ধূলি ধূসরং
ন দেহমন্যত্র কদাপি যাতু মে।।৭।।

(৩) মধ্যদ্বীপ

গৌরসুন্দরের মধ্যাহ্ন-লীলাস্থল মধ্যদ্বীপ বর্ণন--

কৃপয়তু ময়ি মধ্যদ্বীপ-লীলা বিচিত্রা
কৃপয়তু ময়ি মূঢ়ে ব্রহ্মকুণ্ডাদি-তীর্থম্।

আর দুঃখ কেন বহু সাধনের জন্য।
অন্তর্দ্বীপাশ্রয়ে এবে হও ভাই ধন্য।।৫।।
যথা রত্নচ্ছটাময়ী ভূমি সুকোমল।
খগ-মৃগ যথা অনুরাগেতে বিহ্বল।।
বৃক্ষ-লতা ফুল-ফলে অদ্ভুত দর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন।।৬।।
কোটি চিন্তামণি যদি মিলে অন্য স্থানে।
শ্রীহরির বহির্দৃষ্টি যদিও সেখানে।।
তথাপি গোদ্রুম-ধূলি ছাড়ি এ শরীর।
অন্যত্র না যায় যেন এই বুদ্ধি স্থির।।৭।।
সেই মধ্যদ্বীপে গৌরলীলা মধ্য দিনে।
সেই দ্বীপ-লীলা কৃপা কর এই হীনে।।

ফলতু তদনুকম্পা-কল্পবল্লী তথৈব
বিহরতি জনবন্ধুর্যত্র মধ্যাহ্নকালে।।৮।।

(৪) কোলদ্বীপ

গঙ্গার উপকূলস্থ 'কোলদ্বীপ' বা 'কুলিয়া'—

জয়তি জয়তি কোলদ্বীপ-কান্তাররাজী
সুরসরিদুপকণ্ঠে দেবদেব-প্রণম্যা।
খগ-মৃগ-তরুবল্লী-কুঞ্জ-বাপী-তড়াগ-
স্থল-গিরি-হ্রদিনীনামদ্ভুতৈঃ সৌভগাদ্যৈঃ।।৯।।

(৫) ও (৬) রুদ্রদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ধামসেবা-লালসা—

রুদ্রদ্বীপে চর চরণ! দৃক্! পশ্য মোদদ্রুমশ্রী-
র্জিহ্বে! গৌরস্থল-গুণগণান্ কীর্ত্তয় শ্রোত্রগৃহ্যান্।
গৌরাটব্যা ভজ পরিমলং ঘ্রাণ! গাত্র! ত্বমস্মিন্
গৌড়ারণ্যে লুঠ পুলকিতং গৌর-কেলিস্থলীষু।।১০।।

ব্রহ্মকুণ্ড কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব কৃপা-কল্পলতা ফল মহাধন।।৮।।
খগ-মৃগ-তরু-লতা-কুঞ্জ-বাপী-নগ।
জল-স্থল-হ্রদ আদি সমস্ত সৌভগ।।
বিশিষ্ট কাননময় দেবতা দুর্ল্লভ।
জয় জয় কোলদ্বীপ বৈকুণ্ঠ-বৈভব।।৯।।
পদ! চর রুদ্রদ্বীপ, তুমি মনোলোভা।
আঁখি মোর সদাহের মোদদ্রুম-শোভা।।
শুনিয়াছি নবদ্বীপ-গুণগণ যত।
জিহ্বা, তুমি সেই সব গাও অবিরত।।
গৌরাটবী-পরিমল ভজ মোর ঘ্রাণ।
ত্রিভুবনে নাহি নবদ্বীপ হেন স্থান।।
সেই ধামে গৌরকেলি-স্থলে দেহ মোর।
পুলকিত লুটি ভজ শ্রীগৌরকিশোর।।১০।।

প্রাকৃত-দৃষ্টির অগোচর বেদগুহ্য নবদ্বীপ-ধাম-নিষ্ঠা---

ইহ ভ্রামং ভ্রামং জগতি নহি গন্ধোঽপি কলিতো
যদীয়স্তত্রৈবাখিলনিগম-দুর্ল্লক্ষ্য-সরণৌ।
নবদ্বীপারণ্যে বত মহিম-পীযুষ-জলধৌ
মহাশ্চর্য্যোন্মীলন্ মধুরিমণি চিত্তং লগতু মে।।১১।।

রসপীঠ গৌরবন---

মহোজ্জ্বল রসোন্মদ-প্রণয়-সিন্ধু-নিস্যন্দিনী
মহামধুর-রাধিকারমণ-খেলনানন্দিনী।
রসেন সমধিষ্ঠিতা ভুবনবন্দ্যয়া রাধয়া
চকাস্তু হৃদি মে হরেঃ পরমধাম গৌড়াটবী।।১২।

(৭) জহ্নুদ্বীপ

জন্ম-জন্ম তরুগুল্মরূপে জহ্নুদ্বীপ-বাস-লালসা---

জন্মনি জন্মনি জহ্ন্বাশ্রমভূবি বৃন্দারকেন্দ্র-বন্দ্যায়াম্।
অপি তৃণ-গুল্মকভাবে ভবতু মমাশাসমুল্লাসঃ।।১৩।।

জগৎ ভ্রমিতে যার গন্ধ নাহি পাই।
সর্ব্ববেদাতীত যার পথ হয় ভাই।।
সেই সুধাসিন্ধুরূপ নবদ্বীপ-ভূমি।
আশর্য্য মাধুর্য্য, চিত্ত, সদা রম তুমি।।১১।।
উজ্জ্বল রসের প্রেম-সিন্ধু-নিস্যন্দিনী।
অপূর্ব্ব রাধিকা-ভাব খেলনানন্দিনী।।
রাধা-প্রকটিত গৌড়াটবী গৌরাবাস।
রস-পীঠ হৃদে মোর হউন্ প্রকাশ।।১২।।
দেবরাজ-পূজনীয় জহ্নুমুনি স্থান।
নবদ্বীপ-জহ্নুদ্বীপ যাহার আখ্যান।।
সেই গৌরলীলা-স্থলে তৃণ গুল্মভাব।
পাইলে আশার হয় উল্লাস-বিভাব।।১৩।

(৮) সীমন্তদ্বীপ

সীমন্তদ্বীপ-সেবাফলে আশু শ্রীরাধাকৃপা প্রাপ্তি--

রাধাবল্লভ-পাদপল্লবজুষাং সদ্ধর্ম্মনীতায়ুষাং
নিত্যং সেবিত-বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিরজসাং বৈরাগ্যসীম-স্পৃশাম্।
হন্তৈকান্তরসপ্রবিষ্ট-মনসামপ্যস্তি যদ্দুরম-
স্তদ্রাধা-করুণাবলোকমচিরাদ্বিন্দন্তু সীমন্তকে।।১৪।।

"নবদ্বীপ বৃন্দাবন দুই এক হয়" --

বিশুদ্ধাদ্বৈতৈকপ্রণয়-রস-পীযুষ জলধেঃ
শচীসূনোর্দ্বীপে সমুদয়তি বৃন্দাবনমহো।
মিথঃ প্রেমোদঘূর্ণদ্রসিক-মিথুনাক্রীড়মনিশং
তদেবাধ্যাসীনং প্রবিশতি পদে ক্বাপি মধুরে।।১৫।।

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ-রম্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ--

নাহং বেদ্মি কথং নু মাধব-পদাম্ভোজদ্বয়ী ধ্যায়তে
কা বা শ্রীশুক-নারদাদি-কলিতে মার্গেঽস্তি মে যোগ্যতা।

রাধাকৃষ্ণ সেবা করি' শুদ্ধ ধর্ম্ম সদাচরি',
সেবি' সাধু পদরজঃ ভাই।
লভিয়া বৈরাগ্য-পার, পাইয়াও রসসার,
সে রাধা-করুণা নাহি পাই।
সীমন্তে করিয়া বাস, যেবা হয় গৌরদাস,
যে করুণা শীঘ্র তার হয়।
সকল সাধন ত্যজি', অতএব গৌর ভজি',
শ্রীসীমন্ত কর হে আশ্রয়।।১৪।।

রাধাকৃষ্ণ-সম্মেলন রসের সাগর।
গৌরাঙ্গের ব্রজ নবদ্বীপ মনোহর।।
সে দুয়ের প্রেমোদ্‌ঘূর্ণ রসলীলাপুর।
নবদ্বীপ হয় ভাই পরম মধুর।।১৫।।

কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান নাহি আমি জানি।
শুকাদির আনুগত্যে নহি অভিমানী।।

তস্মাদ্ভদ্রমভদ্রমেব যদি নামাস্তাঃ মমৈকঃ পরো
রাধা-কেলিনিকুঞ্জ-মঞ্জুলতরঃ শ্রীগোদ্রুমো জীবনম্।।১৬।।

শিব-ব্রহ্মাদিরও দুর্জ্জেয় বেদগুহ্য রাধারমণপ্রিয় শ্রীনবদ্বীপ-ধামবাস-লালসা--

যৎসীমানমপি স্পৃশেন্ন নিগমো দূরাৎ পরং লক্ষ্যতে
কিঞ্চিদ্ গূঢ়তয়া যদেব পরমানন্দোৎসবৈকাবধিঃ।
যন্মাধুর্য্যকলাপ্যবেদি ন শিব-স্বায়ম্ভুবাদ্যৈরহং
তচ্ছ্রীমন্নবখণ্ডধাম-রসদং বিন্দামি রাধাপতেঃ।।১৭।।

শ্রীগোদ্রুম-ধামসেবা-নিষ্ঠা--

ছিদ্যেত খণ্ডশ ইদং যদি মে শরীরং
ঘোরা বিপদ্বিততয়ো যদি বা পতন্তি।
হা-হন্ত হন্ত ন তথাপি মমেহ ভূয়াৎ
শ্রীগোদ্রুমাদিতর-তীর্থপদে পিপাসা।।১৮।।

প্রাকৃত-ভোগ-লালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক রাধাগোবিন্দের মধুর-লীলা-দর্শন- বাসনার সহিত শ্রীনবদ্বীপ-বাস-লালসা-

স্বয়ং-পতিত-পত্রকাণ্যমৃতবৎ ক্ষুধা ভক্ষয়ন্।
তৃষা ত্রিদিববন্দিনী-শুচিপয়োঽঞ্জলীভিঃ পিবন্।

অতএব শুভাশুভ যে হউক ফল।
রাধাকুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম আমার সম্বল।।১৬।।
যে ধামের সীমা বেদ স্পর্শিতে না পারে।
পরানন্দোৎসব গূঢ়রূপে যথা স্ফুরে।।
ব্রহ্মা, শিব যাঁহার মাধুর্য্য নাহি জানে।
কবে বা বসিব সেই নবদ্বীপ-স্থানে।।১৭।।
যদিও শরীর মোর খণ্ড খণ্ড হয়।
বিষম বিপত্তি-জাল মস্তকে পড়য়।।
তথাপি গোদ্রুম ছাড়ি' অন্যতীর্থ পদে।
না হউ আমার আশা সম্পদে বিপদে।।১৮।।
কবে বা পতিতপত্রে ক্ষুধা নিবারিয়া।
গঙ্গাজলে তৃষ্ণা নাশি' অঞ্জলি ভরিয়া।।

কদা মধুর-রাধিকা-রমণ-রাস-কেলিস্থলীং
বিলোক্য রসমগ্নধীরধিবসামি গৌরাটবীম্।।১৯।।

ব্রহ্মাদিরও প্রণম্য নবদ্বীপবাসীরই পুরুষার্থ-চিন্তামণি করতলগত-

তেনাকারি সমস্ত এব ভগবদ্ধর্ম্মোঽপি তেনাদ্ভুতঃ
সর্ব্বস্মাৎ পুরুষার্থতোঽপি পরমঃ কশ্চিৎ করস্থীকৃতঃ।
তেনাধায়ি সমস্তমূর্দ্ধনি পরং ব্রহ্মাদরস্তং নম-
স্ত্যাদেহান্তমধারি যেন বসতৌ খণ্ডে নবে নিশ্চয়ঃ।।২০।।

পশুপক্ষীকেও প্রেম-প্রদানকারী নবদ্বীপধামের প্রতি নমস্কার-

খগবৃন্দং পশুবৃন্দং দ্রুমবৃন্দমুন্মদপ্রেম্নঃ।
প্রীণয়দমৃতরসৈর্নবদ্বীপাখ্যং বনং নমত।।২১।।

পণ্ডিতগণের অন্যতীর্থে অভিলাষ থাকিলেও সুপণ্ডিত ও সুদার্শনিক গৌর-ভক্তগণের রাধামাধব-প্রিয় নবদ্বীপধামাশ্রয়েই অভিরুচি--

ভক্ত্যৈকয়ান্যত্র কৃতার্থমানিনো ধীরাস্তদেতন্ন বরন্তু বিদ্মঃ।
শ্রীরাধিকামাধববল্লভং নঃ সদা নবদ্বীপবনন্তু সংশ্রয়ঃ।।২২।।

কৃষ্ণ-রাসস্থলী দেখি' রস-মগ্নান্তরে।
বসিব শ্রীনবদ্বীপ কানন-ভিতরে।।১৯।।
নবদ্বীপ-ধামে যাঁর নিশ্চয় বসতি।
অবশ্য হয়েছে তাঁর সাধুধর্ম্মে মতি।।
পুরুষার্থাধিকতত্ত্ব তাঁর করতলে।
ব্রহ্মাদি-প্রণম্য তিনি কৃষ্ণ-কৃপাবলে।।২০।।
নমি আমি নবদ্বীপ নাম গৌরপুর।
যাঁহার পীযুষরস অতীব প্রচুর।।
খগ-পশু-দ্রুম-বল্লীগণকে মাতায়।
প্রেমমত্ত করি' মোর চিত্তকে নাচায়।২১।।
অনেক পণ্ডিতগণ একত্র মানসে।
কৃতার্থ মানয় অন্য তীর্থের মানসে।।
সে সব আমরা নাহি বুঝিবারে পারি।
নবদ্বীপবন মাত্র আশ্রয় বিচারি।।২২।।

উন্নতোজ্জ্বল-ভক্তিসারবীজ গৌরবন-সেবায়ই জীব পরিপূর্ণকাম--

দোষাকরোঽহং গুণলেশহীনঃ সর্ব্বাধমো দুর্ল্লভবস্তুকাঙ্ক্ষী।
গৌরাটবীমুজ্জ্বল-ভক্তিসারবীজং কদা প্রাপ্য ভবামি পূর্ণঃ।।২৩।।

গৌরবনের স্বরূপ---

শুদ্ধোজ্জ্বল-প্রেমরসামৃতাব্ধেরনন্তপারস্য কিমপ্যুদারম্।
রাধাপ্রদত্তং যদপূর্ব্বসারং তদেব গৌরাঙ্গবনং গতি র্মে।।২৪।।

নিরপরাধে একান্তভাবে নবদ্বীপধাম-সেবাফলে সর্ব্বসাধন-বিহীনেরও পরমপ্রয়োজন লাভ--

সর্ব্বসাধনহীনোঽপি নবদ্বীপৈক-সংশ্রয়ঃ।
যঃ কোঽপি প্রাপ্নুয়াদেব রাধাপ্রিয়-রসোৎসবম্।।২৫।।

নবদ্বীপাশ্রয়-নিষ্ঠা--

ত্যজন্তু স্বজনাঃ কামং দেহবৃত্তিশ্চ মাঽস্তু বা।
ন নবদ্বীপ-সীমাতঃ পদং মে চলতু ক্বচিৎ।।২৬।।

সর্ব্বদোষাকর আমি গুণলেশহীন।
দুর্ল্লভ পদার্থ মাগি সর্ব্বাধম দীন।।
কবে সে উজ্জ্বলভক্তি-সার-বীজরূপ।
গৌড়াটবী লভি' হ'ব পূর্ণরসকূপ।।২৩।।
শুদ্ধোজ্জ্বল প্রেমরস অমৃত অপার।
সাগর অপূর্ব্ব অংশ রাধাদত্ত-সার।।
গৌরাঙ্গ-কানন হয় অদ্ভুত এ ভবে।
সেই বন মম গতি কত দিনে হ'বে।।২৪।।
সকল সাধনহীন হইয়াও নর।
করে যদি নবদ্বীপ বন-মাঝে ঘর।।
ধামের বিচিত্র শক্তি হঠাৎ তাহারে।
রাধাকান্ত-রসোৎসবে রতি দিতে পারে।।২৫।।
আমার স্বজনগণ ছাড়ুক আমারে।
দেহবৃত্তি অচল হউক্ একেবারে।।

নবদ্বীপধাম-সেবার প্রতিকূলাচরণকারী নিজজনও পর, সুতরাং দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাজ্য---

সা মে ন মাতা স চ পিতা ন
স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সখা ন।
স মে ন মিত্রং স চ মে গুরুর্ন-
যো মে ন রাধাবন-বাসমিচ্ছেৎ।।২৭।।

জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত শ্রীগোদ্রুম-বাস-সৌভাগ্য-লালসা-

কিমেতাদৃগ্ ভাগ্যং মম কলুষমূর্ত্তেরপি ভবে-
ন্নিবাসো দেহান্তাবধির্যদিহ তদ্ গোদ্রুমভূবি।
তয়োঃ শ্রীদম্পত্যোর্ন্নব-নব-বিলাসৈর্বিহরতোঃ
পদজ্যোতিঃপূরৈরপি তু মম সঙ্গোঽপি ভবিতা।।২৮।।

মায়াঞ্জনাবৃতচক্ষু গৌরবনসম্বন্ধি-বস্তুকে জড়প্রায় দেখিলেও ধামের স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় বস্তুই চিদানন্দময়--

ভূতং স্থাবর-জঙ্গমাত্মকমহো যত্র প্রবিষ্টং কিম-
প্যানন্দৈকঘনাকৃতি-স্বমহসা নিত্যোৎসবং ভাসতে।

তথাপিও চিদানন্দ নবদ্বীপ হ'তে।
চরণ আমার নাই যাউ অন্য পথে।।২৬।।
শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ মহাধন।
তাহাতে বসিতে বাধা করেন যে-জন।।
মাতাপিতা-বন্ধু-সখা-মিত্র-গুরু আর।
কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাঁহার।।২৭।।
কলুষ-স্বরূপ আমি এ ভাগ্য কি পা'ব।
মরণান্তে শ্রীগোদ্রুমে বসতি করিব।।
সেই বনে রাধাকৃষ্ণ বিহার-সময়।
পদ-জ্যোতিঃ দেখি' হবে আনন্দ উদয়।।২৮।।
যে ধামে প্রবিষ্ট হয়ে জঙ্গম-স্থাবর।
ঘনানন্দে মহোৎসবে ভাসে নিরন্তর।।

মায়ান্ধীকৃত-দৃষ্টিভিস্তু কলিতং নানাবিরূপাত্মকং
তদ্‌গৌরাঙ্গপুরং কদাধিবসতঃ স্যান্মে তনুশ্চিন্ময়ী।।২৯।।

সম্বন্ধ-কৌশলের সহিত ধামপ্রবেশকারী জীবমাত্রেরই সচ্চিদানন্দ-রূপতা-প্রাপ্তি; উহা বহির্ম্মুখ-দৃষ্টির অগোচর--

যত্র প্রবিষ্টঃ সকলোঽপি জন্তুঃ সর্ব্বঃ পদার্থোঽপ্যবুধৈরদৃশ্যঃ।
সানন্দ-সম্বিদ্-ঘনতামুপৈতি তদেব গৌরাঙ্গপুরং শ্রয়ামি।।৩০।।

নিরপরাধ-ধামাশ্রিত জীবগণের নিন্দাকারী শ্রীকৃষ্ণচরণে অপরাধী, সুতরাং বঞ্চিত--

যে শ্রীনবদ্বীপগতেষু দোষান্ আরোপয়ন্তি স্থিরজঙ্গমেষু।
আনন্দমূর্ত্তিষ্বপরাধিনস্তে শ্রীরাধিকা-মাধবয়োঃ কথং স্যুঃ।।৩১।।

নিরপরাধ-ধামাশ্রিত পুরুষের নিন্দাকারী, শ্রীমায়াপুরের বিরোধী, গোদ্রুমের সহিত অন্যতীর্থের সাম্যবুদ্ধিকারী ও ধামসেবানন্দকে জড়ানন্দ-জ্ঞানকারী ব্যক্তি দুঃসঙ্গজ্ঞানে অসম্ভাষ্য --

যে গৌরস্থলবাসিনিন্দনরতা যে বা ন মায়াপুরং
শ্লাঘন্তে তুলয়ন্তি যে চ কুধিয়ঃ কেনাপি তং গোদ্রুমম্।

মায়া যার জড়-দৃষ্টি দিয়াছে নয়নে।
জড়ময় দেখে সেই নবদ্বীপ-বনে।।
অতএব আমার প্রার্থনা গৌরপুরে।
বসিয়া চিন্ময়স্ফূর্ত্তি পাই এ শরীরে।।২৯।।
সম্বন্ধ-কৌশলে সেই ধামে প্রবেশিলে।
সর্ব্ব জীবে আনন্দ-সম্বিদ্‌ভাবে মিলে।।
অতাত্ত্বিক বহির্ম্মুখ দেখিতে না পায়।
দিউন গৌরাঙ্গপুর আশ্রয় আমায়।।৩০।।
সম্বন্ধ-আশ্রিত জীবে দোষদৃষ্টি যার।
আনন্দ-স্বরূপে অপরাধ হয় তার।।
যত দিন সেই অপরাধ নাহি যায়।
রাধাকৃষ্ণ-সুসম্বন্ধ মিলিবে কোথায় ? ৩১।।

যে মোদদ্রুমমত্র নিত্যসুখচিদ্রূপং সহন্তেন বা
তৈঃ পাপিষ্ঠনরাধমৈর্ন ভবতু স্বপ্নেঽপি মে সঙ্গতিঃ।।৩২।।

পাপাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌরধামাশ্রয়কারী পুরুষেরই
বৃন্দাবনসম্পত্তি-প্রাপ্তি--

পরধন-পরদার-দ্বেষ-মাৎর্সয্য-লোভা-
নৃত-পরুষ-পরাভিদ্রোহ-মিথ্যাভিলাপান্।
ত্যজতি য ইহ ভক্তঃ শ্রীনবদ্বীপধাম্নি
ন খলু ভবতি বন্ধ্যা তস্য বৃন্দাবনাশা।।৩৩।।

গৌরধাম-বাস-নিষ্ঠার অনুকূল কার্য্যই ভক্তি, তৎপ্রতিকূল
যাবতীয় তথাকথিত ধর্ম্মও অধর্ম্ম বা পাপ--

কুরু সকলমধর্ম্মং মুঞ্চ সর্ব্বং স্বধর্ম্মং
ত্যজ গুরুমপি গৌড়ারণ্যবাসানুরোধাৎ।
স তব পরমধর্ম্মঃ সা চ ভক্তির্গুরুণাং
স কিল কলুষরাশির্যদ্ধি বাসান্তরায়ঃ।।৩৪।।

নবদ্বীপবাসি-নিন্দারত যেই জন।
যেবা নাহি করে মায়াপুরের পূজন।।
অন্য তীর্থে যে মূর্খ গোদ্রুম-সম জানে।
মোদদ্রুম সুখ চিৎ-স্বরূপ না মানে।।
সে পাপিষ্ঠ নরাধম সহিত সঙ্গতি।
স্বপ্নেও না হয় যেন বিষম দুর্গতি।।৩২।।
চৌর্য্য, লম্পটতা, দ্বেষ, মৎসরতা, লোভ।
মিথ্যাবাক্য, সুদুর্ব্বাক্য, পরদ্রোহ, স্তোভ।।
ত্যজিয়া যে জন করে গৌরপুরাশ্রয়।
বৃন্দাবন-আশা তার বন্ধ্যা নাহি হয়।।৩৩।।
নবদ্বীপ-বাস লাগি' করয় অধর্ম্ম।
ত্যজে গুরুজন আর সকল স্বধর্ম।।
তাহে তার দোষ কিবা এই মাত্র সার।
যাহে গৌড়বাস বাধা সেই পাপভার।।৩৪।।

ঔদার্য্যধাম গৌরবনাশ্রয়ে জীবের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী--

নির্ম্মর্য্যাদাশ্চর্য্য-কারুণ্যপূর্ণং
গৌরারণ্য য নবদ্বীপ-ধাম।
য কোঽপ্যস্মিন্ যাদৃশস্তাদৃশো বা
দেহস্যান্তে প্রাপ্নুয়াদেব সিদ্ধিম্।।৩৫।।

লৌকিক ও বৈদিকধর্ম্ম-কাননে ক্ষত-বিক্ষত না হইয়া অবিলম্বে দীনতার সহিত শ্রীগোদ্রুমবন আশ্রয় করাই বুদ্ধিমত্তা--

ন লোক-বেদোদিত-মার্গভেদৈ—
রাবিশ্য সংক্লিশ্যত রে বিমূঢ়াঃ।
হঠেন সর্ব্বং পরিহৃত্য গৌড়ে
শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটীং কুরুধ্বম্।।৩৬।।

নানা মনোধর্ম্মেত্থ-মতবাদ দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক ঔদার্য্যধাম গৌরধামাশ্রয়নিষ্ঠা--

যত্তজ্জল্পন্তু শাস্ত্রাণ্যহহ! জনতয়া গৃহ্যতাং যত্তদেব।
স্বং স্বং যত্তন্মতং স্থাপয়তু লঘুমতিস্তর্কমাত্রে প্রবীণঃ।

আশ্চর্য্য কারুণ্যপূর্ণ শ্রীগৌড়নগরী।
সর্ব্বশাস্ত্রে লেখে তার মহিমা বিস্তারি'।।
যে সে রূপে থাকি জীব নবদ্বীপ ধামে।
দেহান্তে লভিছে সিদ্ধি শ্রীগৌরাঙ্গ নামে।।৩৫।।
ওহে মূর্খ জীব, তুমি লোক-বেদাশ্রয়ে।
আচরি' বহুল ধর্ম্ম আছ ক্লিষ্ট হয়ে।।
হঠাৎ ছাড়িয়া সব পথ অনিশ্চিত।
শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটী করহ বিহিত।।৩৬।।
শাস্ত্র সব নানাবিধ করুক জল্পনা।
অতাত্ত্বিক জন তাহা করুক ধারণা।।
তর্কপটু লঘুমতি বিতর্ক করিয়া।
স্থাপুক বিচিত্র মত দেশে দেশে গিয়া।।

অস্মাকন্তূজ্জ্বলৈকোন্মদ-বিমলরস-প্রেমপীযূষমূর্ত্তে
রাধাভাবাপ্তিলীলাটবিমিহ ন বিনান্যত্র নির্য্যাতি চেতঃ।।৩৭।।

অনর্গল-প্রেমমৃতাকর-গৌরবনে রতিলাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা---

অপার-করুণাকরং ব্রজবিলাসিনী-নাগরং
মুহুঃ সুবহু-কাকুভির্নতিভিরেতদভ্যর্থয়ে।
অনর্গলবহন্মহাপ্রণয়সীধুসিন্ধৌ মম
ক্বচিজ্জনুষি জায়তাং রতিরিহৈব খণ্ডে নবে।।৩৮।।

শ্রীমায়াপুর-ধাম-সেবাফলে সুদুরাচারেরও সর্ব্বসাধুত্ব প্রাপ্তি-

নানামার্গরতোঽপি দুর্ম্মতিরপি ত্যক্তস্বধর্ম্মোঽপি হি
স্বচ্ছন্দাচরিতোঽপি দূর-ভগবৎসম্বন্ধ-গন্ধোঽপি চ।
কুর্ব্বন্ যত্র চ কামলোভবশতো বাসং সমস্তোত্তমং
যায়াদেব রসাত্মকং পরমহং তন্নৌমি ''মায়াপুরম্''।।৩৯।

শ্রীনবদ্বীপেই ভক্তিসুখ-মাধুরীর পরাকাষ্ঠা বিরাজিত-

ইহ সকলসুখেভ্যঃ সূত্তমং ভক্তিসৌখ্যং
তদপি চরমকাষ্ঠাং সম্যগাপ্নোতি যত্র।

আমরা সে-সব ছাড়ি' উজ্জ্বল বিমল।
রস-প্রেম-সুধা-সার যেখানে সম্বল।।
সেই রাধা-ভাবান্বিত পুরুষের স্থান।
ছাড়িয়া কোথাও নাহি করিব প্রস্থান।।৩৭।।
অপারকরুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচরণে।
পড়িয়া কাঁদিয়া আমি বলি সর্ব্বক্ষণে।।
তব অনর্গল প্রেম সিন্ধু-গৌরবনে।
কোন জন্মে রতি যেন দিও অকিঞ্চনে।।৩৮।।
চঞ্চল, দুর্ম্মতি আর স্বধর্ম-বিরত।
দুরাচার, গৌরচন্দ্র-সম্বন্ধ-রহিত।।
কাম লোভে যথা আসি' অত্যুত্তম হয়।
নমি সেই মায়াপুর রসের নিলয়।।৩৯।।

তদপি পরমপুংসঃ শ্রীনবদ্বীপধাম।
নিখিল-নিগম-গূঢ়ং মূঢ়বুদ্ধির্ন বেদ।।৪০।।

অচিন্ত্যশক্তিশালী অপরাধভঞ্জনক্ষেত্র, প্রেমরসদ কোলদ্বীপ--

ভজন্তমপি দেবতান্তরমথাক্ষর-ব্রহ্মণি
স্থিতং পশুবদেব বা বিষয়-ভোগ-মাত্রে রতম্।
অচিন্ত্য-নিজশক্তিতঃ স্বগত-রাধিকা-মাধব-
প্রগাঢ়রসঃ-মোহিতং কুরুত এব কোলাটবী।।৪১।।

বেদাতীত অচিন্ত্যাদ্ভুত-স্বরূপ শ্রীগৌদ্রুমধাম-স্বরূপ-দর্শন-লালসা-

যৎ কোট্যংশমপি স্পৃশেন্ন নিগমো যন্ন বিদুর্যোগিনঃ
শ্রীশ-ব্রহ্ম-শুকার্জ্জুনোদ্ধবমুখাঃ পশ্যন্তি যন্ন ক্বচিৎ।
অন্যৎ কিং ব্রজবাসিনামপি ন যদ্দৃশ্যং কদা লোকয়ে
তচ্ছ্রীগোদ্রুম-রূপমদ্ভুতমহং রাধাপদৈকাশ্রয়ঃ।।৪২।।

সর্ব্বসুখসার ভক্তিসুখ সুনির্ম্মল।
পাই যেই নবদ্বীপ সেই গৌরস্থল।।
বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, অচিন্ত্য অপার।
মূঢ়বুদ্ধি জন তত্ত্ব না জানে তাহার।।৪০।।
ভজে অন্য দেব কিম্বা ব্রহ্মজ্ঞানে রত।
অথবা পশুর ন্যায় ভোগেতে বিব্রত।।
গঙ্গার পশ্চিম-তীরে কোলাটবী-তীরে।
ফেলেন স্বশক্তিক্রমে প্রেম-পারাবারে।।৪১।।
লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, শুক, অর্জ্জুন, উদ্ধব।
প্রভৃতি না জানে যাঁরে অচিন্ত্যবৈভব।।
আর কি কহিব বৃন্দাবনবাসী জন।
যে রসনা পায় যাহা তথা সংঘটন।।
সেই শ্রীগোদ্রুমবন অদ্ভুত ব্যাপার।
কবে বা দেখিব পেয়ে রাধা-কৃপা সার।।৪২।।

দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা--

দুর্ব্বাসনা সুদৃঢ়রজ্জুশতৈর্নিবদ্ধং
আকৃষ্য সর্ব্বত ইদং স্ববলেন গৌর।
রাধাবনে বিহরতঃ সহ রাধয়া তে
পদারবিন্দ-সবিধং নয় মানসং মে।।৪৩।।

নবদ্বীপচন্দ্রে বিজ্ঞপ্তি--

বশীকর্ত্তুং শক্যো ন হি ন হি মনাগিন্দ্রিয়গণো
গুণোঽভূন্নৈকোঽপি প্রবিশতি সদা দোষনিচয়ঃ।
ক্ব যামঃ কিং কুর্ম্মো হরি হরি ময়ীশোঽপ্যকরুণো
নবদ্বীপ বাসং বত বিতর মানন্যগতিকম্।।৪৪।।

নবদ্বীপধামবাস-নিষ্ঠাপ্রার্থনা--

জাতি-প্রাণ-ধনানি যান্তু সুযশোরাশিঃ পরিক্ষীয়তাং
সদ্ধর্ম্মা বিলয়ং প্রয়ান্তু সততং সর্ব্বৈশ্চ নির্ভর্ৎস্যতাম্
আধিব্যাধিশতেন জীর্য্যতু বপুর্ল্লুপ্তপ্রতীকারতঃ।।
শ্রীগৌরাঙ্গপুরং তথাপি ন মনাক্ ত্যক্তুং মমাস্তাং মতিঃ।।৪৫।।

দুর্ব্বসনা-রজ্জুশত-বদ্ধ মম মন।
আকর্ষিয়া নিজ-বলে, হে শচীনন্দন।
রাধাকুণ্ড শ্রীগোদ্রুমে শ্রীরাধার সহ।
বিহার-সময়ে তব পাদপদ্মে লহ।।৪৩।।
দমিতে ইন্দ্রিয়গণে না পারিনু নাথ।
গুণমাত্র নাহি মোর সর্ব্ব-দোষোৎপাত।।
কোথা যাব, কি করিব, গতিহীন আমি।
নবদ্বীপে স্থান দিয়া কৃপা কর, স্বামি।।৪৪।।
জাতি, প্রাণ, ধন, যশ, সদ্ধর্ম্ম আমার।
ক্ষয় হউ, সকলে করুন্ তিরস্কার।।
ব্যাধি জীর্ণ-কলেবর পাউক দুর্গতি
নবদ্বীপ তথাপি ত্যজিতে নহু মতি।।৪৫।।

নবদ্বীপৈকানুরক্ত পুরুষগণের বন্দনা--

গৈরারণ্যাদন্যৎ প্রকৃতেরন্তর্ব্বহির্ব্বাপি।
নৈবাস্তি মধুরাবস্থিত্যবকলিতং যৈ র্নমস্তেভ্যঃ।।৪৬।।

গৌরসেবারতা শ্রীলীলাশক্তির জয়--

বিভ্রাজত্তিলকা গিরীন্দ্রতনয়া-নীরৌঘ-শুক্লাম্বরো-
দঞ্চৎ কাঞ্চন-চম্পকচ্ছবিরহো নানারসোল্লাসিনী।
কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধরেণ রসদেনাত্যন্ত-সম্মোহিনী
শ্রীমিশ্রাত্মজবল্লভা বিজয়তে গৌড়ে তু গৌরাটবী।।৪৭।।

পরমবৈভবশালী নবদ্বীপ নিত্যসেব্য-

যস্মিন্ কোটি-সুরেন্দ্রবৈভবযুতা ভূমীরুহাঃ পোষকাঃ
ভক্তিঃ সদ্বনিতা মহারসময়ী যত্র স্বয়ং শ্লিষ্যতি।
যত্র ব্রহ্মপুরাদি তীর্থনিচয়া ভ্রাজন্তি নানাস্থলে
তদ্দ্বীপং নবসংখ্যকং সুখময়ং কো নাম নালম্বতে।।৪৮।।

প্রকৃতির মধ্যে বা বাহিরে কভু ভাই।
নবদ্বীপ সমান মধুর স্থিতি নাই।।
এই ত' সিদ্ধান্ত যাঁ'র তাঁহার চরণে।
সদা নমস্কার করি আমি মনে মনে।।৪৬।।
তিলকশোভিতা গঙ্গাজল শুক্লাম্বরা।
কাঞ্চনচম্পকাভাসা রসোল্লাসপরা।।
কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধর-রসে সম্মোহিনী।
শোভা পায় গৌরাটবী গৌরাঙ্গমোহিনী।।৪৭।।
সুরেন্দ্রবৈভবযুতা যথা তরুগণ।
মহারসময়ী ভক্তি-বনিতা রঞ্জন।।
ব্রহ্মপুর আদি তীর্থগণ যথা স্ফুরে।
হেন নবদ্বীপ কেবা আশ্রয় না করে।।৪৮।।

নবদ্বীপবাস-নিন্দকের কৃষ্ণপ্রেমভক্তিলাভ অসম্ভব—

নিন্দন্তি যাবন্নবখণ্ড-বাসং বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস-কন্দে।
তাবন্ন গোবিন্দ-পদারবিন্দে স্বচ্ছন্দ-সদ্‌ভক্তি-রহস্যলাভঃ।।৪৯।।

সৌভাগ্যবানের নবদ্বীপবনে ভ্রমণ-প্রকার—

স্মারং স্মারং নবজলধর-শ্যামলধাম বিদ্যুৎ-
কোটি-জ্যোতি স্তনুলতিকয়া রাধয়া শ্লিষ্যমানম্।
উচ্চৈরুচ্চৈঃ সরসসরসং কাকুভির্জ্জৃম্ভমানঃ
প্রেমাবিষ্টো ভ্রমতি সুকৃতী কোঽপি গৌরস্থলীষু।।৫০।।

গৌরপদাঙ্কিত গৌরধামে প্রেমলালসা—

বিশ্বম্ভরস্য পাদসরোজোপেতস্থলীষু নির্ভরপ্রেম্না হরি হরি!
কদা লুঠামি প্রতিপদ-গলদশ্রুরুল্লসৎ পুলকঃ।।৫১।।

রাধাভাব-সুবলিত-কৃষ্ণের-ধাম-আশ্রয়কারী পুরুষেরই নিগূঢ় প্রেমসম্পত্তি প্রাপ্তি—

পূর্ণোজ্জ্বলৎ প্রেমরসৈক-মূর্ত্তির্যত্রৈব রাধাবলিতো হরির্মে।
তদেব গৌরস্থলমাশ্রিতানাং ভবেৎ পরং ভক্তি-রহস্যলাভঃ।।৫২।।

নবদ্বীপ-বাস প্রতি নিন্দা যতদিন।
ততদিন মানুষ স্বচ্ছন্দ ভক্তিহীন।।
ততদিন বৃন্দাবনে প্রেমের নিলয়।
গোবিন্দপদারবিন্দে ভক্তি নাহি হয়।।৪৯।।
বিদ্যুৎকোটি প্রভাময়ী রাধা-আলিঙ্গিত।
নবজলধর শ্যাম ধ্যানে সমাহিত।।
উচ্চৈঃস্বরে তীর্থে তীর্থে কাকুতি করিয়া।
গৌরধামে ফিরে কৃতী প্রেমাবিষ্ট হঞা।।৫০।।
গৌরপাদপদ্মপূত নবখণ্ড বনে।
কবে আমি প্রেমপূর্ণ হয়ে মনে মনে।।
প্রতিপদে গলদশ্রুপুলক-উল্লাসে।
'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া লুটিব অনায়াসে।।৫১।।

বহির্ম্মুখ-লোকের শত চীৎকারেও ধামসেবানন্দীর উদ্বেগহীনতা--

চাণ্ডাল-শ্ব-খরাদিবৎ যদি জনাঃ কুর্ব্বন্তি সর্ব্বে তির-
স্কারং দুর্বিষহঞ্চ তেন ন হি মে খেদোঽস্ত্যণীয়ানপি।
শ্রীকৃষ্ণ-শ্রবণাদিকা তু নবধা রাগানুগা চাত্মদা
ভক্তির্যদ্ গ্রহসংখ্যকে বিজয়তে তত্রৈব খণ্ডে স্থিতিঃ।।৫৩।।

দেহধর্ম্ম-মনোধর্ম্মোত্থ যাবতীয় সাধন পরিত্যাগপূর্ব্বক
ধামসেবাই সর্ব্বমঙ্গলাকর--

ভ্রাতঃ সমস্তান্যপি সাধনানি বিহায় গৌরস্থলমাশ্রয়স্ব।
যথা তথা প্রাক্তন-বাসনাতঃ শরীর-বাণী-হৃদয়ানি কুর্য্যুঃ।।৫৪।।

শ্রীধামসেবার্থ নবদ্বীপের শ্বপচগৃহে ভিক্ষাদ্বারা জীবন-নির্ব্বাহ
সর্ব্বাংশে শ্লাঘনীয়---

নবদ্বীপে রম্যে বরমিহ করে খর্পরভৃতো
ভ্রমামো ভৈক্ষ্যার্থং স্বপচ-গৃহবীথীষু দিনশঃ।

পূর্ণোজ্জ্বল প্রেমমূর্ত্তি রাধা-ভাবময়।
যথা কৃষ্ণ নবদ্বীপে সাক্ষাৎ উদয়।।
সেই গৌরস্থলাশ্রিত হয় যেই জন।
সুভক্তি-রহস্য তার একমাত্র ধন।।৫২।।
চণ্ডাল, কুক্কুর, খর-সম তিরস্কার।
করুক, তাহাতে খেদ নাহিক আমার।।
স্নেহজ্ঞানে তুষ্ট হ'য়ে নবখণ্ড বনে।
বসিব সর্ব্বদা আমি বৈরাগ্যের সনে।।৫৩।।
ওহে ভাই, সমস্ত সাধন পরিহরি'।
গৌরস্থলাশ্রয় কর চিত্ত দৃঢ় করি'।।
প্রাক্তন বাসনা-বশে তোমার হৃদয়।
শরীর-বচন-চেষ্টা করিবে নিশ্চয়।।৫৪।।
বরং আমি নবদ্বীপে খর্পর ধরিয়া।
শ্বপচ-পল্লীতে ভ্রমি ভিক্ষার লাগিয়া।।

তথাপি প্রাচীনৈঃ পরমসুকৃতৈরত্র মিলিতং
ন নেষ্যাম্যন্যত্র ক্বচিদপি ক্বথঞ্চিদ্ বপুরিদম্।।৫৫।।

সাধক-দেহোচিত শ্রীগৌরবনবাস-লালসা--

জরৎকন্থামেকাং দধদপি চ কৌপীনমনিশং
প্রগায়ন্ শ্রীরাধা-মধুপতি-রহঃ-কেলি-লহরীম্।
ফলং বা মূলংবা কিমপি দিবসান্তে কবলয়ন্
নবদ্বীপে নেষ্যে বনভূবি কদা জীবনমিদম্।।৫৬।।

বিরজার পরপারে পরব্যোম, তন্মধ্যে গৌড়মণ্ডল, তন্মধ্যে আবার বৃন্দাবন----

প্রকৃত্যুপরি কেবলে সুখনিধৌ পরব্রহ্মণি
শ্রুতিপ্রথিত-বৈভবং পরপদং পরব্যোমকম্।
তদন্তরখিলোজ্জলং জয়তি গৌড়ভূমণ্ডলং
মহারসময়ঞ্চ তৎ কলয় তত্র বৃন্দাবনম্।।৫৭।।

ধামবাসীর প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি-জনিত ধামাপরাধে ভক্তিপদবী লাভ অসম্ভব---

সানন্দ-সচ্চিদ্ঘনরূপতা-মতি-
র্যাবন্ন গৌরস্থলবাসি-জন্তুষু।

তথাপি সুকৃতিলব্ধ দুর্ল্লভ শরীর।
অন্যত্র লইতে ইচ্ছা নাহি করি স্থির।।৫৫।।
ছেঁড়া কাঁথা-কৌপীন ধরিয়া আমি কবে।
দিবসান্তে ফলমূল-ভোজন-গৌরবে।।
নবদ্বীপ-বনভাগে রাধাকৃষ্ণ-কথা।
গাইয়া জীবন মোর কাটাইব তথা।।৫৬।।
প্রকৃতির পর পরব্রহ্ম সুবিমলে।
বেদে যাকে পরব্যোম পরপদ বলে।
তাহা মধ্যভাগে শোভে শ্রীগৌড়মণ্ডল।
তাহে শোভে 'নবদ্বীপ' বৃন্দাবন-স্থল।।৫৭।।

তাবৎ প্রবিষ্টোঽপি ন তত্র বিন্দতে

ততোঽপরাধাৎ পদবীং পরাৎপরাম্।।৫৮।।

ধামবাসিজনে অপ্রাকৃতবুদ্ধির উদয়ে রাধামাধবের সেবাযোগ্যতা লাভ--

যদৈব সচ্চিদ্রসরূপবুদ্ধি র্দ্বীপে নবেঽস্মিন্ স্থির-জঙ্গমেষু।

স্যান্নির্ব্ব্যলীকং পুরুষস্তদৈব চকাস্তি রাধাপ্রিয়সেবিরূপঃ।।৫৯।।

নবদ্বীপধাম সেবাতৎপরতা সর্ব্ববিধ সাধন-ভজন ও সর্ব্বসিদ্ধির ফল---

সকলবিভব-সারং সর্ব্বধর্ম্মৈকসারং

সকল-ভজন-সারং সর্ব্ব-সিদ্ধ্যৈক-সারম্।

সকল মহিমাসারং বস্তুখণ্ডে নবাখ্যে

সকল-মধুরিমাম্ভোরাশি-সারং বিহারঃ।।৬০।।

নবদ্বীপে সিদ্ধি-লালসা---

প্রগায়ন্নটন্নুদ্ধসন্ বা লুঠন্ বা

প্রধাবন রুদন্ সংপতন্ মুর্চ্ছিতো বা।

নবদ্বীপবাসী জন্তুগণে যত দিন।
সানন্দসচ্চিদ্ভাব না হয় প্রবীণ।।
ততদিন হইয়াও সে ধামে প্রবিষ্ট।।
ধাম-অপরাধে নাহি লভে নিজ ইষ্ট।।৫৮।।
নবদ্বীপে স্থাবর জঙ্গমে যেই দিন।
সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধি হয় মলহীন।।
সেই দিন রাধাকান্তসেবা যোগ্যরূপ।
লভে জীব ব্রজধামে অতি অপরূপ।।৫৯।।
নবদ্বীপে বস্তুতত্ত্ব করহ বিচার।
সকল বিভব আর সর্ব্বধর্ম্মসার।।
সকল ভজন-সার সর্ব্বসিদ্ধি-ফল।
সকল মাধুর্য্য-সার বিহার নির্ম্মল।।৬০।।
কবে আমি নবখণ্ডে লোকধর্ম্ম ত্যজি'।
মহাপ্রেম-মাধ্বী-রসে নিরন্তর মজি'।।

কদা বা মহাপ্রেমমাধ্বীমদান্ধ-
শ্চরিষ্যামি খণ্ডে নবে লোকবাহ্যঃ।।৬১।।

গৌরবনে কৃষ্ণপ্রেম-লালসা—

ন লোকং ন ধর্ম্মং ন গেহং ন দেহং
ন নিন্দাং স্তুতিং নাপি সৌখ্যং ন দুঃখম্।
বিজানন্ কিমপ্যুন্মদঃ প্রেমমাধ্ব্যা
গ্রহগ্রস্তবৎ কর্হি গৌরস্থলে স্যাম।।৬২।।

গৌরবনে সিদ্ধদেহে স্বাভীষ্ট রাধাকৃষ্ণ-সেবাভিলাষ—

হরেকৃষ্ণ রামেতি কৃষ্ণেতি মুখ্যান্
মহাশ্চর্য্য-নামাবলী-সিদ্ধমন্ত্রান্।
তথাচাষ্টকালে ব্রজদ্বন্দ্বসেবাং
কদাভ্যস্য গৌরস্থলে স্যাং কৃতার্থঃ।।৬৩।।

গৌরবনের ধ্যান—

হৈম-স্ফটিক-পদ্মরাগরচিতৈর্মাহেন্দ্রনীলৈর্দ্রুমৈ-
র্নানারত্নময়স্থলীভিরলিঝঙ্কারস্ফুটদ্বল্লিভিঃ।

গাইব হাসিব আর ভূমিতে লুটিব।
দৌড়িব কাঁদিব পড়ি' মূর্চ্ছিত হইব।।৬১।।
গৌরস্থলে লোকধর্ম্ম গেহ দেহ ভুলি'।
তুল্য নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখে কুতুহলী।।
উন্মদ প্রেমেতে মত্ত গ্রহগ্রস্ত মত।
বিচরিব কত দিনে করি' ধামব্রত।।৬২।।
কৃপামূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-শিক্ষা-অনুসারে।
হরেকৃষ্ণ রামনাম সিদ্ধ মন্ত্রাক্ষরে।।
মহাশ্চর্য্য নামাবলী গাইতে গাইতে।
কবে বা কৃতার্থ হব এ গৌরস্থলীতে।।৬৩।।
ইন্দ্রনীলমণি বৃক্ষষণ্ড নানামত।
পুরট স্ফটিক পদ্মরাগ-বিনির্ম্মিত।।

চিত্রৈঃ কীর-ময়ূর-কোকিলমুখৈর্নানাবিহঙ্গৈর্লসৎ
পদ্মাদ্যৈশ্চ সরোভিরদ্ভুতমহং ধ্যায়ামি গৌরস্থলম্।।৬৪।।

মধ্যদ্বীপে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাস্বাদন-লালসা----

মধ্যদ্বীপবনে স্বরাট্‌ক্ষিতিধরস্যোপত্যকাসু স্ফুরন্-
নানাকেলি-নিকুঞ্জবীথিষু নবোন্মীলৎকদম্বাদিষু।
ভ্রামং ভ্রামমহর্নিশং ননু পরং শ্রীরাসকেলীস্থলী -
রম্যাস্বেব কদা প্রকাশিত রহঃপ্রেমা ভবেয়ং কৃতী।।৬৫।।

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিকল্পে রাধাবনের সেবানুরাগ-লালসা --

অলং ক্ষয়ি-সুদুঃখদৈ র্যুবতি-পুত্র-বিত্তাদিকৈ-
র্বিমুক্তি-কথয়াপ্যলং মম-নমো বিকুণ্ঠশ্রিয়ে।
পরন্ত্বিহ ভবে ভবে ভবতু রাধিকা-কান্তিতঃ
ব্রজেন্দ্রতনয়ো-বনে লসতি যত্র তস্মিন্ রতিঃ।।৬৬।।

রত্নবেদী যেখানে ঝঙ্কারে অলিগণ।
শুক পীক ময়ূরের অপূর্ব্ব দর্শন।।
পদ্মপুষ্প সুশোভিত নানা সরোবর।
সেই নবদ্বীপ ধামে প্রকৃতির পর।।
সেই ধাম-ধ্যানসুখে নিমগ্ন হইয়া।
বসিব শ্রীগৌরধামে রসেতে ডুবিয়া।।৬৪।।
মধ্যদ্বীপে স্বরাটাখ্য পর্ব্বতের পাশে।
কদম্বমণ্ডিত কেলিকুঞ্জ পরকাশে।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে রাসমণ্ডল দেখিয়া।
প্রেমপূর্ণ হব আমি সুকৃতি স্মরিয়া।।৬৫।।
অনিত্য দুঃখদ পত্নী, পুত্র, বিত্ত ছার।
মুক্তিকথা, বৈকুণ্ঠে পিপাসা নাহি আর।।
রাধাভাবদ্যুতি মাখা কৃষ্ণলীলাবনে।
একবিন্দু রতিমাত্র মাগি নিজ মনে।।৬৬।।

শ্রীগোদ্রুমধাম-সেবা-নিষ্ঠা---

নমামি তদ্ গোদ্রুমমেব মূর্দ্ধ্ণা
বদামি তদ্ গোদ্রুমমেব বাচা।
স্মরামি তদ্ গোদ্রুমমেব বুদ্ধ্যা
শ্রীগোদ্রুমাদন্যমহং ন জানে।।৬৭।।

গৌরধামৈকনিষ্ঠ ভক্তকুলের পদরজোঽভিষেক-লালসা--

রাধাপতিরতিকন্দং গৌরস্থলমেব জীবনং যেষাম্।
তচ্চরণাম্বুজরেণোরাশামেবাহমাশাসে।।৬৮।।

নবদ্বীপে স্বাভীষ্ট-ধ্যান-লালসা---

নানাকেলি-নিকুঞ্জমণ্ডপযুতে নানা সরোবাপিকা-
রম্যে গুল্ম-লতা-দ্রুমৈশ্চপরিতো নানাবিধৈঃ শোভিতে।
নানা জাতি সমুল্লসৎ খগ-মৃগৈর্নানাবিলাসস্থলী -
প্রদ্যোত-দ্যুতি-রোচিষি-প্রিয় কদা ধ্যেয়োসি গৌরস্থলে।।৬৯।।

মস্তক নোয়ায়ে নমি শ্রীগোদ্রুমবন।
বাক্য সদা শ্রীগোদ্রুম করিয়ে কীর্ত্তন।।
সূক্ষ্ম বুদ্ধিযোগে স্মরি শ্রীগোদ্রুম ধাম।
গোদ্রুম ছাড়িয়া মোর অন্য নাই কাম।।৬৭।।
রাধাকান্ত রতিকন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ-বন।
অবিরত কৃষ্ণ-ভক্তগণের জীবন।।
সেই সব ভক্তজন-চরণের ধূলি।
আশামাত্র আশা করি বাস গৌরস্থলী।।৬৮।।
নানা কেলি-নিকুঞ্জ-মণ্ডলে সুশোভিত।
নানা সরোবর-বাপী-তড়াগ-মণ্ডিত।।
নানা গুল্ম-লতাদ্রুম-মণ্ডপে বেষ্টিত।
নানাজাতি খগ-মৃগদ্বারা উল্লসিত।।
অনেক বিহারস্থল জ্যোতির্ম্ময় ধামে।
কবে আমি গৌরস্থলে লভিব বিশ্রামে।।৬৯।।

রাধামাধব-মিলিততনু-পুরটসুন্দর গৌরাঙ্গ-দর্শন-লালসা

বাণ্যা গদগদয়া কদা মধুপতের্নামানি সংকীর্ত্তয়ে
ধারাভির্নয়নাম্ভসাং তরুতল-ক্ষৌণীং কদা পঙ্কয়ে।
দৃষ্ট্যা ভাবনয়া পুরোমিলদহো গৌরস্থলীয়ং মহো-
দ্বন্দ্বং হেমহরিন্মণিচ্ছবি কদালম্বে মুহুর্বিহ্বলঃ।।৭০।।

শ্রীনবদ্বীপধাম-সেবা-নিষ্ঠা---

নান্যদ্ব্রজামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যদ্ব্রজামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
পশ্যামি জাগ্রতি তথা স্বপনেঽপি নান্যৎ
শ্রীরাধিকারুচি-বিনোদ-বনং বিনাহম্।।৭১।।

ব্রহ্মাধিপত্য ও সারূপ্যাদি মুক্তি হইতেও নবদ্বীপধামে কৃমিজন্ম কোটিগুণে শ্লাঘ্য ও বাঞ্ছনীয় ---

ন সত্যাখ্যে লোকে স্পৃহয়তি মনো ব্রহ্মপদবীং
ন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণোরপি মৃগয়তে পার্ষদ-তনুম্।
নবদ্বীপে শুদ্ধে মধুররসভাবোৎসববতাং
নিবাসে ধন্যানাং সুবহুকৃমিজন্মাপি মনুতে।।৭২।।

গদগদ বচনে কবে গাব কৃষ্ণনাম।
নয়নধারায় আর্দ্র করিব তদ্ধাম।।
ভাবেতে হেরিব কবে সে যুগল জ্যোতি।
হেম-হরিন্মণি-ছবি সুবিহ্বলমতি।।৭০।।
রাধাকান্তিবিনোদ কানন বিনা আন।
না বর্ণিব, না শুনিব না করিব ধ্যান।।
জাগ্রতে স্বপ্নে বা আমি বিনা সেই বন।
না দেখিব কভু ইথে দৃঢ় মম মন।।৭১।।
মন নাহি চাহে সত্যলোকে ব্রহ্মপদ।
বৈকুণ্ঠে পার্ষদ দেহ মুক্তির সম্পদ।।
নবদ্বীপে বিশুদ্ধ মধুর ভক্তজন।
গৃহে কৃমি জন্মি, লোভ হয় অনুক্ষণ।।৭২।।

কোনও প্রকারে নবদ্বীপ-সেবা-সৌভাগ্য-লালসা---

মমাপি স্যাদেতাদৃশমপি দিনং কিন্নু পরমং
নবদ্বীপে যস্মিন্ কথমপি কৃতস্পর্শনমপি।
অহো দেহং দূরাদপি সমবলোক্যাপি জনুষা
মুহুর্ধন্যং মন্যে ধরণিপতিতঃ স্যাং কৃতনতিঃ।।৭৩।।

নবদ্বীপধামের গুণকীর্ত্তনেই জিহ্বার সার্থকতা --

যদপি চ মম নাস্তি শ্রীনবদ্বীপধাম-
মহিমনি ন সমোর্দ্ধে হন্ত বিশ্বাসগন্ধঃ
যদপি মম ন তস্মিন্নাস্তে বাসৈষণাপি
প্রসরতু মম তাদৃশ্যেব বাণী তথাপি।।৭৪।।

গুরুবৈষ্ণবকৃপালব্ধ বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত পুরুষই ধামতত্ত্ব-প্রকাশে সমর্থ---

অচৈতন্যপ্রায়ং জগদিদমহো সর্ব্ববিদপি
নবদ্বীপস্যাস্য প্রভবতি ন বৈ তত্ত্বকথনে।
হরৌ সুপ্রচ্ছন্নে হরিপুরমহো গুপ্তমভবৎ
সুভক্তস্তত্তত্ত্বং স্বগুরুকৃপয়া কর্ষতি কিল।।৭৫।।

হেন দিন কবে মোর উদিবে গগনে।
যবে নবদ্বীপস্পৃষ্ট শরীর দর্শনে।।
দূর হইতে জীবন সার্থক জ্ঞান করি।
সাষ্টাঙ্গে পড়িব নমি ধরণী উপরি।।৭৩।।
সর্ব্বোত্তম নবদ্বীপ-মাহাত্ম্যে বিস্তর।
না থাকে বিশ্বাস-গন্ধ তাহাতে আমার।।
সে ধাম বাসের ইচ্ছা যদ্যপিও নাই।
তবু যেন ধামগুণ নিরন্তর গাই।।৭৪।।
অচৈতন্যপ্রায় বিশ্ব, সর্ব্বজ্ঞ যে জনে।
সেও নারে নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য-বর্ণনে।।
প্রচ্ছন্ন সে ধাম নন্দনন্দনের ন্যায়।
ভক্তজনমাত্র জানে সদ্‌গুরু-কৃপায়।।৭৫।।

গৌরবনে গৌরদর্শনে প্রেম-লালসা---

কদা নবদ্বীপবনান্তরেষ্বহং
পরিভ্রমন্ সৈকতপূর্ণচত্বরে।
হরীতি রামেতি হরীতি কীর্ত্তয়ন্
বিলোক্য গৌরং প্রপতামি বিহ্বলঃ।।৭৬।।

গৌরবনে সুরধুনীতটে সাধকদেহোচিত বিচরণ-লালসা---

পুলিনে পুলিনে গিরীন্দ্রজায়া
বিচরিষ্যামি কদা তলে তরুণাম্।
পতিতং গলিতং ফলঞ্চ ভূক্ত্বা
ললিতং তটিনী-জলং পিবামি।।৭৭।।

নবদ্বীপসেবা ব্যতীত বৃন্দাবনসেবা-প্রাপ্তি এবং গৌর-সেবা ব্যতীত রাধাকৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তি অসম্ভব---

আরাধিতং নববনং ব্রজকানন তে
নারাধিতং নববনং ব্রজ এব দূরে।
আরাধিতো দ্বিজসূতো ব্রজনাগরস্তে
নারাধিতো দ্বিজসূতো ন তবেহ কৃষ্ণঃ।।৭৮।।

কবে নবদ্বীপ বনে সৈকত প্রচরে।
'হরেরাম হরেকৃষ্ণ' বলি উচ্চৈঃস্বরে।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌর করিব দর্শন।
পড়িব বিহ্বল হ'য়ে অচল চরণ।।৭৬।।
জাহ্নবীর পুলিনে পুলিনে তরুতলে।
বিচরিব আমি কবে 'হরি' 'হরি' বলে।।
পতিত গলিত ফল করিব ভক্ষণ।
ললিত-তটিনীজলে তৃষ্ণা নিবারণ।।৭৭।।
সেবিলেই নবদ্বীপ বৃন্দাবন স্ফুরে।
নবদ্বীপ-সেবা বিনা বৃন্দাবন দূরে।।
যে সেবিল গৌর আর যশোদানন্দন।
গৌরসেবা বিনা কৃষ্ণ না পায় কখন।।৭৮।।

নবদ্বীপ অভিন্ন বৃন্দাবন ও ঔদার্য্যধাম---

নবদ্বীপঃ সাক্ষাদ্ব্রজপুরমহো গৌড়পরিধৌ
শচীপুত্রঃ সাক্ষাদ্ব্রজপতিসূতো নাগরবরঃ।
স বৈ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতঃ কাঞ্চন-চ্ছটা
নবদ্বীপে লীলাং ব্রজপুর-দূরাপাং বিতনুতে।।৭৯।।

মাধুর্য্যধাম বৃন্দাবন হইতে ঔদার্য্যধাম নবদ্বীপ অধিক কৃপাময় --

অহো বৃন্দারণ্যে হরি হরি হরীতি প্রজপতাং
ব্রজদ্বন্দ্বাবাপ্তির্ঘটত অপরাধাত্যয় ইহ।
নবদ্বীপে গৌর কলুষনিচয়ং ক্ষাম্যতি সদা
ব্রজানন্দং সাক্ষাৎ পরমরসদং হন্ত! তনুতে।।৮০।।

গৌরধাম-সেবকেরই ব্রজধাম করস্থিত---

নবদ্বীপে বসেদ্ যস্তু করে তস্য ব্রজস্থিতিঃ।
মরীচিকাবদন্যত্র দূরে বৃন্দাবনং ধ্রুবম্।।৮১।।

এ গৌড়মণ্ডলে নবদ্বীপ-বৃন্দাবন।
শচীর তনয় সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
সেই নন্দসূত রাধা-দ্যুতি আচ্ছাদিত।
ব্রজের দুর্ল্লভ লীলা করিল বিহিত।।৭৯।।
বৃন্দাবনে বসি' যেবা জপে হরি হরি।
অপরাধ গেলে পায় কিশোর-কিশোরী।।
নবদ্বীপে গৌর ক্ষমি' অপরাধচয়।
পরম রসদ ব্রজরস বিতরয়।।৮০।।
গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে যাঁর নবদ্বীপে স্থিতি।
করস্থিত ব্রজ তাঁর সনাতন রীতি।
অন্যত্র শ্রীবৃন্দাবন যে করে সন্ধান।।
মরু-মরীচিকা যেন ক্রমে দূরে ভাণ।।৮১।।

বৃন্দাবনস্থ বনোপবনাদি নবদ্বীপে সম্মিলিত ---

বনঞ্চোপবনং সর্ব্বং শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনস্থিতম্।
ক্রোড়ীকৃতং নবদ্বীপে কৃষ্ণলীলা-সুসিদ্ধয়ে।।৮২।।

গৌর, গৌরভক্ত, গৌরধাম, চিন্ময়ধাম-বিভূতি ও অপ্রাকৃতধামে অপ্রাকৃত লীলার প্রতি নমস্কার---

নমামি তদ্‌গোদ্রুমচন্দ্রলীলাং
নমামি গৌরস্থল-চিদ্বিভূতিম্।
নমামি গৌরাঙ্গ-পদাশ্রিতাস্তান্
নমামি গৌরং করুণাবতারম্।।৮৩।।

পঞ্চতত্ত্বে বিজ্ঞপ্তি ---

হা বিশ্বম্ভর! হা মহারসময়! প্রেমৈকসম্পন্নিধে!
হা পদ্মসূত! হা দয়াদ্র হৃদয়! ভ্রষ্টৈকবন্ধুত্তম!
হা সীতেশ্বর! হা চরাচরপতে! গৌরাবতীর্ণক্ষম!
হা শ্রীবাসগদাধররেষ্টবিষয়! ত্বং মে গতিস্ত্বং গতিঃ।।৮৪।।

বৃন্দাবনে আছে যত বন-উপবন।
শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থল কে করে গণন।।
নবদ্বীপে সে-সকল আছে স্থানে স্থানে।
গৌররূপে কৃষ্ণলীলা-প্রকট-কারণে।।৮২।।
শ্রীগৌদ্রুমচন্দ্র-লীলা অনন্ত অপার।
গৌরস্থলে চিদ্বিহার নমি বার বার।।
গৌরপদাশ্রিতগণে করি নমস্কার।
নমি সদা গৌরচন্দ্র করুণাবতার।।৮৩।।
ওহে বিশ্বম্ভর! ওহে মহারসময়!
প্রেমসম্পদের মণি! ওহে দয়াময়!!
ওহে পদ্মাবতীসুত দয়ার্দ্রহৃদয়।
পতিত জনের নাথ গৌরভক্তিময়।।

স্বমাধুর্য্যাস্বাদন ও প্রেমবিতরণার্থ আস্বাদ্যের ভাবকান্তিগ্রহণপূপর্বক নবধাভক্তিপীঠ নবদ্বীপে অবতীর্ণ নবদ্বীপচন্দ্রের স্তব---

স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা-
ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্।
বিশুদ্ধ-স্বপ্রেমোন্মদ-মধুর-পীযুষ-লহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদনবদ্বীপপ্রকটম্।।৮৫।।

যোষিৎসঙ্গ, স্বর্গকাম, বহুগ্রন্থকলাভ্যাসাদি-বর্জ্জনপূর্ব্বক একমাত্র নবদ্বীপচন্দ্রের চরণাশ্রয়ই কৃতিত্বের পরিচায়ক--

অলং শাস্ত্রাভ্যাসৈরলমহহ! তীর্থাটনিকয়া
সদা যোষিদ্ব্যাঘ্রাস্ত্রসত বিতথাং থুৎকুরু দিবম্।
তৃণন্মন্যা ধন্যাঃ শ্রয়ত কিল সন্ন্যাসিকপটং
নবদ্বীপে গৌরং নিজরসমদাৎ গাঙ্গপুলিনে।।৮৬।।

ওহে সীতানাথ, চরাচরের ঈশ্বর।
গৌর আনিবারে মাত্র তুমি শক্তিধর।।
ওহে গদাধর, ওহে শ্রীবাসাদিগণ।
তুমি সব মম গতি আমি অকিঞ্চন।।৮৪।।
শ্রীকৃষ্ণরসন লাগি' চৈতন্য-আকার।
পরম অদ্ভুত উদারতাপূর্ণ সার।।
স্বীয় প্রেমামৃত জীবে দিব মনে করি।
পরপদ নবদ্বীপে প্রকটিল হরি।।
ঔদার্য্যের খনি সেই শচীর কুমার।
তাঁহার চরণে আমি নমি বার বার।।৮৫।।
শাস্ত্রাভ্যাস, তীর্থাটন-চেষ্টা পরিহরি।
যোষিদ্ব্যাঘ্র ত্যজ, স্বর্গ ছাড় ঘৃণা করি।।
দীনভাবে ভজ বিশ্বম্ভরের চরণ।
নবদ্বীপে রস যেই কৈল বিতরণ।।৮৬।।

অনর্থসাগর হইতে মুক্ত হইয়া প্রেমসমুদ্রে বিহারেচ্ছু পুরুষের শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবাই একমাত্র কৃত্য---

সংসারসিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি -
র্মায়াপুরাখ্যনগরে বসতিং কুরুস্ব।।৮৭।।

নিত্যকাল নবদ্বীপে নবদ্বীপচন্দ্রের লীলা-দর্শনসৌভাগ্য-লালসা--

সৈবেয়ং ভুবি ধন্যগৌড়নগরী গঙ্গাপি তন্মধ্যগা
জীবাস্তে চ বসন্তি যেঽত্র কৃতিনো গৌরাঙ্গপাদাশ্রিতাঃ।
নো কুত্রাপি নিরীক্ষ্যতে হরিহরি-প্রেমোৎসবস্তাদৃশো
হা চৈতন্য! কৃপানিধান! তব কিং বীক্ষ্যে সদা বৈভবম্।।৮৮।।

দর্শন-স্পর্শনাদিমাত্রে পরমপ্রেমদ তদ্রূপবৈভব নবদ্বীপের স্তব---

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা।
প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য এক-
শ্চিদ্রূপং তং গৌরপীঠং নমামি।।৮৯।।

তরিতে সংসারসিন্ধু যদি বাঞ্ছা তব।
সংকীর্ত্তনামৃতাস্বাদে থাকে ইচ্ছা-লব।।
বাঞ্ছা যদি থাকে প্রেমসমুদ্র-বিহারে।
মায়াপুরে কর বাস জাহ্নবীর তীরে।।৮৭।।
শ্রীগৌড়নগরী ধন্য, ধন্যা গঙ্গা তথা।
ধন্য সে নগরবাসী গৌরপদাশ্রিতা।।
নবদ্বীপ বিনা নাহি হেন প্রেমোৎসব।
হা গৌরাঙ্গ দেখিব কবে তব সে বৈভব।।৮৮।।
দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, কীর্ত্তিত বা স্মৃত, উপাসিত।
দূর হৈতে নমিত, আদৃত বা পুজিত।।
হইলেই যেই ধাম দেয় প্রেমসার।
চিৎস্বরূপ সেই গৌরধামে নমস্কার।।৮৯।।

ধর্ম্মকৃৎ, তীর্থযাত্রী বা বেদপারগেরও গৌরধামসেবা ব্যতীত বেদগুহ্য ব্রজতত্ত্বের উপলব্ধি অসম্ভব---

আচার্য্য ধর্ম্মান্ পরিচর্য্য দেবান্
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়ধামবাসং
বেদাদি দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি।।৯০।।

কায়িক, বাচিক ও মানসিক বুদ্ধিজ যাবতীয় সদ্‌গুণগ্রাম গৌরসেবাফলেই লভ্য---

তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ
সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধথূথূৎকৃতিঃ।
হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা
ভবন্তি কিল সদ্‌গুণা জগতি গৌরধামার্চ্চনে।।৯১।।

গৌরধামসেবা-ব্যতীত অন্য কোটি সাধন-ভজনেও সদ্য নিগূঢ়প্রেম-সম্পত্তি-লাভ অসম্ভব---

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটি-
রথীয়তাং বা শ্রুতিশাস্ত্রকোটিঃ।

স্বধর্মাচরণ আর শ্রীবিষ্ণুপূজন।
তীর্থাদি ভ্রমণ কিম্বা বেদানুশীলন।।
এসব সাধনে কেবা জানিবারে পারে।
বেদাদি দুল্লর্ভ সেই ব্রজতত্ত্বসারে।।
একান্ত আশ্রয় যাঁর গৌরপ্রিয়ধাম।
বৃন্দাবন লভ্য তাঁর পূর্ণমনস্কাম।।৯০।।
তৃণাপেক্ষা হীন বুদ্ধি মোহন আকার।
মিষ্টবাক্য বিষয়ে বৈরাগ্য বুদ্ধিসার।।
কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ আর নিরপেক্ষ বুদ্ধি।
পায় জীব গৌরধামার্চ্চনে সর্ব্বশুদ্ধি।।৯১।।
গুরুবর বহুতর উপাসনা করি।
শ্রুতিশাস্ত্র-অধ্যয়নে না পাইয়া হরি।।

চৈতন্যচন্দ্রস্য পুরোৎসুকানাং
সদ্যঃ পরং স্যাদ্ধি রহস্যলাভঃ।।৯২।।

কলিকালে গৌরধামের কৃপা ব্যতীত শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবেশ অসম্ভব--

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কন্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যপীঠ! যদি নাদ্য কৃপাং করোষি।।৯৩।।

কলিযুগে বিপন্ন দুষ্কৃত ব্যক্তিগণের একমাত্র আশ্রয়দাতা গৌরধাম---

দুষ্কর্ম্মকোটিনিরতস্য দুরন্তঘোর-
দুর্ব্বাসনানিগড়শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ম্।
ক্লিশ্যন্মতেঃ কুমতিকোটিকদর্থিতস্য
গৌড়ং বিনাদ্য মম কো ভবিতেহ বন্ধুঃ।।৯৪।।

অযোগ্য ব্যক্তিও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ গৌরধামাশ্রয় ফলে
প্রেমসম্পত্তি-লাভে অধিকারী---

হা হন্ত! চিত্তভূবি মে পরমোষরায়াং
সদ্ভক্তিকল্পলতিকাঙ্কুরিতা কথং স্যাৎ।

গৌরপুর রাসোৎসুক হ'য়ে ভক্তজন।
পরম রহস্য লাভ করে অনুক্ষণ।।৯২।।
কাল হৈল কলি, বলী ইন্দ্রিয়নিচয়।
অনেক কন্টকে ভক্তিমার্গ রুদ্ধ হয়।।
হায়, হায়, কোথা যাব, কি করিব আমি।
যদি, নবদ্বীপ, কৃপা নাহি কর তুমি।।৯৩।।
দুষ্কর্ম্মে নিরত সদা দুর্ব্বাসনা ঘোর।
নিগূঢ় আবদ্ধমতি ক্লেশেতে বিভোর।।
কোটি কোটি কুমতি কদর্থ করে মোরে।
নবদ্বীপ বিনা বন্ধু কে বিপদ ঘোরে।।৯৪।।
কঠিন ঊষর-ক্ষেত্র তোমার আশয়।
ভক্তিকল্পলতাবীজ অঙ্কুর না হয়।।

হৃদ্যেকমেব পরমাশ্বসনীয়মস্তি
গৌরাঙ্গধাম নিবস্ ন কদাপি শোচ্যঃ।।৯৫।।

বিপন্ন ও নিরাশ্রয়ের একমাত্র পরম-আশ্রয় গৌরধাম--

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি নক্র-মকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
গৌরাঙ্গপীঠ! মম দেহি কৃপাবলম্বম্।।৯৬।।

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তিপাঠ শ্রীনবদ্বীপের মাহাত্ম্য--

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতে।।৯৭।।

নবদ্বীপান্তর্গত ব্রজবনে বিপ্রলম্ভভাবোত্থ যুগল-লীলা-স্মরণ-লালসা---

নবদ্বীপৈকাংশে কৃতনিবসতিঃ শান্তহৃদয়ঃ
শচীসূনোর্ভাবোত্থিত-যুগললীলা ব্রজবনে।

তবে এক আশা মোর জাগিছে হৃদয়ে।
নবদ্বীপবাসে শোক স্থান না লভয়ে।।৯৫।।
সংসার-বাসনার্ণবে আমি নিপতিত।
কাম-ক্রোধ-আদি নক্রগ্রস্ত অতি ভীত।।
দুর্ব্বাসনা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নিরাশ্রয়।
গৌরস্থান, দেহ মোরে কৃপার আশ্রয়।।৯৬।।
স্বয়ং কৃষ্ণ স্বর্ণবর্ণ করুণা করিয়া।
প্রেমানন্দোজ্জ্বলে রস-বপু প্রকটিয়া।।
যেই নবদ্বীপে কৈল ভক্ত্যুৎসবময়।
মন সে মধুর ধামে সতত রময়।।৯৭।।
কবে আমি নবদ্বীপে করিয়া বসতি।
শান্ত মনে পাব গৌরভাবোদিত মতি।।

স্মরণ্ যামে যামে স্বসমুচিতসেবা-সুখময়ঃ
কদা বৃন্দারণ্যং সকলমপি পশ্যামি সরসম্।।৯৮।।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতচক্ষে চিন্ময় যোগপীঠ দর্শন-লালসা--

কদা ভ্রামং ভ্রামং লসদলকনন্দা-তট-ভুবি
জগন্নাথাবাসং জগদতুলদৃশ্যং দ্যুতিময়ম্।
পরানন্দং সচ্চিদ্ঘনসুরুচিরং দুর্ল্লভতরং
শচীসূনোঃ স্থানং পুলিনভূবি পশ্যামি সহসা।।৯৯।।

শ্রীনবদ্বীপবাসী, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামীর ন্যায়, কাশীবাস-গয়াধামান্বেষণ প্রভৃতি তুচ্ছাভিলাষশুন্য---

কাশীবাসিনোঽপি ন গণয়ে কিং গয়াং মার্গয়ামো
মুক্তিঃ শুক্তী ভবতি যদি মে কঃ পরার্থঃপ্রসঙ্গঃ।
ত্রাসাভাসঃ স্ফুরতি ন মহারৌরবেঽপি ক্ব ভীতিঃ
স্ত্রীপুত্রাদৌ যদি ভবতি মে গোদ্রুমাদৌ নিবাসঃ।।১০০।।

সুরেশ্বরগণেরও দুল্লর্ভ, বেদগুহ্য মহাপ্রেমলাভার্থ গৌরধামাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতা--

অরে মূঢ়া গূঢ়াং বিচিনুত হরের্ভক্তিপদবীং
দবীয়স্যা দৃষ্ট্যাপ্যপরিচিতপূর্ব্বাং মুণিগণৈঃ।

ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণসেবা ধ্যান করি।
ভজিব ব্রজের রস অদ্ভুত মাধুরী।৯৮।।
অলকানন্দার তটে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
দেখিব সে মিশ্রবাস অতুল জগতে।।
দ্যুতিময় পরানন্দ সচ্চিদ্বিস্তৃতি।
দুর্ল্লভ গৌরাঙ্গপুর চিচ্ছক্তি-বিভূতি।।৯৯।।
নাহি চাই কাশীবাস, গয়া পিণ্ডদান।
মুক্তি শুক্তিসম ত্যাজি, কিবা বর্গ আন।।
রৌরবে কি ভয় মম, কি ভয় সংসারে।
শ্রীগোদ্রুমে বাস যদি পাই কৃপাদ্বারে।।১০০।।

ন বিশ্রম্ভশ্চিত্তে যদি যদি চ দৌর্লভ্যমিব তৎ
পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজত শরণং গৌরনগরম্।।১০১।।

উপসংহারে গ্রন্থাকারের বক্তব্যঃ শ্রীনবদ্বীপধামই ঔদার্য্যলীলাভূমি—

ধাম্নোরভেদাচ্ছতকং পৃথক্ পৃথক্
কৃত্বাপি ভাষাসমতা সমীহিতা।
গৌরাঙ্গধাম্নো মহিমা বিশেষতঃ
অত্রৈব বাণী বিহিতা ক্বচিৎ পৃথক্।।১০২।।

ইতি ত্রিদণ্ডি-গোস্বামিকূল-মুকুটমণি-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-গৌরপার্ষদ-প্রবর-শ্রীমৎপ্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদ-বিরচিতং
শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকং সমাপ্তম্

ওহে মূঢ় জন, সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিধানে।
মুনিগণপ্রাপ্য ভক্তি করহ সন্ধানে।।
বিশ্বাস অভাবে যদি নাহি সংঘটন।
সব চেষ্টা ছাড়ি লহ নদীয়া শরণ।।১০১।।
বৃন্দাবন, নবদ্বীপ-অভেদ-স্বরূপ।
ভিন্ন শতকেও ভাষা লিখি একরূপ।।
গৌরধাম-মহিমা বিশেষ তবু জানি।
'নদীয়া-শতকে' বলি কিছু ভিন্না বাণী।।১০২।।

ইতি শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিত
"শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্-এর **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত পদ্যানুবাদ সমাপ্ত।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল নরহরি-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর- (দ্বাদশ তরঙ্গ)

(শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাংশ)

জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি গৌর চন্দ্র।
জয় বসু-জাহ্নবার জীবন নিত্যানন্দ।।১।।
জয় শ্রীসীতানাথ শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর।
জয় জয় শ্রীবাস, পণ্ডিত গদাধর।।২।।
জয় জয় দাস-গদাধর, নরহরি।
জয় বক্রেশ্বর, জয় শ্রীগুপ্ত-মুরারি।।৩।।
জয় জগদীশ, শ্রীস্বরূপ-দামোদর।
জয় হরিদাস, ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।।৪।।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি প্রেমময়।
জয় বাসুদেব ঘোষ, মুকুন্দ, সঞ্জয়।।৫।।
জয় রায়-রামানন্দ সর্ব্বগুণে আর্য্য।
জয় বাসুদেব-সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।।৬।।
জয় জগন্নাথ মিশ্র, বিদ্যাবাচস্পতি।
জয় শ্রীবিজয়, বনমালী বিজ্ঞ অতি।।৭।।
জয় কাশীমিশ্র, শ্রীআচার্য গোপীনাথ।
জয় শ্রীমুকুন্দ রঘুনন্দনের তাত।।৮।।
জয় শ্রীপণ্ডিতগদাধর, ধনঞ্জয়।
জয় জয় শ্রীবংশীবদন দয়াময়।।৯।।
জয় সনাতন-রূপ রসিকশেখর।
জয় শ্রীগোপালভট্ট গুণের সাগর।।১০।।
জয় শ্রীভূগর্ভ, লোকনাথ দীনবন্ধু।
জয় রঘুনাথ, রঘুনাথ কৃপাসিন্ধু।।১১।।
জয় জয় শ্রীরাঘব প্রিয় শ্রীপ্রভুর।
জয় জয় শ্রীহৃদয়চৈতন্য-ঠাকুর।।১২।।
জয় জয় শ্রীজীব, শ্রীদাসবৃন্দাবন।
জয় কৃষ্ণদাস, শ্রীগোপাল নারায়ণ।।১৩।।
জয় জয় প্রভুগণ-প্রিয় শ্রীনিবাস।
জয় প্রভু প্রেমময় নরোত্তমদাস।।১৪।।
জয় জয় প্রভু প্রেমদাতা রামচন্দ্র।
জয় সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রাণ শ্যামানন্দ।।১৫।।
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়।।১৬।।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী খড়দহ গেলে।
কহিতে কি জানি যৈছে ব্যাকুল সকলে।।১৭।।
যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস-আচার্য ঠাকুর।
এ সব সংবাদ পাঠাইয়া বিষ্ণুপুর।।১৮।।
শ্রীদাস গোকুলানন্দ আদি শিষ্যগণে।
শাস্ত্রানুশীলন হেতু থুইলা যাজিগ্রামে।।১৯।।
সকলের প্রতি কহে সুমধুর কথা।
নবদ্বীপ হইতে আসিব শীঘ্র এথা।।২০।।
নৃপতি হাম্বীর বনবিষ্ণুপুর হৈতে।
আসিব এথায় শীঘ্র লিখিনু পত্রীতে।।২১।।
শ্রীআচার্য্য ঐছে কত কহি' শিষ্যগণে।
যাজিগ্রাম হৈতে যাত্রা কৈল শুভক্ষণে।।২২।।
শ্রীখণ্ডেতে শ্রীরঘুনন্দন আগে গেলা।
নবদ্বীপ-গমন-প্রসঙ্গ জানাইলা।।২৩।।

তেঁহ স্নেহে শ্রীনিবাসে লইয়া বিরলে।
না জানি কি কহি সিক্ত হৈল নেত্রজলে।।২৪।।
বিদায় করিতে অতি অধৈর্য্য হিয়ায়।
শ্রীনিবাস প্রণমিয়া হইল বিদায়।।২৫।।
নরোত্তম, রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া।
নবদ্বীপে চলে মহাপ্রেমাবিষ্ট হৈয়া।।২৬।।
নবদ্বীপ সন্নিধানে করিয়া গমন।
নবদ্বীপ-পানে চাহে সজল নয়ন।।২৭।।
বহুনেত্রে বাঞ্ছে নবদ্বীপ নিরখিতে।
আউলাইয়া পড়ে অঙ্গ না পারে ধরিতে।।২৮।।
নবদ্বীপ-ভূমে প্রণময়ে বার বার।
নিবারিতে নারে, নেত্রে বহে অশ্রুধার।।২৯।।
নবদ্বীপে গঙ্গা-শোভা করিয়া দর্শন।
করয়ে ভারতবর্ষ-সৌভাগ্য বর্ণন।।৩০।।
গঙ্গা-আদি মহানদী ভারতবর্ষেতে।
ভারতবর্ষেও প্রশংসয়ে ভাগবতে।।৩১।।
ভারতবর্ষ-ভেদে শ্রীনবদ্বীপ হয়।
বিস্তারিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণে নিরূপয়।।৩২।।

তথাহি শ্রীবিষ্ণু পুরাণে — (২/৩/৬-৭) –

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রপর্ণো গভস্তিমান্।।৩৩।।
নাগদ্বীপস্তথা সোম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ বারণঃ।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসম্ভৃতঃ।।৩৪।।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ।।৩৫।।

(তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে— এই ভারতবর্ষের নয়টি দ্বীপের কথা শ্রবণ কর। যথা ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সোম্য, গান্ধর্ব্ব, বারণ ও তাহাদের মধ্যে সাগরপ্রান্তবর্ত্তী এই দ্বীপটি নবম বা নবদ্বীপ । ইহার পরিমাণ উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সহস্র যোজন।)

"সাগর-সম্ভৃত ইতি সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তী" ইতি শ্রীধরস্বামি-ব্যাখ্যা।
নবমস্যাস্য পৃথঙ্নামাকথনাৎ নাম্নাপি নবদ্বীপোহয়মিতি গম্যতে।।৩৬।।

('সাগরসম্ভৃত'-শব্দে সমুদ্রপ্রান্তবর্তী—ইহাই শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা। এই নবম দ্বীপের নাম ভিন্ন করিয়া উল্লেখ না করায় এই দ্বীপের নামও নবদ্বীপ— ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে।)

ইথে যে বিশেষ বিষ্ণুপুরাণে প্রচার।
সর্ব্বধামময় এ মহিমা নদীয়ার।।৩৭।।

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্,—
রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্ব্বহুবিদো
যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে।
শ্বেতদ্বীপং চান্যে পরমপি পরব্যোম জগদু-
র্নবদ্বীপ সোঽয়ং জগতি পরমাশ্চর্য্যমহিমা।।৩৮।।

(তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়— রসিক বহুজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই স্থানকে শ্রীবৃন্দাবন বলেন, অপর কতিপয় সুধী যাহাকে গোলক বলেন, অন্য সজ্জনগণ যাহাকে শ্বেতদ্বীপ-নামে অভিহিত করেন এবং অন্যান্য সাধুগণ যাহাকে পরম পরব্যোম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই জগতে পরমাশ্চর্য্য-মহিমাযুক্ত নবদ্বীপ।)

নবদ্বীপ-নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে।
শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি দীপ্ত যা'তে।।৩৯।।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-আদি নববিধা ভক্তি।
দেখহ শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদের উক্তি।।৪০।।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদবাক্যম্, (৭/২৩-২৪)-

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।৪১।।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।৪২।।

(শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন,— এই নবলক্ষণসম্পন্না ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাধিত হইলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—ইহাই শাস্ত্রের উত্তম তাৎপর্য্য।)

অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম।। ৪৩।।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির আরম্ভেতে।
নহিল সে নামের ব্যত্যয় কোনমতে।।৪৪।।
যৈছে কলি বৃদ্ধ তৈছে নামের ব্যত্যয়।
তথাপি সে-সব নাম অনুভব হয়।।৪৫।।
ব্রজে ব্রজনাভ তৈছে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে।
বসাইলা গ্রাম কৃষ্ণ-লীলানুসারেতে।।৪৬।।
কথোকাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল।
কথো গ্রাম নাম লোকে অস্ত ব্যস্ত কৈল।।৪৭।।
তৈছে নবদ্বীপ-অন্তর্ভূত যত গ্রাম।
প্রভু-ভক্ত লীলা-মতে ব্যক্ত হৈল নাম।।৪৮।।
কথো অস্ত ব্যস্ত কথো লুপ্ত সেই মতে।
কিন্তু নবদ্বীপ নাম জানাই ক্রমেতে।।৪৯।।
দ্বীপ-নাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয়।
গঙ্গা-পূর্ব্ব-পশ্চিম-তীরেতে দ্বীপ নয়।।৫০।।

নয়টি দ্বীপ কি কি?

পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়।।৫১।।
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার।।৫২।।
এই নবদ্বীপে নবদ্বীপাখ্যা এথায়।
প্রভুপ্রিয় শিবশক্ত্যাদি শোভে সদায়।।৫৩।।

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তম্—

ধ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপধামকম্।
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবী তটে।।৫৪।।
শিবপঞ্চস্থিতং শক্তিসহিতং ভক্তিভূষিতম্।
অন্তর্মধ্যাদি নবধা-দ্বীপদিব্যন্মনোহরম্।।৫৫।।
তৎ পঞ্চযোজনং কেচিদ্বদন্তি ক্রোশষোড়শম্।
মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্গৃহম্।।৫৬।।

(তথাহি প্রাচীনগণের উক্তি— মহর্ষিগণ শ্রীনবদ্বীপধামকে ধ্যেয় বস্তু বলিয়াছেন। এই ধাম জাহ্নবীতটে শোভমান নিত্য বৃন্দাবন। ইহা পঞ্চশিবাধিষ্ঠিত, শক্তিগণ-বিরাজিত, ভক্তিভূষিত এবং অন্তর্মধ্যাদি নয়টি দ্বীপে সমুজ্জ্বল ও মনোহর। ইহার পরিমাণ কেহ পঞ্চযোজন ও কেহ বা ষোল ক্রোশ বলিয়া থাকেন। এই ধামের মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর। তথায় শ্রীভগবদ্গৃহ অর্থাৎ জগন্নাথালয় অবস্থিত আছে।)

শোভাময় সুন্দর বসতি নদীয়ার। নবদ্বীপে লোক যত সংখ্যা নাই তার।।৫৭।।

তথহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

মধুপুরীপ্রায় যেন নবদ্বীপপুরী।
এক জাতি লক্ষ লক্ষ কহিতে না পারি।।৫৮।।
প্রভুর বিহার লাগি পূর্ব্বেই বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইয়াছে তথা।।৫৯।।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথম প্রক্রমে—

নবদ্বীপ ইতি খ্যাতে ক্ষেত্রে পরম-বৈষ্ণবে।
ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা বৈষ্ণবাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ।।৬০।।
মহান্তঃ কর্ম্মনিপুণাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
অন্যে চ সন্তি বহুশো ভিষক্ শুদ্র-বণিগ্ জনাঃ।।৬১।।
স্বাচারনিরতাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বে বিদ্যোপজীবিনঃ।
তত্র দেবরুচঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠভবনোপমে।।৬২।।

(নবদ্বীপ-নামে খ্যাত পরমবৈষ্ণব-ক্ষেত্রে সজ্জন, শান্ত, সৎকুলোদ্ভব, উদার, কর্ম্মদক্ষ ও সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ অবস্থান করেন। তথায় বহু চিকিৎসক, শূদ্র ও বণিক বাস করেন। সকলেই শুদ্ধ স্বধর্ম্মনিরত এবং বিদ্যার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী। সেই বৈকুণ্ঠভবনতুল্য নবদ্বীপে সকলেই দেবের ন্যায় রূপবান্।)

তথাহি গীতে —

জয় জয় শ্রীনদীয়া সুখধাম। অদ্ভুত বসতি বসত চতুরাশ্রম,
যঁহি নিতি নিতি উৎসব অনুপাম।। ধ্রু।। ৬৩।।
অষ্টসিদ্ধি নবনিধি, আদি প্রতি মন্দিরে নিরত ফিরত জনু দাস।
ধর্ম্ম-অর্থ, অরু কাম-মোক্ষগণে, গণতন কোউ করত উপহাস।।৬৪।।
প্রবল প্রতাপ তাপত্রয়-ভঞ্জন, নবধা ভক্তি দীপ্ত অনিবার।
নির্ম্মল প্রেমপূর্ণ অহর্নিশি, যঁহি থিরচর সতত রহত মাতোয়ার।।৬৫।।
বিবিধ ভাঁতি গৃহ, লসত স্বচ্ছপুরী, বেষ্টিত সুরধুনী ধবল সুপানি।
জনু নব কুন্দকুসুম মুকুতাস্রজ, জনু শশিখণ্ড উদয় অনুমানি।।৬৬।।
শোভা নব নব বৃন্দাবন সম, ষড়ঋতু সেবিত সরস দিগন্ত।
মঞ্জু মহা-মহিমা মহি-বিস্তৃত, গায়ত ফণিপ না পায়ত অন্ত।।৬৭।।
সুরসহ সুরবর, হর চতুরানন, ধ্যান ধরত উর হরষ অপার।
ভন ঘনশ্যাম সো, পঁহু পরিকর সঞে, নিরখব কব উহ ভূমি মাঝার।।৬৮।।
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার। নানা মতে বর্ণে কবি শোভা নদীয়ার।।৬৯।।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে—

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবন–ভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতাম্।।৭০।।

(যে-স্থানে প্রতপ্ত সুবর্ণের ন্যায় কান্তিধারী মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বল-মাধুর্য্যময়-দেহ শ্রীচৈতন্যদেব করুণাবশতঃ স্বয়ং আবিভূর্ত হইয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠ হইতেও মধুর সেই নবদ্বীপধামে--যে স্থানে প্রতিগৃহ ভক্ত্যুৎসবময়, তাহাতে আমার চিত্ত অনুরক্ত হউক।)

যদ্যপি এ ধাম ব্যক্তাচ্ছন্ন হয় কভু। যৈছে কলিযুগেতে ছন্নাবতার প্রভু।।৭১।।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে (৯/৩৮)-

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।।৭২।।

(হে কৃষ্ণ! তুমি এই প্রকার নর, তির্য্যক, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদি-রূপে লোকদিগকে পালন কর এবং জগৎ-শত্রুদিগকে বিনাশ কর; হে মহাপুরুষ! কলিকালে যুগানুবৃত্ত নাম-কীর্ত্তন-ধর্ম্ম ছন্নভাবে প্রচার করিবে, এইজন্য তোমার নাম ত্রিযুগ। কেন না, ছন্নবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না।)।

পূর্ব্ব পূর্ব্বাবতারে যে-ধামে যে-যে লীলা।
গুপ্তে নবদ্বীপে তাহা সব প্রকাশিলা।।৭৩।।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবদ্বীপধামে যে বিহার।
সেরূপ বিহরে সদা শচীর কুমার।।৭৪।।
ব্রহ্মাদির অগোচর নবদ্বীপ-লীলা।
যা'রে জানাইলা প্রভু সেই সে জানিলা।।৭৫।।
একদিন যে লীলা করেন নদীয়ায়।
সহস্রবদনে তার অন্ত নাহি পায়।।৭৬।।
যে দ্বাপরে কৃষ্ণ বিহরয়ে ব্রজপুরে।
সেই কলিযুগে প্রভু নদীয়া বিহরে।।৭৭।।
নদীয়া-বসতি অষ্ট ক্রোশ কেহো কয়।
অচিন্ত্যধামের শক্তি সব সত্য হয়।।৭৮।।
নবদ্বীপধাম পদ্ম-পুষ্প-প্রায় রীত।
ক্ষণেক সঙ্কোচ, ক্ষণে হয় বিস্তারিত।।৭৯।।
প্রভুর আলয় হৈতে যে রহয়ে দূরে।
সে আইসে শীঘ্র তা'রে দূর নাহি স্ফুরে।।৮০।।
আমায় ○ অসংখ্য লোক সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে।
অল্পস্থান বিস্তার তা' কেহো নাহি জানে।।৮১।।
সর্ব্বপ্রকারেতে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ হয়।
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলসয়।।৮২।।

শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপমধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্।।৮৩।।
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর।।৮৪।।
মায়াপুর-শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়।
মায়াপুর-মহিমা কেবা বা নাহি গায়।।৮৫।।
যে দেখে বারেক তা'র তাপ যায় দূর।
হেন মায়াপুরে চলে আচার্য্য ঠাকুর।।৮৬।।

(আমায় ○ — পরিমিত হয়)

নরোত্তম, রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া।
প্রবেশয়ে মায়াপুরে অধৈর্য্য হইয়া।।৮৭।।
যে পথে চলয়ে সেই পথে কিছু দূরে।
আইসেন এক বৃদ্ধ বিপ্র ধীরে ধীরে।।৮৮।।
তাঁ'রে প্রণমিয়া অতি সুমধুর ভাষে।
শ্রীঈশান ঠাকুরের সম্বাদ জিজ্ঞাসে।।৮৯।।
বিপ্র কহে,— এই দেখি আইলু ইশানে।
কি বলিব, কেবা না ঝুরয়ে তাঁর গুণে।।৯০।।
সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞাতা তেঁহো সর্ব্বত্র বিদিত।
শ্রীশচীদেবীরে যে সেবিলা যথোচিত।।৯১।।

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোকমধ্যে মহাভাগ্যবান্।।৯২।।
শচীদেবী ইশানে যতেক স্নেহ কৈল।
কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাতে দেখিল।।৯৩।।

তথাহি বৈষ্ণব-বন্দনায়াং—

"বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি'।
শচীঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি ○।।"৯৪।।
ওহে বাপু কহিতে কিজানি ক্রিয়া তা'ন।
নিমাইচান্দের অতি প্রিয় সে ঈশান।।৯৫।।
ঈশানের প্রাণ শচী-নন্দন নিমাই।
ঈশান-বিহনে না যায়েন কোন ঠাঁই।।৯৬।।
বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়।
যে আখুটী✯ করে তা' ঈশান সমাধয়।।৯৭।।
দেখিলাম যে তাহা না আইসে কহিতে।
নিরন্তর দগ্ধে হিয়া সে-সব ভাবিতে।।৯৮।।
নদীয়ায় সুখের অবধি কে না জানে।
হেন নবদ্বীপ শূন্য হৈল দিনে দিনে।।৯৯।।
যে দিকে দেখিয়া সেই দিক্ অন্ধকার।
স্বপ্ন-অগোচর সুখ কহিতে কি আর।।১০০।।
তো সবে দেখিতে হয় উল্লাস অন্তর।
তোমরা কি নিমাইচাঁদের পরিকর।।১০১।।
দেহ' পরিচয় বাপ, দেহ' পরিচয়।
শুনি শ্রীনিবাস বিপ্র আগে নিবেদয়।।১০২।।
শ্রীনিবাসদাস নাম হয় ত' আমার।
নরোত্তম, রামচন্দ্র নাম এ দোঁহার।।১০৩।।
শুনি' বিপ্ররাজ দুই বাহু পসারিয়া।
কৈল আলিঙ্গন নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া।।১০৪।।
ক্রোড়হৈতে শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে।
চাহি মুখপানে পুনঃ কহে বারে বারে।।১০৫।।
"ওহে বাপ, তোমাদের প্রসঙ্গ শুনিল।
দেখি মনে সাধ, অকস্মাৎ দেখা হৈল।।১০৬।।
অদ্য গিয়াছিনু ইশানের দেখিবারে।
তোমরা আসিবা তাহা কহিল আমারে।।১০৭।।
ঈশান শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের ভবনে।
চাহিয়া আছেন তোমাদের পথপানে।।১০৮।।
যাহ তথা আমিহ আসিব শীঘ্র করি।"
এত কহি' বিপ্র গৃহে গেলা ধীরি ধীরি।।১০৯।।
শ্রীনিবাস বৃদ্ধবিপ্র-পদে প্রণমিয়া।
প্রভুর আলয়ে গেলা ব্যাকুল হইয়া।।১১০।।
প্রভুর অঙ্গনে-ধূলে হইলা ধূসর।
নয়নের জলে সিক্ত সর্ব্ব কলেবর।।১১১।।
চতুর্দ্দিকে চাহে ধৈর্য্য নারে ধরিবার।
দেখেন ঈশানে সূর্য্যসম তেজ তাঁর।।১১২।।

○ বড়ি—অতিশয়। আখুটী✯ — উপদ্রব

বসিয়া আছেন একা পরম নির্জ্জনে।
কি অদ্ভুত চেষ্টা, অশ্রু-মুদ্রিত নয়নে।।১১৩।।
নয়নের জলে মুখ বক্ষ ভাসি' যায়।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস সে অগ্নির শিখাপ্রায়।।১১৪।।
ক্ষণে বিশ্বম্ভর বলি' লোটায় ভূমিতে।
ক্ষণে কহে, থুইলা প্রভু কি সুখ পাইতে।।১১৫।।
এত কহি' কাতরে চাহয়ে চারিপাশে।
দেখয়ে সম্মুখে প্রেমময় শ্রীনিবাসে।।১১৬।।
"আইস বাপ বলি" দুই বাহু পসারিয়া।
হইলেন হর্ষ শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিয়া।।১১৭।।
নরোত্তম রামচন্দ্রে করি' আলিঙ্গন।
যে অদ্ভুত স্নেহাবেশ না হয় বর্ণন।।১১৮।।
শ্রীনিবাস-নরোত্তম-রামচন্দ্র তিনে।
নিবারিতে নারে অশ্রু প্রণমি ইশানে।।১১৯।।
শ্রীঈশান ঠাকুর যত্নেতে প্রবোধিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে কুশল নিকটে বসাইয়া।।১২০।।
শ্রীনিবাস সকল সংবাদ নিবেদিয়া।
নিজ অভিলাষ কহে সঙ্কুচিত হৈয়া।।১২১।।
"শ্রীরাঘব-সঙ্গে ব্রজে ভ্রমণ করিতে।
মনে হৈল নদীয়া ভ্রমিব এই মতে।।১২২।।
শুনি' শ্রীঈশান কহে, "মনে কৈল যাহা।
শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর পূর্ণ করিবেন তাহা।।১২৩।।
এই নবদ্বীপ ধাম অতিশয় গূঢ়।
যারে কৃপা জানে সে, না জানে তত্ত্ব মূঢ়।।১২৪।।
নবদ্বীপ লীলা-স্থান অতি মনোহর।
আনের কা কথা, ব্রহ্মাদিরও অগোচর।।১২৫।।
দেখিনু যে শুনিনু প্রাচীনলোক-স্থানে।
এহেন দুঃখেও তাহা আছে মোর মনে।।১২৬।।
তোমারে জানাবো অকস্মাৎ হৈল চিতে।
তেঞিঃ নরোত্তম-দ্বারে কহিনু আসিতে।।১২৭।।
ভালহৈল শীঘ্রআইলা কি আর করিতে।
নদীয়া-ভ্রমণে কালি যাইব প্রভাতে।।"১২৮।।
ইহা শুনি' শ্রীনিবাস পড়ে পদতলে।
ক্রোড়ে লইয়া ইশান ভাসয়ে নেত্রজলে।।১২৯।।
ঈশান কহয়ে, "বাপ তোমারে দেখিয়া।
জুড়াইল আমার দারুন দগ্ধ হিয়া।।১৩০।।
হইলাম বৃদ্ধ, হীন হৈনু সামর্থ্যতে।
এবে অকস্মাৎ হৈল সামর্থ্য দেহেতে।।"১৩১।।
ঐছে কত কহি শ্রীনিবাসে সেইক্ষণে।
মিলাইলা যে আছেন প্রভু-প্রিয়গণে।।১৩২।।
সে দিবস প্রভুর আলয়ে সর্ব্বজন।
রহিলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন।।১৩৩।।

নবদ্বীপ-পরিক্রমারম্ভ

অন্তর্দ্বীপ

রজনী প্রভাতে শ্রীঈশান মহাশয়।
নদীয়া-ভ্রমণে চলে উল্লাস হৃদয়।।১৩৪।।
শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম, রামচন্দ্র।
ঈশানের সঙ্গে চলে উথলে আনন্দ।।১৩৫।।
প্রণমিয়া বার বার প্রভুর মন্দিরে।
মায়াপুর হৈতে যাত্রা কৈলা আতোপুরে।।১৩৬।।
প্রথমেই আতোপুর স্থান নিরখিয়া।
কহয়ে ঈশান শ্রীনিবাস-পানে চা'য়া।।১৩৭।।
"ওহে শ্রীনিবাস, এই আতোপুর স্থান।
বহু কালাবধি লুপ্ত হৈল এই গ্রাম।।১৩৮।।

পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ নাম আছিল ইহার।
অন্তর্দ্বীপ নাম যৈছে কহি সে প্রকার।।১৩৯।।
দ্বাপর যুগেতে কৃষ্ণ ব্রজে বিহরয়।
তাঁর মায়াবশে কেবা মোহিত না হয়।।১৪০।।
আনের কা কথা, ব্রহ্মা মোহিত হইলা।
সখাসহ শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস হরিলা।।১৪১।।
করিতে ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ সেই ক্ষণে।
সকল গোবৎস, সখা হইলা আপনে।।১৪২।।
কৃষ্ণের এ লীলা ব্রহ্মা বুঝিতে না পারে।
পড়িয়া ফাঁপরে ব্রহ্মা স্থির হৈতে নারে।।১৪৩।।
সাপরাধ হৈয়া কৃষ্ণে বহু স্তুতি কৈল।
স্তুতি-বশে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হৈল।।১৪৪।।
তথাপি ব্রহ্মার নহে স্বচ্ছন্দ অন্তর।
কৈলু অপরাধ চিত্তে চিন্তে নিরন্তর।।১৪৫।।
মনে মনে বিচারয়ে বসিয়া নির্জ্জনে।
না দেখি উপায় চৈতন্যাবতার বিনে।।১৪৬।।
কলির প্রথমে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য!
অবতীর্ণ হইয়া করিবে কলি ধন্য।।১৪৭।।
নবদ্বীপে করিলে প্রভুর আরাধনা।
কবিবেন পূর্ণ প্রভু মনের বাসনা।।১৪৮।।
ঐছে বিচারিয়া ব্রহ্মা এই আতোপুরে।
প্রভুরে আরাধে অতি উল্লাস অন্তরে।।১৪৯।।
ভকতবৎসল গৌরচন্দ্র দয়াময়।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা ভুবন মোহয়।।১৫০।।
অঙ্গের ছটায় দশদিক্ আলো করে।
কি ছার কনক কন্দর্পের দর্প হরে।।১৫১।।
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর।
নানা মণি-ভূষণে ভূষিত কলেবর।।১৫২।।

আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র অদ্ভুত চাহনি।
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি' মুখের লাবণি।।১৫৩।।
সদা মন্দ মন্দ হাসি সুধা বৃষ্টি করে।
কে আছে এমন সে ভঙ্গিতে ধৈর্য্য ধরে।।১৫৪।।
দেখি' প্রাণনাথে ব্রহ্মা হইলা বিহ্বল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল।।১৫৫।।
করি' বহু স্তুতি সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে।
লোটাইয়া পড়য়ে প্রভুর পদতলে।।১৫৬।।
দেখিয়া ব্রহ্মার চেষ্টা শচীর নন্দন।
কহে সুমধুর বাক্য করি' আলিঙ্গন।।১৫৭।।
"তুমি প্রিয় সদা আমি প্রসন্ন তোমায়।
এবে যেই ইচ্ছা বর মাগহ আমায়।।১৫৮।।
ব্রহ্মা কহে,—"এই কলিযুগে নদীয়াতে।
করিবে প্রকটলীলা স্বগণ সহিতে।।১৫৯।।
সে-সময়ে প্রভু মোরে করি' অঙ্গীকার।
জন্মাইবা নীচ কূলে এ ইচ্ছা আমার।।১৬০।।
ওহে প্রভো মোর অভিমান অতিশয়।
লোকে ঘৃণা করে যেন ঐছে দণ্ড হয়।।১৬১।।
ঘুচাইবা আমার দারুণ দুষ্টমতি।
করাইবা তোমার শ্রীনামে গাঢ় রতি।। ১৬২।।
পূর্ব্বে যৈছে মায়ায় মোহিত কৈলা মোরে।
তাহা না করিবা প্রভু এই অবতারে।।১৬৩।।
অনুক্ষণ তোমার ভক্তের সঙ্গ চাই।
জীবনে মরণে যেন তোমারে ধিয়াই।।"১৬৪।।
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য প্রভুর উল্লাস।
প্রভু কহে,—"পূর্ণ হবে সব অভিলাষ।।"১৬৫।।
পাইয়া প্রভুর বর উল্লাস অন্তরে।
প্রণমিয়া ব্রহ্মা পুনঃ কহে ধীরে ধীরে।।১৬৬।।

"স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি সকলের পর।
কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমার অন্তর।।১৬৭।।
নানা লীলা কৈলা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে।
না জানি কি লীলা এই নদীয়া-নগরে।।১৬৮।।
জীব নিস্তারিবে প্রভু এ অল্প বিষয়।
ইথে যে বিশেষ কিছু শুনি' সাধ হয়।।১৬৯।।
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য চাহি ব্রহ্মা-পানে।
অন্তরের কথা কিছু কহয়ে তাহানে।।১৭০।।
'ভক্তভাব লৈয়া ভক্তি-রস আস্বাদিব।
পরম দুর্ল্লভ সংকীর্ত্তন প্রকাশিব।।১৭১।।
নানাবতারের নানাভাবে ভক্ত যে তে।
করা'ব ব্রজানুগত মধুর রসেতে।।"১৭২।।
ঐছে বাক্যে রাধা-প্রেম হৃদয়ে উথলে।
বাঞ্ছাত্রয় কহিতেই ভাসে নেত্রজলে।।১৭৩।।
অনুগ্রহ করিয়া ব্রহ্মারে জানাইল।
প্রভুর যে বাঞ্ছাত্রয় বিজ্ঞে ব্যক্ত কৈল।।১৭৪।।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে— আদি ১/৬

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।১৭৫।।

(শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।)

পুনঃ প্রভু সংক্ষেপেই ব্রহ্মারে কহিলা।
দেখিবা সাক্ষাতে মোর নবদ্বীপ-লীলা।১৭৬।।
কহি অন্তরের কথা হৈল অন্তর্ধান।
এই হেতু লোকে ব্যক্ত অন্তর্দ্বীপ-নাম।১৭৭।।
প্রভুর কৃপাতে ব্রহ্মা হৈলা হর্ষ অতি।
নবদ্বীপে প্রভুর প্রকট চিন্তে নিতি।।১৭৮।।
এই অন্তর্দ্বীপ-ভূমে গৌরগণ-সনে।
করে যে বিলাস তা বর্ণিবে কোন জনে।১৭৯।।
ওহে শ্রীনিবাস অন্তর্দ্বীপ শোভাময়।
এ স্থান দর্শনে অভিলাষ সিদ্ধি হয়।।১৮০।।

শ্রীমায়াপুর হইতে সুবর্ণ বিহারের দৃশ্য

সুবর্ণ-বিহার ওই দেখ শ্রীনিবাস।
কহিব পশ্চাৎ এই গ্রামে যে বিলাস।।১৮১।।
ঐছে কত কহি' সঙ্গে লৈয়া তিনজনে।
সিমুলিয়া গ্রামে প্রবেশিলা কতক্ষণে।।১৮২।।

সীমন্তদ্বীপ—সিমুলিয়া

ঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস-প্রতি কয়।
"দেখ, এই সিমুলিয়া-গ্রাম শোভাময়।।১৮৩।।
পূর্ব্বে এ **সীমন্তদ্বীপ** বিখ্যাত জগতে।
সীমন্তদ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সংক্ষেপেতে।।১৮৪।।
একদিন কৈলাস পর্ব্বতে মহেশ্বর।
ভক্তনামামৃত পানে অধৈর্য্য অন্তর।।১৮৫।।
সর্ব্বাবতারের সর্ব্ব ভক্ত নদীয়ায়।
সেই সব নাম ব্যক্ত করি' উচ্চরায়।।১৮৬।।
গায় প্রভু ভক্তের মহিমা পঞ্চমুখে।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, হিয়া উথলয়ে সুখে।।১৮৭।।
পরম অদ্ভুত নৃত্য করি দিগম্বর।
পদভরে কম্পয়ে কৈলাস গিরিবর।।১৮৮।।
বায় নিজ যন্ত্র-ধ্বনি ভেদয়ে গগন।
মহামত্ত হৈয়া করে হুঙ্কার-গর্জ্জন।।১৮৯।।
প্রভু-শঙ্করের চেষ্টা দেখিয়া পার্ব্বতী।
হইলা বিহ্বল, কিছু নাহি বুদ্ধি-গতি।।১৯০।।
নৃত্যাবেশে স্থির হইলা দেব ত্রিলোচন।
ঝরয়ে আনন্দ-অশ্রু নহে নিবারণ।।১৯১।।
রজত পর্ব্বত প্রায় বসি' চর্ম্মাসনে।
প্রশংসয়ে কলির সৌভাগ্য শ্রীবদনে।।১৯২।।
প্রভু মহেশ্বরের কি অদ্ভুত চরিত।
মন্দ মন্দ হাসিয়া চাহয়ে চারিভিত।।১৯৩।।
দেখি' পার্ব্বতীর চেষ্টা প্রসন্ন অন্তরে।
স্থির করি' পার্শ্বে বসাইলা পার্ব্বতীরে।।১৯৪।।
পার্ব্বতী পরমানন্দে কহে, "ওহে প্রভু।
অদ্য যে করিলা কৃপা ঐছে নহে কভু।।১৯৫।।
যে-সকল নাম উচ্চারিলা শ্রীবদনে।
এ সকল নাম কভু না শুনি শ্রবণে।।১৯৬।।
কলির সৌভাগ্য প্রশংসহ বার বার।
ইথে বুঝি কলিতে প্রকট এ সবার।।"১৯৭।।
শুনি পার্ব্বতীর কথা মনের উল্লাসে।
কহেন পার্ব্বতী-প্রতি সুমধুর ভাষে।।১৯৮।।
"এই কলিযুগে কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়াতে।
হইব প্রকট শচীদেবীর গর্ভেতে।।১৯৯।।
শ্রীরাধিকা-অঙ্গকান্তি করিব ধারণ।
ত্রৈলোক্য বিজয়রূপ অতি রসায়ন।।২০০।।
সে রূপের উপমা নারিব কেহ দিতে
মাতিব জগৎরূপ বারেক চাহিতে।।২০১।।
সে অঙ্গ-শোভায় কন্দর্পের দর্পনাশ।।
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস।।২০২।।
সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত সঙ্গে।
আস্বাদিব ব্রজের দুল্লর্ভ প্রেম রঙ্গে।।২০৩।।
প্রকাশিব সঙ্কীর্ত্তন সুখের পাথার।
নিজগুণে করিবেন জগৎ উদ্ধার।।২০৪।।
এই অবতারে দুঃখী কেহ না রহিব।
যা'র যেই মনোরথ সব সিদ্ধ হ'ব।।২০৫।।

পূর্ব্বেপূর্ব্বে যে কেহ করিল কোন দোষ।
তাহা ক্ষমাইয়া তার করিব সন্তোষ।।২০৬।।
জানাইব ভক্তের মহিমা অতিশয়।
কহিল তোমারে ঐছে নাই দয়াময়।।''২০৭।।
এ সব শুনিয়া পার্ব্বতীর মনে যাহা।
এক মুখে কেবা বর্ণিতে পারে তাহা।।২০৮।।
নবদ্বীপে পার্ব্বতী আসিয়া এইখানে।
আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দর ভগবানে।।২০৯।।
দেবী আরাধয়ে জানি প্রসন্ন অন্তর।
সাক্ষাৎ হইলা নবদ্বীপ-সুধাকর।।২১০।।
ভুবন-মোহন প্রতি অঙ্গের লাবণি।
শ্রীমুখচন্দ্রেতে কোটি চন্দ্রমা নিছনি।।২১১।।
দীর্ঘ দুই নয়নে বা কেবা ধৈর্য্য ধরে।
গণ্ডছটা কনক-দর্পণ-দর্প হরে।।২১২।।
আজানুলম্বিত বাহু, বক্ষ পরিসর।
নানা রত্ন-ভূষণে ভূষিত কলেবর।।২১৩।।
পরিধেয় বসনে মদন-মদ নাশে।
গমন-ভঙ্গীতে কত আনন্দ প্রকাশে।।২১৪।।
দেখিয়া পার্ব্বতী ধৈর্য্য নারে ধরিবার।
নিবারিতে নারে নেত্র আনন্দাশ্রুধার।।২১৫।।
পার্ব্বতীর চেষ্টা দেখি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইল নিকটে অতি উল্লাস অন্তর।।২১৬।।
সুমধুর বাক্যে পার্ব্বতীর প্রতি কয়।
'কৈলা আরাধনা, স্থির নহিল হৃদয়।।২১৭।।
মোর আগে তুমি যে কহিবে মনঃকথা।
তাহাই করিব আমি কহিল সর্ব্বথা।''২১৮।।
ইহা শুনি' পার্ব্বতীর আনন্দাতিশয়।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক-শোভা উপমা না হয়।।২১৯।।
দুই কর যুড়ি' কহে প্রভু বিশ্বম্ভরে।
''করিবা এ কলি ধন্য প্রকট বিহারে।।২২০।।
জগতের তাপত্রয় হেলায় হরিবা।
সকল জীবের মহানন্দ বাড়াইবা।।২২১।।
সর্ব্ব অন্তর্যামী প্রভু জানহ সকল।
নিরন্তর মোর হিয়া হৈয়াছে বিকল।।২২২।।
ভক্তস্থানে অপরাধ করিনু প্রচুর।
শাপ দিনু চিত্রকেতু হৈল বৃত্রাসুর।।২২৩।।
তোমার ভক্তের গুণ কহনে না যায়।
দোষ কৈনু, তবু স্তুতি করিল আমায়।।২২৪।।
সে-সকল সহ বিলসিবা নদীয়াতে।
এই করো, সে সবে প্রসন্ন হন যাতে।।২২৫।।
কহিতে না আইসে প্রভু, যে করে অন্তর।
দেখি যেন নদীয়া-বিহার নিরন্তর।।''২২৬।।
প্রভু কহে—''হবে পূর্ণ যে করিলা মনে।
মোর যত কার্য্য তাহা নহে তোমাবিনে।।২২৭।
এত কহি' প্রভু হইতেই অন্তর্দ্ধান।
পার্ব্বতী পড়িয়া পদে করিল প্রণাম।।২২৮।।
প্রভুর চরণ-ধূলা সীমন্তে ধরিল।
এহেতু সীমন্তদ্বীপ নাম ব্যক্ত হৈল।।২২৯।।
পার্ব্বতী ব্যাকুল হৈলা প্রভু-অদর্শনে।
কবে হবে প্রকট-বিহার চিন্তে মনে।।২৩০।।
ওহে শ্রীনিবাস! এই সীমন্তদ্বীপ স্থান।
যে দেখে বারেক তার সফল নয়ান।।২৩১।।
অনায়াসে ঘুচয়ে দারুণ ভব-ভয়।
পরম দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয়।।২৩২।।
অদ্যাপিহ এথা দেবী পূজে সর্ব্বলোক।
দেবীর কৃপায় না জানয়ে দুঃখ-শোক।।২৩৩।।
এই সিমুলিয়া গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর।
বিহরয়ে সঙ্গেতে অসংখ্য পরিকর।।২৩৪।।

নগর-কীর্ত্তনকালে যে আনন্দ এথা।
এক মুখে কহিব কি সে-সকল কথা।।২৩৫।।
ভাগ্যবন্তগণ মহাশোভা নিরখিল।
প্রেম-কোলাহল সর্ব্ব জগৎ ব্যাপিল।।২৩৬।।
এত কহি' সিমুলিয়া গ্রাম হৈতে চলে।
প্রভু-লীলা সঙরি ভাসয়ে নেত্রজলে।।২৩৭।।

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা)

কহিতে কহিতে প্রভু ভক্তের চরিত।
গাদিগাছা গ্রামেতে হইলা উপনীত।।২৩৮।।
ইশান কহয়ে,—এই গাদিগাছা গ্রাম।
বিজ্ঞে কহে পূর্ব্বে এ গোদ্রুমদ্বীপ নাম।।২৩৯।।
গোদ্রুম-দ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সংক্ষেপেতে।
শুনিনু যে পূর্ব্ব বিজ্ঞগণের মুখেতে।।২৪০।।
একদিন ইন্দ্র অতি ব্যাকুল-হৃদয়।
সুরভি গাভীর প্রতি ধীরে ধীরে কয়।।২৪১।।
"প্রভুর মায়ায় স্থির হইতে নারিনু।
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া অপরাধ কৈনু।।২৪২।।
যদ্যপি প্রসন্ন প্রভু হইলা আমারে।
তথাপিহ চিত্ত স্থির নারি করিবারে।।২৪৩।।
নহিল উচিত দণ্ড, দণ্ড দিয়া প্রভু।
নিজ সেবাযোগ্য কি করিব মোরে কভু।।২৪৪।।
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা সুরভি সন্তোষে।
ইন্দ্রপ্রতি কহে অতি সুমধুর ভাষে।।২৪৫।।
"জানিনু অন্তর কিছু চিন্তা না করিবে।
এই অবতারে মনোরথ-সিদ্ধি হ'বে।।২৪৬।।
অবতীর্ণ হৈতে অল্প দিবস আছয়।
এই কলিযুগের সৌভাগ্য অতিশয়।।২৪৭।।
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গৌরাঙ্গসুন্দর।
বি হরিব নবদ্বীপে অতি গূঢ়তর।।২৪৮।।
যারে জানাইবে প্রভু সেই সে জানিবে।
অখিল লোকের সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিবে।।"২৪৯।।
এত কহি ইন্দ্রসহ সুরভি এথায়।
দেখে নবদ্বীপ-শোভা উল্লাস হিয়ায়।।২৫০।।
আরাধিতে সুরভি শ্রীপ্রভুর চরণ।
হইলা সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।২৫১।।
ভুবন-মোহন গৌর-মূর্ত্তি নিরখিয়া।
মহানন্দে সুরভি ধরিতে নারে হিয়া।।২৫২।।
মন্দ মন্দ হাসি' নবদ্বীপ সুধাকর।
কহয়ে সুরভি-প্রতি—"বুঝিনু অন্তর।২৫৩।।
দেখিবে প্রকট মোর নদীয়া বিহার।
সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হইবে তোমার।।"২৫৪।।
এত কহিতেই ইন্দ্র আসি' হেন কালে।
অতি দীনপ্রায় পড়ে প্রভু-পদতলে।।২৫৫।।
দেখিয়া ইন্দ্রের অতি কাতর অন্তর।
অতি সুমধুর বাক্যে কহে বিশ্বম্ভর।।২৫৬।।
"কোনই সঙ্কোচ চিত্তে না করিহ আর।
সর্ব্ব মনোরথ-সিদ্ধি হইবে তোমার।।"২৫৭।।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য ইন্দ্র নিবেদয়।
"তোমার মায়াতে কেবা মোহিত না হয়?২৫৮।।
ব্রজবিহারেতে চিত্ত ভ্রমাইলা যৈছে।
নবদ্বীপ-বিহারে বা করো প্রভু তৈছে।।২৫৯।।
শুনি' মন্দ মন্দ হাসি' প্রভু গৌররায়।
ইন্দ্রে যে করিল কৃপা কহনে না যায়।।২৬০।।

ইন্দ্র সহ সুরভি অনেক স্তব কৈল।
প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈতে ব্যাকুল হইল।।২৬১।।
শ্রীসুরভী গাভী ইন্দ্রদেবের সহিতে।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছাতে।।২৬২।।
ইন্দ্রসহ সুরভী পরমানন্দ-মনে।
দেখি' নবদ্বীপ-শোভা কত উঠে মনে।।২৬৩।।
কহিতে জানি কি চেষ্টা, ওহে শ্রীনিবাস।
এইখানে হৈল মহাপ্রেমের প্রকাশ।।২৬৪।।
এথা ছিল অশ্বত্থবৃক্ষ অতি উচ্চতর।
অতি বিস্তারিত বৃক্ষ শোভা মনোহর।।২৬৫।।
শ্রীসুরভী গাভী দ্রুমতলে বিলসয়।
এ হেতু গোদ্রুমদ্বীপ পূর্ব্ব বিজ্ঞে কয়।।২৬৬।।
এবে গাদিগাছা নাম, এ গ্রাম দর্শনে।
উপজে নির্ম্মল ভক্তি প্রভুর চরণে।।২৬৭।।
এ গ্রাম-বাসেতে পূর্ণ হয় অভিলাষ।
এ গ্রাম-মহিমা কি কহিব শ্রীনিবাস।।২৬৮।।
এ গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার।
নেত্র ভরি' দেখে যত লোক নদীয়ার।।২৬৯।।

মধ্যদ্বীপ (মাজিদা)

এত কহি' ঈশান ঠাকুর হর্ষ হৈয়া।
দেখে শোভা মাজিদাগ্রামের প্রান্তে গিয়া।।২৭০।।
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে এ মাজিদা গ্রাম।
কহয়ে প্রাচীন পূর্ব্বে মধ্যদ্বীপ নাম।।২৭১।।
প্রভুর পরমাদ্ভুত লীলা মধ্যদ্বীপে।
মধ্যদ্বীপ নাম যৈছে কহিয়ে সংক্ষেপে।।২৭২।।
এথা সপ্তঋষি প্রভুগুণে মগ্ন হৈয়া।
নানা কথা কহে নবদ্বীপ নিরখিয়া।।২৭৩।।
কেহ কহে,— দেখ নবদ্বীপ শোভাময়।
প্রভুর বিলাস-স্থান সুখের আলয়।।২৭৪।।
আছয়ে যতেক তীর্থ জগৎ-ভিতরে।
সে-সব তীর্থের স্থিতি নদীয়া-নগরে।।২৭৫।।
কেহ কহে,— নবদ্বীপ-মহিমা অপার।
প্রকটাপ্রকটে এথা অদ্ভুত বিহার।।২৭৬।।
প্রকটে প্রভুরে সবে করয়ে দর্শন।
অপ্রকটে দেখে মাত্র ভাগ্যবন্ত জন।।২৭৭।।
কেহ কহে—এই কলি ধন্য করিবারে।
হইব প্রকট জগন্নাথ মিশ্র-ঘরে।।২৭৮।।
এই অবতারে গৌরবর্ণ নিরুপমা।
জগৎ মাতিব দেখি' সর্ব্বাঙ্গ সুষমা।।২৭৯।।
কেহ কহে,— কৃষ্ণের এ নদীয়া-বিহার।
ব্রহ্মাদির অগোচর ঐছে চমৎকার।।২৮০।।
কেহ কহে,— শচীর নন্দন স্বেচ্ছাময়।
যবে যে করয়ে কার্য্য কহিলে না হয়।।২৮১।।
কলিযুগে জীবেরে করিয়া মহাযত্ন।
বিতরিব পরম দুর্ল্লভ প্রেমরত্ন।।২৮২।।
কেহ কহে,— দয়ার সমুদ্র মহাপ্রভু।
যে কৃপা করিবে জীবে ঐছে নহে কভু।।২৮৩।।
সর্ব্বাবতারের সর্ব্বভক্ত সঙ্গে লইয়া।
সঙ্কীর্ত্তনে মাতিব জগৎ মাতাইয়া।।২৮৪।।
কেহ কহে,—ভক্তের জীবন গৌরহরি।
করিয়া সন্ন্যাস হইবেন দেশান্তরী।।২৮৫।।
অসংখ্য তীর্থের পূর্ণ করি' অভিলাষ।
জগন্নাথ-প্রীতে করিবেন ক্ষেত্রে বাস।।২৮৬।।

ঐছে মহানন্দে কত কহি' পরস্পর।
প্রভু-পাদপদ্ম চিন্তা করে নিরন্তর।।২৮৭।।
অতি অনুরাগে ঋষিগণ আরাধয়।
ভকত-বৎসল প্রভু ঐশ্বর্য্যাতিশয়।।২৮৮।।
মধ্যাহ্নের সূর্যসম মধ্যাহ্ন-কালেতে।
হইলা সাক্ষাৎশোভা কে পারে বর্ণিতে।।২৮৯।।
ভুবন-মোহন ভঙ্গি করিতে দর্শন।
হৈল অনিমিষ ঋষিগণের নয়ন।।২৯০।।
ব্যাপিল পুলক অঙ্গে নেত্রে অশ্রুধার।
ভূমে পড়ি' প্রভুরে প্রণমে বার বার।।২৯১।।
করিল অনেক স্তুতি কহিলে না হয়।
করি' প্রদক্ষিণ পুনঃ প্রভুরে কহয়।।২৯২।।
"ওহে প্রভু, বহু অভিলাষ মো-সবার।
নেত্র ভরি' দেখি এই নদীয়া-বিহার।।২৯৩।।
নবদ্বীপ-ধ্যান যেন করিয়ে সদাই।
নিরন্তর তোমার ভক্তের গুণ গাই।।"২৯৪।।
ঐছে কত প্রভু-আগে কহি' ঋষিগণ।
প্রভুকে দেখিতে বাঞ্ছে সহস্রলোচন।।২৯৫।।
ঋষি-স্তুতিবশে প্রভু কহে ঋষিগণে।
"হইবেক পূর্ণ সবে যে করিলা মনে।।২৯৬।।
নবদ্বীপ-লীলা মোর অতি গোপ্য হয়।
রাখিবে গোপনে ইথে মোর সুখোদয়।।"২৯৭।।
শুনি' ঋষিগণ কহে,—"কি বলিব প্রভু।
করতলে সূর্য্য কি আচ্ছন্ন হয় কভু?"২৯৮।।
'ঐছে ঋষিগণ কত কহয়ে উল্লাসে।
শুনি গৌরচন্দ্র প্রভু মনে মনে হাসে।।২৯৯।।
ঋষিগণে মনের আনন্দে কৃপা করি।
হইলেন অন্তর্দ্ধান প্রভু গৌরহরি।।৩০০।।
প্রভু-অদর্শনেতে ব্যাকুল ঋষিগণ।
এথা হৈতে মধ্যাহ্নেই করিলা গমন।।৩০১।।
গঙ্গাতীরে কুমারহট্টের সন্নিধানে।
দেখিয়া অপূর্ব্ব স্থান রহে সেইখানে।।৩০২।।
যথা স্থিতি কৈলা তাহা প্রসিদ্ধ আছয়।
সপ্তঋষি-ঘাট অদ্যাপিহ লোকে কয়।।৩০৩।।
ওহে শ্রীনিবাস, মধ্যদ্বীপের প্রসঙ্গ।
অল্পে জানাইলু এথা হৈল মহারঙ্গ।।৩০৪।।
মধ্যাহ্নের সূর্য্যসম মধ্যাহ্ন-সময়।
দেখা দিলা প্রভু তেঞি মধ্যদ্বীপ কয়।।৩০৫।।
অন্য ঋষি এথা কথোদিন তপ কৈল।
তেঁহো হর্ষে মধ্যদ্বীপ-নাম প্রচারিল।।৩০৬।।
এ স্থান দর্শনে হয় অমঙ্গল নাশ।
মিলয়ে নির্ম্মল-ভক্তি এথা কৈলে বাস।।৩০৭।।
গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিলাস এইখানে।
মাতাইলা জীবেরে দুর্ল্লভ প্রেমদানে।।৩০৮।।
ঐছে কত কহি' শ্রীঈশান হর্ষ অতি।
বামন-পৌখেরা গ্রামে চলে মন্দগতি।।৩০৯।।
চতুর্দ্দিকে চাহি' নেত্রে ঝরে প্রেমজল।
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে হইয়া বিহ্বল।।৩১০।।
দেখ রমণীয় ভূমি ওহে শ্রীনিবাস।
এই সব স্থানে প্রভুর অদ্ভুত বিলাস।।৩১১।।
বামনপৌখেরা এই গ্রাম-নাম হয়।
পূর্ব্বনাম ব্রাহ্মণ-পুষ্কর বিজ্ঞে কয়।।৩১২।।
ব্রাহ্মণ-পুষ্কর নাম যেরূপে হইল।
তাহা কহি পূর্ব্ব বিজ্ঞমুখে যে শুনিল।।৩১৩।।
এইখানে ছিল পূজ্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
পরম-তপস্বী সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ।।৩১৪।।

শ্রীপুষ্কর-তীর্থে তাঁর অতিশয় ভক্তি।
তথা যান এ ইচ্ছা, চলিতে নাহি শক্তি।।৩১৫।।
হইয়া ব্যাকুল বিপ্র কহে বার বার।
"শ্রীপুষ্করতীর্থ-সেবা নহিল আমার।।৩১৬।।
শ্রীপুষ্কর-স্থিতি দূর পশ্চিম দেশেতে।
গোঙাইলু কাল বৃথা, নারিনু যাইতে।।৩১৭।।
নহিল দর্শন, খেদ রহিল হিয়ায়।
মোরে কি অনুগ্রহ করিব তীর্থরায়।।"৩১৮।।
ঐছে কত কহি' শ্রীপুষ্কর-নাম লৈয়া।
করয়ে ক্রন্দন বিপ্র বিরলে বসিয়া।।৩১৯।।
দেখি' বিপ্রদশা শ্রীপুষ্কর-তীর্থবর্য্য।
দিলেন দর্শন ইথে হইলা অধৈর্য্য।।৩২০।।
অকস্মাৎ কুণ্ড এক এথা প্রকটিল।
নির্ম্মল-সলিল-শোভা অধিক হইল।।৩২১।।
ব্রাহ্মণ-অগ্রেতে শীঘ্র করি' বারি-ব্যাজ।
হইলা সাক্ষাৎ শ্রীপুষ্কর তীর্থরাজ।।৩২২।।
বিপ্রে কৃপা করি' কহে মধুর বচন।
"না করিহ খেদ, কর কুণ্ডাবগাহন।।"৩২৩।।
শুনি' বিপ্র পরম আনন্দে কৈল স্নান।
স্নান মাত্র বিপ্রের হইল দিব্যজ্ঞান।।৩২৪।।
শ্রীপুষ্করতীর্থে বিপ্র করি' বহু স্তুতি।
ভূমে পড়ি' করিলেন অশেষ প্রণতি।।৩২৫।।
করযুগ যুড়ি' পুনঃ কহে বার বার।
"মোর লাগি' দূর হৈতে গমন তোমার।।"৩২৬।।
পুষ্কর কহেন,—"দূর হৈতে না আসিয়ে।
নবদ্বীপে রহি' সদা নদীয়া সেবিয়ে।।৩২৭।।
অসংখ্য তীর্থের স্থিতি নবদ্বীপ-ধামে।
নবদ্বীপ-মহিমা ব্রহ্মাদি নাহি জানে।।৩২৮।।
প্রেমভক্তিময় নবদ্বীপ-ধাম নিত্য।
নদীয়া-কৃপায় জানে নবদ্বীপ-তত্ত্ব।।৩২৯।।
নবদ্বীপে সদা গৌরচন্দ্রের নিবাস।
যেঁহো বৃন্দাবনে কৈল রাসাদি বিলাস।।৩৩০।।
বৃন্দাবনে শ্যাম, গৌরবর্ণ নবদ্বীপে।
নবদ্বীপে বিহার প্রভুর গোপ্যরূপে।।৩৩১।।
কভু অপ্রকট, কভু প্রকট-বিহার।
এই কলিযুগে হ'বে সুখের পাথার।।৩৩২।।
প্রকটিবে প্রভু, এই কলির প্রথমে।
বিলসিব সর্ব্বাবতারের ভক্তসনে।।৩৩৩।।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম জীবে বিতরিব।
সংকীর্ত্তনে সকল জগৎ মাতাইব।।৩৩৪।।
উদ্ধারিব দীনহীন পাষণ্ডিগণেরে।
নহিব বঞ্চিত কেহ এই অবতারে।।৩৩৫।।
করিবেন নবদ্বীপে অশেষ বিহার।
দেখিবেন ভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার।।৩৩৬।।
এ সব শুনিয়া বিপ্র কান্দে উচ্চরায়।
কহে পুনঃ "জন্ম কি হইবে নদীয়ায়।।৩৩৭।।
দেখিব কি গৌরচন্দ্রের চারু লীলা?"
এত কহি' বিপ্র মহাব্যাকুল হইলা।।৩৩৮।।
বিপ্রে প্রবোধিয়া শ্রীপুষ্কর তীর্থরাজ।
হইলেন অন্তর্দ্ধান করি কোন ব্যাজ।৩৩৯।।
বিপ্র মহাকাতর পুষ্কর-অদর্শনে।
হইল আকাশবাণী বিপ্রে সেই ক্ষণে।।৩৪০।।
"নিরন্তর চিন্ত গৌরচন্দ্রের চরণ।
হ'বে মনোরথ পূর্ণ স্থির কর মন।।"৩৪১।।
শুনি' হেন বাক্য বিপ্র উল্লাস-অন্তরে।
নিরন্তর চিন্তে নবদ্বীপ-সুধাকরে।।৩৪২।।

করয়ে নর্ত্তন প্রভু-চরিত্র গাইয়া।
অণ্যান্যে বিস্ময় বিপ্র-চেষ্টা নিরখিয়া।।৩৪৩।।
কহিতে কি জানি, যে শুনিনু তাঁর রীত।
পুষ্কর-তীর্থের কথা হইল বিদিত।।৩৪৪।।
ব্রাহ্মণে পুষ্কর কৃপা কৈলা অতিশয়।
এ হেতু ব্রাহ্মণ-পুষ্কর নাম কয়।।৩৪৫।।
প্রভু আরাধিল এথা বিপ্র ভাগ্যবান্।
দেখ এই পুষ্কর-তীর্থের চিহ্ন-স্থান।।৩৪৬।।
সে করে দর্শন যে করয়ে এথা বাস।
প্রভু-পদে হয় তা'র সুদৃঢ় বিশ্বাস।।৩৪৭।।
না জানয়ে যমের যাতনা সেই জন।
যে করয়ে এ অদ্ভুত স্থানের কীর্ত্তন।।৩৪৮।।
এথা গৌরসুন্দরের অদ্ভুত বিলাস।
যে দেখিনু তাহা কি বলিব শ্রীনিবাস।।৩৪৯।।
এত কহি' নেত্রজলে ভাসিয়া ইশান।
বামন-পৌখেরা হৈতে করিলা পয়ান।।৩৫০।।
হাটডাঙ্গা-গ্রামের নিকট দাঁড়াইয়া।
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে হাতসান দিয়া।।৩৫১।।
দেখ শ্রীনিবাস, এই হাটডাঙ্গা-গ্রাম।
পূর্ব্ব বিজ্ঞগণ কহে উচ্চহট্ট নাম।।৩৫২।।
উচ্চহট্টগ্রাম নাম হৈল যে প্রকারে।
তাহা কিছু কহিয়ে শুনিনু সাধুদ্বারে।।৩৫৩।।
ইন্দ্রাদি যতেক দেব এথাই রহিয়া।
পরস্পর কহে কত বিহ্বল হইয়া।।৩৫৪।।
কেহ কহে, এই কলিযুগ ধন্য ধন্য।
প্রকট হইবে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।।৩৫৫।।
অদ্বৈত ঈশ্বর নিত্যানন্দ বলরামে।
করিব প্রকট পূর্ব্ব নিয়মিত ধামে।।৩৫৬।।
কেহ কহে, নবদ্বীপে সকলের স্থিতি।
অসংখ্য প্রভুর গণ কহি কি শকতি।।৩৫৭।।
প্রভু-পরিকর যত করুণার সিন্ধু।
দীনহীন অধম জনের প্রাণবন্ধু।।৩৫৮।।
কেহ কহে,--প্রভু পরিকরগণ লৈয়া।
সঙ্কীর্ত্তনে মাতিব জগৎ মাতাইয়া।।৩৫৯।।
বহিব আনন্দ-নদী এই নদীয়ায়।
জীবের কলুষ নাশ হইব হেলায়।।৩৬০।।
কেহ কহে,—হ'বে যে মঙ্গল নাই অন্ত।
দেখিব অদ্ভুত লীলা লোক ভাগ্যবন্ত।।৩৬১।।
মো-সবার জন্ম যদি হয় নদীয়ায়।
তবে সে মনের মহা দুঃখ দূরে যায়।।৩৬২।।
কেহ কহে,— এথা জন্ম অবশ্য হইব।
প্রভুর বিহার নেত্র ভরি' নিরখিব।।৩৬৩।।
নবদ্বীপবাসী ভক্ত লৈয়া মো-সবায়।
করিব নিযুক্ত গৌরচন্দ্রের সেবায়।।৩৬৪।।
ঐছে কত কহে, যেন হাট বসাইল।
এই উচ্চ-স্থানে উচ্চ কীর্ত্তনারম্ভিল।।৩৬৫।।
সকলে তুলিয়া বাহু কহে আর্ত্ত-চিত্তে।
বিলম্ব না কর প্রভু, অবতীর্ণ হৈতে।।৩৬৬।।
ঐছে কহি, পরম উল্লাসে দেবগণ।
বিবিধ ভঙ্গিমা করি' করয়ে নর্ত্তন।।৩৬৭।।
প্রভুর শ্রীনামাবলী সবে করে গান।
এই দুই হেতু হৈতে উচ্চহট্ট নাম।৩৬৮।।
এ স্থান দর্শনে হয় সর্ব্বত্র মঙ্গল।
প্রভুর কীর্ত্তনে প্রেম বাঢ়ে অনর্গল।।৩৬৯।।
এথা ভক্ত-সঙ্গে প্রভু শচীর কুমার।
বিহরহে দেব-মুনীন্দ্রাদি অগোচর।।৩৭০।।
এত কহি' ঈশান হইতে নারে স্থির।
সোঙরে শ্রীগৌরলীলা নেত্রে বহে নীর।।৩৭১।।

কতক্ষণে স্থির হৈয়া লৈয়া শ্রীনিবাসে।
কুলিয়া পাহাড়পুর' গ্রামেতে প্রবেশে।।৩৭২।।
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে সুমধুর ভাষ।
কুলিয়া পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস।।৩৭৩।।
পূর্ব্বে কোলদ্বীপ-পর্ব্বতাখ্য এ প্রচার।
এ নাম হৈল যৈছে কহি সে প্রকার।।৩৭৪।।
শ্রীকোলদেবের ভক্ত বিপ্র একজন।
এথা আরাধয়ে কোলদেবের চরণ।।৩৭৫।।
প্রভু কোলদেবের চরিত্র মনোহর।
গায় বিপ্র নেত্রে বারিধারা নিরন্তর।।৩৭৬।।
অতিশয় ব্যাকুল হইয়া বিপ্র কয়।
'একবার দেহ' দেখা প্রভু দয়াময়।।''৩৭৭।।
ঐছে আর্ত্তনাদে কত কহে বিপ্রবর।
দেখিতে সে চেষ্টা ধৈর্য্য ধরে কে অন্তর।।৩৭৮।।
ভক্তাধীন প্রভু অবতারী গৌরহরি।
হইলেন কোলরূপ অদ্ভুত মাধুরী।।৩৭৯।।
নানারত্ন-ভূষণে ভূষিত কলেবর।
হস্ত, পদ, নাসা, মুখ, চক্ষু মনোহর।।৩৮০।।
পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ শোভা সে আশ্চর্য্য।
দেখিতে বরাহদেবে কেবা ধরে ধৈর্য্য।।৩৮১।।
এইখানে বিপ্রে কোলদেব দেখা দিতে।
বিপ্রের আনন্দ যে তা কে পারে বর্ণিতে।।৩৮২।।
ভূমে পড়ি' বিপ্র প্রণমিয়া প্রভু পা'য়।
কৈল যত স্তুতি তাহা কহনে না যায়।।৩৮৩।।
ভকতবৎসল কোলদেব বিপ্র-প্রতি।
কহয়ে মধুর বাক্য হৈয়া হর্ষ অতি।।৩৮৪।।
''হইবেক পূর্ণ, মনে যে তাছে তোমার।
দেখিবা এ নবদ্বীপে অদ্ভুত বিহার।।''৩৮৫।।

এছে কহি' অনুগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণে।
অন্তর্ধান হৈলা কোলদেব কতক্ষণে।।৩৮৬।।
প্রভু-অদর্শনে বিপ্র ব্যাকুল-হৃদয়।
স্থির হৈয়া প্রভু-আজ্ঞা মনে বিচারয়।।৩৮৭।।
আজ্ঞা হৈল নবদ্বীপে দেখিবে বিহার।
নবদ্বীপে প্রভুর কিরূপ অবতার।।৩৮৮।।
চিন্তে বিপ্র লইলা বেদাদি শাস্ত্রগণে।
বেদাদি শাস্ত্রার্থ প্রকাশয়ে মনে মনে।।৩৮৯।।
''এই কলি-প্রথমে ধরিয়া গৌরবর্ণ।
নবদ্বীপে বিপ্রবংশে হ'ব অবতীর্ণ।।৩৯০।।
প্রকাশিব ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তন।
করিব প্রদান দীনহীনে ভক্তিধন।।৩৯১।।
আস্বাদিব ব্রজপ্রেম-রসের পাথার।
ভক্তভাবে করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার।।''৩৯২।।
ঐছে বিচারিয়া বিপ্র চাহে চারিপানে।
দেখি' অপ্রাকৃত ভূমি কহে খেদ-মনে।।৩৯৩।।
''প্রভুর পরমপ্রিয় নবদ্বীপ ধাম।
শাস্ত্রে ব্যক্ত তথাপি নহিল মর্ম্মজ্ঞান।।৩৯৪।।
নবদ্বীপ মোরে অনুগ্রহ কি করিব।
প্রভু-অবতীর্ণ-কালে হেথা কি জন্মিব।।৩৯৫।।
এত কহি' বিপ্র ভাসে নয়নের জলে।
হইল আকাশবাণী ''জন্মিবে সেকালে''।।৩৯৬।।
শুনিয়া বিপ্রের অতি আনন্দ-অন্তর।
প্রভু-গুণে মগ্ন হইলেন নিরন্তর।।৩৯৭।।
ওহে শ্রীনিবাস, ইহা সর্ব্বত্র বিদিত।
শুনিলু প্রাচীন-মুখে কহিলু কিঞ্চিৎ।।৩৯৮।।
পর্ব্বতপ্রমাণ কোল, বিপ্রে দেখা দিল।
এই হেতু কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্যা হৈল।।৩৯৯।।

এস্থান দর্শনে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল।
মিলয়ে দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি সুনির্ম্মল।।৪০০।।
এথা বাস কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ।
নবদ্বীপে দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস।।৪০১।।
ঐছে কত কহি' চলে কোলদ্বীপ হৈতে।
প্রভুর বিলাস-স্থান দেখিতে দেখিতে।।৪০২।।

সমুদ্রগড়

সমুদ্রগড়ি গ্রামের নিকটে গিয়া কয়।
দেখ শ্রীনিবাস, এ সমুদ্রগড়ি হয়।।৪০৩।।
বিজ্ঞগনে শ্রীসমুদ্রগতি নাম কয়।
এথা গঙ্গা-সমুদ্র প্রসঙ্গ সুখময়।।৪০৪।।
গঙ্গাশ্রয় করিয়া সমুদ্র-গতি এথা।
লোকে যে প্রসিদ্ধ শুন কহিয়ে সে কথা।।৪০৫।।
একদিন সমুদ্র কহেন গঙ্গা-প্রতি।
"জগতে তোমা সম নাই ভাগ্যবতী।।৪০৬।।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দর নদীয়ায়।
করিবেন প্রকট-বিহার সবে গায়।।৪০৭।।
তোমার তীরেতে হবে অশেষ আনন্দ।
গণসহ সদা বিলসিব গৌরচন্দ্র।।৪০৮।।
ব্রজে জলক্রীড়া যৈছে করে যমুনায়।
তৈছে ক্রীড়া করিবেন প্রভু গৌররায়।।৪০৯।।
শুনিয়া জাহ্নবী নিজ অন্তর প্রকাশে।
সমুদ্রের প্রতি কহে সুমধুর ভাষে।।৪১০।।
"মোর যে দুর্ভাগ্য তা কহিব কার কাছে।
সুখ দিয়া প্রভু মহাদুঃখ দিব পাছে।।৪১১।।
করিব সন্ন্যাস প্রভু, ছাড়িব নদীয়া।
তোমার তীরেতে বাস করিবেন গিয়া।।৪১২।।
পরম অদ্ভুত লীলা তথা প্রকাশিব।
নিরন্তর তোমার আনন্দ বাঢ়াইব।।৪১৩।।
তোমার সৌভাগ্য গাইবেক সর্ব্বজন।
তাহা না কহিয়া করো মোরে বিড়ম্বন।।"৪১৪।।
সমুদ্র কহেন—"তথা যে কহিলা বটে।
দেখিব সন্ন্যাসী-বেশ যাতে প্রাণ ফাটে।।৪১৫।।
সোঙরিতে সে বেশ কি করে জানি হিয়া।
তোমার আশ্রয় তেঞি লইনু আসিয়া।।৪১৬।।
তুমি দেখাইবা এই নদীয়া নগরে।
ভুবন-মোহন গৌরচন্দ্র নটবরে।।৪১৭।।
তিলে তিলে প্রিয়গণে রচিব সুবেশ।
কেবা না ভুলিব দেখি' সে চাঁচর কেশ।।৪১৮।।
যৈছে প্রভু তৈছে তাঁর প্রিয় সঙ্গিগণ।
তোমা হৈতে হবে তাঁ-সবার সন্দর্শন।।"৪১৯।।
ঐছে দোঁহে কহি' কত চিন্তে মনে মনে।
প্রভু অবতীর্ণ বা হইব কত দিনে।।৪২০।।
ওহে শ্রীনিবাস, গঙ্গা-সিন্ধু এইখানে।
সদাই অধৈর্য্য গৌরচন্দ্রের ধিয়ানে।।৪২১।।
সুরধুনী সমুদ্রের উৎকণ্ঠাতিশয়।
জানিল প্রভুর হৈল প্রকট-সময়।।৪২২।।
প্রকট-সময় সর্ব্বমতে সুলক্ষণ।
চন্দ্র-গ্রহণের ছলে শ্রীনাম-কীর্ত্তন।।৪২৩।।
নবদ্বীপ-ভূমি হৈল মহাতেজোময়।
শোভাবধি জগন্নাথ মিশ্রের আলয়।।৪২৪।।
অতিশয় মঙ্গলামঙ্গল গেল দূরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সাগরে।।৪২৫।।

বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে ঋষিগণ।
ব্রহ্মাদি-দেবেও করে পুষ্প বরিষণ।।৪২৬।।
হইতে প্রকট প্রভু শচীর তনয়।
প্রভুর প্রকট-ধ্বনি ভুবনে ব্যাপয়।।৪২৭।।
প্রভু-প্রকটাদি লীলা দেখিবার তরে।
চিত্তোদ্বেগে সিন্ধু কত কহিল গঙ্গারে।।৪২৮।।
গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে নিতি নিতি।
দেখে গৌরচন্দ্রের বিহার রঙ্গে মাতি'।।৪২৯।।
একদিন সমুদ্র নির্ম্মল গঙ্গাকূলে।
গণসহ গৌরচন্দ্রে দেখি' বৃক্ষমূলে।।৪৩০।।
দিব্য সিংহাসনে বিলসয়ে গৌরহরি।
রূপে কোটি-কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করি'।।৪৩১।।
কুঙ্কুম্ কনক নহে রূপের উপমা।
ভুবন ভুলয়ে দেখি' কেশের সুষমা।।৪৩২।।
বদনচন্দ্রমা কোটিচন্দ্র-মদ নাশে।
ঝরয়ে অমিয় সদা মন্দ মন্দ হাসে।।৪৩৩।।
আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র, ভঙ্গি মনোহর।
আজানুলম্বিত ভূজ, বক্ষ পরিসর।।৪৩৪।।
অতি সুমধুর নাভিমধ্যে, জানুদ্বয়।
সুচারু চরণতলে অরুণ উদয়।।৪৩৫।।
পরিধেয় রক্তপ্রান্ত শ্বেত পটাম্বর।
শ্রীমলয়চন্দনে চর্চ্চিত কলেবর।।৪৩৬।।
নানা পুষ্প-ভূষণে ভূষিত শোভাময়।
অদ্ভুত ভঙ্গীতে প্রিয়বর্গে নিরীখয়।।৪৩৭।।
যৈছে গৌরচন্দ্র তৈছে প্রভুপ্রিয়গণ।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত পরম সুশোভন।।৪৩৮।।
দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ, বামে গদাধর।
সম্মুখে অদ্বৈত, শ্রীবাসাদি পরিকর।।৪৩৯।।
এ সবে হইয়া মহাবিহ্বল প্রেমায়।
অনিমিখ নেত্রে গৌরচন্দ্র-পানে চায়।।৪৪০।।
নানা সেবা করে প্রভু ভৃত্য চারিপাশে।
দেখিয়া সমুদ্র হৈলা অধৈর্য্য উল্লাসে।।৪৪১।।
সমুদ্রের মনে বহু অভিলাষ হৈল।
অন্তর্যামী প্রভু অভিলাষ পূর্ণ কৈল।।৪৪২।।
হইয়া সমুদ্র মহাবিহ্বল আনন্দে।
গণসহ প্রভু-লীলা দেখয়ে স্বচ্ছন্দে।।৪৪৩।।
গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বারবার।
নিতি গতাগতি মাত্র আশ্রয় গঙ্গার।।৪৪৪।।
গঙ্গাসহ গতিতে সমুদ্রগতি নাম।
এবে লোকে কহয়ে সমুদ্রগড়ি গ্রাম।।৪৪৫।।
এ সমুদ্রগড়ি-গ্রাম-বাস দর্শনেতে।
উপজে নির্ম্মল-ভক্তি শ্রীগৌরচন্দ্রেতে।।৪৪৬।।
এথা ভক্তালয়ে গৌরাঙ্গের যে বিলাস।
তাহা এক মুখে কি কহিব শ্রীনিবাস।।৪৪৭।।

চম্পকহট্ট-চাঁপাহাটী

এত কহি' ঈশান সমুদ্রগড়ি হৈতে।
পরম আনন্দে চলে চম্পকহট্টেতে।।৪৪৮।।
শ্রীনিবাস কহে-এ চম্পকহট্ট গ্রাম।
চাঁপাহাটী নাম এ দিব্য রম্যস্থান।।৪৪৯।।
এইখানে আছিল চম্পক-বৃক্ষবন।
পুষ্প আহরণ সদা করে মালিগণ।।৪৫০।।
মালিগণ চম্পক-কুসুম সজ্জ করি'।
এথাই বৈসয়ে হাট পাতি' সারি সারি।।৪৫১।।

মহাসুখে কত শত ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
কিনিয়া চম্পক-পুষ্প করে দেবার্চ্চন।।৪৫২।।
চাঁপাপুষ্প হাটে চাঁপাহাটী নাম হয়।
ইথে যে বিশেষ কহি বিজ্ঞে যে কহয়।।৪৫৩।।
এথা ছিল বৃদ্ধ এক বিপ্র বিদ্যাবান্।
শ্রীকৃষ্ণে অনন্য ভক্তি, সর্ব্বাংশে প্রধান।।৪৫৪।।
একদিন অনেক চম্পক পুষ্প লৈয়া।
কৃষ্ণপাদপদ্ম পুজে মহাহর্ষ হৈয়া।।৪৫৫।।
শ্যামল সুন্দররূপ ধিয়ায় অন্তরে।
দেখে গৌর-রূপ সে শ্যামল কলেবরে।।৪৫৬।
গৌরকান্তি চাঁপাপুষ্পপুঞ্জের সমান।
দেখিতে দেখিতে রূপ হৈল অন্তর্ধান।।৪৫৭।।
গৌররূপ অন্তর্দ্ধানে ব্যাকুল হিয়ায়।
একদৃষ্টে চম্পকপুষ্পের পানে চায়।।৪৫৮।।
চম্পকপুষ্পপুঞ্জের রুচি নিরখিয়া।
বেদাদি-প্রমাণ-পাঠে উমরয়ে হিয়া।।৪৫৯।।
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শাস্ত্রমতে কয়।
"যুগমধ্যে এই কলিযুগ ধন্য হয়।।৪৬০।।
এই কলিযুগে কৃষ্ণ হ'বে অবতীর্ণ।
ধরিবেন ভুবন-মোহন পীতবর্ণ।।৪৬১।।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে যজিবেক বিজ্ঞ তাঁরে।
জগৎ ভাসিব প্রভু-লীলার পাথারে।।"৪৬২।।
শাস্ত্র বিচারিয়া পুনঃ করিল নির্দ্ধার।
"নবদ্বীপে হ'বে এ না প্রভু অবতার।।৪৬৩।।
অবতীর্ণ হৈতে বহুদিন আছে জানি'।
না দেখিব সে গৌরাঙ্গের তনুখানি।।"৪৬৪।।

এত কহি' অতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়য়।
মুখ, বুক ভাসে দুই নেত্রে ধারা বয়।।৪৬৫।।
অত্যন্ত ব্যাকুল, ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা আকর্ষিল তাঁরে।।৪৬৬।।
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা প্রভু গৌরহরি।
চম্পককুসুম-সম রূপের মাধুরী।।৪৬৭।।
কোটি কোটি চন্দ্রমা জিনিয়া মুখচাঁদ।
শিরে চারু চাঁচর চিকুর কাম-ফাঁদ।।৪৬৮।।
নেত্র, বাহু, বক্ষের উপমা নাই দিতে।
জগৎ মোহিত করে সর্ব্বাঙ্গ-ভঙ্গিতে।।৪৬৯।।
শোভা দেখি' বিপ্র মহা উল্লসিত মনে।
করিল অনেক স্তুতি, পড়িয়া চরণে।।৪৭০।।
বিপ্রে কৃপা করি' প্রভু অদর্শন হৈতে।
মুর্চ্ছিত হইয়া বিপ্র পড়িলা ভূমিতে।।৪৭১।।
কতক্ষণে চেতন পাইয়া বিপ্ররায়।
অনুরাগে হইলেন উন্মাদের প্রায়।৪৭২।।
চম্পককুসুম-প্রতি কহে বেরি বেরি।
"তুমি স্ফুরাইলা মোরে গৌর-অবতারি।।"৪৭৩।।
চম্পক প্রশংসাবাক্য-ঘটা হট্টমতে।
চম্পকহট্টাখ্যা হৈল প্রসিদ্ধ লোকেতে।।৪৭৪।।
"প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র সুস্থির হইলা।
আজ্ঞা হৈল, হবে পূর্ণ মনে যে করিলা।।"৪৭৫।।
শুনি মহানন্দে বিপ্র প্রভুগুণ গায়।
সদা চিন্তে প্রভুরে দেখিব নদীয়ায়।।৪৭৬।।
প্রভুপ্রিয় বিপ্রের শুনিনু যে যে ক্রিয়া।
সে-সকল কহিতে নারিনু বিস্তারিয়া।।৪৭৭।।

এই চম্পকহট্টে গৌরচন্দ্র গণসনে।
বিহরয়ে যৈছে তা বর্ণিব কোন জনে।।৪৭৮।।
এই দেখ বিপ্র বাণীনাথের আলয়।
যেঁহো গৌরাঙ্গের অতিপ্রিয় প্রেমময়।।৪৭৯।।
তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং,-
"বাণীনাথদ্বিজশ্চম্পাহট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ।।"৪৮০।।

ঋতুদ্বীপ

ঐছে দেখাইয়া প্রভু প্রিয়গণ-স্থান।
চম্পাহট্ট-গ্রাম হৈতে চলয়ে ঈশান।।৪৮১।।
রাতুপুর গ্রামের নিকট গিয়া কয়।
দেখ ঋতুদ্বীপ এ পরম শোভাময়।।৪৮২।।
পূর্ব্বে বৃহদ্‌গ্রাম এবে গ্রাম নামমাত্র।
এথা ছিলা কৃষ্ণের অনেক ভক্তিপাত্র।।৪৮৩।।
রাতুপুর প্রদেশ পরম চমৎকার।
এথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার।।৪৮৪।।
ওহে শ্রীনিবাস, ঋতুদ্বীপাখ্যা যে মতে।
তাহা কহি, যে কহয়ে প্রাচীন লোকেতে।।৪৮৫।।
এথা ছয় ঋতু বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত।
শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম সবে মূর্ত্তিমন্ত।।৪৮৬।।
কেহ কারু প্রতি কহে মধুর ভাষায়।
হইব প্রকট কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ায়।।৪৮৭।।
কেহ কহে,—করিবেন অদ্ভুত বিহার।
তিলে তিলে আমোদ বাড়াবেন মো সবার।।৪৮৮।।
কেহ কহে,— ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরহরি।
কত দিনে আমোদ জন্মাইব অবতরি।।৪৮৯।।
কেহ কহে,—কলির প্রথমে অবতার।
শ্রীনারদ মুনি কৈল সর্ব্বত্র প্রচার।।৪৯০।।
কেহ কহে,— কহ, অবতারের সময়।
কেহ কহে,— বসন্তের ভাগ্য অতিশয়।।৪৯১।।
হইলা বসন্ত ঋতু হর্ষ অনিবার।
আপনেই প্রশংসয়ে ভাগ্য আপনার।।৪৯২।।
ঋতুরাজ বসন্ত সহিত ঋতুগণ।
প্রভু অবতীর্ণ চিন্তা করে অনুক্ষণ।।৪৯৩।।
ঋতুগণ বহু অভিলাষে আরাধয়।
এ হেতু এ ঋতুদ্বীপ নাম পূর্ব্বে কয়।।৪৯৪।।
বসন্তাদি ঋতু ছয়ে প্রভুর বিলাস।
এবে কি কহিব আগে হইব প্রকাশ।।৪৯৫।।
এ স্থান দর্শনে সব তাপ দূরে যায়।
দেখয়ে প্রভুর লীলা জন্মি' নদীয়ায় ।৪৯৬।।

বিদ্যানগর

এত কহি' শ্রীঈশান ঋতুদ্বীপ হৈতে।
করিলা বিজয় বিদ্যানগরের পথে।।৪৯৭।।
শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্রীরামচন্দ্রেরে।
কহে সুমধুর কথা উল্লাস অন্তরে।।৪৯৮।।
দেখ বিদ্যানগর পরম সুশোভিত।
বিদ্যানগর-ব্যাখ্যা যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিৎ।।৪৯৯।।
দেবসভামধ্যে বৃহস্পতি একদিন।
হইলা উদ্বিগ্ন ইহা কহয়ে প্রাচীন।।৫০০।।
বৃহস্পতি উদ্বিগ্ন দেখিয়া দেবগণ।
জিজ্ঞাসয়ে উদ্বিগ্ন হইলা কি কারণ।।৫০১।।

বৃহস্পতি অতিশয় মনের উল্লাসে।
দেবগণ-প্রতি কহে সুমধুর ভাষে।।৫০২।।
"এই কলিযুগে প্রভু নদীয়া-নগরে।
জন্মিবেন বিপ্র জগন্নাথ মিশ্র-ঘরে।।৫০৩।।
প্রভু গৌরচন্দ্র জগন্নাথের তনয়।
নানা অবতারে নানা রঙ্গ প্রকাশয়।।৫০৪।।
শ্রীরামাবতারে অস্ত্রশিক্ষা সুনৈপুণ্য।
শ্রীকৃষ্ণাবতারে গোচারণে অগ্রগণ্য।।৫০৫।।
শ্রীগৌরাবতারে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অধ্যয়নে।
ইথে যে কৌতুক তা না বুঝে অন্যজনে।।৫০৬।।
সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ করিবেন প্রভু।
বিলসিব যৈছে না বিলসে ঐছে কভু।।৫০৭।।
রহিতে নারিয়ে, শীঘ্র নবদ্বীপে গিয়া।
প্রভু আরাধিব প্রভু-প্রকট লাগিয়া।"৫০৮।।
ঐছে কত কহি যাত্রা কৈলা বৃহস্পতি।
প্রভুর শ্রীবিদ্যাক্রীড়া চিন্তে নিতি নিতি।।৫০৯।।
করিবেন প্রভু বিদ্যাক্রীড়া নদীয়ায়।
এই হেতু বৃহস্পতি আইলা এথায়।।৫১০।।

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

এই ক্রীড়া লাগি সর্ব্বারাধ্য বৃহস্পতি।
শিষ্য-সঙ্গে নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি।।"৫১১।।
ওহে শ্রীনিবাস, এই শ্রীবিদ্যানগরে।
বৃহস্পতি আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দরে।।৫১২।।
হইল প্রভুর আজ্ঞা বৃহস্পতি-প্রতি।
হইব প্রকট শীঘ্র স্বগণ-সংহতি।।৫১৩।।
অশেষ প্রকারে বিদ্যা করহ প্রচার।
শুনি বৃহস্পতি-চিত্তে হর্ষ অনিবার।।৫১৪।।
কৈলা বিদ্যারম্ভ যৈছে কহনে না যায়।
হইলা তৎপর সবে বিদ্যা-ব্যবসায়।।৫১৫।।
প্রভু ক্রীড়া লাগি' এথা বিদ্যা প্রচারিল।
এই হেতু শ্রীবিদ্যানগর নাম-হৈল।।৫১৬।।
সর্ব্বসিদ্ধি এই বিদ্যানগর দর্শনে।
ঘুচয়ে অবিদ্যা বিদ্যানগর শ্রবণে।।৫১৭।।
এই বিদ্যানগরে গৌরাঙ্গ গণসঙ্গে।
বিহরয়ে ভক্তের আলয়ে মহারঙ্গে।।৫১৮।।

জহ্নুদ্বীপ—জান্নগর

এত কহি' ঈশান ঠাকুর ধীরে ধীরে।
মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে জান্নগরে।।৫১৯।।
শ্রীনিবাসে কহে, দেখ গ্রাম জান্নগর।
পূর্ব্বে জান্নদ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর।।৫২০।।
যৈছে জান্নদ্বীপ নাম ব্যক্ত মহীতলে।
তাহা কহি যে কহয়ে প্রাচীনসকলে।।৫২১।।
জহ্নুমুনি পরম আনন্দে এইখানে।
দেখি' নবদ্বীপ-শোভা বিচারয়ে মনে।।৫২২।।
অন্য কলি হৈতে এই কলিযুগ ধন্য।
যাতে অবতীর্ণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।।৫২৩।।
সর্ব্বাবতারের সর্ব্বপ্রিয়গণ-সনে।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ প্রভু কলির প্রথমে।।৫২৪।।
ধরিব সে গৌরবর্ণ উপমার পার।
হইব শ্রীঅঙ্গের ভঙ্গিমা চমৎকার।।৫২৫।।
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস।
তাহা দেখি কি পূর্ণ হইবে অভিলাষ।।৫২৬।।

ঐছে বিচারিয়া মুনি মনের আনন্দে।
আরাধয়ে ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রে।।৫২৭।।
মুদ্রিত-নয়নে মুনি করিতে ধিয়ান।
হৃদয়ে উদয় হৈলো প্রভু দয়াবান।।৫২৮।।
শ্যামল সুন্দর মূর্ত্তি ত্রিভুবন মোহে।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা শিরে শিখিপিঞ্ছ শোহে।।৫২৯।।
করাবলম্বন-বংশী বায় মন্দ মন্দ।
ঝলমল করয়ে সুচারু মুখচন্দ্র।।৫৩০।।
ঐছে দেখি দেখে তারে সন্ন্যাসী নবীন।
দণ্ড-কমণ্ডলু করে, শিরে শিখাহীন।।৫৩১।।
পরিধেয় অরুণ কৌপীন বহির্ব্বাস।
অঙ্গতেজ জিনি কোটি সূর্য্যের প্রকাশ।।৫৩২।।
ঐছে নিরখিয়া মুনি নারে স্থির হৈতে।
নেত্র মেলিতেই তেঁহো উদয় সাক্ষাতে।।৫৩৩।।
সুচারু চাঁচর কেশে মাতায় ভুবন।
ঝলমল করে নানা অঙ্গের ভূষণ।।৫৩৪।।
জগৎ করয়ে আলো রূপের ছটায়।
স্বর্ণাদি মলিন সে উপমা নহে তায়।।৫৩৫।।
অঙ্গভঙ্গি কোটি-কন্দর্পের দর্প নাশে।
দেখি' মুনি হইলেন বিহ্বল উল্লাসে।।৫৩৬।।
দেখিয়া মুনির চেষ্টা প্রভু গৌরহরি।
করিল মুনিরে স্থির অনুগ্রহ করি'।।৫৩৭।।
মুনি মহানন্দে পড়ি' প্রভু-পদতলে।
করিলেন সিক্ত পাদপদ্ম নেত্রজলে।।৫৩৮।।
করিয়া অনেক স্তুতি রহিয়া সম্মুখে।
সমর্পিল নেত্রদ্বয় প্রভুর শ্রীমুখে।।৫৩৯।।
প্রভু আলিঙ্গন করি' কহে বার বার।
'সর্ব্বমনোরথ-সিদ্ধি হইবে তোমার।।'৫৪০।।
ঐছে কত কহি' প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈলা।
প্রভুর ইচ্ছায় মুনি ধৈর্য্যাবলম্বিলা।।৫৪১।।
আপনার সৌভাগ্য প্রশংসে মনে মনে।
হৈল মোর তপস্যা সফল এতদিনে।।৫৪২।।
ঐছে বিচারিয়া মুনি চাহে চারিভিতে।
কত সাধ নদীয়ার মহিমা কহিতে।।৫৪৩।।
নিরন্তর নদীয়াচান্দের গুণ গায়।
ধূলায় ধূসর, সিক্ত নেত্রের ধারায়।।৫৪৪।।
জহ্নুমুনি মহানন্দে রহে এইখানে।
এইহেতু জহ্নুদ্বীপ কহে বিজ্ঞগণে।।৫৪৫।।
জহ্নুদ্বীপে শ্রীগৌরচন্দ্রের যে বিহার।
সে-সব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার।।৫৪৬।।
এথা ছিল পুষ্পময় অপূর্ব্ব কানন।
লোকে কহে শ্রীজহ্নুমুনির তপোবন।।৫৪৭।।
এ স্থান দর্শনে সব তাপ দূরে যায়।
বাঢ়য়ে নির্ম্মল-ভক্তি শ্রীপ্রভুর পায়।।৫৪৮।।

মোদদ্রুম—মাউগাছি

এত কহি' জান্নগর হইতে ঈশান।
চলিলেন মাউগাছি গ্রাম সন্নিধান।।৫৪৯।।
মাউগাছি প্রদেশের শোভা নিরখিয়া।
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া।।৫৫০।।
এই মাউগাছিগ্রাম লোকেতে প্রচার।
মোদদ্রুমদ্বীপ নাম পূর্ব্বে সে ইহার।।৫৫১।।
মোদদ্রুমদ্বীপ নাম যৈছে ব্যক্ত হৈল।
তাহা কহি প্রাচীনের মুখে যে শুনিল।।৫৫২।।

পালিতে পিতার সত্য কৌশ্যলা-তনয়।
অযোধ্যা ছাড়িয়া বনে করিলা বিজয়।।৫৫৩।।
ছাড়ি' রাজবেশ প্রভু মহানন্দ মনে।
জানকী-লক্ষ্মণসহ ভ্রমে বনে বনে।।৫৫৪।।
অতি সুকোমল পদে যে পথে চলয়ে।
সে-পথ কোমল হয় কিছু না বাজয়ে।।৫৫৫।।
বাত, বর্ষা, সূয্যাতপ সদা অনকূল।
অদ্ভুত ভ্রমণ-লীলা ভুবনে অতুল।।৫৫৬।।
নানা দেশবাসী স্ত্রী-পুরুষাদি যত।
দেখি' রামচন্দ্র-শোভা সবেই উন্মত্ত।।৫৫৭।।
যে যে-বন-পর্ব্বতাদি স্থানে কৈল স্থিতি।
হৈল মহাতীর্থ সে সে-স্থানে ব্যক্ত কীর্ত্তি।।৫৫৮।।
এথা হৈতে উত্তর-দিশায় কথোদূরে।
ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র পর্ব্বত গহ্বরে।।৫৫৯।।
অদ্যাপিহ লোকযাত্রা সেইখানে হয়।
সে-স্থান দর্শনমাত্রে সর্ব্বদুঃখ ক্ষয়।।৫৬০।।
ওহে শ্রীনিবাস, ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইসেন এথা যৈছে উপমা কি দিতে।।৫৬১।।
অগ্রে রাম রাজা দশরথের নন্দন।
মধ্যে শ্রীজানকী, পাছে ঠাকুর লক্ষ্মণ।।৫৬২।।
শ্রীরাম-জানকী-লক্ষ্মণের শোভা দেখি'।
আনের কা কথা, মহামুগ্ধ পশু-পাখী।।৫৬৩।।
ব্রহ্মাদির বন্দ্য রাম রাজীবলোচন।
চতুর্দ্দিকে চাহি' চলে গজেন্দ্রগমন।।৫৬৪।।
কথোদূর হৈতে নবদ্বীপ-পানে চায়।
মন্দ মন্দ হাসে অতিকৌতুক হিয়ায়।।৫৬৫।।
শ্রীরামচন্দ্রের দেখি' সহাস্য বদন।
জিজ্ঞাসে জানকী, 'কহ হাস্যের কারণ'।।৫৬৬।।
শুনি' শ্রীসীতার প্রৌঢ়বাক্য রসাবেশে।
কহয়ে জানকী-প্রতি সুমধুর ভাষে।।৫৬৭।।
'দ্বাপরের পরে কলিযুগের প্রথমে।
হবে মহাকৌতুক এ নবদ্বীপ গ্রামে।।৫৬৮।।
নবদ্বীপে করি' অতি অদ্ভুত বিহার।
তদুপরি করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার।।৫৬৯।।
এবে যৈছে ভ্রমি ঐছে করিব ভ্রমণ।
করিতে ভ্রমণ মনে হাসিলু এখন।।''৫৭০।।
শুনিয়া জানকী নিবেদয়ে যোড়করে।
''কৈছে বিলসিবা প্রভু নদীয়া নগরে?''৫৭১।।
শুনি' প্রভু কহে, ''বিপ্রবংশেতে জন্মিব।
বাল্যকালে বিবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশিব।।৫৭২।।
ধরিব অদ্ভুত পীতবর্ণ নিরুপম।
আমা পানে চাহিয়া মাতিব ত্রিভুবন।।৫৭৩।।
হব বিদ্যাবন্ত, কীর্ত্তি ব্যাপিব ভুবনে।
করিব বিবাহদ্বয় পিতা-অদর্শনে।।৫৭৪।।
এবে যৈছে কৈলু পিণ্ড প্রদান গয়াতে।
ঐছে পিণ্ড প্রদান করিব লোক-রীতে।।৫৭৫।।
নবদ্বীপে ভক্তের উল্লাস বাঢ়াইব।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ সংকীর্ত্তন প্রচারিব।।৫৭৬।।
নিজগণে বিবিধ প্রকারে প্রবোধিয়া।
হইবাঙ্ দেশান্তরী সন্ন্যাসী হইয়া।।''৫৭৭।।
শুনি' শ্রীজানকী কহে সহাস্য-বদনে।
''সন্ন্যাস করিবা তবে বিবাহ বা কেনে?৫৭৮।।
ইথে অনুচিত এই মোর মনে লয়।
পরম দয়ালু হৈয়া হইবা নির্দ্দয়।।''৫৭৯।।
শুনি' লজ্জাযুক্ত রাম কহে সীতা প্রতি।
'না জানহ সদা মোর নবদ্বীপে স্থিতি।।''৫৮০।।

কহিতে কহিতে ঐছে মধুর গমনে।
জানকী-লক্ষ্মণসহ আইলা এইখানে।।৫৮১।।
এক বৃহদ্বটদ্রুম আছিল এথায়।
তার তলে দাঁড়াইল অপূর্ব্ব ছায়ায়।।৫৮২।।
পুনঃ শ্রীজানকী কহে নিজ প্রাণনাথে।
"সঙ্কীর্ত্তনানন্দ প্রভু কৈছে নদীয়াতে।।৫৮৩।।
জানকীবল্লভ রাম রাজীবলোচন।
প্রিয়াপ্রতি কহে,—"কর মুদ্রিত নয়ন।।"৫৮৪।।
শুনিয়া জানকী দুই নয়ন মুদয়ে।
নবদ্বীপে অদ্ভুত বিলাস নিরিখয়ে।।৫৮৫।।
গীত-নৃত্য-বাদ্যের অবধি নদীয়ায়।।
প্রভু-ভক্ত অসংখ্য উপমা নাহি তায়।।৫৮৬।।
পরিকরমধ্যে গৌর-বিগ্রহ সুন্দর।
কৈশোর বয়স মহারসের সাগর।।৫৮৭।।
ভুবন মোহয়ে সে না অঙ্গ-ভঙ্গিমাতে।
সে শোভা দেখিয়া সীতা নারে স্থির হৈতে।।৫৮৮।।
নয়ন মেলিয়া চাহে প্রাণনাথ-পানে।
হাসিয়া শ্রীরামচন্দ্র স্থির কৈল তানে।।৫৮৯।।
সর্ব্বতত্ত্ব জানেন শ্রীসুমিত্রা-নন্দন।
হইলা অধৈর্য্য লীলা করিয়া স্মরণ।।৫৯০।।
এথা সকলের মোদ বৃদ্ধি অতিশয়।
এইহেতু মোদদ্রুমদ্বীপ পূর্ব্বে কয়।।৫৯১।।
এই মোদদ্রুমদ্বীপ যে করে দর্শন।
তারে সুপ্রসন্ন রাম-জানকী-লক্ষ্মণ।।৫৯২।।
ওহে শ্রীনিবাস, এই রামবট স্থান।
কলি প্রবেশিতে বট হৈল অন্তর্দ্ধান।।৫৯৩।।
এথা হৈতে রামচন্দ্র মহাহর্ষ-চিতে।
শ্রীসীতা-লক্ষ্মণসহ চলে উৎকলেতে।।৫৯৪।।
প্রবেশি' উৎকলে দেখি' স্থান মনোরম।
রামেশ্বর নামে শিব করিলা স্থাপন।।৫৯৫।।
সুবর্ণরেখা নদীর নিকটে সে-স্থান।
মনের আনন্দে তা দেখয়ে ভাগ্যবান্।।৫৯৬।।
তথা হৈতে রামচন্দ্র ভ্রমে বনে বনে।
করয়ে পরমাদ্ভুত কীর্ত্তি স্থানে স্থানে।।৫৯৭।।
এই মাউগাছি গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর।
করিল অদ্ভুত লীলা অন্য-অগোচর।।৫৯৮।।
রাম-উপাসক এক বিপ্র ছিল এথা।
ওহে শ্রীনিবাস, কিছু কহি তাঁর কথা।।৫৯৯।।
যে-দিবস বিশ্বম্ভর প্রকট হইলা।
সে-দিবস সেই বিপ্র মিশ্রগৃহে ছিলা।।৬০০।।
প্রকট সময়ে দেবে জয়ধ্বনি করে।
দেখি' দেবগণে বিপ্র পড়িলা ফাঁপরে।।৬০১।।
পরম আনন্দে মনে মনে বিচারয়।
হইল প্রকট মোর প্রভু সুনিশ্চয়।।৬০২।।
দশরথ রাজা-এই মিশ্র জগন্নাথ।
জগৎজননী শচী-কৌশল্যা সাক্ষাৎ।।৬০৩।।
কাহুকে না কহি কিছু দেখি বিশ্বম্ভরে।
মিশ্রগৃহ হৈতে আইলেন নিজঘরে।।৬০৪।।
দুর্ব্বাদলশ্যাম রামে করিতে ধিয়ান।
দেখি মিশ্রপুত্রে গৌরমূর্ত্তি অনুপম।।৬০৫।।
ইথে চিন্তাযুক্ত হৈতে নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্নচ্ছলে গৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ হইল।।৬০৬।।
কনক-দর্পণ জিনি শ্রীঅঙ্গের ছটা।
নিন্দয়ে শ্রীমুখচন্দ্রে চন্দ্রমার ঘটা।।৬০৭।।
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর।
আকর্ণ পর্য্যন্ত নেত্র ভঙ্গি মনোহর।।৬০৮।।
শিরে চারু চিকন চাঁচর কেশভার।
তাহে সুবিচিত্র বেঢ়া নানা পুষ্পহার।।৬০৯।।

গলে যজ্ঞসূত্র অতি অদ্ভুত সুষমা।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, নাই জগতে উপমা।।৬১০।।
বিলসয়ে অপূর্ব্ব রতন সিংহাসনে।
স্তুতি করে সম্মুখে ব্রহ্মাদি দেবগণে।।৬১১।।
দেখিতে দেখিতে বিপ্র মনের আনন্দে।
দুর্ব্বাদলশ্যামরূপ দেখে গৌরচান্দে।।৬১২।।
ভুবনমোহন প্রভু কৌশল্যা-তনয়।
পরম অদ্ভুত রাজবেশে বিলসয়।।৬১৩।।
সহাস্যবদন ধনুর্ব্বান ধরে করে।
বামে সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্মন ছত্র ধরে।।৬১৪।।
সম্মুখে পবননন্দন হনুমান।
করযোড়ে রহে সে অদ্ভুত ভঙ্গি তান।।৬১৫।।
ঐছে রামচন্দ্রশোভা দেখি' বিপ্রবর।
ভূমিতে পড়িয়া করে প্রণতি বিস্তর।।৬১৬।।
ভকতবৎসল প্রভু গুণের আলয়।
বিপ্রে অনুগ্রহ করিলেন অতিশয়।।৬১৭।।
প্রভু অদর্শন হৈতে হৈল নিদ্রাভঙ্গ।
বিপ্র মহাব্যাকুল ধরিতে নারে অঙ্গ।।৬১৮।।
দেখি দশা পুনঃ প্রভু স্বপ্নে প্রবোধিলা।
এ সকল ব্যক্ত করিতেও নিষেধিলা।।৬১৯।।
স্থির হৈয়া বিপ্র মহা মনের আনন্দে।
কাহুকে না কহে কিছু দেখি গৌরচন্দ্রে।।৬২০।।
অত্যন্ত প্রাচীন বিপ্র অপ্রকট কালে।
করি' অনুগ্রহ কিছু কহিল বিরলে।।৬২১।।
মোরে অতিশয় অনুগ্রহ হয় তার।
কি বলিব বিপ্রের মহিমা চমৎকার।।৬২২।।
দেখ সে বিপ্রের এই বাসস্থান হয়।
এ স্থান দর্শনমাত্রে ঘুচে ভব-ভয়।।৬২৩।।
এথা গৌরচন্দ্র নিজগণের সহিতে।
প্রকাশয়ে রামলীলা দেখিনু সাক্ষাতে।।৬২৪।।

বৈকুণ্ঠপুর

এত কহি' শ্রীঈশান সে, প্রেমাবেশেতে,
গেলেন বৈকুণ্ঠপুর মাউগাছি হৈতে।।৬২৫।।
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কহে ধীরে ধীরে।
দেখ, এ বৈকুণ্ঠপুর বিদিত সংসারে।।৬২৬।।
বৈকুণ্ঠপুরাখ্যা যৈছে হইল প্রচার।
তাহা কিছু কহি লোকে কহে যে প্রকার।।৬২৭।।
একদিন নারদ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে।
আইসে শিবের পাশে কৈলাসপর্ব্বতে।।৬২৮।।
নিজগণসহ শিব বসি' চর্ম্মাসনে।
শ্রীকৃষ্ণচরিত কহে শ্রীপঞ্চবদনে।।৬২৯।।
দূর হৈতে নারদ শ্রীমহেশে দেখিয়া।
হইলা বিহ্বল ভূমে পড়ে প্রণমিয়া।।৬৩০।।
নারদে করিয়া কোলে দেব ত্রিলোচন।
জিজ্ঞাসেন কোথা হৈতে হৈল আগমন।।৬৩১।।
নারদ কহেন অতি উল্লসিত মনে।
"গিয়াছিনু শ্রীনারায়ণের সন্দর্শনে।।৬৩২।।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লৈয়া নিজ প্রিয়গণ।
নবদ্বীপ প্রসঙ্গে নিমগ্ন অনুক্ষণ।।৬৩৩।।
ভারতবর্ষেতে নবদ্বীপ রম্যস্থান।
গণসহ হর্ষ তথা করিতে পয়ান।।৬৩৪।।
দেখি' মহারঙ্গ মুই আইনু ত্বরায়।
না জানি কি আনন্দ হইবে নদীয়ায়।।"৬৩৫।।

শুনি' নারদের বাক্য দেব মহেশ্বর।
মন্দ মন্দ হাসে প্রেমে পূর্ণ কলেবর।।৬৩৬।।
নারদের পানে চাহি মস্তক ঢুলায়।
করয়ে গর্জ্জন কি অদ্ভুত ভঙ্গি তায়।।৬৩৭।।
হইলা বিহ্বল শ্রীকৈলাস গিরীশ্বর।
নয়নের জলে সিক্ত শ্বেত কলেবর।।৬৩৮।।
নবদ্বীপ-লীলাগত মহেশে দেখিয়া।
চলিলা নারদ মুনি বিদায় হইয়া।।৬৩৯।।
ওহে শ্রীনিবাস, শ্রীনারদ এইখানে।
নবদ্বীপ-শোভা দেখি' বিচারয়ে মনে।।৬৪০।।
"এই নবদ্বীপ ধাম সর্ব্বধামময়।
সর্ব্বধামনাথ এথা সদা বিলসয়।।৬৪১।।
দেখি আইনু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণে।
এথা কি বৈকুণ্ঠনাথ দেখিব নয়নে।।৬৪২।।
মুনি মনোরথ মাত্রে দেখয়ে সাক্ষাতে।
গণসহ শ্রীবৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠের নাথে।।৬৪৩।।
হইলা নারদ মুনি প্রেমায় বিহ্বল।
নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল।।৬৪৪।।
নবদ্বীপধামে কত প্রার্থনা করিয়া।
কৃষ্ণ সন্দর্শন কৈল দ্বারকায় গিয়া।।৬৪৫।।
নারদের আগমনে রুক্মিনীর নাথ।
প্রেমায় বিহ্বল হৈয়া কৈল দৃষ্টিপাত।।৬৪৬।।
নারদের সন্তোষ করিয়া নানা মতে।
জিজ্ঞাসয়ে আগমন হৈল কোথা হতে।।৬৪৭।।
মুনি কহে,— নবদ্বীপ হৈতে আগমন।
এত কহি' করিলেন মৌনাবলম্বন।।৬৪৮।।
মুনি-মনোবৃত্তি জানি' কৃষ্ণ কৃপাময়।
হইলেন গৌর-মূর্ত্তি ভুবন মোহয়।।৬৪৯।।
দেখিয়া নারদ মুনি নদীয়ার চান্দে।
নেত্রে বহে বারিধারা ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।।৬৫০।।
হইলেন যৈছে কিছু না যায় কহনে।
শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ দেখে সেই ক্ষণে।।৬৫১।।
গৌর-কৃষ্ণরূপ অতি অমূল্যরতন।
হৃদয়-সম্পুটে মুনি কৈল সঙ্গোপন।।৬৫২।।
ফিরাইতে নারে নেত্র রহয়ে চাহিয়া।
প্রভু হর্ষ নারদের চেষ্টা নিরখিয়া।।৬৫৩।।
নারদে করিয়া স্থির কহে মৃদুভাষে।
শিবের নিকটে শীঘ্র যাইবে কৈলাসে।।৬৫৪।।
নবদ্বীপ গমন জানাবে সব ঠাঁই।
হইল সময় বিলম্বের কার্য্য নাই।।৬৫৫।।
শুনিয়া কৃষ্ণের মহা মধুর বচন।
বিদায় হইয়া মুনি করিল গমন।।৬৫৬।।
গায় বীণাযন্ত্রে গৌরকৃষ্ণের চরিত।
কৈলাস পর্ব্বতে শীঘ্র হৈলা উপনীত।।৬৫৭।।
শিবে প্রণমিয়া মুনি সব নিবেদিল
শুনি মহাদেব মহা বিহ্বল হইল।।৬৫৮।।
নারদে করিয়া ক্রোড়ে করয়ে নর্ত্তন।
যে আনন্দ কৈলাসে তা না হয় বর্ণন।।৬৫৯।।
ওহে শ্রীনিবাস, মুনি সর্ব্বত্র জানাই।
পুনঃ শ্রীনারদ মুনি আইলা এই ঠাঁই।।৬৬০।।
মনে মনে মুনি বিচারয়ে মনঃকথা।
দ্বারকায় যে দেখিনু দেখিব কি এথা।।৬৬১।।
ঐছে বিচারিয়া মুনি চারিদিকে চায়।
দ্বারকার ঐশ্বর্য্য দেখয়ে নদীয়ায়।।৬৬২।।
রত্ন সিংহাসনে গৌরচন্দ্র বিলসয়ে।
রূপের ছটায় কোটি কন্দর্প মোহয়ে।।৬৬৩।।
দেখিয়া প্রভুর শোভা নারদ গোসাঞি।
আইলেন যৈছে তা কহিতে সাধ্য নাই।।৬৬৪।।

নারদে কহয়ে প্রভু মধুর বচনে।
দেখিবে প্রকট লীলা এথা অল্পদিনে।।৬৬৫।।
তুমি যে করিলে মনে হবে সর্ব্বথায়।
জীবের দারুণ দুঃখ খণ্ডিব হেলায়।।৬৬৬।।
ঐছে কিছু কহি' নারদেরে কৃপা করি'।
হইলেন অদর্শন প্রভু গৌরহরি।।৬৬৭।।
ওহে শ্রীনিবাস, শ্রীপ্রভুর অদর্শনে।
হইলা ব্যাকুল মুনি কত উঠে মনে।।৬৬৮।।
এই নারায়ণপীঠ-স্থানে মুনিবর।
কিছুদিন রহি হৈলা ভ্রমণে তৎপর।।৬৬৯।।
নারায়ণে নারদ দর্শন এথা কৈল।
এই হেতু নারায়ণপীঠ নাম হৈল।।৬৭০।।
বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ এইখানে।
তেঞি শ্রীবৈকুণ্ঠপুর বিখ্যাত ভুবনে।।৬৭১।।
এদেশের রাজা যোগ্য সে সময়ে ছিলা।
শ্রীনারায়ণের সেবা এথা প্রকাশিলা।।৬৭২।।
কথোদিন পরে গ্রাম হৈল লুপ্তপ্রায়।
পুনঃ হৈল অতিশয় বসতি এথায়।।৬৭৩।।
এথা ছিল বৃদ্ধ এক বিপ্র বিদ্যাবান।
লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্রে উপাসনা তান।।৬৭৪।।
লক্ষ্মী-নারায়ণে তাঁয় অনন্য পিরীতি।
কহিতে কি জানি যে দেখিনু শুদ্ধরীতি।।৬৭৫।।
মধ্যে মধ্যে বল্লভ মিশ্রের ঘরে গিয়া।
লক্ষ্মীনারায়ণে সেবে নিভৃতে পাইয়া।।৬৭৬।।
বল্লভ মিশ্রেরে তাঁর স্নেহ অতিশয়।
বিপ্রে গুরুভক্তি করে মিশ্র মহাশয়।।৬৭৭।।
যে দিবস লক্ষ্মীর বিবাহ প্রভু-সনে।
সে দিবস সেই বিপ্র ছিল সেইখানে।।৬৭৮।।
বিবাহ-সময়ে দেখি' লক্ষ্মী-বিশ্বম্ভরে।
লক্ষ্মী-নারায়ণ বলি' বিপ্র নৃত্য করে।।৬৭৯।।
বিপ্রের নয়নে আনন্দাশ্রু অনিবার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক নারে ধৈর্য ধরিবার।।৬৮০।।
প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র কিছু স্থির হৈলা।
সে রাত্রে তথাই রহি নিজ বাসা আইলা।।৬৮১।।
অতি জীর্ণ বাসা প্রায় স্থিতি বৃক্ষতলে।
কুটিরে প্রবেশি' বিপ্র ভাসে নেত্র জলে।।৬৮২।।
মিশ্রগৃহে লক্ষ্মী-গৌরচন্দ্রে সোঙরিয়া।
নিরন্তর প্রেমানন্দে উমড়য়ে হিয়া।।৬৮৩।।
মনে মনে করে বিপ্র সুদৃঢ় বিচার।
গৌররূপে নারায়ণ শচীর কুমার।।৬৮৪।।
বল্লভ মিশ্রের কন্যা সাক্ষাৎ লছিমী।
লক্ষ্মী-নারায়ণ দোঁহে প্রকট অবণী।।৬৮৫।।
লক্ষ্মীপ্রাণনাথ মোর প্রভু গৌরচন্দ্র।
করিব কি কৃপা মোরে দেখি' দীন মন্দ।।"৬৮৬।।
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করয়ে প্রভুরে।
হইলা সাক্ষাৎ প্রভু বিপ্রেরে কুটিরে।।৬৮৭।।
পরম অদ্ভুত রঙ্গ করিলা প্রকাশ।
বিপ্রের কুটিরে হৈল বৈকুণ্ঠ-বিলাস।।৬৮৮।।
ভুবনমোহন প্রভু শ্রীগৌরবিগ্রহ।
বিলসয়ে রত্ন সিংহাসনে লক্ষ্মীসহ।।৬৮৯।।
শ্রীঅঙ্গ ভূষিত নানা রত্নে বিভূষণে।
দুঁহরূপ-মাধুর্য্যের উপমা কি আনে।।৬৯০।।
সেইক্ষণে প্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়।
হৈলা চতুর্ভুজ দেখি বিপ্রের বিস্ময়।।৬৯১।।
প্রভুপদে পড়ি বিপ্র কৈলা বহু স্তুতি।
ভক্তাধীন প্রভু হাসি কহে বিপ্র-প্রতি।।৬৯২।।
"জন্মে জন্মে তুমি মোর হও প্রিয় দাস।
তুমি সে দেখিতে যোগ্য আমার বিলাস।।৬৯৩।।

এবে যে দেখিলে ইহা কাহু না কহিবে।
যবে যে করিবে মনোরথ সিদ্ধি হবে।।''৬৯৪।।
এত কহি' বিপ্রমাথে ধরিয়া চরণ।
অচিন্ত্য প্রভুর লীলা হৈল অদর্শন।।৬৯৫।।
বিপ্র যৈছে হৈলা তাহা কে বর্ণিতে পারে।
সদা নবদ্বীপ-লীলা-সমুদ্রে সাঁতারে।।৬৯৬।।
ওহে শ্রীনিবাস, কত কহিব সে-কথা।
এই দেখ বিপ্রের কুটির ছিল এথা।।৬৯৭।।
ভক্তগোষ্ঠীসহ প্রভু শচীর কুমার।
শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে কৈল অশেষ বিহার।।৬৯৮।।
শ্রীবৈকুণ্ঠপুর দর্শনেতে আর্ত্তি যার।
অনায়াসে সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধি তার।।৬৯৯।।

মহৎপুর-মাতাপুর

এত কহি' শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে প্রণমিয়া।
মাতাপুরে চলে চতুর্দ্দিক নিরখিয়া।৭০০।।
শ্রীনিবাস কহেন শ্রীঈশান ঠাকুর।
এই আগে দেখ গ্রাম নাম 'মাতাপুর'।।৭০১।।
পূর্ব্বে শ্রীমহৎপুর গ্রাম নাম হয়।
মহৎ প্রসঙ্গপুর কহি যে লোকে কয়।।৭০২।।
শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছায় পাণ্ডবের বনবাস।
বনবাসে হৈল মহা কৌতুক প্রকাশ।।৭০৩।।
নানাদেশ ভ্রময়ে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
পাণ্ডবের চরিত্র কহিতে অন্ত নাই।।৭০৪।।
যে যে দেশে পাণ্ডবের নহিল গমন।
সে-সে-দেশ পাণ্ডববর্জ্জিত বিজ্ঞে কন।।৭০৫।।
পাণ্ডবের কীর্ত্তি যত বিদিত পুরাণে।
অসুর-রাক্ষস নাশ কৈল স্থানে স্থানে।।৭০৬।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌড়দেশে প্রবেশিল।
রাঢ়ে একচক্রা-নাম গ্রামে স্থিতি কৈল।।৭০৭।।
একচক্রা প্রদেশে যে অসুর রাক্ষস।
সে সবে বধিলা ভীম ব্যাপিল সুযশ।।৭০৮।।
দ্রৌপদী-সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
লোকহিতে রত যৈছে কহি সাধ্য নাই।।৭০৯।।
একচক্রা নির্জ্জনে রহয়ে মহানন্দে।
সদা সোঙরয়ে বলদেব-কৃষ্ণচন্দ্রে।।৭১০।।
দেখি একচক্রা-ভূমি-শোভা মনোহর।
মনে বিচারয়ে যুধিষ্ঠির বিজ্ঞবর।।৭১১।।
'দেখিলু অনেকদেশ ঐছে না দেখিল।
ঐছে চিত্ত আকর্ষণ কোথায় নহিল।।৭১২।।
ইথে বুঝি কৃষ্ণ-লীলাস্থলী এই স্থান।
কৃষ্ণ জানাইলে জানি মহিমা ইঁহান।।৭১৩।।
ঐছে বিচারিতে প্রায় রাত্রি শেষ হৈল।
কৃষ্ণের ইচ্ছাতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল।।৭১৪।।
স্বপ্নচ্ছলে রোহিনীনন্দন বলরাম।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা অতি অনুপম।।৭১৫।।
মন্দ মন্দ হাসিয়া অদ্ভুত স্নেহাবেশে।
রাজা যুধিষ্ঠিরে কিছু কহে মৃদুভাষে।।৭১৬।।
"এই কথো দূরে নবদ্বীপ নামে গ্রাম।
সুরধুনি-বেষ্টিত পরম রম্যস্থান।।৭১৭।।
কলির প্রথমে কৃষ্ণ তথা বিপ্রকুলে।
জন্মিব আচ্ছন্নরূপে মহাকুতুহলে।।৭১৮।।
নানা দেশে জন্মিবেন প্রিয়গণ তাঁর।
তাঁর ইচ্ছামতে জন্ম এথাই আমার।।৭১৯।।
এই একচক্রা মোর বিলাসের স্থান।"
এত কহি' বলদেব হৈলা অন্তর্দ্ধান।।৭২০।।

হইয়া বিস্ময় রাজা চিন্তে মনে মনে।
শ্বেতদ্বীপ হেন দেখে একচক্রা গ্রামে।।৭২১।।
দেখিতেই ভূমি-শোভা নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
স্বপ্নকথা প্রাতে ভ্রাতাগণে জানাইল।।৭২২।।
একচক্রা হইতে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
নবদ্বীপে আসি' উত্তরিলা একঠাঁই।।৭২৩।।
দেখি' নবদ্বীপ-শোভা হর্ষ ক্ষণে ক্ষণে।
মহারাজ যুধিষ্ঠির বিচারয়ে মনে।।৭২৪।।
একচক্রা গ্রামে যৈছে দেখিলু স্বপ্নেতে।
এথা কি দেখিব বলি' নারে স্থির হৈতে।।৭২৫।।
রাজার যে মনোবৃত্তি বুঝনে না যায়।
হইল কিঞ্চিৎ নিদ্রা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।।৭২৬।।
স্বপ্নচ্ছলে কৃষ্ণ-বলদেব ভ্রাতৃদ্বয়।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা ভুবন মোহয়।।৭২৭।।
রাজা যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া।।
"মোর জন্মভূমি এই নগর নদীয়া।।"৭২৮।।
কলিযুগে প্রকট হইয়া গণসনে।
মাতাইব জগৎ মাতিব সঙ্কীর্ত্তনে।।৭২৯।।
তোমা সবা সহ সিন্ধুতীরে বিলসিব।
ব্রজের দুর্ল্লভ প্রেমসুধা পিয়াইব।।৭৩০।।
এত কহি' রাজার জানিয়া মনোবৃত্তি।
হইলেন পরমসুন্দর গৌরমূর্ত্তি।।৭৩১।।
কৃষ্ণ বলদেবের দেখিয়া হেন রূপ।
আত্ম বিস্মরিত যুধিষ্ঠির ভক্তভূপ।।৭৩২।।
পরম আনন্দে সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে।
লুটাইয়া পড়ে দুই প্রভু-পদতলে।।৭৩৩।।
দুই প্রভু রাজারে করিয়া আলিঙ্গন।
কহিয়া প্রবোধ বাক্য হৈল অদর্শন।।৭৩৪।।
প্রভু অদর্শনে হৈল ব্যাকুল হৃদয়।
জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি প্রভাত সময়।।৭৩৫।।

এ অদ্ভুত কথা জানাইয়া ভ্রাতৃগণে।
কথোদিন আনন্দে রহিলা এইখানে।।৭৩৬।।
মহতের শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাশয়।
তাঁর বাসস্থান হেতু 'মহৎপুর' কয়।।৭৩৭।।
এথা ছিল পঞ্চবট বৃক্ষ বিস্তারিত।
অতি সুশীতল ছায়া সর্ব্ব মনোহিত।।৭৩৮।।
দ্রৌপদী-সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
দেখি' নবদ্বীপ-শোভা অধৈর্য্য এথাই।।৭৩৯।।
যুধিষ্ঠির বেদি নামে উচ্চটীলা ছিল।
প্রভুর ইচ্ছাতে সে-সকল লুপ্ত হৈল।।৭৪০।।
ওহে শ্রীনিবাস, কত কহিব সে কথা।
অজ্ঞাত রূপেতে পাণ্ডবের বাস এথা।।৭৪১।।
পাণ্ডব শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের আদেশে।
এথা হৈতে যাত্রা করিলেন ওড়দেশে।।৭৪২।।
উৎকলে পুরুষোত্তম পুরী সন্নিধানে।
রহিলেন কিছুদিন অপূর্ব্ব কাননে।।৭৪৩।।
তথা শ্রীবিগ্রহ শ্রীমাধব তাঁর নাম।
ছিলেন রাক্ষস স্থানে পাইল সন্ধান।।৭৪৪।।
গদাঘাতে ভীম সে রাক্ষসে নষ্ট কৈলা।
শ্রীমাধব-সেবা সর্ব্বলোকে প্রচারিলা।।৭৪৫।।
অদ্যাপিহ ভাগ্যবন্ত লোক সেবে তাঁরে।
পাণ্ডবের ক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।।৭৪৬।।
এই মহৎপুরে গৌরচন্দ্র মহারঙ্গে।
প্রকাশে অদ্ভুত লীলা পরিকর-সঙ্গে।।৭৪৭।।
যে বারেক মহৎপুর করয়ে দর্শন।
অনায়াসে পায় সে অমূল্য ভক্তিধন।।৭৪৮।।
শ্রীমহৎপুর প্রসঙ্গেতে যাঁর রতি।
তাঁর দৃষ্টিমাত্রে ঘুচে অন্যের দুর্ম্মতি।।৭৪৯।।
এত কহি' শ্রীমহৎপুর হৈতে চলে।
সোঙরি গৌরাঙ্গ-লীলা ভাসে নেত্রজলে।।৭৫০।।

রুদ্রদ্বীপ-রাদুপুর

গঙ্গা পূর্ব্বধারে রাদুপুর গ্রাম হয়।
কেহ কেহ রাদুপুরে রুদ্রপুর কয়।।৭৫১।।
শ্রীঈশান ঠাকুর সে রাদুপুরে গিয়া।
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া।।৭৫২।।
এই রাদুপুর পূর্ব্ব রূদ্রদ্বীপ নাম।
গ্রাম লুপ্ত হৈল এবে আছে মাত্র স্থান।।৭৫৩।।
রুদ্রদ্বীপ নাম যৈছে প্রচার হইল।
তাহা কিছু কহি বিজ্ঞমুখে যে শুনিল।।৭৫৪।।
গৌরচন্দ্র প্রকট হইব নদীয়ায়।
ইথে শ্রীরুদ্রের মহা উল্লাস হিয়ায়।।৭৫৫।।
নিজগণ-সনে রুদ্রদেব এইখানে।
হইলা উন্মত্ত গৌরচরিত্র কীর্ত্তনে।।৭৫৬।।
চতুর্দ্দিকে নানা বাদ্যধ্বনি মনোহর।
অদ্ভুত ভঙ্গিতে নৃত্য করে মহেশ্বর।।৭৫৭।।
মেদিনী কম্পয়ে শ্রীরুদ্রের পদভরে।
দেখিতে সে নৃত্যশোভা কেবা ধৈর্য্য ধরে।।৭৫৮।।
রুদ্রের নর্ত্তনে কেবা না করে নর্ত্তন।
স্বর্গে নানা পুষ্প বরিষয়ে দেবগণ।।৭৫৯।।
দেবের অন্তরে মোদ বাঢ়ে অনিবার।
সবে কহে খণ্ডিল জীবের দুঃখ ভার।।৭৬০।।
প্রভু না জন্মিতে রুদ্র প্রভু জন্ম গায়।
এবে প্রভু অবশ্য জন্মিবে নদীয়ায়।।৭৬১।।
দেখি' প্রভু-জন্মলীলা জুড়াব নয়ন।
এত কহি' স্বর্গেও নাচয়ে দেবগণ।।৭৬২।।
প্রভুগুণ-গানে রুদ্র আত্ম বিস্মরিত।
হইলা অধৈর্য্য প্রভু দেখি' রুদ্র-রীত।।৭৬৩।।
অন্য-অলক্ষিত রুদ্রদেবে দেখা দিয়া।
রুদ্রদেবে করে স্থির ঐছে প্রবোধিয়া।।৭৬৪।।
তোমার যে মনোবৃত্তি সফল করিব।
অতি অবিলম্বে গণসহ প্রকটিব।।৭৬৫।।
প্রভু বাক্যে রুদ্র স্থির হইয়া মহানন্দে।
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে গৌরচন্দ্রে।।৭৬৬।।
শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবে আলিঙ্গিয়া।
হইলেন অদর্শন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।।৭৬৭।।
প্রভু-অদর্শনে রুদ্র ব্যাকুল হিয়ায়।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছায়।।৭৬৮।।
নিজগণ সহ রুদ্র বসি' এইখানে।
করে সুধাবৃষ্টি গৌরচরিত্র কথনে।।৭৬৯।।
ওহে শ্রীনিবাস, এ পরম পুণ্যস্থান।
শ্রীরুদ্র বিলাসে তেঞি রুদ্রদ্বীপ নাম।।৭৭০।।
এস্থান দর্শন মাত্রে ঘুচয়ে দুর্ম্মতি।
গৌরপাদপদ্মে রুদ্র জন্মায়েন রতি।।৭৭১।।
ঐছে শ্রীঈশান স্থান-মহিমা কহিয়া।
চলে বেলপৌখেরা গ্রামেতে হৃষ্ট হৈয়া।।৭৭২।।
শ্রীনিবাসে কহে বেলপৌখেরা এ গ্রাম।
কহয়ে প্রাচীন বিল্বপক্ষ পূর্ব্ব নাম।।৭৭৩।।
বিল্বপক্ষ নাম এ স্থানের যৈছে হয়।
তাহা কিচু কহিয়ে প্রাচীন লোকে কয়।।৭৭৪।।
পঞ্চবক্ত্র, শিবমূর্ত্তি ছিলেন এখানে।
তাঁর যে মহিমা তাহা কে কহিতে জানে।।৭৭৫।।
শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে যেবা যে কার্য্য প্রার্থয়।
তাহা পূর্ণ করে পঞ্চবক্ত্র দয়াময়।।৭৭৬।।
এক সময়েতে কত তপস্বী ব্রাহ্মণ।
মনোরথ সিদ্ধি হেতু করে শিবার্চ্চন।।৭৭৭।।

এক পক্ষ বিল্বদলে পূজিতে শিবেরে।
হইলেন শিব মহা প্রসন্ন অন্তরে।।৭৭৮।।
কৃপাদৃষ্টে চাহি' পঞ্চবক্ত্র মহেশ্বর।
বিপ্রগণে কহে,--'লহ নিজাভীষ্ট বর।।''৭৭৯।।
বিপ্রগণে কহে,— 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য যাহা।
অনুগ্রহ করি মো সবারে দেহ তাহা।।''৭৮০।।
বিপ্রগণে কহে, শিব 'কহিলা আশ্চর্য্য।
কৃষ্ণ-পরিচর্য্যা বিনু নাই শ্রেষ্ঠ কার্য্য।।''৭৮১।।
বিপ্রগণে কহে,— 'পরিচর্য্যা শ্রেষ্ঠ হয়।
কিরূপে হইব লভ্য কহ কৃপাময়।।''৭৮২।।
পঞ্চবক্ত্র কহে, ''কিছু চিন্তা না করিবে।
অনায়াসে কৃষ্ণ-পরিচর্য্যা লভ্য হবে।।৭৮৩।।
এই কথোদিনে এই নদীয়া নগরে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন বিপ্রঘরে।।৭৮৪।।
তোমারও সেই সঙ্গে প্রকট হইবা।
তাঁর বাল্যাবেশে মহাসুখ জন্মাইবা।।৭৮৫।।
করিয়া তাঁহার স্থানে বিদ্যা অধ্যয়ন।
জানিবা তাঁহারে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।।৭৮৬।।
তাঁর প্রিয়ভক্তসহ সদা কুতূহলে।
তাঁর পরিচর্য্যারত হইবা সকলে।।''৭৮৭।।
শুনি' পঞ্চবক্ত্র মহাদেবের বচন।
ভূমে পড়ি' প্রণমিলা সকল ব্রাহ্মণ।।৭৮৮।।
করিয়া অনেক স্তুতি বিদায় হইয়া।
কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তে নিভৃতে রহিয়া।।৭৮৯।।
ওহে শ্রীনিবাস, গৌর-কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
কথোদিনে পঞ্চবক্ত্র হৈলা গুপ্তপ্রায়।।৭৯০।।
একপক্ষ বিল্বদলে পূজিল ব্রাহ্মণ।
এই হেতু বিল্বপক্ষ নাম বিজ্ঞে কন।।৭৯১।।
এস্থান দর্শনে পঞ্চবক্ত্র মহানন্দে।
মিলায়েন পরম দুর্ল্লভ গৌরচন্দ্রে।।৭৯২।।
এথা বিশ্বম্ভর প্রিয়ভক্তের সহিতে।
যৈছে বিলসয়ে তাহা কে পারে বর্ণিতে।।৭৯৩।।

ভরদ্বাজটীলা-ভারুইডাঙ্গা

ঐছে কত কহিয়া শ্রীঠাকুর ঈশান।
চলয়ে ভারুইডাঙ্গা মহাপূণ্যস্থান।।৭৯৪।।
মনের উল্লাসে কহে শ্রীনিবাস-প্রতি।
এ ভারুইডাঙ্গা দেখ অপূর্ব্ব বসতি।।৭৯৫।।
পূর্ব্বে ভরদ্বাজটীলা নাম ব্যক্ত যৈছে।
প্রাচীন লোকেতে যে কহয়ে কহি তৈছে।।৭৯৬।।
ভরদ্বাজ মুনি সমুদ্রাদি তীর্থ হৈতে।
আইলেন চক্রদহ গঙ্গা-সমীপেতে।।৭৯৭।।
এবে চক্রদহে লোক চাকদা কহয়।
তথা হৈতে নবদ্বীপে করিলা বিজয়।।৭৯৮।।
ওহে শ্রীনিবাস, মুনি আসি' এইখানে।
হইলা বিহ্বল নবদ্বীপ নিরীক্ষণে।।৭৯৯।।
এই উচ্চ টীলারণ্যে রহি' কথোদিন।
আরাধয়ে গৌরচন্দ্রে হৈয়া দীন হীন।।৮০০।।
ভরদ্বাজ-প্রেমে বশ হৈয়া গৌরহরি।
হইলা সাক্ষাৎ মহা অদ্ভুত মাধুরী।।৮০১।।
ভরদ্বাজ নতি-স্তুতি করিয়া বিস্তর।
প্রভু আজ্ঞা কৈল নেহ নিজাভীষ্ট বর।।''৮০২।।
মুনি কহে,— প্রভু এই প্রার্থনা আমার।
নবদ্বীপে দেখি যেন তোমার বিহার।।''৮০৩।।

প্রভু কহে, হ'বে যে তোমার মনে হয়।'
এত কহি' অদর্শন হৈলা দয়াময়।।৮০৪।।
প্রভু অদর্শনে মুনি নারে স্থির হৈতে।
মুনির যে চেষ্টা তাহা কে পারে বুঝিতে।।৮০৫।।
নবদ্বীপে প্রণমিয়া ভরদ্বাজ মুনি।
চলিলা ভ্রমিতে ধন্য করিতে ধরণী।।৮০৬।।
এই উচ্চস্থানে ভরদ্বাজ বিলসিল।
এই হেতু ভরদ্বাজটীলা নাম হইল।।৮০৭।।
এথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিলাস।
এ স্থান দর্শনে পূর্ণ হয় অভিলাষ।।৮০৮।।

সুবর্ণ-বিহার

এত কহি' ঈশান ঠাকুর প্রেমাবেশে।
চলিলেন সুবর্ণ-বিহার গ্রাম-পাশে।।৮০৯।।
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে 'দেখ এই গ্রাম।
পূর্ব্বাপর সুবর্ণ-বিহার হয় নাম।।৮১০।।
সুবর্ণ-বিহার নাম যেরূপে হইল।
তাহা কিছু কহি বিজ্ঞগণে যে কহিল।।৮১১।।
এই দেশে ছিল এক রাজা ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণেতে অনন্যভক্তি সর্ব্বাংশে প্রধান।।৮১২।।
নারদের শিষ্য প্রশিষ্যাদি মহাশয়।
তার মধ্যে আইল কেহ রাজার আলয়।।৮১৩।।
রাজা তাঁরে অতিশয় সন্মান করিয়া।
বসাইলা আসনে ভূমিতে প্রণমিয়া।।৮১৪।।
প্রভু-অবতার-কথা তাঁহারে জিজ্ঞাসে।
তেঁহ সব জানাইল সুমধুর ভাষে।।৮১৫।।
রাজারে প্রসন্ন হইয়া সেই মহাশয়।
পুনঃ রাজা-প্রতি সুমধুর বাক্য কয়।।৮১৬।।
কলিতে হইয়া পীতবর্ণ অবতার।
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিহার।।৮১৭।।
ব্রহ্মাদির পরম দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তন।
সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া মাতাবে ভুবন।।৮১৮।।
যৈছে মহারাসে নৃত্য কৈলা বৃন্দাবনে।
তৈছে নৃত্যে দিব সুখ প্রিয়-ভক্তগণে।।৮১৯।।
নবদ্বীপ হইবেক সুখের অবধি।
এই হেতু ঐছে গ্রাম বসাইল বিধি।।৮২০।।
নবদ্বীপ-ধামতত্ত্ব অন্যে অগোচর।
জানিব সে জানাইলে প্রভু পরিকর।।৮২১।।
ঐছে কত কহি' সে বৈষ্ণব মহাশয়।
করিয়া রাজায় কৃপা করিলা বিজয়।।৮২২।।
এ সব শুনিয়া রাজা বিচারয়ে মনে।
"ধিক্ এ মনুষ্য-জন্ম ধিক্ এ জীবনে।।৮২৩।।
রাজ-বিষয়েতে মত্ত হইলু অনিবার।
না হইল সাধুসঙ্গ দুর্দ্দৈব আমার।।৮২৪।।
বিনা সাধুসঙ্গ কোন কার্য্য সিদ্ধি নয়।
এত দিনে কৃপা কৈল সাধু কৃপাময়।।৮২৫।।
এবে সে জানিনু প্রভু-ধাম এ নদীয়া।"
এত বিচারিতে প্রেমে উথলয়ে হিয়া।।৮২৬।।
নবদ্বীপ-পানে চাহি বহে অশ্রুধার।
নবদ্বীপ-ভূমে প্রণময়ে বার বার।।৮২৭।।
নবদ্বীপধামে রাজা প্রার্থনা করয়।
এই কর সে-সময়ে যেন জন্ম হয়।৮২৮।।
এ বাক্যে আকাশবাণী হইল রাজায়।
অবতীর্ণ কালে জন্ম হবে নদীয়ায়।।৮২৯।।

যদ্যপি রাজার হর্ষ একথা শ্রবণে।
তথাপি না ধরে ধৈর্য্য কত উঠে মনে।।৮৩০।।
ভকত-বৎসল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
স্বপ্নচ্ছলে লীলাশ্চর্য্য দেখান রাজায়।।৮৩১।।
চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র ভক্তগণ।
বায় নানা বাদ্যগানে মোহয়ে ভুবন।।৮৩২।।
সে-সবার মধ্যে নাচে নদীয়ার শশী।
শ্যামল সুন্দর রূপ যেন সুধারাশি।।৮৩৩।।
দেখি কৃষ্ণচন্দ্রে রাজা জুড়ায় নয়ন।
সেইক্ষণে দেখে তার সুবর্ণ বরণ।।৮৩৪।।
হইয়া অধৈর্য্য রাজা বিচারয়ে মনে।
সুবর্ণ বিগ্রহ কে বিহরে সঙ্কীর্ত্তনে।।৮৩৫।।
ঐছে বিচারিতে নিদ্রা ভাঙ্গিল রাজার।
স্থির হৈয়া প্রশংসে সৌভাগ্য আপনার।।৮৩৬।।
সুবর্ণ বিগ্রহের বিহার হইল ধ্যান।
এই হেতু 'সুবর্ণবিহার' নাম স্থান।।৮৩৭।।
ওহে শ্রীনিবাস, আর কহিয়ে তোমারে।
প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গ প্রকট বিহারে।।৮৩৮।।
এইখানে ভক্তগোষ্ঠীসহ গৌরহরি।
করয়ে নর্ত্তন লোক দেখে নেত্র ভরি'।।৮৩৯।।
হইয়া বিহ্বল পরস্পর লোকে কয়।
সুবর্ণ বিহার কি কীর্ত্তনে বিহরয়।।৮৪০।।
কেহ কহে,—"এমন সুন্দর বর্ণ নাই।
না দেখি জগতে কভু উপমার ঠাঁই।।৮৪১।।
কি অদ্ভুত বিহার মোহয়ে ত্রিভুবন।"
এত কহি স্থির হৈতে নারে কোনজন।।৮৪২।।
ঐছে এ প্রশস্ত নাম সুবর্ণ বিহার।
সংক্ষেপে কহিনু, নারি করিতে বিস্তার।।৮৪৩।।
সুবর্ণ বিহার গ্রাম যে করে দর্শন।
শ্রীগৌরাঙ্গ-বিহারে ডুবয়ে তার মন।।৮৪৪।।
এত কহি' সুবর্ণবিহার গ্রাম হইতে।
মায়াপুরে চলয়ে মিশ্রের আলয়েতে।।৮৪৫।।
মায়াপুর পরম অপূর্ব্ব রম্যস্থান।
যে দেখে বারেক তার জুড়ায় নয়ন।।৮৪৬।।
মায়াপুর-মহিমা কেবা বা অন্ত পায়।
মায়াপুর স্থান সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়।।৮৪৭।।

শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাগমন

শ্রীনিবাস রামচন্দ্র-নরোত্তম-সনে।
হেন মায়াপুরে আইলা মিশ্রের ভবনে।।৮৪৮।।
ভবন-ভিতরে শ্রীঈশান প্রবেশিয়া।
হৈল প্রেমে বিহ্বল পুরুষ সোঙরিয়া।।৮৪৯।।
কতক্ষণে স্থির হৈয়া সবে স্থির করি'।
এক ভিতে রহি দেখে ভবন-মাধুরী।।৮৫০।।
শ্রীনিবাস-প্রতি অতি ধীরে ধীরে কয়।
মহাযোগপীঠ এই মিশ্রের আলয়।।৮৫১।।
এ আলয় প্রভু-লীলা-মাধুর্য্য বাড়ায়।
অন্যের দুর্জ্জেয় শ্রীআলয় পদ্মপ্রায়।।৮৫২।।

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে দ্বাদশ-তরঙ্গে শ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী-বিরচিত

সংক্ষিপ্ত শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীবৃন্দারন্য পুরন্দর।
মাম্পাহি গৌরগোবিন্দ ভক্তপ্রাণেশ্বর।।১।।
জয় জয় শ্রীগৌর-গোবিন্দ।
ব্রহ্মাদি আরাধয়ে যাঁর চরণারবিন্দ।।২।।
ভক্তপ্রিয় পরম উদার।
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণনাথ নদীয়ার।৩।।
জয় জয় নিত্যানন্দ হলধর।
জয় জয় ভক্তিদাতা অদ্বৈত ঈশ্বর।।৪।।
জয় জয় শ্রীপণ্ডিত-গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভু প্রিয়কর।।৫।।
প্রিয়গণ লৈয়া গৌররায়।
বিলসয় পরম আনন্দে নদীয়ায়।।৬।।
যে-দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতারে।
সেই কলিযুগে গৌর প্রকট বিহরে।।৭।।
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা যৈছে।
নবদ্বীপে পরম দুর্ল্লভ লীলা তৈছে।।৮।।
লীলাস্থলী যত নদীয়ায়।
ব্রহ্মাদি দেবতা তার অন্ত নাহি পায়।।৯।।
বৈষ্ণবাজ্ঞা হৈল সে মূর্খেরে।
নদীয়ার কিছু লীলাস্থলী বর্ণিবারে।।১০।।
বৈষ্ণবের আজ্ঞা বলবান্।
যে কিছু কহিয়ে তা আস্বাদে ভাগ্যবান্।।১১।।
নবদ্বীপে প্রশস্ত প্রাকার।
পঞ্চম স্কন্ধেতে লিখিয়াছেন টীকাকার।।১২।।
জয় জয় নদীয়া-নগর।
নবদ্বীপে অতি যে বেষ্টিত মনোহর।।১৩।।
নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়।
নবদ্বীপে নব-দ্বীপ বেষ্টিত যে হয়।।১৪।।
যৈছে ছয় তত্ত্বের বিচার।
কৃষ্ণ কৃষ্ণরূপ গুর্ব্বাদিক পঞ্চ আর।।১৫।।
নবদ্বীপে নব-দ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম।।১৬।।
যৈছে রাজধানী কোন স্থান।
যদ্যপি অনেক তথা হয় এক নাম।।১৭।।
নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত যত।
সে-সব গ্রামের নাম কি কহিব কত।।১৮।।
শ্রীসুরধুনীর পূর্ব্বতীরে।
অন্তর্দ্বীপাদিক চতুষ্টয় শোভা করে।।১৯।।
জাহ্নবীর পশ্চিম কুলেতে।
কোলদ্বীপাদিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে।।২০।।
যদ্যপি এ শাস্ত্রে নিরূপয়।
তথাপিহ নবদ্বীপ গোপ্য অতিশয়।।২১।।
প্রভুর যে রূপ ব্যবহারে ।
তৈছে তাঁর ধাম, অন্যে নারে জানিবারে।।২২।।

নদীয়া-নির্জ্জনে গৌরহরি।
নিজ প্রয়োজন সাধে অতি গোপ্য করি'।।২৩।।
যৈছে কেহ পরম গোপনে।
ভূঞ্জে নানা দ্রব্য, না দেখায় অন্য জনে।।২৪।।
নানা রঙ্গাস্বাদে প্রভু তৈছে।
কোনজনে লিখিতে না পারে গৌপ্য ঐছে।।২৫।।
ভক্ত-অনুগ্রহ যাঁরে হয়।
নবদ্বীপ, নদীয়ার নাথে সে জানয়।।২৬।।
নবদ্বীপ-ভক্তের জীবন।
নববিধ ভক্তি যাতে দীপ্ত অনুক্ষণ।।২৭।।
নবদ্বীপ-মধ্যে 'মায়াপুর'।
যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর।।২৮।।
মায়াপুর মহিমা কে জানে।
রহি যেন নবদ্বীপ বেষ্টিত তাহানে।।২৯।।
মায়াপুর যোগপীঠ-স্থান।
দেবমুনীন্দ্রাদি যাঁরে সদা করে ধ্যান।।৩০।।
ইহার যে দিকে হয় যাহা।
বাহুল্যের ভয়ে তেঞিঁ না বর্ণিল তাহা।।৩১।।
নবদ্বীপ-প্রদেশে যে গ্রাম।
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে বিভিন্ন নহে নাম।।৩২।।
কহিতে যদ্যপি বিপর্য্যয়।
তথাপি কিঞ্চিৎ তাতে অনুভব হয়।।৩৩।।
কলিতে যে ভক্তে কৃপা কৈল।
তাহাতে প্রসঙ্গ অনুসারে নাম হৈল।।৩৪।।
কতক হইল লুপ্তপ্রায়।
রহিল কতক স্থান প্রভুর ইচ্ছায়।।৩৫।।
কহি পরিক্রমার প্রকার।
এ মণ্ডলাকার যাতে আনন্দ সবার।।৩৬।।
মায়াপুর করিয়া দর্শন।
ক্রমেতে ভ্রমহ যাতে ভ্রমে বিজ্ঞগণ।।৩৭।।
প্রথমে দেখহ অন্তঃপুর।
অন্তর্দ্বীপ নাম যার মহিমা প্রচুর।।৩৮।।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তথা।
কহিল ব্রহ্মার আগে অন্তরের কথা।।৩৯।।
এই হেতু অন্তর্দ্বীপ নাম।
বিস্তারিবে সে-সব প্রসঙ্গ ভাগ্যবান্।।৪০।।
সিমুলিয়া গ্রাম তার পরে।
শ্রীসীমন্তদ্বীপ পূর্ব্বে কহয়ে যাঁহারে।।৪১।।
তথা প্রভু পদে করি নতি।
করিলা ধারণ ধূলা সীমন্তে পার্ব্বতী।।৪২।।
শ্রীসীমন্ত-দ্বীপ নাম ঐছে।
বিস্তারিবে কেহ পার্ব্বতীর কৃপা যৈছে।।৪৩।।
বামনপুখুরা পূণ্য গ্রাম।
ব্রাহ্মণপুষ্কর এ বিদিত পূর্ব্বনাম।।৪৪।।
ব্রাহ্মণের জানি মনঃকথা।
আইলেন আনন্দে পুষ্করতীর্থ তথা।।৪৫।।
এ প্রসঙ্গ অতি সুমধুর।
পুষ্করের দ্বারে কৃপা হইল প্রভুর।।৪৬।।
গাদিগাছা গ্রাম এবে কয়।
গোদ্রুমদ্বীপাখ্যা পূর্ব্বে সুখের আলয়।।৪৭।।
শ্রীসুরভী রহি বৃক্ষতলে।
করিল প্রভুরে স্তুতি ভাসি নেত্রজলে।।৪৮।।
এ হেতু গোদ্রুমদ্বীপ কয়।
বর্ণিবে বিশেষ করি কোন মহাশয়।।৪৯।।
শ্রীমাজিদা গ্রাম নাম এবে।
পূর্ব্বে মধ্যদ্বীপ নাম কহে ঋষি সবে।।৫০।।
ঋষি প্রতি করি দৃষ্টিপাত।
মধ্যাহ্নকালেতে প্রভুর হইল সাক্ষাৎ।।৫১।।

ঐছে মধ্যদ্বীপ নাম তাঁর।
ঋষি প্রতি যৈছে কৃপা হইল বিস্তার।।৫২।।
তদুপরি হাটডাঙ্গা গ্রাম।
উচ্চহট্ট বলিয়া পূর্ব্বেতে যার নাম।।৫৩।।
ইন্দ্রাদি দেবতা উচ্চ স্থানে।
বসাইল হট্ট প্রভু চরিত কথনে।।৫৪।।
উচ্চহট্ট নাম যে প্রকারে।
সে-সব প্রসঙ্গ ব্যক্ত হবে কার দ্বারে।।৫৫।।
কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম।
পূর্ব্বে **কোলদ্বীপ** পর্ব্বতাখ্যানন্দ ধাম।।৫৬।।
প্রভু প্রিয়ভক্ত কোন দ্বীপে।
পর্ব্বতের প্রায় দেখা দিলা কোলরূপে।।৫৭।।
কোলদ্বীপ নাম এই মতে।
অত্যন্ত নিগূঢ় কথা আছয়ে ইহাতে।।৫৮।।
কোল-শব্দে শ্রীবরাহ প্রভু।
এমন দয়াল কি হইবে আর কভু।।৫৯।।
সমুদ্রগড়ি গ্রামের প্রচার।
সমুদ্রগড়ি ও নাম পূর্ব্বেতে ইহার।।৬০।।
সমুদ্র প্রভুর দরশনে।
গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে হর্ষমনে।।৬১।।
ইথে অতি কৌতুকপ্রচার।
বর্ণিলেন পরম আনন্দে গ্রন্থকার।।৬২।।
চাঁপাহাটী গ্রাম মনোরম।
পূর্ব্বনাম চম্পহট্ট খ্যাতি নিরুপম।।৬৩।।
কিনিয়া চম্পক পুষ্প রঙ্গে।
বিষ্ণু পূজে বিপ্র ভাসি প্রেমের তরঙ্গে।।৬৪।।
বিপ্র বিষ্ণুপূজায় প্রবীণ।
বর্ণিবেন কেহো যৈছে প্রভু প্রেমাধীন।।৬৫।।
রাতুপুর গ্রাম মুখ্য হয়।
ঋতুদ্বীপ নাম পূর্ব্বে কেবা না জানয়।।৬৬।।
বসন্তাদি সেবা ঋতু-সেনা বেশে।
বাড়ায় প্রভুর সুখ অশেষ বিশেষে।।৬৭।।
ছয় ঋতু সদা মূর্ত্তিমান।
ঋতুদ্বীপ লীলা সে বর্ণিবে ভাগ্যবান্।।৬৮।।
শ্রীবিদ্যানগর পূণ্যস্থান।
বৃহস্পতি আদি যত কৈল বিদ্যাদান।।৬৯।।
শ্রীবিদ্যার প্রভাবে নানামতে।
অবিদ্যা ঘুচয়ে সে গ্রামের দর্শনেতে।।৭০।।
তদুপরি নাম জান্নগর।
পূর্ব্বে **জহ্নুদ্বীপ** নাম কহে বিজ্ঞবর।।৭১।।
তথা তপ কৈল জহ্নুমুনি।
হইল সক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য-চিন্তামণি।।৭২।।
জহ্নুদ্বীপ অতি রম্য স্থান।
যে করে দর্শন সে পরম ভাগ্যবান্।।৭৩।।
মামগাছি গ্রাম কেবা না জানে।
মোদদ্রুমদ্বীপ পূর্ব্বে কহয়ে ইহানে।।৭৪।।
রামচন্দ্র বনবাস কালে।
পাইল পরমামোদ বসি বৃক্ষতলে।।৭৫।।
পূর্ব্বে ছিল রামবট স্থান।
কলিতে হইল লোপ জানে ভাগ্যবান্।।৭৬।।
জানকী-লক্ষ্মণ-সহ রাম।
যৈছে মোদ পাইল সে প্রসঙ্গ অনুপম।।৭৭।।
তদুপরি শ্রীবৈকুণ্ঠপুর।
যে গ্রাম দর্শনে সুখ বাড়য়ে প্রচুর।।৭৮।।
প্রভু নারায়ণ মহারঙ্গে।
দিলেন দর্শন প্রিয়ভক্ত লক্ষ্মী-সঙ্গে।।৭৯।।
নারায়ণপীঠ স্থান ছিল।
প্রভুর ইচ্ছায় তাহা সংক্ষেপ হইল।।৮০।।

তাহা যে কৌতুক অতিশয়।
বর্ণিবেন কেহ এ প্রসঙ্গ প্রেমময়।।৮১।।
এবে মাতাপুর কহে লোক।
পূর্ব্বে মহৎপুর নাম নাশে দুঃখ শোক।।৮২।।
মহৎ শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির।
বনবাসে আসি তথা হইলেন স্থির।।৮৩।।
মহৎপুর মধ্যে রম্য স্থান।
পঞ্চবটী ছিল পূর্ব্বে হৈল অন্তর্ধান।।৮৪।।
দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ ভাই।
পাইলা পরমানন্দ বসিয়া তথাই।।৮৫।।
মহৎপুর প্রসঙ্গ মধুর।
বিস্তারিবে যাঁরে কৃপা হইবে প্রভুর।।৮৬।।
গঙ্গা পূর্ব্বধারে রুদ্রপুর।
রুদ্রদ্বীপ নাম পূর্ব্বে মহিমা প্রচুর।।৮৭।।
মহারুদ্র নিজগণ-সনে।
করিলা নর্ত্তন মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে।।৮৮।।
রুদ্রদ্বীপ কৌতুক অপার।
কেহ বর্ণিবেন ইহা করিয়া বিস্তার।।৮৯।।
তারপরে আছে পুণ্যগ্রাম।
বেলপুখুরিয়া পূর্ব্বে বিল্বপক্ষ নাম।।৯০।।
এক পক্ষ পূজি বিল্বদলে।
প্রভু প্রিয় হৈল বিপ্র শিব-কৃপাবলে।।৯১।।
যৈছে কৈল শিবের অর্চ্চন।
যৈছে প্রভুপ্রিয় হৈল হইবে বর্ণন।।৯২।।
সুবর্ণ বিহার যেই হয়।
পশ্চাৎ কহিব যৈছে হেথা বিলসয়।।৯৩।।
সুবর্ণ বিহার নাম যার।
তথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার।।৯৪।।

গৌরচন্দ্র দেখি সবে কয়।
সুবর্ণপ্রতিমা কি কীর্ত্তনে বিহরয়।।৯৫।।
সুবর্ণবিহার নাম যৈছে।
কেহ বিস্তারিবে প্রভু বিহারয় যৈছে।।৯৬।।
ঐছে নানা স্থান সর্ব্বোপরি।
আপনা মানহ ধন্য পরিক্রমা করি।।৯৭।।
অন্তর্দ্বীপ হৈয়া মায়াপুরে।
প্রবেশহ জগন্নাথ-মিশ্রের মন্দিরে।।৯৮।।
মায়াপুর-প্রভাব অপার।
বিবিধ প্রকারে প্রচারিল গ্রন্থকার।।৯৯।।
নবদ্বীপ মধ্যে স্থান যত।
এক মুখে তাহা বা কহিবে কেবা কত।।১০০।।
তার মধ্যে কহি যে প্রধান।
চিনাডাঙ্গা, পাটডাঙ্গা আদি রম্যস্থান।।১০১।।
যৈছে গৌরশিরোমণি।
তৈছে তাঁর নাম মহামহিমা বাখানি।।১০২।।
যৈছে গৌর-কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
তৈছে নবদ্বীপ-বৃন্দাবনে কহে বেদ।।১০৩।।
গৌর-কৃষ্ণে ভেদ বুদ্ধি যার।
ধামদ্বয়ে ভেদ বুদ্ধি করয় সে ছার।।১০৪।।
নবদ্বীপে কেহ কিছু কয়।
যে যাহা কহয় তাহা অন্যথা না হয়।।১০৫।।
গোলক, মথুরা কহে কেহ।
পরব্যোম, শ্বেতদ্বীপ কহে সত্য সেহ।।১০৬।।
সকল সম্ভবে হেথা ঐছে।
সর্ব্ব অবতারময় গৌরচন্দ্র যৈছে।।১০৭।।
নিত্যধাম নদীয়া নগর।
যথা প্রেমভক্তি নিত্য নিত্য পরিকর।।১০৮।।

প্রকটাপ্রকট দুই রূপে।
বিহরয় ভাগ্যবন্ত দেখে নবদ্বীপে।।১০৯।।
অষ্টক্রোশ নদীয়া প্রমাণ।
শোভার অবধি বিধি করিল নির্ম্মাণ।।১১০।।
বাপী বহু তড়াগ সুন্দর।
নির্ম্মল শীতল জলে পূর্ণ সরোবর।।১১১।।
জাহ্নবীর তট মনোরম।
বারকোণা ঘাট তাতে অতি অনুপম।।১১২।।
শোভে পূর্ব্বে পঞ্চ শিবালয়।
পার্ব্বতী-গণেশ-আদি ক্ষেত্রপালোদয়।।১১৩।।
জাহ্নবী-পুলিন-শোভা অতি।
বন-উপবন, বৃক্ষ-লতা নানা জাতি।।১১৪।।
বিবিধ প্রকার পশু-পক্ষ।
নানা পুষ্পে ভ্রময়ে ভ্রমর লক্ষ লক্ষ।।১১৫।।
পদ্মপ্রায় নদীয়ার রীত।
কভু ত' সঙ্কীর্ণ, কভু হন বিস্তারিত।।১১৬।।
দূরে রহি কোন কোন ভক্ত।
প্রভুকে দেখিতে চলে, চলিতে অশক্ত।।১১৭।।
সে-সময়ে শ্রীধাম আনন্দে।
হয়েন সঙ্কীর্ণ শীঘ্র দেখে গৌরচন্দ্রে।।১১৮।।
শ্রীসঙ্কীর্ত্তনাদি সময়েতে।
হয়েন বিস্তার লোক অসংখ্য যাহাতে।।১১৯।।
সঙ্কীর্ত্তন বিস্তার যৈছে হয়।
বুঝিবে কি অন্য একরূপ নিরিখয়।।১২০।।
শ্রীধামের অচিন্ত্য প্রভাব।
ধামকৃপা হৈলে সে-সকল হয় লাভ।।১২১।।
হেন দিন হবে কি আমার।
দেখিয়া প্রভুর তথা অদ্ভুত বিহার।।১২২।।

অতি উচ্চ কল্পতরু-তলে।
বিলসিব দিব্য-সিংহাসনে কুতূহলে।।১২৩।।
ভুবনমোহন বেশ তায়।
জগত করিবে আলো রূপের ছটায়।।১২৪।।
প্রভুর দক্ষিণে নিত্যানন্দ।
বামে গদাধর, আগে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।।১২৫।।
শ্রীবাসাদি ভক্ত চারিপাশে।
প্রভু-মুখচন্দ্রে নেত্র দেখিবে উল্লাসে।।১২৬।।
শোভে পুষ্পভূষণে ভূষিত।
সবার অঙ্গেতে চারু চন্দন শোভিত।।১২৭।।
নানা সেবা করিব সকলে।
মোরে কি চামর-সেবা দিবে সেই কালে।।১২৮।।
প্রভু ঐছে রঙ্গ প্রকাশিবে।
সহাস্য-বদনে সর্ব্বসম্মুখে রহিবে।।১২৯।।
এহেন কৌতক নবদ্বীপে।
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি রহিয়া সমীপে।।১৩০।।
ওহে পদ্মাবতীর তনয়।
তোমার করুণা হৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।।১৩১।।
ওহে প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর।
নবদ্বীপে বাস মোরে দেহ নিরন্তর।।১৩২।।
ওহে গদাধর-শ্রীবাসাদি।
এই কর নদীয়া ধেয়াই নিরবধি।।১৩৩।।
কি বলিব ওহে বন্ধুগণ।
সদা নবদ্বীপে যেন করিছে ভ্রমণ।।১৩৪।।
নবদ্বীপে অনুরাগ যাঁর।
জন্মে জন্মে তাঁর সঙ্গ হউক আমার।।১৩৫।।
নদীয়া-বিমুখ যে পামর।
তার সঙ্গ নহে যেন জন্ম-জন্মান্তর।।১৩৬।।

নদীয়া ভ্রমিতে যেবা কহে।
তার সহ বিচ্ছেদ কখন যেন নহে।।১৩৭।।
নবদ্বীপ—ধামশ্রেষ্ঠ অতি।
যাঁর যৈছে সাধ্য সে ভ্রময় নিতি নিতি।।১৩৮।।
কেহ অষ্টক্রোশ পর্য্যটয়।
কেহবা ষোড়শ ক্রোশ আনন্দে ভ্রময়।।১৩৯।।
কেহ পঞ্চ যোজন ভ্রমণে।
পায় মহানন্দ লীলাস্থলী দরশনে।।১৪০।।
কেহ ভ্রমে দ্বাদশ যোজন।
বিংশতি যোজন কেহ করয়ে ভ্রমণ।।১৪১।।
যার যৈছে ইচ্ছা নাহি পার।
চিন্তামণি ভূমি গৌরমণ্ডল বিস্তার।।১৪২।।
গণসহ শ্রীশচীতনয়।
যাঁরে কৃপা করেন তাঁর ইথে নিষ্ঠা হয়।।১৪৩।।
ইহাতে বিশ্বাস নাহি যার।
সে পাপীর কোন কালে নাহিক নিস্তার।।১৪৪।।
করুণা করহ গৌরহরি।
অতি দীন হইয়া যেন পরিক্রমা করি।।১৪৫।।
যথা যথা ভক্তের আলয়।
দেখিতে সে-স্থান যেন মহাআর্ত্তি হয়।।১৪৬।।
মহাপ্রভুর ভক্তের গমন।
মহানন্দে করি যেন সে-সব দর্শন।।১৪৭।।
কিবা নিবেদিব প্রভু পায়।
নিবেদিতে না জানিয়া উপজে হিয়ায়।।১৪৮।।
তোমার ভক্তের শ্রীচরণে।
বিকাইয়া রহি যেন জীবনে মরণে।।১৪৯।।
এই কৃপা কর জীব-প্রতি।
নবদ্বীপ-ধামেতে হউক গাঢ় রতি।।১৫০।।
নরহরি কহে বার বার।
সদা যেন গাই পরিক্রমা নদীয়ার।।১৫১।।

ইতি শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি ঠাকুর রচিত শ্রীধাম-পরিক্রমা সমাপ্ত।

।। শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

পরিক্রমা-খণ্ড

সাধারণ মাহাত্ম্য-প্রথম অধ্যায়

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসূত।
জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত।।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাশয়।
গদাধর শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয় ।।
জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম-সার ।
জয় নবদ্বীপবাসী গৌর-পরিবার।।
সকল ভকতপদে করিয়া প্রণাম।
সংক্ষেপে বর্ণিব আমি নবদ্বীপধাম।।
নবদ্বীপ-মণ্ডলের মহিমা অপার।
ব্রহ্মা আদি নাহি জানে বর্ণে সাধ্য কার।।
সহস্র বদনে শেষ বর্ণিতে অক্ষম।
ক্ষুদ্রজীব আমি কিসে হইব সক্ষম।।
সত্য বটে নবদ্বীপ মহিমা অনন্ত।
দেব-দেব মহাদেব নাহি পায় অন্ত।।
তথাপি চৈতন্যচন্দ্র-ইচ্ছা বলবান্।
সেই ইচ্ছাবশে ভক্ত আজ্ঞার বিধান।।
ভক্তগণে আজ্ঞা দিল চৈতন্য-ইচ্ছায়।
নদীয়া-মাহাত্ম্য বর্ণি ভক্তের কৃপায়।।
আর এক কথা আছে গূঢ় অতিশয়।
কহিতে না ইচ্ছা হয়, না কহিলে নয়।।
যে অবধি শ্রীচৈতন্য অপ্রকট হৈল।
ধাম-লীলা প্রকাশিতে ভক্তে আজ্ঞা দিল।।

সর্ব্ব অবতার হৈতে গূঢ় অবতার।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মোর বিদিত সংসার।।
গূঢ়লীলা শাস্ত্রে গূঢ়রূপে উক্ত হয়।
অভক্ত জনের চিত্তে না হয় উদয়।।
সে লীলা সম্বন্ধে যত গূঢ় শাস্ত্র ছিল।
মায়াদেবী বহুকাল আচ্ছাদি' রাখিল।।
অপ্রকট শাস্ত্র বহু রহে যথা তথা।
প্রকট শাস্ত্রেও যত চৈতন্যের কথা।।
সে-সকল মায়াদেবী পণ্ডিত-নয়ন।
আবরিয়া রাখে গুপ্তভাবে অনুক্ষণ।।
গৌরের গম্ভীর লীলা হৈলে অপ্রকট।
প্রভু-ইচ্ছা জানি মায়া হয় অকপট।।
উঠাইয়া লৈল জাল জীবচক্ষু হৈতে।
প্রকাশিল গৌরতত্ত্ব এ জড় জগতে।।
গুপ্তশাস্ত্র অনায়াসে হইল প্রকট।
ঘুচিল জীবের যত যুক্তির সংকট।।
বড়ই দয়ালু প্রভু নিত্যানন্দরায়।
গৌরতত্ত্ব প্রকাশিল জীবের হিয়ায়।।
তাঁর আজ্ঞা পেয়ে মায়া ছাড়ে আবরণ।
সুভক্ত পণ্ডিতগণ পায় শাস্ত্র-ধন।।
ইহাতে সন্দেহ যার না হয় খণ্ডন।
সে অভাগা বৃথা কেন ধরয় জীবন।।

যে-কালে ঈশ্বর যেই কৃপা বিতরয়।
ভাগ্যবন্ত জন তাহে বড় সুখী হয়।।
দুর্ভাগা-লক্ষণ এই জান সর্ব্বজন।
নিজ বুদ্ধি বড় বলি করিয়া গণন।।
ঈশ্বরের কৃপা নাহি করয় স্বীকার।
কুতর্কে মায়ার গর্ত্তে পড়ে বারবার।।
এস হে কলির জীব ছাড় কুটিনাটি।
নির্ম্মল গৌরাঙ্গ-প্রেম লহ পরিপাটি।।
এই বলি নিত্যানন্দ ডাকে বারবার।
তবু ত' দুর্ভাগা জন না করে স্বীকার।।
কেন যে এমন প্রেমে করে অনাদর।
বিচার করিয়া দেখ হইয়া তৎপর।।
সুখ-লাগি সর্ব্ব জীব নানা যুক্তি করে।
তর্ক করে, যোগ করে সংসার ভিতরে।।
সুখ-লাগি সংসার ছাড়িয়া বনে যায়।
সুখ-লাগি যুদ্ধ করে রাজায় রাজায়।।
সুখ-লাগি কামিনী-কনক পাছে ধায়।
সুখ-লাগি শিল্প আর বিজ্ঞান চালায়।।
সুখ-লাগি সুখ ছাড়ে ক্লেশ শিক্ষা করে।
সুখ-লাগি অর্ণব মধ্যেতে ডুবে মরে।।
নিত্যানন্দ বলে ডাকি দুহাত তুলিয়া।
এস জীব কর্ম্ম জ্ঞান-সঙ্কট ছাড়িয়া।।
সুখ-লাগি চেষ্টা তব আমি তাহা দিব।
তার বিনিময়ে আমি কিছু না লইব।।
কষ্ট নাই ব্যয় নাই না পাবে যাতনা।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলি নাচ নাহিক ভাবনা।।
যে সুখ আমি ত' দিব তার নাই সম।
সর্ব্বদা বিমলানন্দ নাহি তার ভ্রম।।
এইরূপে প্রেম যাচে নিত্যানন্দরায়।
অভাগা করম দোষে তাহা নাহি চায়।।
গৌরাঙ্গ নিতাই যেই বলে একবার।
অনন্ত করম-দোষ অন্ত হয় তার।।
আর এক গূঢ় কথা শুন সর্ব্বজন।
কলিজীবে যোগ্যবস্তু গৌরলীলা ধন।।
গৌরহরি রাধা—কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে।
নিত্যকাল বিলাস করয়ে সখী-সনে।।
শাস্ত্রেতে জানিল জীব ব্রজলীলাতত্ত্ব।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা ব্রজের মহত্ত্ব।।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণধাম-মাহাত্ম্য অপার।
শাস্ত্রের দ্বারায় জানে সকল সংসার।।
তবু কৃষ্ণ-প্রেম সাধারণে নাহি পায়।
ইহার কারণ কিবা চিন্তহ হিয়ায়।।
ইহাতে আছে ত' এক গূঢ়তত্ত্ব সার।
মায়ামুগ্ধ জীব তাহা না করে বিচার।।
বহু জন্ম কৃষ্ণ ভজি প্রেম নাহি হয়।
অপরাধ-পুঞ্জ তার আছয়ে নিশ্চয়।।
অপরাধশুন্য হ'য়ে লয় কৃষ্ণনাম।
তবে জীব কৃষ্ণপ্রেম লভে অবিরাম।।
শ্রীচৈতন্য-অবতারে বড় বিলক্ষণ।
অপরাধসত্ত্বে জীব লভে প্রেম ধন।।
নিতাই চৈতন্য বলি যেই জীব ডাকে।
সুবিমল কৃষ্ণপ্রেম অন্বেষয় তাকে।।
অপরাধ বাধা তার কিছু নাহি করে।
নিরমল কৃষ্ণপ্রেমে তার আঁখি ঝরে।।
স্বল্পকালে অপরাধ আপনি পলায়।
হৃদয় শোধিত হয় প্রেম বাড়ে তায়।।
কলিজীবের অপরাধ অসংখ্য দুর্ব্বার।
গৌরনাম বিনা তার নাহিক উদ্ধার।।

অতএব গৌর বিনা কলিতে উপায়।
না দেখি কোথাও আর শাস্ত্র ফুকারয়।।
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
নবদ্বীপ সর্ব্বতীর্থ-অবতংশ হয়।।
অন্য তীর্থে অপরাধী দণ্ডের ভাজন।
নবদ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন।।
তার সাক্ষী জগাই-মাধাই দুই ভাই।
অপরাধ করি পাইল চৈতন্য-নিতাই।।
অন্যান্য তীর্থের কথা রাখ ভাই দূরে।
অপরাধী দৈত্য দণ্ড পায় ব্রজপুরে।।
নবদ্বীপে শত শত অপরাধ করি।
অনায়াসে নিতাই-কৃপায় যায় তরি।।
হেন নবদ্বীপধাম যে গৌড়মণ্ডলে।
ধন্য ধন্য সেই দেশ ঋষিগণ বলে।।
হেন নবদ্বীপে ভাই যাহার বসতি।
বড় ভাগ্যবান্ সেই লভে কৃষ্ণ-রতি।।
নবদ্বীপে যেবা কভু করয় গমন।
সর্ব্ব অপরাধ মুক্ত হয় সেই জন।।
সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমিয়া তৈর্থিক যাহা পায়।
নবদ্বীপ স্মরণে সে লাভ শাস্ত্র গায়।।
নবদ্বীপ দরশন করে যেই জন।
জন্মে জন্মে লভে সেই কৃষ্ণপ্রেম ধন।।
কর্ম্ম-বুদ্ধিযোগেও যে নবদ্বীপে যায়।
নরজন্ম আর সেই জন নাহি পায়।।
নবদ্বীপ ভ্রমিতে সে পদে পদে পায়।
কোটি অশ্বমেধফল সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।।
নবদ্বীপে বসি যেই মন্ত্র জপ করে।
শ্রীমন্ত্র চৈতন্য হয় অনায়াসে তরে।।
অন্য তীর্থে যোগী দশবর্ষে লভে যাহা।
নবদ্বীপে তিনরাত্রি সাধি পায় তাহা।।
অন্য তীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি হয়।
নবদ্বীপে ভাগীরথী স্নানে তা ঘটয়।।
সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য নির্ব্বাণ।
নবদ্বীপে মুমুক্ষ লভয় বিনা জ্ঞান।।
নবদ্বীপে শুদ্ধভক্ত চরণে পড়িয়া।
ভুক্তি-মুক্তি সদা রহে দাসী রূপ হৈয়া।।
ভক্তগণ লাথি মারি সে দুয়ে তাড়ায়।
ভক্তপদ ছাড়ি' দাসী তবু না পলায়।।
শতবর্ষ সপ্ততীর্থে মিলে যাহা ভাই।
নবদ্বীপে এক রাত্র বাসে তাহা পাই।।
হেন নবদ্বীপ ধাম সর্ব্বধাম সার।
কলিতে আশ্রয় করি জীব হয় পার।।
তারক পারক বিদ্যাদ্বয় অবিরত।
নবদ্বীপবাসিগণে সেবে রীতিমত।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া যার আশ।
সে ভক্তিবিনোদ গায় পাইয়া উল্লাস।।

শ্রীধাম-স্বরূপ ও পরিমাণ - দ্বিতীয় অধ্যায়

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত।
জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত।।
জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্বধাম সার।
সে ধামের তত্ত্ব বর্ণে সাধ্য আছে কার।।
নবদ্বীপধাম গৌড়মণ্ডল ভিতরে।
জাহ্নবী সেবিত হ'য়ে সদা শোভা করে।।
এ গৌড়মণ্ডল একবিংশতি যোজন।
মধ্যভাগে গঙ্গাদেবী রহে অনুক্ষণ।।
শতদল পদ্মময় মণ্ডল আকার।
মধ্যভাগে নবদ্বীপ অতিশোভা তার।।
পঞ্চক্রোশ হয় তার কেশর আধার।
পরিমল পূর্ণ পুষ্প যোজন চত্বার।।
বাহির পাপড়ি তার শতদল হয়।
একাধিক যোজন বিংশতি বিস্তারয়।।
মণ্ডল পরিধি হয় সেই পরিমাণ।
যোজন সপ্তক ব্যাস শাস্ত্রের বিধান।।
ব্যাসার্দ্ধ প্রমাণ সার্দ্ধ তৃতীয় যোজন।
মধ্যবিন্দু হৈতে তার হইবে গণন।।
মধ্যবিন্দু নবদ্বীপধাম মধ্যস্থল।
যোগপীঠ হয় তাহা চিন্ময় বিমল।।
চিন্তামণিরূপ হয় এ গৌড়মণ্ডল।
চিদানন্দময়-ধাম চিন্ময় সকল।।
জল-ভূমি-বৃক্ষ-আদি সকলি চিন্ময়।
সদা বিদ্যমান তথা কৃষ্ণশক্তিত্রয়।।
স্বরূপ-শক্তির যেই সন্ধিনী প্রভাব।
তার পরিণতি এই ধামের স্বভাব।।
প্রভু লীলা-পীঠরূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্য শক্তির কার্য্য প্রাপঞ্চিক নয়।।
তবে যে এ ধামে দেখে প্রপঞ্চের সম।
বদ্ধজীবে তাহে হয় অবিদ্যা বিভ্রম।।
মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু দেখে সূর্য্য আচ্ছাদিত।
দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত।।
সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চিক জন দেখে জড়ের বিকার।।
নিত্যানন্দ-কৃপা যার প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দ-ধাম সর্বত্র চিন্ময়।।
গঙ্গা-যমুনাদি তথা সদা বিদ্যমান।
সপ্তপুরী প্রয়াগাদি আছে স্থানে স্থান।।
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব এ গৌড়মণ্ডল।
ভাগ্যবান্ জীব তাহা দেখে নিরমল।।
স্বরূপশক্তির ছায়া মায়া বলি যারে।
প্রভুর আজ্ঞায় নিজ প্রভাব বিস্তারে।।
বহির্ম্মুখ জীবচক্ষু করে আবরণ।
চিদ্ধাম-প্রভাব সবে না পায় দর্শন।।
এগৌড়মন্ডলে যা'র বাস নিরন্তর।
বড় ভাগ্যবান্ সেই সংসার ভিতর।।
দেবগণে স্বর্গে থাকি দেখে সেই জনে।
চতুর্ভূজ শ্যামকান্তি অপূর্ব্ব গঠনে।।
ষোলক্রোশ নবদ্বীপধামবাসী যত।
গৌরকান্তি, সদা নাম সঙ্কীর্ত্তনে রত।।

ব্রহ্মা আদি দেবগণে অন্তরীক্ষ হৈতে।
নবদ্বীপবাসিগণে পূজে নানা-মতে।।
ব্রহ্মা বলে কবে মোর হেন ভাগ্য হবে।
নবদ্বীপে তৃণ-কলেবর পাব যবে।।
শ্রীগৌর-চরণসেবা করে যত জন।
তা-সবার পদরেণু লভিব তখন।।
হায় মোরে গৌরচন্দ্র বঞ্চনা করিয়া
ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি রাখিল করিয়া।।
কবে মোর, কর্ম্মগ্রন্থি হইবে ছেদন।
অভিমান ত্যজি মোর শুদ্ধ হবে মন।।
অধিকার বুদ্ধি মোর কবে হবে ক্ষয়।
শুদ্ধদাস হ'য়ে পার গৌরপদাশ্রয়।।
দেবগণ, ঋষিগণ, রুদ্রগণ যত।
স্থানে স্থানে নবদ্বীপে বৈসে অবিরত।।
চিরকাল তপ করি জীবন কাটায়।
তবু নিত্যানন্দ-কৃপা সে সবে না পায়।।
দেববুদ্ধি যতদিন নাহি যায় দূরে।
যতদিন দৈন্যভাব মনে নাহি স্ফুরে।।
ততদিন শ্রীগৌর-নিতাই-কৃপাধন।
ব্রহ্মা শিব নাহি পায় করিয়া যতন।।
এই সবকথা আগে হইবে প্রকাশ।
যত্ন করি শুন ভাই করিয়া বিশ্বাস।।
এ সব বিষয়ে ভাই তর্ক পরিহর।
তর্ক সে অপার্থ অতি অমঙ্গলকর।।
শ্রীচৈতন্য-লীলা হয় গভীর সাগর।
মোচাখোলা-রূপ তর্ক তথায় ফাঁপর।।
তর্ক করি এ সংসার তরিতে যে চায়।
বিফল তাহার চেষ্টা কিছুই না পায়।।
তর্কে জলাঞ্জলি দিয়া সাধু শাস্ত্র ধরে।
অচিরে চৈতন্য লাভ সেই জন করে।।
শ্রুতি-স্মৃতি তন্ত্র-শাস্ত্র অবিরত গায়।
নদীয়া-মাহাত্ম্য নিত্যানন্দের আজ্ঞায়।।
সেই সব শাস্ত্র পড় সাধু বাক্য মান।
তবে ত' হইবে তব নবদ্বীপ-জ্ঞান।।
কলিকালে তীর্থ-সব অত্যন্ত দুর্ব্বল।
নবদ্বীপ তীর্থ মাত্র পরম প্রবল।।
প্রভুর ইচ্ছায় সেইতীর্থ বহুদিন।
অপ্রকট মহিমা আছিল স্ফূর্তিহীন।।
কলির প্রভাব যবে অত্যন্ত বাড়িল।
অন্য তীর্থ স্বভাবতঃ নিস্তেজ হইল।।
জীবের মঙ্গল লাগি পুরুষপ্রধান।
মনে মনে চিন্তা করি করিল বিধান।।
পীড়া বুঝি বৈদ্যরাজ ঔষধ খাওয়ায়।
কঠিন ঔষধ দেয় কঠিন পীড়ায়।।
এবে কলি ঘোর হৈল রোগ হৈল ভারি।
কঠিন ঔষধ বিনা নিবারিতে নারি।।
অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই ধাম।
অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই নাম।।
অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই রূপ।
প্রকাশ না কৈলে জীব তরিবে কিরূপ।।
জীব ত' আমার দাস আমি তার প্রভু।
আমি না তারিলে সেই না তরিবে কভু।।
এই বলি শ্রীচৈতন্য হইল প্রকাশ।
নিজ-নাম নিজ-ধাম ল'য়ে নিজ দাস।।
প্রভুর প্রতিজ্ঞা এই হয় সর্ব্বকাল।

তারিব সকল জীব ঘুচাব জঞ্জাল।।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন বিলাব সংসারে।
পাত্রাপাত্র না বাছিব এই অবতারে।।
দেখিব কিরূপে কলি জীবে করে নাশ।
নবদ্বীপধাম আমি করিব প্রকাশ।।
সেই ধামে ভাঙ্গিব কলির বিষদাত।
কীর্ত্তন করিয়া জীবে করি আত্মসাথ।।
যতদূর মম নাম হইবে কীর্ত্তন।
ততদূর হইবে ত' কলির দমন।।
এই বলি গৌরহরি কলির সন্ধ্যায়।
প্রকাশিল নবদ্বীপ স্বকীয় মায়ায়।।
ছায়া সম্বরিয়া নিত্য স্বরূপ-বিলাস।
গৌরচন্দ্র গৌড়ভূমে করিল প্রকাশ।।
এম দয়ালু প্রভু যে-জন না ভজে।
এমন অচিন্ত্যধাম যেই জন ত্যজে।।
এই কলিকালে তার সম ভাগ্যহীন।
না দেখি জগতে আর শোচনীয় দিন।।
অতএব ছাড়ি ভাই অন্য বাঞ্ছা রতি।
নবদ্বীপ-ধামে মাত্র হও একমতি।।
জাহ্নবা-নিতাই-পদছায়া যার আশ।
সে ভক্তিবিনোদ করে এ তত্ত্ব প্রকাশ।।

শ্রীধামপরিক্রমার বিধি - তৃতীয় অধ্যায়

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসূত।
জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত।।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাশয়।
গদাধর শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয়।।
জয় জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম-সার।
যেই ধামসহ গৌরচন্দ্র অবতার।।
ষোলক্রোশ নবদ্বীপ মধ্যে যাহা যাহা।
বর্ণিব এখন ভক্তগণ শুন তাহা।।
ষোলক্রোশ মধ্যে নবদ্বীপের প্রমাণ।
ষোড়শ প্রবাহ তথা সদা বিদ্যমান।।
মূল-গঙ্গা পূর্ব্বতীরে দ্বীপ-চতুষ্টয়।
তাঁহার পশ্চিমে সদা পঞ্চদ্বীপ রয়।।
স্বধুনী-প্রবাহ সব বেড়ি দ্বীপগণে।
নবদ্বীপধামে শোভা দেয় অনুক্ষণে।।
মধ্যে মূল গঙ্গাদেবী রহে অনুক্ষণ।
অপর প্রবাহে অণ্য পুণ্যনদীগণ।।
গঙ্গার নিকটে বহে যমুনা সুন্দরী।
অন্য ধারা মধ্যে সরস্বতী বিদ্যাধরী।।
তাম্রপর্ণী কৃতমালা ব্রহ্মপুত্রত্রয়।
যমুনার পূর্ব্বভাগে দীর্ঘ ধারাময়।।
সরযু নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী গোমতী।
প্রস্থে বহে গোদাবরী সহ দ্রুতগতি।।
এই সব ধারা পরস্পর করি ছেদ।
এক নবদ্বীপে নববিধ করে ভেদ।।
প্রভুর ইচ্ছায় কভু ধারা শুষ্ক হয়।
পুনঃ ইচছা হৈলে ধারা হয় জলময়।।
প্রভুর ইচ্ছায় কভু ডুবে কোন স্থান।
প্রভুর ইচ্ছায় পুনঃ দেয় ত' দর্শন।।

নিরবধি এইরূপ ধাম লীলা করে।
ভাগ্যবান্ জনপ্রতি সর্ব্বকাল স্ফুরে।।
উৎকট বাসনা যদি ভক্তহৃদে হয়।
সর্ব্বদ্বীপ সর্ব্বধারা দর্শন মিলয়।।
কভু স্বপ্নে কভু ধ্যানে কভু দৃষ্টি-যোগে।
ধামের দর্শন পায় ভক্তির সংযোগে।।
গঙ্গা-যমুনার যোগে যেই দ্বীপ রয়।
অন্তর্দ্বীপ তার নাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।
অন্তর্দ্বীপ মধ্যে আছে পীঠ মায়াপুর।
যথায় জন্মিল প্রভু চৈতন্য ঠাকুর।।
গোলকের অন্তর্ব্বর্ত্তী যেই মহাবন।
মায়াপুর নবদ্বীপে জান ভক্তগণ।।
শ্বেতদ্বীপ বৈকুন্ঠ গোলক বৃন্দাবন।
নবদ্বীপে সব তত্ত্ব আছে সর্ব্বক্ষণ।।
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী আর।
অবন্তী দ্বারকা সেই পুরী সপ্ত সার।।
নবদ্বীপে যে-সমস্ত নিজ নিজ স্থানে।
নিত্য বিদ্যমান গৌরচন্দ্রের বিধানে।।
গঙ্গাদ্বার মায়ার স্বরূপ মায়াপুর।
যাহার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে আছয়ে প্রচুর।।
সেই মায়াপুরে যে যায় একবার।
অনায়াসে হয় সেই জড়মায়া পার।।
মায়াপুরে ভ্রমিলে মায়ার অধিকার।
দূরে যায়, জন্ম কভু নহে আরবার।।
মায়াপুর উত্তরে সীমন্তদ্বীপ হয়।
পরিক্রমা-বিধি সাধু-শাস্ত্রে সদা কয়।।
অন্তর্দ্বীপে মায়াপুর করিয়া দর্শন।
শ্রীসীমন্তদ্বীপে চল বিজ্ঞ ভক্তজন।।
গোদ্রুমাখ্যদ্বীপ হয় মায়ার দক্ষিণে।
তাহা ভ্রমি চল মধ্যদ্বীপে হৃষ্টমনে।।
এই চারিদ্বীপ জাহ্নবীর পূর্ব্বতীরে।
দেখিয়া জাহ্নবী পার হও ধীরে ধীরে।।
কোলদ্বীপ অনায়াসে করিয়া ভ্রমণ।
ঋতুদ্বীপে শোভা তবে কর দশন।।
তারপর জহ্নুদ্বীপ পরম সুন্দর।
দেখি মোদদ্রুমদ্বীপে চল বিজ্ঞবর।।
রুদ্রদ্বীপ দেখ পুনঃ গঙ্গা হয়ে পার।
ভ্রমি মায়াপুর ভক্ত চল আরবার।।
তথায় জগন্নাথ-শচীর মন্দিরে।
প্রভুর দর্শনে প্রবেশহ ধীরে ধীরে।।
সর্ব্বকালে এইরূপ পরিক্রমা হয়।
জীবের অনন্ত সুখ প্রাপ্তির আলয়।।
বিশেষত মাকরী সপ্তমী-তিথি গতে।
ফাল্গুনী পূর্ণিমাবধি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে।।
পরিক্রমা সমাধিয়া যেই মহাজন।
জন্মদিনে মায়াপুর করেন দর্শন।।
নিতাই-গৌরাঙ্গ তারে কৃপা বিতরিয়া।
ভক্তি অধিকারী করে পদছায়া দিয়া।।
সংক্ষেপে কহিনু পরিক্রমা-বিবরণ।
বিস্তারিয়া বলি এবে করহ শ্রবণ।।
যেই জন ভ্রমে একবিংশতি যোজন।
অচিরে লভয় সেই গৌরপ্রেমধন।।
জাহ্নবী-নিতাই-পদছায়া যার আশ।
এ ভক্তিবিনোদ করে এ তত্ত্ব প্রকাশ।।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীজীবের ধাম শ্রবণ

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসূত।
জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত।।
জয় জয় নবদ্বীপ সর্বধামসার।
যথায় হইল শ্রীচৈতন্য-অবতার।।
সর্ব্বতীর্থ বাস করি যেই ফল পাই।
নবদ্বীপে লভি তাহা এক দিনে ভাই।।
সেই নবদ্বীপ পরিক্রমা-বিবরণ।
শাস্ত্র আলোচিয়া গাই শুন সাধুজন।।
শাস্ত্রের লিখন আর বৈষ্ণববচন।
প্রভু-আজ্ঞা এই তিন মম প্রাণধন।।
এ তিনে আশ্রয় করি কহিব বর্ণন।
নদীয়া-ভ্রমণবিধি শুন সর্ব্বজন।।
শ্রীজীবগোস্বামী যবে ছাড়িলেন ঘর।
নদীয়া নদীযা বলি ব্যাকুল অন্তর।।
চন্দ্রদ্বীপ ছাড়ি তেঁহ যত পথ চলে।
ভাসে দুই চক্ষু তাঁর নয়নের জলে।।
হা গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ জীবের জীবন।
কবে মোরে কৃপা করি দিবে দরশন।।
হাহা নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম সার।
কবে বা দেখিব আমি বলে বারবার।।
কৈশোর বয়স জীব সুন্দর গঠন।
বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা অপূর্ব্ব দর্শন।।
চলিয়া চলিয়া কতদিনে মহাশয়।
নবদ্বীপে উত্তরিলা সদা প্রেমময়।।
দূর হৈতে নবদ্বীপ করি দরশন।
দণ্ডবৎ হ'য়ে পড়ে প্রায় অচেতন।।
কতক্ষণ পরে নিজ চিত্ত করি স্থির।
প্রবেশিল নবদ্বীপে পুলক-শরীর।।
বারকোণা ঘাটে আসি জিজ্ঞাসে সবারে।
কোথা প্রভু নিত্যানন্দ দেখাও আমারে।।
শ্রীজীবের ভাব দেখি কোন মহাজন।
প্রভু নিত্যানন্দ যথা, লয় ততক্ষণ।।
হেথা প্রভু নিত্যানন্দ অট্ট অট্ট হাসি।
শ্রীজীব আসিবে বলি অন্তরে উল্লাসী।।
আজ্ঞা দিল দাসগণে শ্রীজীবে আনিতে।
অনেক বৈষ্ণবে যায় জীবে সম্বোধিতে।।
সাত্ত্বিক বিকারপূর্ণ জীবের শরীর।
দেখি জীব বলি সবে করিলেন স্থির।।
কেহ কেহ আগে গিয়া মহাপ্রেমভরে।
নিত্যানন্দ-প্রভু-আজ্ঞা বিজ্ঞাপন করে।
প্রভু নিত্যানন্দ নাম করিয়া শ্রবণ।
ধরণীতে পড়ে জীব হয়ে অচেতন।।
ক্ষণেক উঠিয়া বলে বড় ভাগ্য মম।
প্রভু-নিত্যানন্দ-কৃপা পাইল অধম।।
সে সব বৈষ্ণবগণে দণ্ডবৎ হয়ে।
প্রণাম করেয় জীব প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
বলে তুমি সবে মোরে হইলে সদয়।
নিত্যানন্দ-পদ পাই সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।
জীবের সৌভাগ্য হেরি কতেক বৈষ্ণব।
চরণের ধূলি লয় করিয়া উৎসব।।

সবে মেলি জীবে লয় নিত্যানন্দ যথা।
বৈষ্ণবে বেষ্টিত কভু কহে কৃষ্ণকথা।।
প্রভু নিত্যানন্দের দেখিয়া দিব্যরূপ।
জীবের শরীরে হয় ভাব অপরূপ।।
কি অপূর্ব্ব রূপ আজ হেরিনু বলিয়া।
পড়িল ধরণীতলে অচেতন হৈয়া।।
মহাকৃপাবশে প্রভু নিত্যানন্দরায়।
জীবে উঠাইয়া লয় আপনার পায়।।
ব্যস্ত হ'য়ে শ্রীজীবগোস্বামী দাঁড়াইল।
করযুড়ি নিত্যানন্দে কহিতে লাগিল।।
বিশ্বরূপ বিশ্বধাম তুমি বলরাম।
আমি জীব কিবা জানি তব গুণগ্রাম।।
তুমি মোর প্রভু নিত্য আমি তব দাস।
তোমার চরণছায়া একমাত্র আশ।।
তুমি যারে কর দয়া সেই অনায়াসে।
শ্রীচৈতন্য-পদ পায় প্রেমজলে ভাসে।।
তোমার করুণা বিনা গৌর নাহি পায়।
শত জন্ম ভজে যদি গৌরাঙ্গে হিয়ায়।
গৌর দণ্ড করে যদি তুমি রক্ষা কর।
তুমি যারে দণ্ড কর গৌর তার পর।।
অতএব প্রভু তব চরণ-কমলে।
লইনু শরণ আমি সুকৃতির বলে।।
তুমি কৃপা করি মোরে দেহ অনুমতি।
শ্রীগৌরদর্শনে পাই গৌরে হউ রতি।।
যবে রামকেলিগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
আমার পিতৃব্যদ্বয়ে লইলেন পায়।।
সেই কালে শিশু আমি সজল নয়নে।
হেরিলাম গৌররূপ সদা জাগে মনে।।
শ্রীগৌরাঙ্গ-পদে পড়ি করিনু প্রণতি।
শ্রীঅঙ্গ স্পর্শিয়া সুখ পাইলাম অতি।।
সেইকালে গৌর মোরে কহিলা বচন।
ওহে জীব কর তুমি শাস্ত্র অধ্যয়ন।।
অধ্যপন সমপিয়া নবদ্বীপে চল।
নিত্যানন্দ শ্রীচরণে পাইবে সকল।।
সেই আজ্ঞা শিরে ধরি আমি অকিঞ্চন।
যথাসাধ্য বিদ্যা করিয়াছি উপার্জ্জন।।
চন্দ্রদ্বীপে পড়িলাম সাহিত্যাদি যত।
বেদান্ত-আচার্য্য নাহি পাই মন মত।।
প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে বেদান্ত পড়িতে।
বেদান্ত-সম্মত কৃষ্ণভক্তি প্রকাশিতে।।
আইলাম নবদ্বীপে তোমার চরণে।
যেইরূপ আজ্ঞা হয় করি আচরণে।।
আজ্ঞা হয় যাই ক্ষেত্রে প্রভুর চরণে।
বেদান্ত পড়িব সার্ব্বভৌমের সদনে।।
জীবের মধুর বাক্যে নিত্যানন্দ রায়।
জীবে কোলে করি কাঁদে ধৈর্য নাহি পায়।।
বলে শুন ওহে জীব নিগূঢ় বচন।
সর্ব্বতত্ত্ব অবগত রূপ-সনাতন।।
প্রভু মোরে আজ্ঞা দিল বলিতে তোমায়।
ক্ষেত্রে নাহি যাও তুমি না রহ হেথায়।।
তুমি আর রূপ-সনাতন দুই ভাই।
প্রভুর একান্ত দাস জানেন সবাই।।
তোমা প্রতি আজ্ঞা এই বারাণসী গিয়া।
বাচস্পতি নিকটেতে বেদান্ত পড়িয়া।।
একেবারে যাহ তথা হৈতে বৃন্দাবন।
তথা কৃপা করিবেন রূপ-সনাতন।।

রূপের অনুগ হ'য়ে যুগল-ভজন।
কর তথা বেদান্তাদি শাস্ত্র-আলাপন।।
ভাগবত-শাস্ত্র হয় সর্ব্বশাস্ত্র সার।
বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করহ প্রচার।।
সার্ব্বভৌমে কৃপা করি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা কৈল ভাগবত ধরি।।
সেই বিদ্যা সার্ব্বভৌম শ্রীমধুসূদনে।
শিখাইল ক্ষেত্রধামে পরম যতনে।।
সেই মধুবাচস্পতি প্রভু আজ্ঞা পেয়ে।
আছে বারাণসীধামে দেখ তুমি যেয়ে।।
বাহ্যে তেঁহ সম্প্রদায়ী বৈদান্তিক হয়।
শাঙ্করী সন্ন্যাসী তাঁর নিকটে পড়য়।।
ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীগণেরে কৃপা করি।
গৌরাঙ্গের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেয় সূত্র ধরি।।
পৃথক্ ভাষ্যের এবে নাহি প্রয়োজন।
ভাগবতে কয় সূত্র-ভাষ্যেতে গণন।।
কালে যবে ভাষ্যের হইবে প্রয়োজন।
শ্রীগৌবিন্দভাষ্য তবে হ'বে প্রকটন।।
সার্ব্বভৌম সম্পর্কে সেই গোপীনাথ।
শুনিল প্রভুর ভাষ্য সার্ব্বভৌম সাথ।।
কালে তেঁহ প্রভুর ইচ্ছায় জন্ম ল'য়ে।
বলদেবাবেশে যাবে জয়পুর জয়ে।।
তথা শ্রীগোবিন্দ বলে ভাষ্য প্রকাশিয়া।
সেবিবে গৌরাঙ্গ-পদ জীবে নিস্তারিয়া।।
এই সব গূঢ় কথা রূপ-সনাতন।
সকল কহিবে তোমা প্রতি দুইজন।।
নিত্যানন্দ বাক্য শুনি শ্রীজীব গোঁসাই।
কাঁদিয়া লোটায় ভূমে সংজ্ঞা আর নাই।।

কৃপা করি প্রভু নিজ-চরণযুগল।
শ্রীজীবের শিরে ধরি অর্পিলেন বল।।
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় নিত্যানন্দ রায়।
বলিয়া নাচেন জীব বৈষ্ণব সভায়।।
শ্রীবাসাদি ছিল তথা যত মহাজন।
জীবে নিত্যানন্দ-কৃপা করি' দরশন।।
সবে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলি।
মহাকলরবে তথা হয় হুলুস্থুলী।।
কতক্ষণ পরে নৃত্য করে সম্বরণ।
জীবে লয়ে নিত্যানন্দ বসিল তখন।।
জীবের হইল বাসা শ্রীবাস অঙ্গনে।
সন্ধ্যাকালে আইল পুনঃ প্রভু দরশনে।।
নির্জ্জনে বসিয়া প্রভু গৌরগুণ গায়।
শ্রীজীব আসিয়া পড়ে নিত্যানন্দ-পায়।।
যত্ন করি প্রভু তারে নিকটে বসায়।
করযোড় করি জীব স্বদৈন্য জানায়।।
জীব বলে "প্রভু মোরে করুণা করিয়া।
নবদ্বীপ-ধাম-তত্ত্ব বল বিবরিয়া।।
প্রভু বলে, ওহে জীব বলিব তোমায়।
অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্ব রাখিবে হিয়ায়।।
যথা তথা এবে ইহা না কর প্রকাশ।
প্রকট-লীলার অন্তে হইবে বিকাশ।।
এই নবদ্বীপ হয় সর্ব্বধাম সার।
শ্রীবিরজা ব্রহ্মধাম আদি হ'য়ে পার।।
বৈকুণ্ঠের পর শ্বেতদ্বীপ শ্রীগোলোক।
তদন্তে গোকুল বৃন্দাবন কৃষ্ণলোক।।
সেই লোক দুই ভাবে হয় ত' প্রকাশ।
মাধুর্য্য-ঔদার্য্য ভেদে রসের বিকাশ।।

মাধুর্য্যে ঔদার্য্য পূর্ণরূপে অবস্থিত।
ঔদার্য্যে মাধুর্য্য পূর্ণরূপেতে বিহিত।।
তথাপিও যে প্রকাশে মাধুর্য্য প্রধান।
বৃন্দাবন বলি তাহা জানে ভাগ্যবান্।।
যে প্রকাশে ঔদার্য্য প্রধান নিত্য হয়।
সেই নবদ্বীপ-ধাম সর্ব্ব বেদে কয়।।
বৃন্দাবন নবদ্বীপে নাহি কিছু ভেদ।
রসের প্রকাশ-ভেদে করয় প্রভেদ।।
এই ধাম নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় অনন্ত।
জড়-বুদ্ধি জনে তার নাহি পায় অন্ত।।
হ্লাদিনী প্রভাবে জীব ছাড়ি জড়-ধর্ম্ম।
নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানবলে পায় তার ধর্ম্ম।।
সর্ব্ব নবদ্বীপ হয় চিন্ময় প্রকাশ।
সেই পীঠে শ্রীগৌরাঙ্গ করেন বিলাস।
চর্ম্ম-চক্ষে লোকে দেখে প্রপঞ্চ গঠন।
মায়া আচ্ছাদিয়া রাখে নিত্য-নিকেতন।।
নবদ্বীপে মায়া নাই জড় দেশ-কাল।
কিছু তথা নাহি আছে জীবের জঞ্জাল।।
কিন্তু কর্ম্ম-বন্ধ-ক্রমে জীব মায়াবশে।
নবদ্বীপধামে প্রাপঞ্চিক ভাবে পশে।।
ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে প্রেমের উদয়।
হয় যবে তবে দেখে বৈকুণ্ঠ চিন্ময়।।
অপ্রাকৃত দেশ, কাল, ধাম-দ্রব্য যত।
অনায়াসে দেখে স্বীয় চক্ষে অবিরত।।
এই ত' কহিনু আমি নবদ্বীপ তত্ত্ব।
বিচারিয়া দেখ জীব হ'য়ে শুদ্ধ সত্ত্ব।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদে নিত্য যার আশ।
গূঢ়তত্ত্ব করে ভক্তিবিনোদ প্রকাশ।।

পঞ্চম অধ্যায়
শ্রীমায়াপুর ও অন্তর্দ্বীপের কথা

জয় জয় শ্রীচৈতন্য শচীর নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ জাহ্নবা জীবন।।
জয় জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্ব-ধাম সার।
যথা কলিযুগে হৈল গৌর-অবতার।।
নিত্যানন্দ প্রভু বলে শুনহ বচন।
ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ যথা বৃন্দাবন।।
এই ষোল ক্রোশ মধ্যে দ্বীপ হয় নয়।
অষ্টদল পদ্ম যেন জলেতে ভাসয়।।
অষ্টদল অষ্টদ্বীপ, মধ্যে অন্তর্দ্বীপ।
তার মাঝে মায়াপুর মধ্যবিন্দু-টীপ।।
মায়াপুর যোগপীঠ সদা গোলাকার।
তথা নিত্য চৈতন্যের বিবিধ বিহার।।
ত্রিসহস্র ধনু তার পরিধি প্রমাণ।
সহস্রেক-ধনু তার ব্যাসের বিধান।।
এই যোগপীঠ মাঝে বৈসে পঞ্চতত্ত্ব।
অন্যস্থান হৈতে যোগপীঠের মহত্ত্ব।।
অতি শীঘ্র গুপ্ত হবে প্রভুর ইচ্ছায়।
ভাগীরথী জলে হবে সংগোপিত প্রায়।।
কভু পুনঃ প্রভু -ইচ্ছা হবে বলবান্।
প্রকাশ হইবে ধাম হবে দীপ্তিমান।।

নিত্যধাম কভু কালে লোপ নাহি হয়।
গুপ্ত হ'য়ে পুনর্ব্বার হয় ত' উদয়।।
ভাগীরথী পূর্ব্ব তীরে হয় মায়াপুর।
মায়াপুরে নিত্য আছেন আমার ঠাকুর।।
লোকদৃষ্টে সন্ন্যাসী হইয়া বিশ্বম্ভর।
ছাড়ি নবদ্বীপ ফিরে দেশ-দেশান্তর।।
বস্তুতঃ গৌরাঙ্গ মোর নবদ্বীপধাম।
ছাড়িয়া না যায় কভু মায়াপুর গ্রাম।।
দৈনন্দিন লীলা তাঁর দেখে ভক্তগণ।
তুমিও দেখহ জীব গৌরাঙ্গ-নর্ত্তন।।
মায়াপুর অন্তে অন্তর্দ্বীপ শোভা পায়।
গৌরাঙ্গ দর্শন ব্রহ্মা পাইল যথায়।।
ওহে জীব চাহ যদি দেখিতে সকল।
পরিক্রমা কর তুমি হইবে সফল।।
প্রভু বাক্য শুনি জীব সজল-নয়নে।
দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে প্রভুর চরণে।।
কৃপা যদি কর প্রভু এই অকিঞ্চনে।
সঙ্গে ল'য়ে পরিক্রমা করাও আপনে।।
জীবের প্রার্থনা শুনি নিত্যানন্দরায়।
তথাস্তু বলিয়া নিজ মানস জানায়।।
প্রভু বলে, ওহে জীব, অদ্য মায়াপুর।
করহ দর্শন কল্য ভ্রমিব প্রচুর।।
এত বলি নিত্যানন্দ উঠিল তখন।
পাছে পাছে উঠে জীব প্রফুল্লিত মন।।
চলে নিত্যানন্দরায় মন্দ মন্দ গতি।
গৌরাঙ্গপ্রেমেতে দেহ সুবিহ্বল অতি।।
মোহন মূরতি প্রভু ভাবে ঢলঢল।
অলঙ্কার সর্ব্বদেহে করে ঝলমল।।
যে চরণ ব্রহ্মা-শিব ধ্যানে নাহি পায়।
শ্রীজীবে করিয়া কৃপা সে পদ বাড়ায়।।
পাছে থাকি জীব লয় পদাঙ্কের ধুলি।
সর্ব্ব অঙ্গে মাখে চলে বড় কুতূহলী।।
জগন্নাথ মিশ্র-গৃহে করিল প্রবেশ।
শচীমাতা শ্রীচরণে জানায় বিশেষ।।
শুনগো জননী এই জীব মহামতি।
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়দাস ভাগ্যবান্ অতি।।
বলিতে বলিতে জীব আছড়িয়া পড়ে।
ছিন্নমূল তরু যেন বড় বড় ঝড়ে ।।
শচীর চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি।
সাত্ত্বিক বিকার দেহে করে হুড়াহুড়ি।।
কৃপা করি শচীদেবী কৈল আশীর্ব্বাদ।
সেই দিন সেই গৃহে পাইল প্রসাদ।।
বিষ্ণুপ্রিয়া শচীদেবী আজ্ঞা যবে পাইল।
নানা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিল।।
শ্রী বংশীবদনানন্দ প্রভু কতক্ষণে।
শ্রীগৌরাঙ্গে ভোগ নিবেদিল সযতনে।।
ঈশান ঠাকুর স্নান করি অতঃপর।
নিত্যানন্দে ভুঞ্জাইল হরিষ অন্তর।।
পুত্রস্নেহে শচীদেবী নিত্যানন্দে বলে।
খাও বাছা নিত্যানন্দ জননীর স্থলে।।
এই আমি গৌরচন্দ্রে ভুঞ্জানু গোপনে।
তুমি খাইলে বড় সুখী হই আমি মনে।।
জননীর বাক্যে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
ভুঞ্জিল আনন্দে জীব অবশিষ্ট পায়।
জীব বলে ধন্য আমি মহাপ্রভু - ঘরে।
পাইনু প্রসাদ অন্ন এই মায়াপুরে।।

ভোজন করিয়া তবে নিত্যানন্দরায়।
শচীদেবী শ্রীচরণে হইল বিদায়।।
যাইবার কালে সঙ্গে বংশীকে লইল।
শ্রীজীব বংশীর পদে প্রণতি করিল।।
জীব প্রতি বলে প্রভু এ বংশীবদন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বংশী জানে ভক্তজন।।
ইহার কৃপায় জীব হয় কৃষ্ণাকৃষ্ট।
মহারাস লভে সবে হইয়া সতৃষ্ণ।।
দেখ জীব এই গৃহে চৈতন্যঠাকুর।
আমা সবা লয়ে লীলা করিল প্রচুর।।
এই দেখ জগন্নাথ মিশ্রের মন্দির।
বিষ্ণুপূজা নিত্য যথা করিতেন ধীর।।
এই গৃহে করিতেন অতিথি-সেবন।
তুলসী-মণ্ডপ এই করহ দর্শন।।
শ্রীগৌরচন্দ্র গৃহে ছিল যতকাল।
পিতার আচার পালিতেন ভক্তপাল।।
এবে সব বংশীঠাকুরের তত্ত্বাধীনে।
ঈশান নির্ব্বাহ করে প্রতি দিনে দিনে।।
এই স্থানে ছিল এক নিম্ববৃক্ষবর।
প্রভুর পরশে বৃক্ষ হৈল অগোচর।।
যত কাঁদে নিত্যানন্দ করিয়া বর্ণন।
জীব, বংশী দু'হে তত করেন ক্রন্দন।।
দেখিতে দেখিতে তথা আইল শ্রীবাস।
চারিজনে চলে ছাড়ি জগন্নাথ বাস।।
শত ধনু উত্তরেতে শ্রীবাস-অঙ্গন।
জীবে দেখাইল প্রভু আনন্দিত মন।।
শ্রীবাস অঙ্গনে জীব যায় গড়াগড়ি।
স্মরিয়া প্রভুর লীলা প্রেম হুড়াহুড়ি।।
শ্রীজীব উঠিবামাত্র দেখে এক রঙ্গ।
নাচিছে গৌরাঙ্গ ল'য়ে ভক্ত অন্তরঙ্গ।।
মহাসঙ্কীর্ত্তন দেখে বল্লভনন্দন।
সর্ব্ব ভক্তমাঝে প্রভুর অপূর্ব্ব নর্ত্তন।।
নাচিছে অদ্বৈত, প্রভু নিত্যানন্দরায়।
গদাধর হরিদাস নাচে আর গায়।।
শুক্লাম্বর নাচে আর শত শত জন।
দেখিয়া প্রেমেত জীব হৈল অচেতন।।
চেতন পাইলে আর সে রঙ্গ না ভায়।
কাঁদি জীব গোস্বামী করেন হায় হায়।।
কেন মোর কিছু পূর্ব্বে জনম নহিল।
এমন কীর্ত্তনানন্দ ভাগ্যে না ঘটিল।।
প্রভু নিত্যানন্দ-কৃপা অসীম অনন্ত।
সেই বলে ক্ষণকাল হৈনু ভাগ্যবন্ত।।
ইচ্ছা হয় মায়াপুরে থাকি চিরকাল।
ঘুচিবে সম্পূর্ণরূপে মায়ার জঞ্জাল।।
দাসের বাসনা হৈতে প্রভু-আজ্ঞা বড়।
মায়াপুর ছাড়িতে অন্তর ধড়ফড়।।
তথা হৈতে নিত্যানন্দ জীবে ল'য়ে যায়।
দশ ধনু উত্তরে অদ্বৈত-গৃহ পায়।।
প্রভু বলে, দেখ জীব, সীতানাথালয়।
হেথা বৈষ্ণবের গোষ্ঠী সদায় মিলয়।।
হেথা সীতানাথ কৈল কৃষ্ণের পূজন।
হুঙ্কারে আনিল মোর শ্রীগৌরাঙ্গ-ধন।।
তথা গড়াগড়ি দিয়া চলে চারি জন।
পঞ্চধনু পূর্ব্বে গদাধরের ভবন।।
তথা হৈতে দেখাইল নিত্যানন্দরায়।
সর্ব্ব পারিষদ-গৃহ যথায় তথায়।।

ব্রাহ্মণমণ্ডলী গৃহ করিয়া দর্শন।
তবে চলে গঙ্গাতীরে হর্ষে চারি জন।।
মায়াপুর সীমাশেষে বৃদ্ধ শিবালয়।
জাহ্নবীর তটে দেখে জীব মহাশয়।।
প্রভু বলে, মায়াপুরে ইনি ক্ষেত্রপাল।
প্রৌঢ়ামায়া শক্তি অধিষ্ঠান নিত্যকাল।।
প্রভু যবে অপ্রকট হইবে তখন।
তাঁহার ইচ্ছায় গঙ্গা হইবে বর্দ্ধন।
মায়াপুর প্রায় গঙ্গা আচ্ছাদিবে জলে।
শতবর্ষ রাখি পুন ছাড়িবেন বলে।।
স্থান-মাত্র জাগিবেক গৃহ না রহিবে।
বাসহীন হয়ে কতকাল স্থিত হবে।।
পুনঃ কভু প্রভু-ইচ্ছা হলে বলবান্।
হবে মায়াপুরে এইরূপ বাসস্থান।।
এই সব ঘাট গঙ্গাতীরে পুনঃ হবে।
প্রভুর মন্দির করিবেন ভক্ত সবে।।
অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ।।
প্রৌঢ়ামায়া বৃদ্ধশিব আসি পুনরায়।
নিজ কার্য্য সাধিবেক প্রভুর ইচ্ছায়।।
এত শুনি জীব তবে করযোড় করি।
প্রভুরে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা পদ-যুগ ধরি।।
ওহে প্রভু তুমি শেষ তত্ত্বের নিদান।
ধামরূপ নামতত্ত্ব তোমারি বিধান।।
যদিও প্রভুর ইচ্ছামতে কর্ম্ম কর।
তবু জীব-গুরু তুমি সর্ব্বশক্তিধর।।
গৌরাঙ্গে তোমাতে ভেদ যেই জন করে।
পাষণ্ডী মধ্যেতে তারে বিজ্ঞজনে ধরে।।
সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তুমি লীলা-অবতার।
সংশয় জাগিল এক হৃদয়ে আমার।।
যে সময়ে গঙ্গা লুকাইবে মায়াপুর।
কোথা যাবে শিব-শক্তি বলহ ঠাকুর।।
নিত্যানন্দ বলে জীব শুনহ বচন।
গঙ্গার পশ্চিম ভূমি করহ দর্শন।।
ঐ উচ্চ চড়া দেখ পারডাঙ্গা নাম।
তথা আছে বিপ্রমণ্ডলীর এক গ্রাম।।
তাহার উত্তরে আছে জাহ্নবী পুলিন।
ছিন্নডেঙ্গা বলি তারে জানেন প্রবীণ।।
এইত পুলিনে এক নগর বসিবে।
তথা শিবশক্তি কিছু দিবস রহিবে।।
ও পুলিন-মাহাত্ম্য কে কহিবারে পারে।
রাসস্থলী আছে যথা জাহ্নবীর ধারে।।
বালুময় ভূমি বটে চর্ম্মচক্ষে ভায়।
রত্নময় নিত্যধাম দিব্য লীলা তায়।।
মায়াপুর হয় শ্রীগোকুল মহাবন।
পারডাঙ্গা সট্টীকার স্বরূপ গণন।।
তথা আছে বৃন্দাবন শ্রীরাসমণ্ডল।
কালে ঐ স্থানে হবে গান কোলাহল।।
মায়াপুর শ্রীপুলিন মধ্যে ভাগীরথী।
সব ল'য়ে গৌরধাম জান মহামতি।।
পঞ্চ ক্রোশ ধাম যেবা করিবে ভ্রমণ।
মায়াপুর শ্রীপুলিন করিবে দর্শন।।
ফাল্গুন-পূর্ণিমা দিনে যে করে ভ্রমণ।
পঞ্চ ক্রোশ ভক্তসহ পায় নিত্যধন।।
ওহে জীব, গূঢ় কথা শুনহ আমার।
শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি শোভে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার।।

ঐ কালে মিশ্রবংশোদ্ভব বিপ্রগণ।
সট্টীকার ধামে লবে শ্রীমূর্ত্তি-রতন।।
চারিশত বর্ষ গৌরজন্মদিন ধরি।
হইলে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা হবে সর্ব্বোপরি।।
এই সব কথা এবে রাখ অপ্রকাশ।
পরিক্রমা কর হ'য়ে অন্তরে উল্লাস।।
বৃদ্ধশিব-ঘাট হৈতে ত্রিধনু উত্তর।
গৌরাঙ্গের নিজ-ঘাট দেখ বিজ্ঞবর।।
এই স্থানে বাল্যলীলা-ছলে গৌরহরি।
ভাগীরথী ক্রীড়া করিলেন চিত্ত ভরি।।
যমুনার ভাগ্য দেখি হিমাদ্রি-নন্দিনী।
বহু তপ কৈল হৈতে লীলার সঙ্গিনী।।
কৃষ্ণ কৃপা করি বলে দিয়া দরশন।
গৌররূপে তব জলে করিব ক্রীড়ন।।
সেই লীলা কৈল হেথা ত্রিভুবন রায়।
ভাগ্যবান্ জীব দেখি বড় সুখ পায়।।
পঞ্চদশ ধনু যেই ঘাট তদুত্তরে।
মাধাইয়ের ঘাট বলি ব্যক্ত চরাচরে।।
তার পাঁচধনুর উত্তরে ঘাট শোভা।
নগরীয়া জনের সর্ব্বদা মনোলোভা।।
বারকোণা ঘাট এই অতীব সুন্দর।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিলেন প্রভু আজ্ঞাধর।।
এই ঘাটে দেখ জীব পঞ্চ শিবালয়।
পঞ্চতীর্থ লিঙ্গ পঞ্চ সদা জ্যোতির্ম্ময়।।
এই চারি ঘাট মায়াপুর শোভা করে।
যথায় করিলে স্নান সর্ব্বদুঃখ হরে।।
মায়াপুর পূর্ব্বদিকে আছে যেই স্থান।
অন্তর্দ্বীপ বলি তার নাম বিদ্যমান।।
এবে প্রভু-ইচ্ছামতে লোক-বাসহীন।
এইরূপে স্থিতি রহে আরো কতদিন।।
কতকালে পুনঃ হেথা লোক-বাস হবে।
প্রকাশ হইবে স্থান নদীয়া গৌরবে।।
ওহে জীব, অদ্য তুমি রহ মায়াপুরে।
কল্য ল'য়ে যাব আমি সীমন্তনগরে।।
এত শুনি জীব তবে বলেন বচন।
সংশয় উঠিল এক করহ শ্রবণ।।
যবে গঙ্গাদেবী মায়াপুর আচ্ছাদন।
উঠাইয়া লইবেন না রবে গোপন।।
সেইকালে ভক্তগণ কোন্ চিহ্ন ধরি।
প্রকাশিবে গুপ্তস্থান বল ব্যক্তকরি।।
জীবের বচন শুনি নিত্যানন্দরায়।
বলিলা উত্তরতবে অমৃতের প্রায়।।
শুন জীব গঙ্গা যবে আচ্ছাদিবে স্থান।
মায়াপুর এককোণ রবে বিদ্যমান।।
তথায় যবন-বাস হইবে প্রচুর।
তথাপি রহিবে তার নাম মায়াপুর।।
অবশিষ্ট স্থানের পশ্চিম-দক্ষিণেতে।
পঞ্চশত ধনু পারে পাইবে দেখিতে।।
কিছু উচ্চ স্থান সদা তৃণ আবরণ।
সেই স্থান জগন্নাথ মিশ্রের ভবন।।
তথা হৈতে পঞ্চধনু বৃদ্ধ শিবালয়।
এই পরিমান ধরি করিবে নির্ণয়।।
শিবডোবা বলি খাত দেখিতে পাইবে।
সেই খাত গঙ্গাতীর বলিয়া জানিবে।।
ভক্তগণ এইরূপে প্রভুর ইচ্ছায়।
প্রকাশিবে লুপ্ত স্থান জানহ নিশ্চয়।।

প্রভুর শতাব্দি চতুষ্টয় অন্ত যবে।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের যত্ন হবে তবে।।
শ্রীজীব বলেন প্রভু বলহ এখন।
অন্তর্দ্বীপ নামের যে যথার্থ কারণ।।
প্রভু বলে, এই স্থানে দ্বাপরের শেষে।
তপস্যা করিল ব্রহ্মা গৌর-কৃপা আশে।।
গোবৎস গোপাল সব করিয়া হরণ।
ছলিল করিয়া মায়া গোবিন্দের মন।।
নিজ মায়া পরাজয় দেখি চতুর্ম্মুখ।
নিজ-কার্য্যদোষে বড় পাইল অসুখ।।
বহু স্তব করি কৃষ্ণে করিল মিনতি।
ক্ষমিল তাহার দোষ বৃন্দাবন-পতি।।
তবু ব্রহ্মা মনে মনে করিল বিচার।
ব্রহ্মবুদ্ধি মোর হয় অতিশয় ছার।।
এই বুদ্ধিদোষে কৃষ্ণপ্রেমেতে রহিত।
ব্রজলীলা রসভোগে হইনু বঞ্চিত।।
গোপাল হইয়া জন্ম পাইতাম আমি।
সেবিতাম অনায়াসে গোপিকার স্বামী।।
সে লীলারসেতে মোর না হইল গতি।
এবে শ্রীগৌরাঙ্গে মোর না হয় কুমতি।।
এই বলি বহুকাল অন্তর্দ্বীপ-স্থানে।
তপস্যা করিয়া ব্রহ্মা রহিল ধেয়ানে।।
কতদিনে গৌরচন্দ্র করুণা করিয়া।
চতুর্ম্মুখ সন্নিধানে কহেন আসিয়া।।
ওহে ব্রহ্মা, তব তপে তুষ্ট হ'য়ে আমি।
আসিলাম দিতে যাহা আশা কর তুমি।।
নয়ন মেলিযা ব্রহ্মা দেখি গৌর রায়।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়িল তথায়।।
ব্রহ্মার মস্তকে প্রভু ধরিল চরণ।
দিব্যজ্ঞান পেয়ে ব্রহ্মা করয় স্তবন।।
আমি দীনহীন অতি অভিমান-বশে।
পাসরিয়া তব পদ ফিরি জড় রসে।।
আমি পঞ্চানন, ইন্দ্র আদি দেবগণ।
অধিকৃত দাস তব শাস্ত্রের লিখন।।
শুদ্ধ দাস হৈতে আমাদের ভাগ্য নয়।
অতএব মায়া মোহ-জাল বিস্তারয়।।
প্রথম পরার্দ্ধ মোর কাটিল জীবন।
এবেত চরম চিন্তা করয়ে পোষণ।।
দ্বিতীয় পরার্দ্ধ মোর কাটিবে কেমনে।
বহির্ম্মুখ হইলে যাতনা বড় মনে।।
এইমাত্র তব পদে প্রার্থনা আমার।
প্রকট-লীলায় যেন হই পরিবার।।
ব্রহ্মবুদ্ধি দূরে যায় হেন জন্ম পাই।
তোমার সঙ্গেতে থাকি তব গুণ গাই।।
ব্রহ্মার প্রার্থনা শুনি গৌর ভগবান।
তথাস্তু বলিয়া বর করিলেন দান।।
যে সময়ে মমলীলা প্রকট হইবে।
যবনের গৃহে তুমি জনম লভিবে।।
আপনাকে হীন বলি হইবে গেয়ান।
হরিদাস হবে তুমি শূন্য অভিমান।।
তিন লক্ষ হরিনাম জিহ্বাগ্রে নাচিবে।
নির্য্যান সময়ে তুমি আমাকে দেখিবে।।
এই ত' সাধনবলে দ্বিপরার্দ্ধ শেষে।
পাবে নবদ্বীপধাম মজি নিত্যরসে।।
ওহে ব্রহ্মা, শুন মোর অন্তরের কথা।
ব্যক্তকভু না করিবে শাস্ত্রে যথা তথা।।

ভক্তভাব ল'য়ে ভক্তিরস আস্বাদিব।
পরম দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশিব।।
অন্য অন্য অবতারকালে ভক্ত যত।
ব্রজরসে সবে মাতাইব করি রত।।
শ্রীরাধিকা প্রেম-বদ্ধ আমার হৃদয়।
তাঁর ভাবকান্তি ল'য়ে হইব উদয়।।
কিবা সুখ রাধা পায় আমারে সেবিয়া।
সেই সুখ আস্বাদিব রাধা-ভাব লৈয়া।।
আজি হৈতে তুমি মোর শিষ্যতা লভিবে।
হরিদাস-রূপে মোরে সতত সেবিবে।।
এত বলি মহাপ্রভু হৈল অন্তর্দ্ধান।
আছড়িয়া পড়ে ব্রহ্মা হইয়া অজ্ঞান।।
হা গৌরাঙ্গ, দীনবন্ধু, ভকতবৎসল।
কবে বা পাইব তব চরণকমল।।
এই মত কত দিন কাঁদিতে কাঁদিতে।
ব্রহ্ম-লোকে গেল ব্রহ্মা কার্য্য সম্পাদিতে।
নিতাই-জাহ্নবা-পদে আশা-মাত্র যার।
নদীয়া মাহাত্ম্য গায় দীন-হীন ছার।।

ষষ্ঠ অধ্যায়
শ্রীগঙ্গানগর, শ্রীপৃথুকুণ্ড, শ্রীসীমন্তদ্বীপ, শ্রীবিশ্রামস্থানাদি দর্শন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য শচীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দপ্রভু জাহ্নবা-জীবন।।
জয় জয় সীতানাথ জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর-পরিকর।।
পরদিন প্রাতে প্রভু নিত্যানন্দরায়।
শ্রীবাস, শ্রীজীব লয়ে গৃহ বাহিরায়।।
সঙ্গে চলে রামদাস আদি ভক্তগণ।
যাইতে যাইতে করে গৌরসঙ্কীর্ত্তন।।
অন্তর্দ্বীপ প্রান্তে প্রভু আইলা যখন।
শ্রীগঙ্গানগর জীবে দেখায় তখন।।
প্রভু বলে, শুন জীব, এ গঙ্গানগর।
স্থাপিলেন ভগীরথ রঘু বংশধর।।
যবে গঙ্গা ভাগীরথী আইল চলিয়া।
ভগীরথ যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়া।।
নবদ্বীপ ধামে আসি গঙ্গা হয় স্থির।
ভগীরথ দেখে গঙ্গা না হয় বাহির।।
ভয়েতে বিহ্বল হ'য়ে রাজা ভগীরথ।
গঙ্গার নিকটে আইল ফিরি কত পথ।।
গঙ্গানগরেতে বসি তপ আরম্ভিল।
তপে তুষ্ট হ'য়ে গঙ্গা সাক্ষাৎ হইল।।
ভগীরথ বলে,-'মাতা তুমি নাহি গেলে।
পিতৃলোক উদ্ধার না হ'বে কোনকালে''।।
গঙ্গা বলে, শুন বাছা ভগীরথ বীর।
কিছুদিন তুমি হেথা হয়ে থাক স্থির।।
মাঘমাসে আসিয়াছি নবদ্বীপ ধামে।
ফাল্গুনের শেষে যাব তব পিতৃকামে।।
যাঁহার চরণজল আমি ভগীরথ।

তাঁর নিজধামে মোর পুরে মনোরথ।।
ফাল্গুন-পূর্ণির্মা-তিথি প্রভু - জন্মদিন।
সেই দিন মম ব্রত আছে সমীচীন।।
সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া নিশ্চয়।
চলিব তোমার সঙ্গে না করিহ ভয়।।
এ গঙ্গাননগরে রাজা রঘু-কুলপতি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমা দিনে করিল বসতি।।
যেই জন শ্রীফাল্গুন পূর্ণিমা- দিবসে।
গঙ্গাস্নান করি গঙ্গানগরেতে বসে।।
শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা করে উপবাস করি।
পূর্ব্বপুরুষের সহ সেই যায় তরি।।
সহস্র পুরুষ পূর্ব্বগণ সঙ্গে করি।
শ্রীগোলক প্রাপ্ত হয় যথা তথা মরি।।
ওহে জীব, এ স্থানের মাহাত্ম্য অপার।
শ্রীচৈতন্য নৃত্য যথা কৈল কতবার।।
গঙ্গাদাস-গৃহ আর সঞ্জয়-আলয়।
ঐ দেখ দৃষ্ট হয় সদা সুখময়।।
ইহার পূর্ব্বেতে যেই দীর্ঘিকা সুন্দর।
তাহার মাহাত্ম্য শুন ওহে বিজ্ঞবর।।
বল্লালদীঘিকা নাম হয়েছে এখন।
সত্যযুগে ছিল এর কত বিবরণ।।
পৃথু-নামে মহারাজা উচ্চ নীচ স্থান।
কাটিয়া পৃথিবী যবে করিল সমান।।
সেইকালে এই স্থান সমান করিতে।
মহাজ্যোতির্ম্ময় প্রভা উঠে চতুর্ভিতে।।
কর্ম্মচারিগণ মহারাজারে জানায়।
রাজা আসি জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখিবারে পায়।।
শক্ত্যাবেশ অবতার পৃথু মহাশয়।
ধ্যানেতে জানিল স্থান নবদ্বীপ হয়।।
স্থানের মাহাত্ম্য গুপ্ত রাখিবার তরে।
আজ্ঞা দিল কর কুণ্ড স্থান মনোহরে।।
যে কুণ্ড করিল তাহা পৃথুকুণ্ড-নামে।
বিখ্যাত হইল সর্ব্ব নবদ্বীপধামে।।
স্বচ্ছ জল পান করি গ্রামবাসিগণে।
কত সুখ পাইল তাহা কহিব কেমনে।।
পরে সেই স্থানে শ্রীলক্ষ্মণসেন বীর।
দীর্ঘিকা খনন কৈল বড়ই গভীর।।
নিজ-পিতৃলোকের উদ্ধার করি আশ।
বল্লালদীর্ঘিকা নাম করিল প্রকাশ।।
ঐ দেখ উচ্চটিলা দেখিতে সুন্দর।
লক্ষ্মণসেনের গৃহ ভগ্ন অতঃপর।।
এ সকল অলঙ্কার মহাতীর্থ স্থানে।
রাজগণ করে সদা পুণ্য উপার্জ্জনে।।
পরেতে যবনরাজ দুষিল এ স্থান।
অতএব ভক্তগণ না করে সম্মান।।
ভূমিমাত্র সুপবিত্র এই স্থানে হয়।
যবন-সংসর্গভয়ে বাস না করয়।।
এ স্থানে হইল শ্রীমূর্ত্তির অপমান।
অতএব ভক্তগণ ছাড়ে এই স্থান।।
এত বলি নিত্যানন্দ গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে।
আইলেন সিমুলিয়া গ্রাম সন্নিহিতে।।
সিমুলিয়া দেখি প্রভু জীব প্রতি কয়।
এইত সীমন্তদ্বীপ জানিহ নিশ্চয়।।
গঙ্গার দক্ষিণ তীরে নবদ্বীপ প্রান্তে।
সীমন্ত নামেতে দ্বীপ বলে সব শান্তে।।
কালে এই দ্বীপ গঙ্গা গ্রাসিবে সকল ।

রহিবে কেবল এক স্থান সুনির্ম্মল।।
যথায় সিমূলী নামে পার্ব্বতী পূজন।
করিবে বিষয়ী লোক করহ শ্রবণ।।
কোন-কালে সত্যযুগে দেব মহেশ্বর।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলি নৃত্য করিল বিস্তর।।
পার্ব্বতী জিজ্ঞাসে তবে দেব মহেশ্বরে।
কেবা সে গৌরাঙ্গ দেব বলহ আমারে।।
তোমার অদ্ভুত -নৃত্য করি দরশন।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ- নাম গলে মোর মন।।
এত যে শুনেছি মন্ত্র-তন্ত্র এতকাল।
সে-সব জানিনু মাত্র জীবের জঞ্জাল।।
অতএব বল প্রভু গৌরাঙ্গ সন্ধান।
ভজিয়া তাঁহারে আমি পাইব পরাণ।।
পার্ব্বতীর কথা শুনি দেব পশুপতি।
শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরি কহে পার্ব্বতীর প্রতি।।
আদ্যাশক্তি তুমি হও শ্রীরাধার অংশ।
তোমারে বলিব তত্ত্বগণ অবতংস।
রাধাভাব ল'য়ে কৃষ্ণ কলিতে এবার।
মায়াপুরে শচীগর্ভে হবে অবতার।।
কীর্ত্তন-রঙ্গেতে মাতি প্রভু গোরামণি।
বিতরিবে প্রেমরত্ন পাত্র নাহি গণি।।
এই প্রেমবন্যা-জলে যে জীব না ভাসে।
ধিক্ তার ভাগ্যে দেবি জীবন-বিলাসে।।
প্রভুর প্রতিজ্ঞা স্মরি প্রেমে যাই ভাসি।
ধৈর্য্য না ধরে মন ছাড়িলাম কাশী।।
মায়াপুর অন্তর্ভাগে জাহ্নবীর তীরে।
গৌরাঙ্গ ভজিব আমি রহিয়া কুটিরে।।
ধুর্জ্জটির বাক্য শুনি পার্ব্বতী সুন্দরী।
আইলেন সীমন্তদ্বীপেতে ত্বরা করি।
শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ সদা করেন চিন্তন।
গৌর বলি প্রেমে ভাসে স্থির নহে মন।।
কতদিনে গৌরচন্দ্র কৃপা বিতারিয়া।
পার্ব্বতীরে দেখা দিলা সগণে আসিয়া।।
সুতপ্ত কাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘ কলেবর।
মাথায় চাঁচর কেশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।।
ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্র তার পরিধান।
গলে দোলে ফুলমালা অপূর্ব্ব বিধান।।
প্রেমে গদগদ বাক্য কহে গৌররায়।
বলগো পার্ব্বতী কেন আইলে হেথায়।।
জগতের প্রভু-পদে পড়িয়া পার্ব্বতী।
জানায় আপন দুঃখ স্থির নহে মতি।।
ওহে প্রভু জগন্নাথ জগত-জীবন।
সকলের দয়াময় মোর বিড়ম্বন।।
তব বহির্ম্মুখ জীবে বন্ধন কারণ।
নিযুক্ত করিল মোরে পতিতপাবন।।
আমি থাকি সেই কাজে সংসার পাতিয়া।
তোমার অনন্ত প্রেমে বঞ্চিত হইয়া।।
লোকে বলে যথা কৃষ্ণ মায়া নাহি তথা।
আমি তবে বহির্ম্মুখ হইনু সর্ব্বথা।।
কেমনে দেখিব প্রভু তোমার বিলাস।
তুমি না করিলে পথ হইনু নিরাশ।।
এত বলি শ্রীপার্ব্বতী গৌর-পদধূলি।
সীমন্তে লইল সতী করিয়া আকুলী।।
সেই হৈতে শ্রীসীমন্তদ্বীপ নাম হৈল।
সিমুলিয়া বলি অজ্ঞজনেতে কহিল।।
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র তবে প্রসন্ন হইয়া।

বলিব পার্ব্বতী শুন কথা মন দিয়া।।
তুমি মোর ভিন্ন নও শক্তি সর্ব্বেশ্বরী।
এক শক্তি দুই রূপ মম সহচরী।।
স্বরূপশক্তিতে তুমি রাধিকা আমার।
বহিরঙ্গা রূপে রাধা তোমাতে বিস্তার।।
তুমি নৈলে মোর লীলা সিদ্ধ নাহি হয়।
তুমি যোগমায়ারূপে লীলাতে নিশ্চয়।।
ব্রজে তুমি পৌর্ণমাসীরূপে নিত্যকাল।
নবদ্বীপে প্রৌঢ়ামায়াসহ ক্ষেত্রপাল।।
এত বলি শ্রীগৌরাঙ্গ হৈল অদর্শন।
প্রেমাবিষ্ট হয়ে রহে পার্ব্বতীর মন।।
সীমন্তিনী দেবীরূপে রহে এক ভীতে।
প্রৌঢ়ামায়া মায়াপুরে রহে গৌর-প্রীতে।।
এত বলি নিত্যানন্দ কাজির নগরে।
প্রবেশিল জীবে লয়ে তখন সত্বরে।।
প্রভু বলে, ওহে জীব, শুনহ বচন।
কাজির নগরে এই মথুরা ভুবন।।
হেথা শ্রীগৌরাঙ্গ রায় কীর্ত্তন করিয়া।
কাজি নিস্তারিল প্রভু প্রেমরত্ন দিয়া।।
শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় যেই কংস মথুরায়।
গৌরাঙ্গ-লীলায় চাঁদকাজি নাম পায়।।
এইজন্য প্রভু তারে মাতুল বলিল।
ভয়ে কাজি গৌরপদে শরণ লইল।।
কীর্ত্তন আরম্ভে কাজি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিল।
হোসেন সাহার বলে উৎপাত করিল।।
হোসেনসা সে জরাসন্ধ গৌড়-রাজেশ্বর।
তাহার আত্মীয় কাজি প্রতাপ বিস্তর।।
প্রভু তারে নৃসিংহরূপেতে দেয় ভয়।
ভয়ে কংসসম কাজি জড়সড় হয়।।
তারে প্রেম দিয়া কৈল বৈষ্ণব প্রধান।
কাজির নিস্তার কথা শুনে ভাগ্যবান্।।
ব্রজতত্ত্ব নবদ্বীপতত্ত্বে দেখ ভেদ।
কৃষ্ণ-অপরাধী, লভে নির্ব্বাণ অভেদ।।
হেথা অপরাধী পায় প্রেমরত্ন-ধন।
অতএব গৌরলীলা সর্ব্বোপরি হন।
গৌরধাম গৌরনাম, গৌর-রূপ-গুণ।
অপরাধ নাহি মানে তারিতে নিপুণ।।
যদি অপরাধ থাকে সাধকের মনে।
কৃষ্ণনামে, কৃষ্ণধামে তারে বহুদিনে।।
গৌরনামে, গৌরধামে সদ্য প্রেম হয়।
অপরাধ নাহি তার বাধা উপজয়।।
ঐ দেখ ওহে জীব, কাজির সমাধি।
দেখিলে জীবের নাশ হয় আধি-ব্যাধি।।
এত বলি নিত্যানন্দ প্রেমে গরগর।
চলিলেন দ্রুত শঙ্খবণিক্-নগর।।
তথা গিয়া শ্রীজীবেরে বলেন বচন।
ওই দেখ শরডাঙ্গা অপূর্ব্ব দর্শন।।
শ্রীশরডাঙ্গা নাম অতি মনোহর।
জগন্নাথ বৈসে যথা লইয়া শবর।।
পূর্ব্বে যবে রক্তবাহু দৌরাত্ম্য করিল।
দয়িতা সহিত প্রভু হেথায় আইল।।
শ্রীপুরুষোত্তম সম ঐ ধাম হয়।
নিত্য জগন্নাথস্থিতি তথায় নিশ্চয়।।
তবে তন্তুবায়গ্রাম হইলেন পার।
দেখিলেন খোলাবেচা শ্রীধর-আগার।।
প্রভু বলে, এই সথানে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।

কীর্ত্তন বিশ্রাম কৈল ভক্তে কৃপা করি।।
এই হেতু শ্রীবিশ্রামস্থান এর নাম।
হেথা শ্রীধরের ঘরে করহ বিশ্রাম।।
শ্রীধর শুনিল যবে প্রভু আগমন।
সাষ্টাঙ্গে আসিয়া করে প্রভুর পূজন।।
বলে প্রভু বড় দয়া এ দাসের প্রতি।
বিশ্রাম করহ হেথা আমার মিনতি।।
প্রভু বলে, তুমি হও অতি ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল কৃপা গৌর ভগবান্।।
অদ্য মোরা এই স্থানে করিব বিশ্রাম।
শুনিয়া শ্রীধর তবে হয় আপ্তকাম।।
বহু যত্নে সেবাযোগ্য সামগ্রী লইয়া।
রন্ধন করায় ভক্ত ব্রাহ্মণেরে দিয়া।।
নিতাই শ্রীবাস সেবা হৈলে সমাপন।
আনন্দে প্রসাদ পায় শ্রীজীব তখন।।
নিত্যানন্দ খট্টোপরি করায় শয়ন।
সবংশে শ্রীধর করে পাদসংবাহন।।
অপরাহ্নে শ্রীজীবেরে লইয়া শ্রীবাস।
ষষ্ঠীতীর্থ দেখাইল হইয়া উল্লাস।।
শ্রীবাস কহিল, শুন জীব সদাশয়।
পূর্ব্বে দেবগণ যবে শুনিল নিশ্চয়।।
নবদ্বীপে হবে মহাপ্রভু অবতার।
বিশ্বকর্মা আইলেন নদীয়া নগর।।
প্রভু যেই পথে করিবেন সঙ্কীর্ত্তন।
সেই পথে জলকষ্ট করিতে বারণ।।
এক রাত্রে ষাট কুন্ড কাটিল বিশাই।
শেষ কুণ্ড কাজীগ্রামে করিল কাটাই।।
শ্রীধরের কলাবাগ দেখিতে সুন্দর।
ইহার নিকটে এক দেখ সরোবর।।
এই সরোবরে কভু করি জল-খেলা।
মহাপ্রভু লইলেন শ্রীধরের খোলা।।
অদ্যাবধি মোচা-থোড় লইয়া শ্রীধর।
শ্রীশচীমাতাকে দেয় উল্লাস অন্তর।।
ইহার নিকটে ময়ামারি নাম স্থান।
দেখহ শ্রীজীব আজো আছে বিদ্যমান।।
পৌরাণিক কথা এক করহ শ্রবণ।
তীর্থযাত্রা বলদেব করিল যখন।।
নবদ্বীপে আসি যবে করিল বিশ্রাম।
বিপ্রগণ জানাইল ময়াসুর নাম।।
ময়াসুর-উপদ্রব শুনি হলধর।
মহাবেগে ধরে তারে মাঠের ভিতর।।
মহাযুদ্ধ কৈল দৈত্য বলদেব সাথ।
অবশেষে রাম তারে করিল নিপাত।।
সে অবধি ময়ামারি নাম খ্যাত হৈল।
বহুকাল কথা আজ তোমারে কহিল।।
তালবন নাম এই তীর্থ ব্রজপুরে।
সদা ভাগ্যবান জন নয়নেতে স্ফুরে।।
সেই রাত্রে সেই স্থানে থাকিলেন সবে।
পরদিন যাত্রা করে হরি হরি রবে।।
নিতাই জাহ্নবা-পদছায়া যার আশ।
নদীয়া-মাহাত্ম্য করে এ দাস প্রকাশ।।

সপ্তম অধ্যায়
শ্রীসুবর্ণবিহার, শ্রীদেবপল্লী

জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র জয় প্রভু নিত্যানন্দ, জয়াদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় শ্রীবাসাদিভক্ত, গৌরপদে অনুরক্ত, জয় নবদ্বীপধামবর।।
ছাড়িয়া বিশ্রামস্থান, শ্রীজীবে লইয়া যান, যথা গ্রাম সুবর্ণবিহার।
ওহে জীব প্রভুকয়, অপূর্ব্ব এ স্থান হয়, নবদ্বীপ প্রকৃতির পার।।
সত্যযুগে এই স্থানে, ছিল রাজা সবে জানে, শ্রীসুবর্ণসেন তার নাম।
বহুকাল রাজ্য কৈল, পরেতে বার্দ্ধক্য হৈল, তবু নাহি কার্য্যেতে বিশ্রাম।।
বিষয়ে আবিষ্ট চিত্ত, কিসে বৃদ্ধি হয় বিত্ত, এই চিন্তা করে নরবর।
কি জানি কি ভাগ্যবশে, শ্রীনারদ তথা আইসে, রাজা তাঁরে পূজিল বিস্তর।।
নারদের দয়া হৈল, তত্ত্ব-উপদেশ কৈল, রাজারে ত' লইয়া নির্জ্জনে।
নারদ কহেন রায়, বৃথা তব, দিন যায়, অর্থচিন্তা করি মনে মনে।।
অর্থকে অনর্থ জান, পরমার্থ দিব্যজ্ঞান, হৃদয়ে ভাবহ একবার।
দারা-পুত্র-বন্ধুজন, কেহ নহে নিজ-জন, মরণেতে কেহ নহে কার।।
তোমার মরণ হলে, দেহটি ভাসায়ে জলে, সবে যাবে গৃহে আপনার।
তবে কেন মিথ্যা আশা, বিষয়জল-পিপাসা, যদি কেহ নাহি হৈল কার।।
যদি বল লভি সুখ, জীবনে না পাই দুঃখ, অতএব অর্থচেষ্টা করি।
সেহ মিথ্যা কথা রায়, জীবন অনিত্য হয়, নাহি রহে শত বর্ষোপরি।।
অতএব জান সার, যেতে হবে মায়াপার, যথা সুখে দুঃখ নাহি হয়।
কিসে বা সাধিব বল, সেই ত' অপূর্ব্ব ফল, যাহে নাহি শোক দুঃখ ভয়।।
কেবল বৈরাগ্য করি, তাহা না পাইতে পারি, কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই।
বৈরাগ্য জ্ঞানের বলে, বিষয়বন্ধন গলে, জীবের কৈবল্য হয় ভাই।।
কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্ব্বনাশ বলি তাই, কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার।
এদিকে বিষয় গেল, শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল, কৈবল্যের করহ বিচার।।
অতএব জ্ঞানী জন, ভুক্তি-মুক্তি নাহি লন, কৃষ্ণভক্তি করেন সাধন।
বিষয়েতে অনাসক্তি, কৃষ্ণপদে অনুরক্তি, সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন।।

জীব সে কৃষ্ণের দাস, ভক্তি বিনা সর্ব্বনাশ, ভক্তিবৃক্ষে ফলে প্রেমফল।
সেই ফল প্রয়োজন, কৃষ্ণপ্রেম নিত্যধন, ভুক্তিমুক্তি তুচ্ছ সে সকল।।
কৃষ্ণচিদানন্দ রবি, মায়া তার ছায়া-ছবি, জীব তার কিরণানুকণ।
তটস্থ ধর্ম্মের বশে, জীব যদি মায়া স্পর্শে, মায়া তারে করয়ে বন্ধন।।
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ যেই, মায়াস্পর্শী জীব সেই, মায়া স্পর্শে কর্ম্মসঙ্গ পায়।
মায়াজালে ভ্রমি মরে, কর্ম্মজ্ঞানে নাহি তরে, কষ্টনাশ মন্ত্রণা করায়।।
কভু কর্ম্ম আচরয়, অষ্টাঙ্গাদি যোগময়, কভু ব্রহ্মজ্ঞান আলোচন।
কভু কভু তর্ক করে, অবশেষে নাহি তরে, নাহি মানে আত্মতত্ত্বধন।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে, ভক্তজনসঙ্গ হবে, তবে শ্রদ্ধা লভিবে নির্ম্মল।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভজি, হৃদয়-অনর্থ ত্যজি, নিষ্ঠা লাভ করে সুবিমল।।
ভজিতে ভজিতে তবে, সেই নিষ্ঠা রুচি হবে, ক্রমে রুচি হইবে আসক্তি।
আসক্তি হইবে ভাব, তাহে হবে প্রেমলাভ, এই ক্রমে হয় শুদ্ধভক্তি।।
শ্রবণ-কীর্ত্তন মতি, সেবা-কৃষ্ণার্চ্চন নতি, দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদন।
নবধা সাধন এই ভক্তসঙ্গে করে যেই, সেই লভে কৃষ্ণপ্রেমধন।।
তুমি রাজা ভাগ্যবান্ নবদ্বীপে তব স্থান, ধামবাসে তব ভাগ্যোদয়।
সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা পেয়ে, কৃষ্ণনাম-গুণ গেয়ে, প্রেমসূর্য্যে করাও উদয়।।
ধন্য কলি আগমনে, হেতা কৃষ্ণ লয়ে গণে, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রকাশিবে।
যেই গৌরনাম লবে, তাতে কৃষ্ণকৃপা হবে, ব্রজে বাস সেইত করিবে।।
গৌরনাম না লইয়া, যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া, সেই কৃষ্ণ বহুকালে পায়।
গৌরনাম লয় যেই, সদ্য কৃষ্ণ পায় সেই, অপরাধ নাহি রহে তায়।।
বলিতে বলিতে মুনি, অধৈর্য্য হয়, অমনি, নাচিতে লাগিল গৌর বলি।
গৌরহরি বোল ধরি, বীণা বলে গৌরহরি, কবে সে আসিবে ধন্য কলি।।
এই সব বলি তা'য়, নারদ চলিয়া যায়, প্রেমোদয় হইল রাজার।
গৌরাঙ্গ বলিয়া নাচে, সাধু হৈতে প্রেম যাচে, বিষয় বাসনা ঘুচে তাঁর।।
নিদ্রাকালে নরবর, দেখে গৌর-গদাধর, সপার্ষদে তাঁহার অঙ্গনে।
নাচে হরে কৃষ্ণ বলি, করে সবে কোলাকুলি, সুবর্ণপ্রতিমা গৌর সনে।।
নিদ্রা ভাঙ্গি নরপতি, কাতর হইল অতি, গৌর লাগি করয়ে ক্রন্দন।
দৈববাণী হৈল তায়, প্রকট সময়ে রায়, হবে তুমি পার্ষদে গণন।।

বুদ্ধিমন্ত খাঁন নাম, পাইবে হে গুণধাম, সেবিবে গৌরাঙ্গ-শ্রীচরণ।
দৈববাণী কানে শুনি, স্থির হৈল নরমণি, করে তবে গৌরাঙ্গ-ভজন।।
নিত্যানন্দ কথা শেষে, নারদের শক্ত্যাবেশে, শ্রীবাস হইল অচেতন।
মহাপ্রেমাবেশে তবে, গৌরনামামৃতাসবে, ভূমে লোটে শ্রীজীব তখন।।
আহা কি গৌরাঙ্গরায়, দেখিব আমি হেথায়, সুবর্ণ পুতলি গোরামণি।
বলিতে বলিতে তবে, শ্রীগৌরকীর্ত্তন সবে, নয়নেতে দেখায় অমনি।।
আহা সে অমিয় জিনি, গৌরাঙ্গের রূপখানি নাচিতে লাগিল সেইখানে।
তবে নিত্যানন্দ রায়, গৌরাঙ্গের গুণ গায়, অদ্বৈত সহিত সর্ব্বজনে।।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে, সঙ্কীর্ত্তন সুবিরাজে, পূর্ব্বলীলা হইল বিস্তর।
কত যে আনন্দ হয়, বর্ণিতে শকতি নয়, বেলা হইল দ্বিতীয় প্রহর।।
তবেত চলিল সবে, গৌরগীত-কলরবে দেবপল্লি গ্রামের ভিতর।
তথায় বিশ্রাম কৈল দেবের অতিথি হইল, মধ্যাহ্ন-ভোজন অতঃপর।।
দিবসের শেষ যামে, সকলে ভ্রময় গ্রামে, প্রভু নিত্যানন্দ তবে কয়।
দেবপল্লী এই হয়, শ্রীনৃসিংহ-দেবালয়, সত্যযুগ হৈতে পরিচয়।।
প্রহ্লাদেরে দয়া করি, হিরণ্যে বধিয়া হরি, এই স্থানে করিল বিশ্রাম।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, নিজ নিজ নিকেতন, করি এক বসাইল গ্রাম।।
মন্দাকিনীতট ধরি, টিলায় বসতি করি, নৃসিংহ-সেবায় হৈল রত।
শ্রীনৃসিংহক্ষেত্র নাম, নবদ্বীপে এই ধাম, পরমপাবন শাস্ত্রমত।।
সূর্য্যটিলা, ব্রহ্মটীলা, নৃসিংহ পূরবে ছিলা, এবে স্থান হৈল বিপর্য্যয়।
গণেশের টিলা হেব, ইন্দ্রটীলা তার পর, এইরূপ বহু টিলাময়।।
বিশ্বকর্ম্মা মহাশয়, নির্ম্মিলা প্রস্তরময়, কত শত দেবের বসতি।
কালে সব লোপ হৈল, মন্দাকিনী শুকাইল, টিলামাত্র আছয় সম্প্রতি।।
শিলাখণ্ড অগণন, কর এবে দরশন, সেই সব মন্দিরের শেষ।
পুনঃ কিছুদিন পরে, এক ভক্ত নরবরে, পাবে নৃসিংহের কৃপা-লেশ।।
বৃহৎ মন্দির করি, বসাইবে নরহরি, পুনঃ সেবা করিবে প্রকাশ।
নবদ্বীপ-পরিক্রমা, তার এই এক সীমা, ষোলক্রোশ মধ্যে এই বাস।।
নিতাই-জাহ্নবাপদ, যে জনার সম্পদ, সেই ভক্তিবিনোদ কাঙ্গাল।
নবদ্বীপ সুমহিমা, নাহি তার কভু সীমা, তাহা গায় ছাড়ি মায়াজাল।।

অষ্টম অধ্যায়
শ্রীহরিহরক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী, শ্রীগোদ্রুম

জয় জয় জয় শ্রীশচীসূত।
জয় জয় জয় শ্রীঅবধূত।।
সীতাপতি জয় ভকতরাজ।
গদাধর জয় ভক্তসমাজ।।
জয় নবদ্বীপ সুন্দরধাম।
জয় জয় জয় গৌর কি নাম।।
নিতাই সহিত ভকতগণ।
হরি হরি বলি চলে তখন।।
ভাবে ঢল ঢল নিতাই চলে।
প্রেমে আধ আধ বচন বলে।
ঝর ঝর ঝরে আঁখির জল।
গোরা গোরা বলি হয় বিকল।।
ঝক্‌মক্ করে ভূষণ মাল।
রূপে দশদিক্ হইল আল।।
শ্রীবাস নাচিছে জীবের সনে।
কভু কাঁদে কভু নাচে সঘনে।।
আর যত সব ভকতগণ।
নাচিতে নাচিতে চলে তখন।।
অলকানন্দার নিকট আসি।
বলেন নিতাই আনন্দে ভাসি।।
বিল্বপক্ষগ্রাম পশ্চিমে ধরি।
মন্দাকিনী আসে নদীয়া ঘেরি।।
সুবর্ণবিহার দেখিলে যথা।
মন্দাকিনী ছাড়ে অলকা তথা।
অলকানন্দার পূরব পারে।
হরিহর ক্ষেত্র গণ্ডক ধারে।।
শ্রীমূর্ত্তিপ্রকাশ হইবে কালে।
সুন্দর কানন শোভিবে ভালে।।
অলকা পশ্চিমে দেখহ কাশী।
শৈব-শাক্ত সেবে মুকতি দাসী।।
বারাণসী হতে এধাম পর।
হেথায় ধুর্জ্জটি পিনাকধর।।
গৌর গৌর বলি সদাই নাচে।
নিজ জনে গৌর-ভকতি যাচে।।
সহস্র বরষ কাশীতে বসি।
লভে সে মুকতি জ্ঞানেতে ন্যাসী।।
তাহাত হেথায় চরণে ঠেলি।
নাচেন ভকত গৌরাঙ্গ বলি।।
নির্য্যাণ সময়ে এখানে জীব।
কানে গৌর বলি তারেন্ শিব।।
মহাবারাণসী এ ধাম হয়।
জীবের মরণে নাহিক ভয়।।
এত বলি তথা নিতাই নাচে।
গৌরহরিপ্রেম জীবেরে যাচে।।
অলক্ষ্যে তখন কৈলাসপতি।
নিতাই-চরণে করিল নতি।।
গৌরীসহ শিব গৌরাঙ্গ নাম।
গাইয়া গাইয়া পূরয় কাম।।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর নিতাই তবে।
ভকত-সঙ্গেতে চলিল যবে।।
গাদিগাছা গ্রামে পৌঁছিল আসি।
তথায় আসিয়া কহিল হাসি।।
গোদ্রুম নামেতে এ দ্বীপ হয়।
সুরভি সতত এখানে রয়।।
কৃষ্ণমায়াবশে দেবেন্দ্র যবে।
ভাসায় গোকুল নিজ গৌরবে।।
গোবর্দ্ধন গিরি ধরিয়া হরি।
রক্ষিল গোকুল যতন করি।।
ইন্দ্রদর্পচূর্ণ হইলে পর।
শচীপতি চিনে সারঙ্গধর।।
নিজ অপরাধ মার্জ্জন তরে।
পড়িল কৃষ্ণের চরণ ধরে।।
দয়ার সমুদ্র নন্দতনয়।
ক্ষমিল ইন্দ্রেরে দিল অভয়।।
তথাপি ইন্দ্রের রহিল ভয়।
সুরভি নিকটে তখন কয়।।
কৃষ্ণলীলা মুই বুঝিতে নারি।
অপরাধ মম হইল ভারি।।
শুনেছি কলিতে ব্রজেন্দ্রসুত।
করিবে নদীয়া লীলা-অদ্ভুত।।
পাছে সে সময় মোহিত হব।
অপরাধী পুনঃ হয়ে রহিব।।
তুমিত সুরভি সকল জান।
করহ এখন তাহার বিধান।।
সুরভি বলিল চলহ যাই।
নবদ্বীপ-ধামে ভজি নিমাই।

দেবেন্দ্র সুরভি হেথায় আসি।
গৌরাঙ্গ ভজন করিল বসি।।
গৌরাঙ্গ-ভজন সহজ অতি।
সহজ তাহার ফল বিততি।।
গৌরাঙ্গ বলিয়া ক্রন্দন করে।
গৌরাঙ্গ দর্শন হয় সত্বরে।।
কিবা অপরূপ রূপলাবণি।
দেখিল গৌরাঙ্গ প্রতিমাখানি।।
আধ আধ হাসি বরদ রূপ।
প্রেমে গদগদ রসের কূপ।।
হাসিয়া বলেন ঠাকুর মোর।
জানিনু বাসনা আমিত তোর।।
অল্পদিন আছে প্রকটকাল।
নদীয়া-নগরে দেখিবে ভাল।।
সে লীলা সময়ে সেবিবে মোরে।
মায়াজাল আর না ধরে তোরে।।
এত বলি প্রভু অদৃশ্য হয়।
সুরভি সুন্দরী তথায় রয়।।
অশ্বত্থ নিকটে রহিলা দেবী।
নিরন্তর গৌর-চরণ সেবি।।
গোদ্রুমদ্বীপ ত' হইল নাম।
হেথায় পুরয় ভকত-কাম।।
হেথায় কুটীর বাঁধিয়া ভজে।
অনায়াসে গৌর-চরণে মজে।।
এই দ্বীপে কভু মৃকণ্ডসুত।
প্রলয়ে আছিল কথা অদ্ভুত।।
সাতকল্প আয়ু পাইল মুনি।
প্রলয়ে বড়ই বিপদ্ গণি।।

জলময় হৈল সমস্ত স্থান।
কোথা বা রহিবে করে সন্ধান।।
ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়।
কেন হেন বর লইনু হায়।।
ষোলক্রোশ মাত্র নদীয়া ধাম।
জাগিয়া ভকতে দেয় বিশ্রাম।।
জলের তরঙ্গে ভাসিয়া মুনি।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে অমনি।।
মহাকৃপা করি সুরভি তায়।
যতনে মুনিরে হেথায় উঠায়।।
সম্বিৎ লভিয়া মৃকণ্ডসুত।
দেখিল গোদ্রুমদ্বীপ অদ্ভুত।।
শতকোটি ক্রোশ বিস্তার স্থান।
নদ-নদী শোভা প্রকাশমান।।
তরুলতা কত শোভয় তথা।
পক্ষিগণ গায় শ্রীগৌর-গাথা।।
যোজনবিস্তার অশ্বত্থ হের।
সুরভিকে তথা দর্শন কর।।
ক্ষুধায় আকুল মুনি তখন।
সুরভির প্রতি বলে বচন।।
তুমি ভগবতি রাখহ প্রাণ।
দুগ্ধ দিয়া মোরে করহ ত্রাণ।।
সুরভি তখন সদয় হয়ে।
পিয়ায়িল দুগ্ধ মুনিরে লয়ে।।
সবল হইয়া মৃকণ্ডসূনু।
সুরভির প্রতি কহয় পুনঃ।
তুমি ভগবতি জননী মোর।
তোমার মায়ায় জগৎ ভোর।।

না বুঝিয়া আমি লয়েছি বর।
সপ্তকল্প জীব হয়ে অমর।।
প্রলয় সমরে বড়ই দুখ।
নানাবিধ ক্লেশ নাহিক সুখ।।
কি করি জননী বলগো মোরে।
কিসে বা যাইব এ দুখ ত'রে।।
সুরভি তখন বলিল বাণী।
ভজহ গৌরপদ দু'খানি।।
এই নবদ্বীপ প্রকৃতির পার।
কভু নাশ নাহি হয় ইহার।।
চর্ম্মচক্ষে ইহা ষোড়শ ক্রোশ।
পরম বৈকুণ্ঠ সদা নির্দ্দোষ।।
অপ্রাকৃত দেশ কাল এখানে।
জড় মায়া কেবা কেহ না জানে।।
নবদ্বীপে দেখ অপূর্ব্ব অতি।
চারিদিকে বেড়ে বিরজা সতী।।
শতকোটী ক্রোশ প্রত্যেক খণ্ড।
মধ্যে মায়াপুর নগর গণ্ড।।
অষ্টদল অষ্টদ্বীপের মান।
অন্তর্দ্বীপ তার কেশর স্থান।।
সর্ব্বতীর্থ সর্ব্ব দেবতা ঋষি।
গৌরাঙ্গ ভজিছে হেথায় বসি।।
তুমি মার্কণ্ডেয় গৌরাঙ্গপদ।
আশ্রয় করহ জানি সম্পদ।।
অকৈতব ধর্ম্ম আশ্রয় কর।
ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছা সুদূরে ধর।।
গৌরাঙ্গ-ভজন-আশ্রয়-বলে।
মধুর প্রেম ত' লভিবে ফলে।।

সেই প্রেম যবে হৃদয়ে বসে।
ভাসায় বিলাস-কলার রসে।।
ব্রজে রাধাপদ আশ্রয় হয়।
যুগল-সেবায় মানস রয়।।
সেবার সুখ অতুল জান।
অভেদ নির্ব্বাণে অপার্থ জ্ঞান।।
সুরভিবচন শুনিয়া মুনি।
করযোড়ে করি বলে অমনি।।
শ্রীগৌরচরণ ভজিব যবে।
আমার অদৃষ্ট কোথায় রবে।।
সুরভি কহিল সিদ্ধান্তসার।
শ্রীগৌরভজনে নাহি বিচার।।
শ্রীগৌর বলিয়া ডাকিবে যবে।
সমস্ত করম বিনাশ হবে।
কিছু নাহি রবে বিপাক আর।
ঘুচিবে তোমার ভব সংসার।।
কর্ম্ম কেনে একা জ্ঞানের ফল।
ঘুচিবে সমূলে হয়ে বিকল।।
তুমিত মজিবে গৌরাঙ্গরসে।
ভজিবে তাঁহার এ দ্বীপে বসে।।
মার্কণ্ডেয় শুনি আনন্দে ভাসে।
গৌর বলি কাঁদে কখন হাসে।।
এই দেখ জীব অপূর্ব্ব স্থান।
মার্কণ্ডেয় যথা পাইল প্রাণ।।
গৌরাঙ্গ মহিমা নিতাই মুখে।
শুনি জীব ভাসে পরম সুখে।।
সে স্থানে সেদিন যাপন করি।
মধ্যদ্বীপে চলে বলিয়া হরি।।
নিতাই-জাহ্নবা-চরণ সার।
জানিয়া ভক্তিবিনোদ ছার।।
নিতাই আদেশ মস্তকে ধরে।
নদীয়া-মহিমা বর্ণন করে।।

——※ ✱ ※——

নবম অধ্যায়

শ্রীমধ্যদ্বীপ ও নৈমিষ বর্ণনা।

জয় গৌরচন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ, জয় জয় গদাধর।
শ্রীবাসাদি জয়, জয় ভক্তালয়, নবদ্বীপ ধামবর।।
নিশি অবসানে, মত্ত গৌরগানে, চলিলেন নিত্যানন্দ।
সঙ্গে ভক্তগণ, প্রেমেতে মগন, বিস্তারিয়া পরানন্দ।।
মধ্যদ্বীপে আসি, বলে হাসি হাসি, এই ত' মাজিদা গ্রাম।
হেথা সপ্ত ঋষি, ভজি গৌরশশী, করিলেন সুবিশ্রাম।।
পিতৃ-সন্নিধানে, গৌর-গুণগানে, সত্যযুগে ঋষিগণ।
হইয়া মগন, যাচিল তখন, গৌরপ্রেম নিত্যধন।।
ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ, পেয়ে বড় সুখ, সপ্তপুত্রে বলে তবে।
নবদ্বীপে যাও, গৌরগুণ গাও, অনায়াসে প্রেম হবে।।
ধাম-কৃপা সার, লাভ হয় যার, তার হয় সাধু সঙ্গ।
সাধুসঙ্গে ভজে, কৃষ্ণপ্রেমে মজে, এইত' পরম রঙ্গ।।
নবদ্বীপে রতি, লভে যার মতি, সেই পায় ব্রজবাস।
অপ্রাকৃত ধাম, গৌরহরি নাম, কেবল সাধুর আশ।।
পিতৃ-উপদেশ, বুঝিয়া বিশেষ, সপ্তঋষি আসি তবে।
হরি বলি নাচে, গৌর-প্রেম যাচে, গায় গুণ উচ্চরবে।।
বলে গৌরহরি, অনুগ্রহ করি, দেখা দেও একবার।
নানা ধর্ম্ম সাধি, হৈনু অপরাধী, ভক্তি এবে কৈনু সার।।
ভক্তিনিষ্ঠা করি, ভজি গৌরহরি, ঋষিগণ করে তপ।
কিছু নাহি খায়, নিদ্রা নাহি যায়, গৌরনাম করে জপ।।
মধ্যাহ্ন সময়, গৌর দয়াময়, দেখা দিল ঋষিগণে।
শতসূর্য্য-প্রভা, যোগি-মনলোভা, শুদ্ধ পঞ্চতত্ত্ব সনে।।
কিবা সেই রূপ, অতি অপরূপ, সুবর্ণ সুন্দর মূর্ত্তি।
গলে বনমালা, দিক্ করে আলা, তাহে আভরণ স্ফূর্ত্তি।।

চাহনি সুন্দর, চিকুর চাঁচর, চন্দনের বিন্দু ভালে।
ত্রিকচ্ছ বসন, সূত্র শোভন, শোভিত মল্লিকা-মালে।।
সেরূপ দেখিয়া, মোহিত হইয়া, সবে করে নিবেদন।
তোমার চরণ, লইনু শরণ, দেহ পদে ভক্তিধন।।
শুনি গৌরহরি, বলে দয়া করি, শুন ওহে ঋষিগণ।
ছাড়ি অভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্ম-পাশ, কর কৃষ্ণ আলোচন।।
স্বল্প দিনান্তরে, নদীয়া-নগরে, হইবে প্রকট-লীলা।
তুমি সবে তবে, দর্শন করিবে, নাম-সঙ্কীর্ত্তন-খেলা।।
এ কথা এখন, রাখহ গোপন, আমার বচন ধর।
শ্রীকুমারহট্টে, নিজকৃত ঘট্টে, কৃষ্ণের ভজন কর।।
গৌর-অদর্শনে, সপ্তর্ষি তখনে, কুমার-হট্টেতে যায়।
এ স্থানে এখন, কর দরশন, সপ্তটীলা শোভা পায়।।
সপ্তর্ষি আকাশে, যেমত প্রকাশে, সপ্তটীলা তার সম।
হেথা বাস করি, পায় গৌর হরি, না সাধি নিয়ম-যম।।
ইহার দক্ষিণে, দেখহ নয়নে, আছে এক জলাধার।
এই ত' গোমতী, সুপবিত্র অতি, নৈমিষ-কানন আর।।
পুরা কল্পে কলি, হৈলে মহাবলী, শৌনকাদি ঋষিগণ।
সুতের শ্রীমুখে, শুনে সবে সুখে, গৌর-ভাগবত-ধন।
হেথা যেই জন, পুরাণ পঠন, করয় কার্ত্তিক মাসে।
সর্ব্বক্লেশ ত্যজে, গৌর-রঙ্গে মজে, ব্রজ লভে অনায়াসে।।
কভু পঞ্চানন, ছাড়ি বৃষাসন, শ্রীহংসবাহন হয়ে।
শুনিল পুরাণ, গৌরগুণগান, আপন ভকত লয়ে।।
গাইয়া গাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া, শৈব যত কাশীবাসী।
পঞ্চাননে ঘেরি, বলি গৌরহরি, পুষ্প ফেলে রাশি রাশি।।
নিতাই-বচন, শুনিয়া তখন, জীবের উথলে ভাব।
গড়াগড়ি যায়, ধৈরয না পায়, আস্বাদে ধাম-প্রভাব।।
সেদিন যাপন, করে ভক্তগণ, নিতাইচাঁদের সনে।
পরদিন সবে, চলিলেন তবে, শ্রীপুষ্কর দরশনে।।
জাহ্নবা-নিতাই, ভজন সদাই, যাহার অন্তরে জাগে।
নদীয়া মহিমা, ভক্ত-মধুরিমা, গাইছে সে জন রাগে।।

দশম অধ্যায়

শ্রীব্রাহ্মণপুষ্কর, শ্রীউচ্চহট্টাদি বর্ণন ও পরিক্রমা-প্রকার কথন

জয় গৌর-নিত্যানন্দ অদ্বৈত সহিত।
জয় গদাধর জয় শ্রীবাস পণ্ডিত।।
জয় নবদ্বীপ শুদ্ধ প্রেমভক্তিধাম।
জয় জয় জয় গৌর-নিত্যানন্দ-নাম।।
শুনহে কলির জীব ছাড়ি জ্ঞান-কর্ম্ম।
নিতাই-চৈতন্য ভজ ত্যজি ধর্ম্মাধর্ম্ম।।
দয়ার সমুদ্র সেই গৌর-নিত্যানন্দ।
অকাতরে দিবে ভাই সার ব্রজানন্দ।।
যামিনী প্রভাত হৈলে নিত্যানন্দ রায়।
জীবেরে লইয়া ধামভ্রমণেতে যায়।।
বলে, দেখ জীব এই গ্রাম মনোহর।
এখন ব্রাহ্মণপুরা ডাকে সর্ব্ব নর।।
ব্রাহ্মণপুষ্কর নাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
হেথা যে রহস্য তাহা অতি গুহ্য হয়।।
সত্যযুগে দিবদাস নামেতে ব্রাহ্মণ।
গৃহ ত্যজি করে সর্ব্বতীর্থ দরশন।।
পুষ্করতীর্থেতে তার হৈল বড় প্রীত।
তথাপি ভ্রমিতে নবদ্বীপে উপস্থিত।।
এই স্থানে রাত্রযোগে দেখিল স্বপন।
হেথা বাস কর বিপ্র পাবে নিত্যধন।।
এই স্থানে কুটীর বাঁধিয়া দিবদাস।
বৃদ্ধকালাবধি তেঁহে করিলেন বাস।।
বৃদ্ধকালে চলিতে অশক্ত দ্বিজবর।
ইচ্ছা হৈল, এবে আমি দেখিব পুষ্কর।।
চলিতে না পারে দ্বিজ করয় ক্রন্দন।
আর না পাইব আমি পুষ্কর দর্শন।।
তখন পুষ্কররাজ সদয় হইল।
দ্বিজরূপে দিবদাসে দরশন দিল।।
দিবদাসে বলে বিপ্র না কর ক্রন্দন।
তোমার সম্মুখে এই কুণ্ড সুশোভন।।
এই কুণ্ডে স্নান তুমি কর একবার।
প্রত্যক্ষ হইবে তীর্থ পুষ্কর তোমার।।
তাহা শুনি কুণ্ডে স্নান করে দ্বিজবর।
দিব্যচক্ষু লভি দেখে সম্মুখে পুষ্কর।।
ক্রন্দন করিয়া দ্বিজ পুষ্করে বলিল।
আমা লাগি বড় ক্লেশ তোমার হইল।।
পুষ্কর বলেন, শুন দ্বিজ ভাগ্যবান্।
দূর হৈতে না আসিনু হেথা বিদ্যমান্।।
এই নবদ্বীপধাম সর্ব্বতীর্থময়।
নবদ্বীপে সেবি হেথা থাকে তীর্থচয়।।
আমার স্বরূপ এক পাশ্চাত্যে প্রকাশ।
নিজে আমি এই স্থানে নিত্য করি বাস।।
শতবার কেহ সেই তীর্থে করি স্নান।
যেই ফল পায় হেথা সে ফল বিধান।।
অতএব নবদ্বীপ ছাড়ি যেই জন।
অন্য তীর্থ আশা করে সে মূঢ় দুর্জ্জন।।

সর্ব্বতীর্থ ভ্রমি যদি হয় ফলোদয়।
নবদ্বীপে তবে তার বাসস্থান হয়।।
ঐ দেখ উচ্চস্থান হট্টের সমান।
কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত তথা বিদ্যমান্।।
সরস্বতী দৃষদ্বতী দুই পার্শ্বে তার।
অতি শোভা পায় পূণ্য করয়ে বিস্তার।।
ওহে বিপ্র, গূঢ় কথা বলিব তোমায়
অতি অল্পকালে হবে আনন্দ হেথায়।।
মায়াপুরে শচীগৃহে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
প্রকট হইয়া প্রেম বিলাবে বিস্তর।।
এই সব স্থানে প্রভু ভক্তবৃন্দ লয়ে।
সঙ্কীর্ত্তনরসে নাচিবেন মত্ত হয়ে।।
সর্ব্ব অবতারে ছিলা যে যে ভক্তগণ।
সকলে লইয়া প্রভু করিবে কীর্ত্তন।।
প্রেম-বন্যা-জলে সর্ব্ব জগৎ ভাসাবে।
কুতার্কিক বিনা সবে মহাপ্রেম পাবে।।
এই ধামনিষ্ঠাকরি যেবা করে বাস।
তারে মিলে গৌরপদ ওহে দিবদাস।।
কোটী কোটী বর্ষ করি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।
তথাপি নামেতে রতি না পায় দুর্জ্জন।।
গৌরাঙ্গ ভজিলে দুষ্টভাব দূরে যায়।
অল্প দিনে ব্রজধামে রাধা-কৃষ্ণ পায়।।
নিজ সিদ্ধদেহ পায় সখীর আশ্রয়।
নিজ কুঞ্জ শ্রীযুগলসেবা তার হয়।।
ওহে বিপ্র, হেথা থাকি করহ ভজন।
সপার্ষদে শ্রীগৌরাঙ্গ পাবে দরশন।।
এই কথা বলি তীর্থরাজ গেল চলি।
শুনিল আকাশবাণী আইসে ধন্য কলি।।

তুমি বিপ্র সেই কালে জন্মিবে আবার।
শ্রীগৌরকীর্ত্তন প্রেমে দিবে ত' সাঁতার।।
এত শুনি দিবদাস নিশ্চিন্ত হইল।
এই কুণ্ডতীরে বসি ভজন করিল।।
এসব পুরাণ কথা শ্রীজীবে কহিয়া।
উচ্চহট্ট কুরুক্ষেত্রে প্রবেশিলা গিয়া।।
নিত্যানন্দ বলে হেথা সর্ব্বদেবগণ।
কুরুক্ষেত্রে তীর্থ-সহ কৈল আগমন।।
ব্রহ্মাবর্তে কুরুক্ষেত্র যত তীর্থ ছিল।
সর্বতীর্থ আসি হেথা বিরাজ করিল।।
পৃথুদক আদি করি সব হেথা বৈসে।
সবে নবদ্বীপ সেবা করে অনায়াসে।
শতবর্ষ কুরুক্ষেত্রে বাসে যেই ফল।
হেথা একরাত্র বাসে লভে সে-সকল।।
প্রভু বলে, হেতা বাস করি দেবগণ।
হট্ট করি গৌরকথা করে আলোচন।।
হট্টডাঙ্গা বলি নাম হইল ইহার।
ইহার দর্শনে পায় প্রেমপারাবার।।
এই এক সীমা জীব দেখ নদীয়ার।
এবে চল যাই মোরা ভাগীরথী পার।।
ভাগীরথী পার হয়ে মধ্যাহ্ন সময়।
কোলদ্বীপে নিত্যানন্দ হইল উদয়।।
কুলিয়াপাহাড় পুরে যাইতে যাইতে।
শ্রীজীবে নিতাইচাঁদ লাগিল কহিতে।।
যে ক্রমে আইনু মোরা হয়ে গঙ্গাপার।
সেই ক্রম সিদ্ধ-ক্রম পরিক্রমা-সার।।
যবে প্রভু শ্রীচৈতন্য লয়ে নিজগণ।
করিলেন শ্রীচৌদ্দমাদল সঙ্কীর্ত্তন।।

কাজিরে শোধিতে প্রভু সন্ধ্যা আগমনে।
মায়াপুর ছাড়ি চলে লয়ে ভক্তজনে।।
সেই রাত্র ব্রহ্মারাত্র শীঘ্র নহে শেষ।
এই ক্রমে মহাপ্রভু ভ্রমে নিজ দেশ।।
তারপর প্রতি একাদশী তিথি ধরি।
ভ্রমিলা আমার প্রভু সঙ্কীর্ত্তন করি।।
কভু পঞ্চক্রোশ ভ্রমে অন্তর্দ্বীপময়।
কভু অষ্টক্রোশ ভ্রমে যেন মনে লয়।।
নিজ গৃহ হৈতে বারকোণা ঘাট ছাড়ি।
দীর্ঘিকা বেষ্টনে যায় শ্রীধরের বাড়ী।।
তথা হৈতে অন্তর্দ্বীপ-সীমা ভ্রমি আসে।
পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা হয় অনায়াসে।।
সিমুলিয়া হয়ে কাজিগৃহ বেড়ি চলে।
শ্রীধরে সম্ভাষি আইসে গাদিগাছা স্থলে।।
মাজিদা হইতে হয় ভাগীরথী পার।
পারডাঙ্গা ছিনাডাঙ্গা পুলিন বিস্তার।।
ছাড়িয়া জাহ্নবী পার হইয়া তখন।
অষ্টক্রোশ ভ্রমি চলে আপন ভবন।।
সিদ্ধ-পরিক্রমা হয় পূর্ণ ষোলক্রোশ।
সেই পরিক্রমা কৈলে প্রভুর সন্তোষ।।
সেই পরিক্রমা আমি তোমারে করাই।
ইহার সমান পরিক্রমা আর নাই।।
বৃন্দাবন ষোলক্রোশ দ্বাদশ কানন।
এই পরিক্রমা মধ্যে পাবে দরশন।।
নবরাত্রে এই পরিক্রমা শেষ হয়।
নবরাত্র বলি এর নাম শাস্ত্রে কয়।।
পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা একদিনে করে।
রাত্রত্রয় অষ্টক্রোশ পরিক্রমা ধরে।।
একরাত্র মায়াপুরে দ্বিতীয় গোদ্রুমে।
পুলিনে তৃতীয় রাত্র সেই ক্রমে ভ্রমে।।
শুনি পরিক্রমা-তত্ত্ব জীব মহাশয়।
প্রেমেতে অধৈর্য হয়ে কতক্ষণ রয়।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া আশ যার।
নদীয়া-মহিমা বর্ণে অকিঞ্চন ছার।।

একাদশ অধ্যায়
শ্রীশ্রীকোলদ্বীপ, শ্রীসমুদ্রগড়, শ্রীচম্পহট্ট ও শ্রীশ্রীজয়দেব-কথা বর্ণন

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।।
জয় জয় গৌড়ভূমি সর্ব্বভূমি সার।
যথা নামসহ শ্রীচৈতন্য-অবতার।।
নিত্যানন্দ-প্রভু বলে, শুন সর্ব্বজন।
পঞ্চবেণীরূপে গঙ্গা হেথায় মিলন।।
মন্দাকীনি অলকা সহিত ভাগীরথী।
গুপ্তভাবে হেথায় আছেন সরস্বতী।।
পশ্চিমে যমুনাসহ আইসে ভোগবতী।
তাহাতে মানসগঙ্গা মহাবেগবতী।।
মহা মহা প্রয়াগ বলিয়া ঋষিগণে।
কোটী কোটী যজ্ঞ হেথা কৈল ব্রহ্মা সনে।।
ব্রহ্মসত্র স্থান এই মহিমা অপার।
হেথা স্নান করিলে জনম নহে আর।।
ইহার মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে।
শুষ্ক ধারাসম কোন তীর্থ হইতে নারে।।
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ত্যজিয়া জীবন।
সর্ব্বজীব পায় শ্রীগোলক-বৃন্দাবন।।
কুলিয়াপাহাড় বলি খ্যাত এই স্থান।
গঙ্গাতীরে উচ্চভূমি পর্ব্বত সমান।।
কোলদ্বীপ নাম শাস্ত্রে আছয় বর্ণন।
সত্যযুগ কথা এক শুন সর্ব্বজন।।
বাসুদেব নামে এক ব্রাহ্মণকুমার।
বরাহদেবের সেবা করে বার বার।।
শ্রীবরাহমূর্ত্তি পূজি করে উপাসনা।
সর্ব্বদা বরাহদেবে করয় প্রার্থনা।।
প্রভু মোরে কৃপা করি দেহ দরশন।
সফল হউক মোর নয়ন জীবন।।
এই বলি কাঁদে বিপ্র গড়াগড়ি যায়।
প্রভু নাহি দেখা দিলে জীবন বৃথায়।।
কতদিনে শ্রীবরাহ অনুকম্পা করি।
দেখা দিলা বাসুদেবে কোলরূপ ধরি।।
নানা রত্ন-ভূষণে ভূষিত কলেবর।
পদ-গ্রীবা-নাসা-মুখ-চক্ষু-মনোহর।।
পর্ব্বত সমান উচ্চ শরীর তাঁহার।
দেখি বিপ্র নিজে ধন্য মানে বার বার।।
ভূমে পড়ি বিপ্র প্রণমিয়া প্রভু-পায়।
কাঁদিয়া আকুল হৈল গড়াগড়ি যায়।।
বিপ্রের ভকতি দেখি বরাহ তখন।
কহিলেন বাসুদেবে মধুর বচন।।
"ওহে বাসুদেব, তুমি ভকত আমার।
বড় তুষ্ট হৈনু পূজা পাইয়া তোমার।।
এই নবদ্বীপে মোর প্রকট বিহার।
কলি আগমনে হবে শুন বাক্যসার।।
নবদ্বীপসম ধাম নাহি ত্রিভুবনে।
অতি প্রিয়ধাম মোর আছে সংগোপনে।।
ব্রহ্মাবর্ত্তসহ আছে পূণ্যতীর্থ যত।
সে-সব আছয়ে হেথা শাস্ত্রের সম্মত।।
যে স্থানে ব্রহ্মার যজ্ঞে প্রকাশ হইয়া।
নাশিলাম হিরণ্যাক্ষ দন্তে বিদারিয়া।।

সেই স্থান পূণ্যভূমি এই স্থানে রয়।
যথায় আমার এবে হইল উদয়।।
নবদ্বীপ সেবি সর্ব্বতীর্থ বিরাজয়।
নবদ্বীপবাসে সর্ব্বতীর্থ বাস হয়।।
ধন্য তুমি নবদ্বীপে সেবিলে আমায়।
শ্রীগৌরপ্রকটকালে জন্মিবে হেথায়।।
অনায়াসে দেখিবে সে মহাসঙ্কীর্ত্তন।
অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গরূপ পাবে দরশন।"
এত বলি শ্রীবরাহ হৈল অন্তর্দ্ধান।
দৈব-বাণী হৈল বিপ্রে বুঝিতে সন্ধান।।
পরম পণ্ডিত বাসুদেব মহাশয়।
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া জানিল নিশ্চয়।।
বৈবস্বত-মন্বন্তরে কলির সন্ধ্যায়।
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু-লীলা হবে নদীয়ায়।।
ঋষিগণ সেই তত্ত্ব রাখিল গোপনে।
ইঙ্গিতে কহিল সব বুঝে বিজ্ঞজনে।।
প্রকট হইলে লীলা হইবে প্রকাশ।
এবে গোপ্য এই তত্ত্ব পাইল আভাস।।
পরম আনন্দে বিপ্র করে সঙ্কীর্ত্তন।
গৌরনাম গায় মনে মনে সর্ব্বক্ষণ।।
পর্ব্বত প্রমাণ কোলদেবের শরীর।
দেখি বাসুদেব মনে বিচারিল ধীর।।
কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এই স্থান হয়।
সেই হৈতে পর্ব্বতাখ্য হৈল পরিচয়।।
ওহে জীব, নিত্যলালীময় বৃন্দাবনে।
গিরি গোবর্দ্ধন এই জানে ভক্তজনে।।
শ্রীবহুলাবন দেখ ইহার উত্তরে।
রূপের ছটায় সর্ব্বদিক্ শোভা করে।।
বৃন্দাবনে যে যে ক্রমে দ্বাদশ কানন।
সে ক্রম নাহিক হেথা বল্লভ-নন্দন।।
প্রভু ইচ্ছামতে হেথা ক্রম-বিপর্যয়।
ইহার তাৎপর্য জানে প্রভু ইচ্ছাময়।।
যেইরূপ আছে হেথা দেখ সেইরূপ।
বিপর্যয়ে প্রেমবৃদ্ধি এই অপরূপ।।
কিছুদূর গিয়া প্রভু বলেন বচন।
এই যে সমুদ্রগড়ি কর দরশন।।
সাক্ষাৎ দ্বারকাপুরী শ্রীগঙ্গাসাগর।
দুই তীর্থ আছে হেথা দেখ বিজ্ঞবর।।
শ্রীসমুদ্রসেন রাজা ছিল এই স্থানে।
বড় কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ বিনা নাহি জানে।।
যবে ভীমসেন আইল নিজ সৈন্য লয়ে।
ঘেরিল সমুদ্রগড়ি বঙ্গদিগ্বিজয়ে।।
রাজা জানে কৃষ্ণ এক পাণ্ডবের গতি।
পাণ্ডব বিপদে পৈলে আইসে যদুপতি।।
যদি আমি পারি ভীমে দেখাইতে ভয়।
ভীম-আর্ত্তনাদে হরি হবে দয়াময়।।
দয়া করি আসিবেন এ দাসের দেশে।
দেখিব সে শ্যামমূর্ত্তি চক্ষে অনায়াসে।।
এত ভাবি নিজ সৈন্য সাজাইল রায়।
গজ বাজি পদাতিক লয়ে যুদ্ধে যায়।।
শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া রাজা বাণ নিক্ষেপয়।
বাণে জর জর ভীম পাইল বড় ভয়।।
মনে মনে ডাকে কৃষ্ণ বিপদ দেখিয়া।
রক্ষা কর ভীমে নাথ শ্রীচরণ দিয়া।।
সমুদ্রসেনের সহ যুঝিতে না পারি।
ভঙ্গ দিলে বড় লজ্জা তাহা সইতে নারি।।

পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ পাই পরাজয়।
বড়ই লজ্জার কথা ওহে দয়াময়।।
ভীমের করুণ-নাদ শুনি দয়াময়।
সেই যুদ্ধস্থলে কৃষ্ণ হইল উদয়।।
না দেখে সে রূপ কেহ অপূর্ব্ব ঘটনা।
শ্রীসমুদ্রসেন মাত্র দেখে একজনা।।
নবজলধর-রূপ কৈশোর মুরতি।
গলে দোলে বনমালা মুকুতার ভাতি।।
সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার অতি সুশোভন।
পীতবস্ত্র পরিধান অপূর্ব্ব গঠন।।
সে রূপ দেখিয়া রাজা প্রেমে মূর্চ্ছা যায়।
মূর্চ্ছা সম্বরিয়া কৃষ্ণে প্রার্থনা জানায়।।
তুমি কৃষ্ণ জগন্নাথ পতিতপাবন।
পতিত দেখিয়া মোরে তব আগমন।।
তব লীলা জগজ্জন করয় কীর্ত্তন।
শুনি দেখিবার ইচ্ছা হইল তখন।।
কিন্তু মোর ব্রত ছিল ওহে দয়াময়।
এই নবদ্বীপে তব হইবে উদয়।।
হেথায় দেখিব তব রূপ মনোহর।
নবদ্বীপ ছাড়িবারে না হয় অন্তর।।
সেই ব্রত রক্ষা মোর করি দয়াময়।
নবদ্বীপে কৃষ্ণরূপে হইলে উদয়।।
তথাপি আমার ইচ্ছা অতি গূঢ়তর।
গৌরাঙ্গ হউন মোর অক্ষির গোচর।।
দেখিতে দেখিতে রাজা সম্মুখে দেখিল।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারূপ মাধুর্য্য অতুল।।
শ্রীকুমুদবনে কৃষ্ণসখীগণ সনে।
অপরাহ্নে করে লীলা গিয়া গোচারণে।।

ক্ষণেকে হইল সেই লীলা অদর্শন।
শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ হেরে ভরিয়া নয়ন।।
মহাসঙ্কীর্ত্তনবেশ সঙ্গে ভক্তগণ।
নাচিয়া নাচিয়া প্রভু করেন কীর্ত্তন।।
পুরটসুন্দরকান্তি অতি মনোহর।
নয়ন মাতায় অতি কাঁপায় অন্তর।।
সেই রূপ হেরি রাজা নিজে ধন্য মানে।
বহু স্তব করে তবে গৌরাঙ্গ-চরণে।।
কতক্ষণে সে-সকল হইল অদর্শন।
কাঁদিতে লাগিল রাজা হয়ে অন্য মন।।
ভীমসেন এই পর্ব্ব না দেখে নয়নে।
ভাবে রাজা যুদ্ধে ভীত হৈল এতক্ষণে।।
অত্যন্ত বিক্রম করে পাণ্ডুর নন্দন।
রাজা তুষ্ট হয়ে কর যাচে ততক্ষণ।।
কর পেয়ে ভীমসেন অন্য স্থানে যায়।
ভীম-দ্বিগিজয় সর্ব্ব জগতেতে গায়।।
এই সেই সমুদ্রগড়ি নবদ্বীপ-সীমা।
ব্রহ্মা নাহি জানে এই স্থানের মহিমা।।
সমুদ্র আসিয়া হেথা জাহ্নবী আশ্রয়ে।
প্রভুপদ সেবা করে ভক্তভাব লয়ে।।
জাহ্নবী বলেন, সিন্ধু, অতি অল্পদিনে।
তব তীরে প্রভু মোর রহিবে বিপিনে।।
সিন্ধু বলে, শুন দেবি, আমার বচন।
নবদ্বীপ নাহি ছাড়ে শচীর নন্দন।।
যদ্যপিও কিছুদিন রহে মম তীরে।
অপ্রত্যক্ষে রহে তবু নদীয়া ভিতরে।।
নিত্যধাম নবদ্বীপ প্রভুর হেথায়।
প্রকট ও অপ্রকট-লীলা বেদে গায়।।

হেথা তবাশ্রয়ে আমি রহিব সুন্দরী।
সেবিব শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।।
এই বলি পয়োনিধি নবদ্বীপে রয়।
গৌরাঙ্গের নিত্যলীলা সতত চিন্তয়।।
তবে নিত্যানন্দ আইলা চম্পহট্ট গ্রাম।
বাণীনাথ-গৃহে তথা করিল বিশ্রাম।।
অপরাহ্নে চম্পহট্ট করয় ভ্রমণ।
নিত্যানন্দ বলে, শুন বল্লভ-নন্দন।।
এই স্থানে ছিল পূর্ব্বে চম্পক কানন।
খদির বনের অংশ সুন্দর দর্শন।।
চম্পলতা সখী নিত্য চম্পক লইয়া।
মালা গাঁথি রাধাকৃষ্ণে সেবিতেন গিয়া।।
কলি বৃদ্ধি হইলে সেই চম্পক-কাননে।
মালিগণ ফুল লয় অতি হৃষ্ট মনে।।
হট্ট করি চম্পক-কুসুম লয়ে বসি।
বিক্রয় করয় লয় যত গ্রামবাসী।।
সেই হৈতে শ্রীচম্পকহট্ট হৈল নাম।
চাঁপাহাটি সবে বলে মনোহর ধাম।।
যে কালে লক্ষণসেন নদীয়ার রাজা।
জয়দেব নবদ্বীপে হন তাঁর প্রজা।।
বল্লালদীর্ঘিকাকূলে বাঁধিয়া কুটির।
পদ্মাসহ বৈসে তথা জয়দেব ধীর।।
দশ অবতার স্তব রচিল তথায়।
সেই স্তব লক্ষণের হস্তে কভু যায়।।
পরম আনন্দে স্তব করিল পঠন।
জিজ্ঞাসিলা রাজা, স্তব কৈল কোন্ জন।।
গোবর্দ্ধন আচার্য রাজারে তবে কয়।
মহাকবি জয়দেব রচয়িতা হয়।।

কোথা জয়দেব কবি জিজ্ঞাসে ভূপতি।
গোবর্দ্ধন বলে এই নবদ্বীপে স্থিতি।।
শুনিয়া গোপনে রাজা করিয়া সন্ধান।
রাত্রযোগে আইল তবে জয়দেব-স্থান।।
বৈষ্ণব-বেশেতে রাজা কুটীরে প্রবেশে।
জয়দেব নতি করি বৈসে একদেশে।।
জয়দেব জানিলেন ভূপতি এ জন।
বৈষ্ণব-বেশেতে আইল হয়ে অকিঞ্চন।।
অল্পক্ষণে রাজা তবে দেয় পরিচয়।
জয়দেবে যাচে যাইতে আপন আলয়।।
অত্যন্ত বিরক্ত জয়দেব মহামতি।
বিষয়ি-গৃহেতে যেতে না করে সম্মতি।।
কৃষ্ণভক্ত জয়দেব বলিল তখন।
তব দেশ ছাড়ি আমি করিব গমন।।
বিষয়ি-সংসর্গ কভু না দেয় মঙ্গল।
গঙ্গা পার হয়ে যাব যথা নীলাচল।।
রাজা বলে, শুন প্রভু, আমার বচন।
নবদ্বীপ ত্যাগ নাহি কর কদাচন।।
তব বাক্য সত্য হবে মোর ইচ্ছা রবে।
হেন কার্য্য কর দেব মোরে কৃপা যবে।।
গঙ্গাপারে চম্পহট্ট স্থান মনোহর।
সেই স্থানে থাক তুমি দু'এক বৎসর।।
মম ইচ্ছামতে আমি তথা না যাইব।
তব ইচ্ছা হলে তব চরণ হেরিব।।
রাজার বচন শুনি মহা কবিবর।
সম্মত হইয়া বলে বচন সত্বর।।
যদ্যপি বিষয়ী তুমি এ রাজ্য তোমার।
কৃষ্ণভক্ত তুমি তব নাহিক সংসার।।

পরীক্ষা করিতে আমি বিষয়ী বলিয়া।
সম্ভাষিনু তবু তুমি সহিলে শুনিয়া।।
অতএব জানিলাম তুমি কৃষ্ণভক্ত।
বিষয় লইয়া ফির হয়ে অনাসক্ত।।
চম্পকহট্টেতে আমি কিছুদিন রব।
গোপনে আসিবে তুমি ছাড়িয়া বৈভব।।
হৃষ্টচিত্ত হয়ে রাজা অমাত্য দ্বারায়।
চম্পকহট্টেতে গৃহ নির্ম্মাণ করায়।।
তথা জয়দেব কবি রহে দিন কত।
শ্রীকৃষ্ণভজন করে রাগমার্গ মত।।
পদ্মাবতী দেবী আনে চম্পকের ভার।
জয়দেব পূজে কৃষ্ণ নন্দের কুমার।।
মহাপ্রেমে জয়দেব করয় পূজন।
দেখিল শ্রীকৃষ্ণ হৈল চম্পকবরণ।।
পুরটসুন্দর কান্তি অতি মনোহর।
কোটীচন্দ্রনিন্দি মুখ পরম সুন্দর।।
চাঁচর-চিকুর শোভে গলে ফুলমালা।
দীর্ঘবাহু রূপে আলো করে পর্ণশালা।।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ-রূপ মহাকবিবর।
প্রেমে মূর্চ্ছা যায় চক্ষে অশ্রু ঝর ঝর।।
পদ্মাবতী দেবী সেই রূপ নিরখিয়া।
হইল চৈতন্যহীন ভুমেতে পড়িয়া।।
পদ্মহস্ত দিয়া প্রভু তোলে দুই জনে।
কৃপা করি বলে তবে অমিয়-বচনে।।
তুমি দোঁহে মম ভক্ত পরম উদার।
দরশন দিতে ইচ্ছা হইল আমার।।
অতি অল্প দিনে এই নদীয়া নগরে।
জনম লইব আমি শচীর উদরে।।

সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত সনে।
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে বিতরিব প্রেমধনে।।
চব্বিশ বৎসরে আমি করিয়া সন্ন্যাস।
করিব অবশ্য নীলাচলেতে নিবাস।।
তথা ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রেমাবেশে।
শ্রীগীতগোবিন্দ আস্বাদিব অবশেষে।।
তব বিরচিত গীতগোবিন্দ আমার।
অতিশয় প্রিয়বস্তু কহিলাম সার।।
এই নবদ্বীপধাম পরম চিন্ময়।
দেহান্তে আসিবে হেথা কহিনু নিশ্চয়।।
এবে তুমি দোঁহে যাও যথা নীলাচল।
জগন্নাথে সেব গিয়া পাবে প্রেমবল।।
এত বলি গৌরচন্দ্র হৈল অদর্শন।
প্রভুর বিচ্ছেদে মূর্চ্ছা গেল দুই জন।।
মূর্চ্ছা শেষে অনর্গল কাঁদিতে লাগিল।
কাঁদিতে কাঁদিতে সব নিবেদন কৈল।।
হায় কিবা রূপ মোরা দেখিনু নয়নে।
কেমনে বাঁচিব এবে তাঁর অদর্শনে।।
নদীয়া ছড়িতে প্রভু কেন আজ্ঞা কৈল।
বুঝি এই ধামে কিছু অপরাধ হৈল।।
এই নবদ্বীপ-ধাম পরম চিন্ময়।
ছাড়িতে মানস এবে বিকলিত হয়।।
ভাল হৈত নবদ্বীপে পশুপক্ষী হয়ে।
থাকিতাম চিরদিন ধামচিন্তা লয়ে।।
পরাণ ছাড়িতে পারি তবু এই ধাম।
ছাড়িতে না পারি এই গূঢ় মনস্কাম।
ওহে প্রভু, শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা বিতরিয়া।
রাখ আমা দোঁহে হেথা শ্রীচরণ দিয়া।।

বলিতে বলিতে দোহে কাঁদে উচ্চরায়।
দৈববাণী সেইক্ষণে শুনিবারে পায়।।
দুঃখ নাহি কর দোহে যাও নীলাচল।
দুই কথা হবে চিত্ত না কর চঞ্চল।।
কিছুদিন পূর্ব্বে দোঁহে করিলে মানস।
নীলাচলে বাস করি কতক দিবস।।
সেই বাঞ্ছা জগবন্ধু পূরাইল তব।
জগন্নাথ চাহে তব দর্শন সম্ভব।।
জগন্নাথে তুষি পুনঃ ছাড়িয়া শরীর।
নবদ্বীপে দুইজনে নিত্য হবে স্থির।।
দৈববাণী শুনি দোঁহে চলে ততক্ষণ।
পাছে ফিরি নবদ্বীপ করেন দর্শন।।
ছল ছল করে নেত্র জলধারা বহে।
নবদ্বীপবাসিগণে দৈন্যবাক্য কহে।।
তোমার করিয়া কৃপা এই দুই জনে।
অপরাধ করিয়াছি করহ মার্জ্জনে।।
অষ্টদল পদ্মসহ নবদ্বীপ ভায়।
দেখিতে দেখিতে দোঁহে কতদূরে যায়।।
দূরে গিয়া নবদ্বীপ নাহি দেখে আর।
কাঁদিতে কাঁদিতে গৌড়ভূমি হয় পার।।
কতদিনে নীলাচলে পৌঁছিয়া দু'জনে।
জগন্নাথ দরশন কৈল হৃষ্ট মনে।।
ওহে জীব, এই জয়দেব-স্থান হয়।
উচ্চভূমি মাত্র আছে বৃদ্ধলোকে কয়।।
জয়দেব স্থান দেখি শ্রীজীব তখন।
প্রেমে গড়াগড়ি যায় করয়ে রোদন।।
ধন্য জয়দেব কবি ধন্য পদ্মাবতী।
শ্রীগীতগোব্দি ধন্য, ধন্য কৃষ্ণরতি।।
জয়দেব ভোগ কৈল যেই প্রেমসিন্ধু।
কৃপা করি দেহ মোরে তার একবিন্দু।
এই কথা বলি জীব ধরণী লোটায়।
নিত্যানন্দ-শ্রীচরণে গড়াগড়ি যায়।।
সেই রাত্র সবে রয় বাণীনাথ-ঘরে।
বংশ-সহ বাণী নিত্যানন্দ-সেবা করে।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া আশ যার।
নদীয়া-মাহত্ম্য গায় অকিঞ্চন ছার।।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীশ্রীঋতুদ্বীপ, শ্রীরাধাকুণ্ড বর্ণন

জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, জয় প্রভু নিত্যানন্দ, জয়াদ্বৈত জয় গদাধর।
শ্রীবাসাদি ভক্ত জয়, জয় জগন্নাথালয়, জয় নবদ্বীপ ধামবর।।
প্রভাত হইল রাত্র, ভক্তগণ তুলে গাত্র, শ্রীগৌর-নিতাইচাঁদে ডাকে।
ভক্তসহ নিত্যানন্দ, চলে ভজি পরানন্দ, চম্পহট্ট পশ্চাতেতে রাখে।।
তথা হৈতে বাণীনাথ, চলে নিত্যানন্দ সাথ, বলে হেন দিন কবে পাব।।
নিতাই চাঁদের সঙ্গে, পরিক্রমা করি রঙ্গে, মায়াপুরে প্রভু-গৃহে যাব।।

দেখিতে দেখিতে তবে, রাতপুর চলে সবে, দেখি সেই নগরের শোভা।।
প্রভু নিত্যানন্দ বলে, ঋতুদ্বীপে আইলে চলে, এই স্থান অতি মনোলোভা।।
বৃক্ষ সব নতশির, পবন বহয়ে ধীর, কুসুম ফুটেছে চারিভিত।
ভৃঙ্গের ঝঙ্কার রব, কুসুমের গন্ধাসব, মাতায় পথিকগণচিত।।
বলিতে বলিতে রায়, হৈল পাগলের প্রায়, বলে শিঙ্গা আন শীঘ্রগতি।
বৎসগণ যায় দূরে, কানাই নিদ্রিতপুরে, এখন না আইসে শিশুমতি।।
কোথায় সুবল দাম, আমি একা বলরাম, গোচারণে যাইতে না পারি।
কানাই কানাই বলি, ডাক ছাড়ে মহাবলী, লাফ মারে হাত দুই চারি।।
সে ভাব দর্শন করি, ভক্তগণ ত্বরা করি, নিবেদয় নিতাইয়ের পায়।
ওহে প্রভু নিত্যানন্দ, ভাই তব গৌরচন্দ্র, নাহি এবে আছেন হেথায়।।
সন্ন্যাস করিয়া হরি, গেল নীলাচলোপরি, আমাদের কাঙ্গাল করিয়া।
তাহা শুনি নিত্যানন্দ, হইলেন নিরানন্দ, কাঁদি লোটে ভূমেতে পড়িয়া।।
কি দুঃখে কানাই ভাই, আমা সবে ছাড়ি যাই, সন্ন্যাসী হইল নীলাচলে।
এ জীবন না রাখিব, যমুনায় ঝাঁপ দিব, বলি অচেতন সেই স্থলে।।
নিত্যানন্দে মহাভাব, করি সবে অনুভব, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে।
চারিদণ্ড দিন হৈল, নিত্যানন্দ না উঠিল, ভক্ত সবে গৌর-গীত ধরে।।
গৌরাঙ্গের নাম শুনি, নিতাই উঠে অমনি, বলে এই রাধাকুণ্ড স্থান।
হেথা ভক্ত সঙ্গে করি, অপরাহ্নে গৌরহরি, করিতেন কীর্ত্তন বিধান।।
দেখ শ্যামকুণ্ডশোভা, জগজ্জন-মনোলোভা, সখীগণ-কুঞ্জ নানা স্থানে।
হেথা অপরাহ্নে গোরা, সঙ্কীর্ত্তনে হয়ে ভোরা, তুষিলেন সবে প্রেমদানে।।
এ স্থান সমান ভাই, ত্রিজগতে নাহি পাই, ভক্তের ভজন-স্থান জান।
হেথায় বসতি যাঁর, প্রেমধন লাভ তাঁর, সুশীতল হয় তাঁর প্রাণ।
সেদিন সে স্থানে থাকি, শ্রীগৌরাঙ্গ নাম ডাকি, প্রেমে মগ্ন সর্ব্ব ভক্তগণ।
ঋতুদ্বীপে সবে বসি, ভজে শ্রীচৈতন্য-শশী, রাত্রিদিন করিল যাপন।।
নাচিতে নাচিতে তবে, নিত্যানন্দ চলে যবে, শ্রীবিদ্যানগরে উপনীত।
বিদ্যানগরের শোভা, মুনিজন-মনোলোভা, ভক্তগণ দেখি প্রফুল্লিত।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদ, যে জনার সুসম্পদ, সে ভক্তিবিনোদ অকিঞ্চন।
নদীয়া-মাহাত্ম্য গায়, ধরি ভক্তজন পায়, যাচে মাত্র কৃষ্ণভক্তিধন।।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীবিদ্যানগর ও শ্রীশ্রীজহ্নুদ্বীপ বর্ণন

জয় গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর।
শ্রীবাস শ্রীনবদ্বীপ কীর্ত্তনসাগর।।
শ্রীবিদ্যানগরে আসি নিত্যানন্দরায়।
বিদ্যানগরের তত্ত্ব শ্রীজীবে শিখায়।।
নিত্যধাম নবদ্বীপ প্রলয় সময়ে
অষ্টদল পদ্মরূপে থাকে শুদ্ধ হয়ে।।
সর্ব্ব অবতারে আর ধন্যজীব যত।
কমলের একদেশে থাকে কত শত।।
ঋতুদ্বীপ অন্তর্গত এ বিদ্যানগরে।
মৎসরূপী ভগবান্ সর্ব্ববেদ ধরে।।
সর্ব্ববিদ্যা থাকে বেদ আশ্রয় করিয়া।
শ্রীবিদ্যানগর নাম এই স্থানে দিয়া।।
পুনঃ যবে সৃষ্টি-মুখে ব্রহ্মা মহাশয়।
অতি ভীত হন দেখি সকল প্রলয়।।
সেই কালে প্রভু-কৃপা হয় তাঁর প্রতি।
এই স্থান পেয়ে ভগবানে করে স্তুতি।।
মুখ খুলিবার কালে দেবী সরস্বতী।
ব্রহ্মজিহ্বা হৈতে জন্মে অতি রূপবতী।।
সরস্বতী শক্তি পেয়ে দেব-চতুর্ম্মুখ।
শ্রীকৃষ্ণে করেন স্তব পেয়ে বড় সুখ।।
সৃষ্টি যবে হয় মায়া সর্ব্বদিক্ ঘেরি।
বিরজার পারে থাকে গুণত্রয় ধরি।।
মায়া প্রকাশিত বিশ্বে বিদ্যার প্রকাশ।
করে ঋষিগণ তবে করিয়া প্রয়াস।।

এই ত' সারদা-পীঠ করিয়া আশ্রয়।
ঋষিগণ করে অবিদ্যার পরাজয়।।
চৌষট্টি বিদ্যার পাঠ লয়ে ঋষিগণ।
ধরাতলে স্থানে স্থানে করে বিজ্ঞাপন।।
যে যে ঋষি যে যে বিদ্যা করে অধ্যয়ন।
এই পীঠে সে সবার স্থান অনুক্ষণ।।
শ্রীবাল্মিকী কাব্যরস এই স্থানে পায়।
নারদ-কৃপায় তেঁহ আইল হেথায়।।
ধন্বন্তরী আসি হেথা আয়ুর্ব্বেদ পায়।
বিশ্বামিত্র আদি ধনুর্ব্বিদ্যা শিখি যায়।।
শৌনকাদি ঋষিগণ পড়ে বেদমন্ত্র।
দেব দেব মহাদেব আলোচয় তন্ত্র।।
ব্রহ্মা চারিমুখ হৈতে বেদ-চতুষ্টয়।
ঋষিগণ প্রার্থনায় করিল উদয়।।
কপিল রচিল সাঙ্খ্য এই স্থানে বসি।
ন্যায় তর্ক প্রকাশিল শ্রীগৌতম ঋষি।।
বৈশেষিক প্রকাশিল কণভুক্‌মুনি।
পতঞ্জলি যোগশাস্ত্র প্রকাশে আপনি।।
জৈমিনী মীমাংসা-শাস্ত্র করিল প্রকাশ।
পুরাণাদি প্রকাশিল ঋষি বেদব্যাস।।
পঞ্চরাত্র নারদাদি ঋষি পঞ্চজন।
প্রকাশিয়া জীবগণে শিখায় সাধন।।
এই উপবনে সর্ব্ব উপনিষদ্‌গণ।
বহুকাল শ্রীগৌরাঙ্গ করে আরাধন।।

অলক্ষ্যে শ্রীগৌরহরি সে-সবে কহিল।
নিরাকার বুদ্ধি তব হৃদয় দুষিল।।
তুমি সবে শ্রুতিরূপে মোরে না পাইবে।
আমার পার্ষদরূপে যবে জন্ম লবে।।
প্রকট-লীলায় তবে দেখিবে আমায়।
মম গুণ কীর্ত্তন করিবে উভরায়।।
তাহা শুনি শ্রুতিগণ নিস্তব্ধ হইয়া।
গোপনে আছিল হেথা কাল অপেক্ষিয়া।।
এই ধন্য কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার।
যাহাতে হইল শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার।।
বিদ্যালীলা করিবেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
গণসহ বৃহস্পতি জন্মে অতঃপর।।
বাসুদেব সার্ব্বভৌম সেই বৃহস্পতি।
গৌরাঙ্গে তুষিতে যত্ন করিলেন অতি।।
প্রভু মোর নবদ্বীপে শ্রীবিদ্যা-বিলাস।
করিবেন জানি মনে হইয়া উদাস।।
ইন্দ্রসভা পরিহরি নিজ-গণ লয়ে।
জন্মিলেন স্থানে স্থানে আনন্দিত হয়ে।।
এই বিদ্যানগরীতে করি বিদ্যালয়।
বিদ্যা প্রচারিল সার্ব্বভৌম মহাশয়।।
পাছে বিদ্যাজালে ডুবে হারাই গৌরাঙ্গ।
এই মনে করি এক করিলেন রঙ্গ।।
নিজ-শিষ্যগণে রাখি নদীয়া নগরে।
গৌর-জন্ম পূর্ব্বে তেঁহ গেলা দেশান্তরে।।
মনে ভাবে যদি আমি হই গৌরদাস।
কৃপা করি মোরে প্রভু লইবেন পাশ।।
এই বলি সার্ব্বভৌম যায় নীলাচল।
মায়াবাদ-শাস্ত্র তথা করিল প্রবল।।
হেথা প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীবিদ্যা-বিলাসে।
সার্ব্বভৌম-শিষ্যগণে জিনে পরিহাসে।।
ন্যায় ফাঁকি করি প্রভু সকলে হারায়।
কভু বিন্যানগরেতে আইসে গৌররায়।।
অধ্যাপকগণ আর পড়ুয়ার গণ।
পরাজিত হয়ে সবে করে পলায়ন।।
গৌরাঙ্গের বিদ্যা-লীলা অপূর্ব্ব কথন।
অবিদ্যা ছাড়ায়ে তার যে করে শ্রবণ।।
শুনি জীব প্রেমানন্দে সে বেদনগরে।
ব্যাসপীঠে গড়াগড়ি যায় প্রেমভরে।।
নিত্যানন্দ-শ্রীচরণে করে নিবেদন।
আমার সংশয় ছেদ করহ এখন।।
সাঙ্খ্যবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, অমঙ্গলময়।
কেমনে এ নিত্যধামে সে-সকল রয়।।
শুনি প্রভু নিত্যানন্দ জীবে দেয় কোল।
আদর করিয়া বলে হরি হরি বোল।।
প্রভুর পবিত্র ধামে নাহি অমঙ্গল।
তর্ক সাঙ্খ্য স্বতঃ নহে হেথায় প্রবল।।
ভক্তির অধীন সব ভক্তিদাস্য করে।
কর্ম্মদোষে দুষ্ট জনে বিপর্য্যয় ধরে।।
ভক্তি মহাদেবী হেথা আর সব দাস।
সকলে করয় ভক্তিদেবীর প্রকাশ।।
নবদ্বীপে নববিধ ভক্তি অধিষ্ঠান।
ভক্তিরে সেবয় সদা কর্ম্ম আর জ্ঞান।।
বহির্ম্মুখ জনে শাস্ত্র দেয় দুষ্টমতি।
শিষ্টজনে সেই শাস্ত্র দেয় কৃষ্ণরতি।।
প্রৌঢ়ামায়া, গৌরদাসী অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
সর্ব্বযুগে এই স্থানে থাকে গৌরসেবী।।
অতি কর্ম্মদোষ যার বৈষ্ণবেতে দ্বেষ।
তারে মায়া অন্ধ করি দেয় নানা ক্লেশ।।

সর্ব্বপাপ সর্ব্বকর্ম্ম হেথা হয় ক্ষয়।
প্রৌঢ়ামায়া বিদ্যারূপে করে কর্ম্ম লয়।।
কিন্তু যদি শ্রীবৈষ্ণবে অপরাধ থাকে।
তবে দূর করে তারে কর্ম্মের বিপাকে।।
বিদ্যা পড়ি নদীয়ায় সে-সব দুর্জ্জন।
কভু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।।
বিদ্যার অবিদ্যা লাভ করে সেই সব।
নাহি দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়া-বৈভব।।
অতএব বিদ্যা নহে অমঙ্গলময়।
বিদ্যার অবিদ্যা ছায়া অমঙ্গল হয়।।
এ সব স্ফুরিবে জীব গৌরাঙ্গ-কৃপায়।
লিখিবে আপন শাস্ত্র প্রভুর ইচ্ছায়।।
তোমার দ্বারা করিবেন শাস্ত্র পরকাশ।
এবে চল যাই মোরা জহ্নুর আবাস।।
বলিতে বলিতে সবে জান্নগর যায়।
জহ্নু তপোবন শোভা দেখিবারে পায়।।
নিত্যানন্দ বলে এই জহ্নুদ্বীপ নাম।
ভদ্রবন-নামে খ্যাত মনোহর ধাম।।
এই স্থানে জহ্নুমুনি তপ আচরিল।
সুবর্ণ প্রতিমা গৌর দর্শন করিল।।
হেথা জহ্নুমুনি বৈসে সন্ধ্যা করিবারে।
ভাগীরথী বেগে কোশাকুশী পড়ে ধারে।
ধারে পড়ি কোশাকুশী ভাসিয়া চলিল।
গণ্ডুযে গঙ্গার জল সব পান কৈল।।
ভগীরথ মনে ভাবে কোথা গঙ্গা গেল।
বিহ্বল হইয়া তবে ভাবিতে লাগিল।।
জহ্নুমুনি পান কৈল সব গঙ্গাজল।
জানি ভগীরথ মনে হইল বিকল।।
কতদিন মুনিরে পূজিল মহাধীর।
অঙ্গ বিদারিয়া গঙ্গা করিল বাহির।।
সেই হৈতে জাহ্নবী হইল নাম তাঁর।
জাহ্নবী বলিয়া ডাকে সকল সংসার।।
কতদিন পরে হেথা গঙ্গার নন্দন।
ভীষ্মদেব কৈল মাতামহ দরশন।।
ভীষ্মেরে আদর করে জহ্নু মহাশয়।
বহুদিন রাখে তারে আপন আলয়।।
জহ্নু স্থানে ভীষ্ম ধর্ম্ম শিখিল অপার।
যুধিষ্ঠিরে শিক্ষা দিল সেই ধর্ম্মসার।।
নবদ্বীপ থাকি ভীষ্ম পাইল ভক্তিধন।
বৈষ্ণব-মধ্যেতে ভীষ্ম হইল গণন।।
অতএব জহ্নুদ্বীপ পরম পাবন।
হেথা বাস করে সদা ভাগ্যবান্ জন।।
সেই দিন জহ্নুদ্বীপে নিত্যানন্দ রায়।
ভক্তগণসহ রহে ভক্তের আলয়।।
পরদিন প্রাতে প্রভু লয়ে ভক্তগণ।
মোদদ্রুম-দ্বীপে তবে করিল গমন।।
জাহ্নবা-নিতাই-পদ যাহার গরিমা।
এ ভক্তিবিনোদ গায় নদীয়া-মহিমা।।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীশ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীরামলীলা-বর্ণন

জয় জয় পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরহরি।
জয় জয় নবদ্বীপ-ধাম সর্ব্বোপরি।।
মামগাছি গ্রামে গিয়া নিত্যানন্দরায়।
বলে এই মোদদ্রুম অযোধ্যা হেথায়।।
পূর্ব্বকল্পে যবে রাম হৈল বনবাসী।
লক্ষ্মণ জানকী লয়ে এই স্থানে আসি।।
মহাবট বৃক্ষতলে কুটীর বাঁধিয়া।
কতদিন বাস কৈল আনন্দিত হৈয়া।।
নবদ্বীপ-প্রভা রাম করি দরশন।
অল্প অল্প হাস্য করে শ্রীরঘুনন্দন।।
কিবা দুর্ব্বাদলশ্যামরূপ মনোহর।
রাজীবলোচন হস্তে ধনুক সুন্দর।।
ব্রহ্মচারিবেশ শিরে জটা শোভা করে।
দর্শনে সকল প্রাণিগণ মনোহরে।।
হাসি হাসি মুখ দেখি জানকী তখন।
জিজ্ঞাসে শ্রীরামে দেবী হাস্যের কারণ।।
রাম বলে, শুন সীতা জনক-নন্দিনী।
অতি গোপনীয় এক আছে ত' কাহিনী।।
ধন্য কলি যবে হয় এই নদীয়ায়।
পীতবর্ণ রূপ মোর দেখিবারে পায়।।
জগন্নাথ মিশ্র-গৃহে শ্রীশচী-উদরে।
গৌরাঙ্গ-রূপেতে জন্ম লভিব সত্বরে।।
বাল্যলীলা দেখিবে যে-সব ভাগ্যবান্।
করিব সে-সবে আমি পর-প্রেম দান।।

করিব সে-কালে প্রিয়ে বিদ্যার বিলাস।
শ্রীনাম-মাহাত্ম্য আমি করিব প্রকাশ।।
সন্ন্যাস করিয়া আমি যাব নীলাচলে।
কাঁদিবে জননী স্বীয় বধূ লয়ে কোলে।।
এই কথা শুনি সীতা বলেন বচন।
জননী কাঁদাবে কেন রাজীবলোচন।।
সন্ন্যাস করিবে কেন ছাড়িয়া গৃহিনী।
পত্নী দুঃখ দিয়া সুখ কিবা নাহি জানি।।
শ্রীরাম বলেন, প্রিয়ে, তুমি সব জান।
জীবেরে শিখাতে এবে হইল অজ্ঞান।।
আমাতে যে প্রেমভক্তি তার আস্বাদন।
দুই মতে হয় সীতা শুনহ বচন।।
আমার সংযোগে সুখ সম্ভোগ বোলয়।
আমার বিয়োগে সুখ বিপ্রলম্ভ হয়।।
ভক্ত মোর নিত্যসঙ্গী সম্ভোগ বাঞ্ছায়।
মম কৃপাবশে তার বিপ্রলম্ভ হয়।।
বিপ্রলম্ভে দুঃখ যেই আমার কারণ।
পরম আনন্দ তাহা জানে ভক্তজন।।
বিপ্রলম্ভ-শেষ যবে সম্ভোগ উদয়।
পূর্ব্বাপেক্ষা কোটিগুণ সুখ তাহে হয়।
সেই ত' সুখের হেতু আমার বিচ্ছেদ।
স্বীকার করহ তুমি বলে চারি বেদ।।
শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারে কৌশল্যা-জননী।
শচীদেবী অদিতি বেদেতে যার ধ্বনি।।

তুমি বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে সেবিবে আমারে।
বিচ্ছেদে শ্রীগৌরমূর্ত্তি করিবে প্রচারে।।
তোমার বিচ্ছেদে কভু স্বর্ণসীতা করি।
ভজিব তোমারে আমি অযোধ্যা-নগরী।।
তার বিনিময়ে তুমি নদীয়া-নগরে।
গৌরাঙ্গ-প্রতিমা করি পূজিব আমারে।।
এই গূঢ় কথা সীতা গোপনীয় অতি।
লোকেতে প্রকাশ নাহি হইবে সম্প্রতি।।
এই নবদ্বীপ মোর বড় প্রিয় স্থান।
অযোধ্যাদি নাহি হয় ইহার সমান।।
এই রামবট-বৃক্ষ কলি আগমনে।
অদর্শন হয়ে সীতা রবে সঙ্গোপনে।।
এইরূপে রাম-সীতা লক্ষ্মণ সহিত।
এইস্থানে কতদিন হয়ে অবস্থিত।
দণ্ডক অরণ্য গেলা কার্য্য সাধিবারে।
রামের কুটীর-স্থান পাও দেখিবারে।।
রামমিত্র গুহক প্রভুর ইচ্ছা-বশে।
এই স্থানে জন্মিলেন ব্রিপ্রের ঔরসে।।
সদানন্দ বিপ্র ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর।
রাম বিনা ত্রিজগতে নাহি জানে আর।।
যেইদিন প্রভু মোর জন্মে মায়াপুরে।
সেইদিন সদানন্দ ছিল মিশ্র-ঘরে।।
প্রভুর জন্মকালে যত দেবগণ।
মিশ্রের ভবনে শিশু করে দরশন।।
পরম সাধক বিপ্র চিনে দেবগণে।
জানিল আমার প্রভু জন্মিল এখানে।।
পরম কৌতুকে বিপ্র আইল নিজ ঘরে।
ইষ্টধ্যানে দেখে বিপ্র গৌরাঙ্গসুন্দরে।।
সিংহাসনে বসিয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ চামর ঢুলায়।।
পুনঃ দেখে রামচন্দ্র দুর্ব্বাদলশ্যাম।
নিকটে লক্ষ্মণবীর শ্রীঅনন্তধাম।।
বামে সীতা সম্মুখে ভকত হনুমান।
দেখিয়া বিপ্রের হৈল প্রভুতত্ত্বজ্ঞান।।
পরম আনন্দে বিপ্র মায়াপুরে গিয়া।
অলক্ষ্যে গৌরাঙ্গ দেখে নয়ন ভরিয়া।।
ধন্য আমি ধন্য আমি বলে বারবার।
গৌররূপে রামচন্দ্র সম্মুখে আমার।।
কতদিনে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।
সদানন্দ গৌর বলি তাহাতে নাচিল।।
ওহে জীব, এই স্থানে শ্রীভাণ্ডির বন।
নির্ম্মল ভকতগণ করে দরশন।।
সেই সব কথা শুনি নিত্যধামে হেরি।
নাচেন ভকতগণ নিত্যানন্দে ঘেরি।।
শ্রীজীবের অঙ্গে হয় সাত্ত্বিক বিকার।
হা গৌরাঙ্গ বলি জীব করেন চিৎকার।।
সেই গ্রামে সেই দিন নারায়ণীঘরে।
রহিলেন নিত্যানন্দ প্রফুল্ল অন্তরে।।
পরম পবিত্র সতী ব্যাসের জননী।
শ্রীবৈষ্ণবগণে সেবা করিল আপনি।।
পরদিন প্রাতে সবে চলি কত দূর।
প্রবেশিল অনায়াসে শ্রীবৈকুণ্ঠপুর।।
নিতাই-জাহ্নবা-আজ্ঞা করিতে পালন।
নদীয়া-মাহাত্ম্য গায় দীন অকিঞ্চন।।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীবৈকুণ্ঠপুর, শ্রীরুদ্রপুর ও পুলিন-বর্ণন

পঞ্চতত্ত্ব সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় ।
জয় জয় নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ-আলয় ।।
শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে আসি প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীজীবে কহেন তবে হাসি মন্দ-মন্দ ।।
নবদ্বীপ অষ্টদল এক পার্শ্বে হয়।
এই ত' বৈকুণ্ঠরপুরী শুনহ নিশ্চয় ।।
পরব্যোম শ্রীবৈকুণ্ঠ নারায়ণ-স্থান।
বিরজার পারে স্থিতি এই ত সন্ধান ।।
মায়ার নাহিক তথা গতি কদাচন।
শ্রী-ভূ-নীলা-শক্তি সেব্য তথা নারায়ণ ।।
চিন্ময় ভূমির ব্রহ্ম হয় ত' কিরণ।
চর্ম্মচক্ষে জড়দৃষ্টি করে সর্ব্বজন ।।
এই নারায়ণ-ধামে নিত্য নিরঞ্জনে।
নারদ দেখিল কভু চিন্ময় লোচনে ।।
নারায়ণে দেখে পুনঃ গৌরাঙ্গসুন্দর।
দেখি হেথা কতদিনে রহে মুনিবর ।।
আর এক কথা গূঢ় আছে পুরাতন।
জগন্নাথ-ক্ষেত্রে আইল আচার্য লক্ষ্মণ ।।
বহু স্তবে তুষ্ট কৈল দেব জগন্নাথে।
কৃপা করি জগন্নাথ আইল সাক্ষাতে ।।
সাক্ষাতে আসিয়া প্রভু বলিল বচন।
নবদ্বীপধাম তুমি করহ দর্শন ।।
অতি অল্পদিনে আমি নদীয়া-নগরে।
প্রকট হইব জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ।।
নবদ্বীপ হয় মোর অতি প্রিয়স্থান।
পরব্যোম তার একদেশে অধিষ্ঠান ।।
তুমি মোর নিত্যদাস ভকত-প্রধান।
অবশ্য দেখিবে তুমি নবদ্বীপ-স্থান ।।
তব শিষ্যগণ দাস্য রসেতে মগন।
হেথায় থাকুক তুমি করহ গমন ।।
নবদ্বীপ না দেখে যে পাইয়া শরীর।
মিথ্যা তার জন্ম ওহে রামানুজ ধীর ।।
রঙ্গস্থান শ্রীবেঙ্কট যাদব অচল।
নবদ্বীপ কলামাত্র হয় সে-সকল ।।
অতএব নবদ্বীপ করিয়া গমন।
দেখ গৌরাঙ্গের রূপ কেশবনন্দন ।।
ভক্তি প্রচারিতে তুমি আইলে ধরাতলে।
সার্থক হউক জন্ম গৌর-কৃপাবলে ।।
নবদ্বীপ দেখি তুমি যাও কূর্ম্মস্থান।
শিষ্যগণ সনে তথা হইবে মিলন ।।
এত শুনি লক্ষ্মণাচার্য্য যুড়ি দুই কর।
জগন্নাথে নিবেদন করে অতঃপর ।।
তোমার কৃপায় প্রভু গৌর-কথা শুনি।
কোন তত্ত্ব গৌরচন্দ্র তাহা নাহি জানি ।।
রামানুজে কৃপা করি জগবন্ধু বলে।
গোলকের নাথ কৃষ্ণ জানেন সকলে ।।

যাঁহার বিলাসমূর্ত্তি প্রভু নারায়ণ।
সেইকৃষ্ণ পরতত্ত্ব ধাম বৃন্দাবন।।
সেই কৃষ্ণ পূর্ণরূপে নিত্য গৌরহরি।
সেই বৃন্দাবনধাম নবদ্বীপ-পুরী।।
নবদ্বীপে আমি নিত্য গৌরাঙ্গসুন্দর।
নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠধাম জগত ভিতর।।
আমার কৃপায় ধাম আছে ভূমণ্ডলে।
মায়াগন্ধ নাহি তথা সর্ব্বশাস্ত্র বলে।।
ভূমণ্ডলে আছে বলি যদি ভাব হীন।
তবে তব ভক্তিক্ষয় হবে দিন দিন।।
আমার অচিন্ত্যশক্তি সে চিন্ময়ধামে।
আমার ইচ্ছায় রাখিয়াছে মায়াশ্রমে।।
যুক্তির অতীত তত্ত্ব শাস্ত্র নাহি পায়।
কেবল জানেন ভক্ত আমার কৃপায়।।
জগন্নাথ-বাক্য শুনি রামানুজ ধীর।
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমে তবে হইল অস্থির।।
বলে প্রভু বড়ই আশ্চর্য লীলা তব।
বেদশাস্ত্র নাহি জানে তোমার বৈভব।।
শাস্ত্রেতে বিশেষরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা।
কেন প্রভু জগন্নাথ ব্যক্ত না করিলা।।
গাঢ় রূপে শ্রুতি-পুরাণদি দেখি যবে।
কভু গৌরতত্ত্ব স্ফূর্তি চিত্তে পাই তবে।।
তব আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে ছাড়িল সংশয়।
গৌর-লীলা-রস হৃদে হইল উদয়।।
আজ্ঞা হয় নবদ্বীপ করিয়া গমন।
প্রচারিব গৌরলীলা এ তিন ভুবন।।
গূঢ়শাস্ত্র ব্যক্ত করি জানাব সবারে।
গৌরভক্ত করি বল এ তিন সংসারে।।
রামানুজ আগ্রহ দেখিয়া জগন্নাথ।
বলে রামানুজ নাহি বল ঐছে বাত।।
গৌরলীলা অতি গূঢ় রাখিবে গোপনে।
সে লীলার অপ্রকটে পাবে সর্ব্বজনে।।
তুমি দাস্য-রস মোর করহ প্রচার।
নিজে নিজে চিত্তে গৌর ভজ অনিবার।।
সঙ্কেত পাইয়া রামানুজ মহাশয়।
গোপনে শ্রীনবদ্বীপে হইল উদয়।।
পাছে ব্যক্ত হয় গৌরলীলা অসময়ে।
সে-কারণ রামানুজে বিশ্বক্সেন লয়ে।।
পরব্যোম শ্রীবৈকুণ্ঠপুরেতে রাখয়।
এই স্থান দেখি রামানুজ মুগ্ধ হয়।।
শ্রী-ভূ-নীলা-নিষেবিত পরব্যোমপতি।
দেখা দিল রামানুজে কৃপা করি অতি।।
রামানুজ নিজ ইষ্টদেবের দর্শনে।
আপনারে ধন্য মানি গণে মনে মনে।।
ক্ষণেকে লক্ষ্মণ দেখে পুরট-সুন্দর।
জগন্নাথমিশ্রসুত রূপ মনোহর।।
রূপের ছটায় রামানুজ মূর্চ্ছা যায়।
শ্রীগৌর ধরিল পদ তাঁহার মাথায়।।
দিব্যজ্ঞানে রামানুজ করিল স্তবন।
নদীয়া প্রকট-লীলা পাব দরশন।।
এই বলি প্রেমে কাঁদে রামানুজস্বামী।
বলে নবদ্বীপ ছাড়ি নাহি যাব আমি।।
কৃপা করি গৌরহরি বলিল বচন।
পূর্ণ হবে ইচ্ছা তব কেশব নন্দন।।
যে-কালে নদীয়া লীলা প্রকট হইবে।
তখন দ্বিতীয় জন্ম নবদ্বীপে পাবে।।
এই বলি গৌরহরি হৈল অন্তর্দ্ধান।
স্বস্থ হয়ে রামানুজ করিল প্রয়াণ।।

কতদিনে কুর্ম্মস্থানে হৈল উপস্থিত।
তথা দেখা হৈল শিষ্যগণের সহিত।।
দাক্ষিণাত্যে গিয়া দাস্যরস ব্যক্ত করে।
নবদ্বীপ শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবিয়া অন্তরে।।
গৌরাঙ্গের কৃপাবশে এই নিত্যধামে।
জনমিল রামানুজ শ্রীঅনন্ত-নামে।।
বল্লভ আচার্য্যগৃহে করিয়া গমন।
লক্ষ্মী-গৌরাঙ্গের বিভা করে দরশন।।
অনন্তের গৃহ-স্থান দেখ ভক্তগণ।
হেথা নারায়ণ-ভক্ত ছিল বহুজন।।
তাৎকালিক রাজগণ এই পীঠস্থানে।
নারায়ণ-সেবা প্রকাশিল সবে জানে।।
নিঃশ্রেয়স বন এই বিরজার পার।
ভক্তগণ দেখি পায় আনন্দ অপার।।
এইরূপ পূর্ব্বকথা বলিতে বলিতে।
সবে উপনীত মহৎপুর সন্নিহিতে।।
প্রভু বলে, এই স্থানে আছে কাম্যবন।।
পরম ভকতিসহ কর দরশন।।
পঞ্চবট এই স্থানে ছিল পূর্ব্বকালে।
প্রভুর ইচ্ছায় এবে গেল অন্তরালে।।
এবে এই স্থান মাতাপুর নামে কয়।
পূর্ব্ব-নাম শাস্ত্রসিদ্ধ মহৎপুর হয়।।
দ্রৌপদীর সহ পাণ্ডুপুত্র পঞ্চজন।
অজ্ঞাতবাসেতে গৌড়ে কৈল আগমন।।
একচক্রা-গ্রামে স্বপ্নে রাজা যুধিষ্ঠির।
নদীয়া-মাহাত্ম্য জানি হইল অস্থির।।
পরদিন নবদ্বীপ-দর্শনের আশে।
এই স্থানে আইল সবে পরম উল্লাসে।।
নবদ্বীপ-শোভা হেরি পাণ্ডুপুত্রগণ।
গৌরবাসিগণ-ভাগ্য করে প্রশংসন।।
কতদিন করিলেন এই স্থানে বাস।
অসুর রাক্ষসগণে করিল বিনাশ।।
যুধিষ্ঠির -টিলা এই দেখ সর্ব্বজন।
দ্রৌপদীর কুণ্ড হেথা কর দরশন।।
স্থানের মাহাত্ম্য জানি রাজা যুধিষ্ঠির।
এই স্থানে কত দিন হইলেন স্থির।।
একদিন স্বপ্নে দেখে গৌরাঙ্গের রূপ।
সর্ব্বদিক আলো করে অতি অপরূপ।।
হাসিতে হাসিতে গৌর বলিল বচন।
অতি গোপ্যরূপ এই কর দরশন।।
আমি কৃষ্ণ নন্দসূত তোমার আলয়ে।
মিত্রভাবে থাকি সদা নিজ জন হয়ে।।
এই নবদ্বীপ ধাম সর্ব্বধাম সার।
কলিতে প্রকট হয়ে নাশে অন্ধকার।।
তুমি সবে আছ চিরকালের দাস মম।
আমার প্রকটকালে পাইবে জনম।।
উৎকলদেশেতে সিন্ধুতীরে তোমা সহ।
একত্রে পুরুষোত্তমে রবে অহরহ।।
এই স্থান হৈতে এবে যাহ ওড্র দেশ।
সে দেশ পবিত্র করি নাশ জীব ক্লেশ।।
স্বপ্ন দেখি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে বলে।
যুক্তি করি ছয়জনে ওড্র দেশে চলে।।
নবদ্বীপ ছাড়িতে হইল বড় ক্লেশ।
তথাপি পালন করে প্রভুর আদেশ।।
এই স্থানে মধ্বমুনি শিষ্যগণ লয়ে।;
রহিলেন কতদিন ধামবাসী হয়ে।।
মধ্বেরে করিয়া কৃপা গৌরাঙ্গসুন্দর।
স্বপ্নে দেখাইল রূপ অতি মনোহর।।

হাসি হাসি গৌরচন্দ্র মধ্বাচার্য্যে বলে।
তুমি নিত্যদাস মম জানে ত' সকলে।।
নবদ্বীপে যবে আমি প্রকট হইব।
তব সম্প্রদায় আমি স্বীকার করিব।।
এবে সর্ব্বদেশে তুমি করিয়া যতন।
মায়াবাদ অসচ্ছাস্ত্র কর উৎপাটন।।
শ্রীমূর্ত্তি-মাহাত্ম্য তুমি কর পরকাশ।
তব শুদ্ধ মত আমি করিব বিকাশ।।
এত বলি গৌরচন্দ্র হৈল অন্তর্দ্ধান।
নিদ্রা ভাঙ্গি মধ্বমুনি হইল অজ্ঞান।।
আর কি দেখিব রূপ পুরটসুন্দর।
বলিয়া ক্রন্দন করে মধ্ব অতঃপর।।
দৈববাণী হৈল তবে নির্ম্মল আকাশে।
আমারে গোপনে ভজি আইস মম পাশে।।
সুস্থির হইয়া মধ্বাচার্য মহাশয়।
মায়াবাদী দ্বিগ্বিজয়ে করিল বিজয়।।
এই সব পূর্ব্বকথা বলিতে বলিতে।
রুদ্রদ্বীপে উপনীত দেখিতে দেখিতে।।
প্রভু নিত্যানন্দ বলে এই রূদ্রখণ্ড।
ভাগীরথী প্রভাবে হইল দুই খণ্ড।।
লোকবাস নাহি হেথা প্রভুর ইচ্ছায়।
পশ্চিমের দ্বীপ দেখ পূর্ব্বপারে যায়।।
হেথা হৈতে দেখ ঐ শ্রীশঙ্করপুর।
শোভা পায় গঙ্গাতীরে দেখ কতদূর।।
শঙ্কর আচার্য্য যবে করে দিগ্বিজয়।
নবদ্বীপ জয়ে তথা উপস্থিত হয়।।
মনেতে বৈষ্ণবরাজ আচার্য্য শঙ্কর।
বাহিরে অদ্বৈতবাদী মায়ার কিঙ্কর।।
নিজে রুদ্র-অংশ সদা প্রতাপে প্রচুর।
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের মত প্রচারেতে শূর।।

প্রভুর আজ্ঞায় রুদ্র এই কার্য্য করে।
আইলেন যবে তেঁহ নদীয়া নগরে।।
স্বপ্নে প্রভু গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
কৃপা করি বলে তারে মধুর বচন।।
তুমি ত' আমার দাস মম আজ্ঞা ধরি।
প্রচারিছ মায়াবাদ বহু যত্ন করি।।
এই নবদ্বীপধাম মম প্রিয় অতি।
হেথা মায়াবাদ কভু না পাইবে গতি।।
বৃদ্ধশিব হেথা পৌঢ়ামায়ারে লইয়া।
কল্পিত আগমগনে দেন প্রচারিয়া।।
মম ভক্তগণে দ্বেষ করে যেই জন।
তাহারে কেবল তেঁহ করেন বঞ্চন।।
এইস্থানে সাধারণে মম ভক্ত হয়।
দুষ্টমত প্রচারের স্থান ইহা নয়।
অতএব তুমি কর অন্যত্র গমন।
নবদ্বীপবাসিগণে না কর পীড়ন।।
স্বপ্নে নবদ্বীপ-তত্ত্ব জানিয়া তখন।
ভক্ত্যাবেশে অন্য দেশে করিল গমন।।
এই রুদ্রদ্বীপ হয় রুদ্রগণস্থান।
হেথা রুদ্রগণ গৌর-গুণ করে গান।।
শ্রীনীল লোহিত-রুদ্রগণ অধিপতি।
মহানন্দে নৃত্য হেথা করে নিতি নিতি।।
রুদ্রনৃত্য দেখি আকাশেতে দেবগণ।
আনন্দেতে করে সবে পুষ্পবরিষণ।।
কদাচিৎ বিষ্ণুস্বামী আসি দিগ্বিজয়ে।
রুদ্রদ্বীপে রহে রাত্রে শিষ্যগণ লয়ে।।
হরি হরি বলি নৃত্য করে শিষ্যগণ।
বিষ্ণুস্বামী শ্রুতি-স্তুতি করেন পঠন।।
ভক্তি আলোচনা দেখি হয়ে হরষিত।
কৃপা করি দেখা দিল শ্রীনীল-লোহিত।।

বৈষ্ণব-সভায় রুদ্র হৈল উপনীত।
দেখি বিষ্ণুস্বামী অতি হৈল চমকিত।।
কর-যুড়ি স্তব করে বিষ্ণু ততক্ষণ।
দয়ার্দ্র হইয়া রুদ্র বলেন বচন।।
তোমার বৈষ্ণব-জন মম প্রিয় অতি।
ভক্তি আলোচনা দেখি তুষ্ট মম মতি।।
বর মাগ দিব আমি হইয়া সদয়।
বৈষ্ণবে অদেয় মোর কিছু নাহি হয়।।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া বিষ্ণু মহাশয়।
করযুড়ি বর মাগে প্রেমানন্দময়।।
এই বর দেহ প্রভু আমা সবাকারে।
ভক্তি-সম্প্রদায় সিদ্ধি লভি অতঃপরে।।
পরম আনন্দে রুদ্র বর করি দান।
নিজ সম্প্রদায় বলি করিল আখ্যান।।
সেই হৈতে বিষ্ণুস্বামী স্বীয় সম্প্রদায়।
শ্রীরুদ্র নামেতে খ্যাতি দিয়া নাচে গায়।।
রুদ্রকৃপাবলে বিষ্ণু এ স্থানে রহিয়া।
ভজিল শ্রীগৌরচন্দ্র প্রেমের লাগিয়া।।
স্বপ্নে আসি শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুরে বলিল।
মম ভক্ত রুদ্র কৃপা তোমারে হইল।।
ধন্য তুমি নবদ্বীপে পাইলে ভক্তিধন।
শুদ্ধাদ্বৈত-মত প্রচারহ এইক্ষণ।।
কতদিনে হবে মোর প্রকট সময়।
শ্রীবল্লভভট্ট রূপে হইবে উদয়।।
শ্রীক্ষেত্রে আমারে তুমি করি দরশনে।
সম্প্রদায়ে সিদ্ধি পাবে গিয়া মহাবনে।।
ওহে জীব, শ্রীবল্লভ গোকুলে এখন।
তুমি তথা গেলে পাবে তার দরশনে।।
এত বলি নিত্যানন্দ দক্ষিণাভিমুখে।
পারডাঙ্গা শ্রীপুলিনে চলিলেন সুখে।।

পুলিনে যাইয়া প্রভু নিত্যানন্দরায়।
শ্রীরাসমণ্ডল ধীরসমীর দেখায়।।
বলে জীব এই দেখ নিত্য-বৃন্দাবন।
বৃন্দাবন লীলা হেথা পায় দরশন।।
বৃন্দাবন শুনি জীব প্রেমেতে বিহ্বল।
নয়নেতে বহে দরদর প্রেমজল।।
প্রভু বলে শ্রীগৌরাঙ্গ লয়ে ভক্তজন।
এই স্থানে রাস-পদ্য করিল কীর্ত্তন।।
মহারাস-লীলাস্থান যথা বৃন্দাবনে।
তথা এই স্থান জীব জাহ্নবী-পুলিনে।।
নিত্যরাস হয় হেথা গোপীগণ সনে।
দরশন করে প্রভু ভাগ্যবান্ জনে।।
ইহার পশ্চিমে দেখ শ্রীধীরসমীর।
ভজনের স্থান এই শুন ওহে ধীর।।
ব্রজে ধীরসমীর যে যমুনার তীরে।
সেই স্থান হেথা গঙ্গাপুলিন ভিতরে।।
দেখিতে গঙ্গার তীর বস্তুতঃ তা নয়।
গঙ্গার পশ্চিমধারে শ্রীযমুনা বয়।।
যমুনার তীরে এই পুলিন সুন্দর।
অতএব বৃন্দাবন বলে বিশ্বম্ভর।।
বৃন্দাবনে যত স্থান লীলার আছয়।
সে-সব জানহ জীব এই স্থানে হয়।।
বৃন্দাবনে - নবদ্বীপে কিছু নাহি ভেদ।
গৌর-কৃষ্ণে কভু নাহি করিবে প্রভেদ।।
মহাভাবে গরগর নিত্যানন্দরায়।
বৃন্দাবন দেখাইয়া জীবে লয়ে যায়।।
কতদূরে উত্তরেতে করিয়া গমন।
রুদ্রদ্বীপে সেই রাত্রি করিল যাপন।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদ যাহার সম্পদ।
নদীয়া-মাহাত্ম্য গায় সে ভক্তিবিনোদ।।

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীশ্রীবিল্বপক্ষ ও শ্রীভরদ্বাজটিলা-বর্ণন

জয় জয় নদীয়াবিহারী গৌরচন্দ্র।
জয় একচক্রাপতি প্রভু-নিত্যানন্দ।।
জয় শান্তিপুরনাথ অদ্বৈত ঈশ্বর।
রামচন্দ্রপুরবাসী জয় গদাধর।।
জয় জয় গৌড়ভূমি চিন্তামণিসার।
কলিযুগে কৃষ্ণ যথা করিলা বিহার।
শ্রীজাহ্নবী পার হয়ে পদ্মার নন্দন।
কিছু দূরে গিয়া বলে, দেখ ভক্তগণ।।
বিল্বপক্ষ-নাম এই স্থান মনোহর।
বেলপুখুরিয়া বলি বলে সর্ব্ব নর।।
ব্রজধামে যারে শাস্ত্রে বলে বিল্ববন।
নবদ্বীপে সেইস্থান কর দরশন।।
পঞ্চবক্তা বিল্বকেশ আছিল হেথায়।
একপক্ষ বিল্বদলে আরাধিয়া তায়।।
ব্রাহ্মণ সজ্জনগণে তুষিল তাঁহারে।
কৃষ্ণভক্তি বর দিল তাহা সবাকারে।।
সেই বিপ্রগণ-মধ্যে নিম্বাদিত্য ছিল।
বিশেষ করিয়া পঞ্চবক্তে আরাধিল।।
কৃপা করি পঞ্চবক্তে কহিল তখন।
এই গ্রামপ্রান্তে আছে দিব্য বিল্ববন।।
সেই বন-মধ্যে চতুঃসন আছে ধ্যানে।
তাঁদের কৃপায় তব হবে দিব্যজ্ঞানে।।
চতুঃসন গুরু তব, তাঁদের সেবায়।
সর্ব্ব অর্থ লাভ তব হইবে হেথায়।।

এত বলি মহেশ্বর হৈল অন্তর্দ্ধান।
নিম্বাদিত্য অন্বেষণ করি পায় স্থান।।
বিল্ববন-মধ্যে দেখে বেদী মনোহর।
চতুঃসন বসিয়াছে তাহার উপর।।
সনক, সনন্দ আর ঋষি সনাতন।
শ্রীসনৎকুমার—এই ঋষি চারিজন।।
বৃদ্ধকেশ-সন্নিধানে অন্য অলক্ষিত।
বস্ত্রহীন সুকুমার উদার চরিত।।
দেখি নিম্বাদিত্যাচার্য্য পরম কৌতুকে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ডাকি বলে সুখে।।
হরিনাম শুনি কানে ধ্যান ভঙ্গ হৈল।
সম্মুখে বৈষ্ণবমূর্ত্তি দেখিতে পাইল।।
বৈষ্ণব দেখিয়া সবে হয়ে হৃষ্টমন।
নিম্বাদিত্যে ক্রমে ক্রমে দেয় আলিঙ্গন।।
কে তুমি কেন বা হেথা, বল পরিচয়।
তোমার প্রার্থনা মোরা পূরাব নিশ্চয়।
শুনি নিম্বাদিত্য দণ্ডবৎ প্রণমিয়া।
নিজ পরিচয় দেয় বিনীত হইয়া।।
নিম্বার্কের পরিচয় করিয়া শ্রবণ।
শ্রীসনৎকুমার কয় সহাস্য বদন।।
কলি ঘোর হইবে জানিয়া কৃপাময়।
ভক্তি প্রচারিতে চিত্তে করিল নিশ্চয়।।
চারিজন ভক্তে শক্তি করিয়া অর্পণ।
ভক্তি প্রচারিতে বিশ্বে করিল প্রেরণ।।

রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণু—এই তিন জন।
তুমি ত' চতুর্থ হও ভক্ত মহাজন।।
শ্রীদেবী করিল রামানুজে অঙ্গীকার।
ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যে, রুদ্র বিষ্ণুকে স্বীকার।।
আমরা তোমাকে আজ জানিনু আপন।
শিষ্য করি ধন্য হই, এই প্রয়োজন।।
পূর্ব্বে মোরা অভেদ-চিন্তায় ছিনু রত।
কৃপাযোগে সেই পাপ হৈল দূরগত।।
এবে শুদ্ধাভক্তি অতি উপাদেয় জানি।
সংহিতা রচনা করিয়াছি একখানি।।
সনৎকুমার-সংহিতা ইহার নাম হয়।
এই মতে দীক্ষা তব হইবে নিশ্চয়।।
গুরু-অনুগ্রহ দেখি নিম্বার্ক ধীমান্।
অবিলম্বে আইলা করি ভাগীরথী স্নান।।
সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া বলে সদৈন্য বচন।
এ অধমে তার নাথ পতিতপাবন।।
চতুঃসন কৈল শ্রীযুগল-মন্ত্র দান।
ভাবমার্গে উপাসনা করিল বিধান।।
মন্ত্র লভি নিম্বাদিত্য সিদ্ধপীঠস্থানে।
উপাসনা করিলেন সংহিতা বিধানে।।
কৃপা করি রাধাকৃষ্ণ তারে দেখা দিল।
রূপের ছটায় চতুর্দ্দিকে আলো হৈল।।
মৃদু মৃদু হাসিমুখে বলেন বচন।
ধন্য তুমি নিম্বাদিত্য করিলে সাধন।।
অতিপ্রিয় নবদ্বীপ আমা দোঁহাকার।
হেথা দোঁহে একরূপ শচীর কুমার।।
বলিতে বলিতে গৌর-রূপ প্রকাশিল।
রূপ দেখি নিম্বাদিত্য বিহ্বল হইল।।
বলে কভু নাহি দেখি নাহি শুনি কানে।
এ হেন অপূর্ব্ব রূপ আছে কোন্‌খানে।।
কৃপা করি মহাপ্রভু বলিল তখন।
এরূপ গোপন এবে কর মহাজন।।
প্রচারহ কৃষ্ণভক্তি যুগল বিলাস।
যুগল-বিলাসে মোর অত্যন্ত উল্লাস।।
যে সময়ে গৌর-রূপ প্রকট হইবে।
শ্রীবিদ্যাবিলাসে তবে বড় রঙ্গ হবে।।
সে সময়ে কাশ্মীর-প্রদেশে জন্ম লয়ে।
ভ্রমিবে ভারতবর্ষ দিগ্বিজয়ী হয়ে।।
কেশব কাশ্মীরী নামে সকলে তোমায়।
মহাবিদ্যাবান্ বলি সর্ব্বত্রেতে গায়।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এই নবদ্বীপধামে।
আসিয়া থাকিবে তুমি মায়াপুর গ্রামে।।
নবদ্বীপে বড় বড় অধ্যাপকগণ।
তব নাম শুনি করিবেক পলায়ন।।
আমি ত'তখন বিদ্যাবিলাসে মাতিব।
পরাজিয়া তোমা সবে আনন্দ লভিব।।
সরস্বতী-কৃপাবলে জানি মম তত্ত্ব।
আশ্রয় করিবে মোরে ছাড়িয়া মহত্ত্ব।।
ভক্তি দান করি আমি তোমারে তখন।
ভক্তি প্রচারিতে পুনঃ করিব প্রেরণ।।
অতএব দ্বৈতাদ্বৈত-মত প্রচারিয়া।
তুষ্ট কর এবে মোরে গোপন করিয়া।।
যবে আমি সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিব।
তোমাদের মত-সার নিজে প্রচারিব।।
মধ্ব হইতে সারদ্বয় করিব গ্রহণ।
এক হয় কেবল-অদ্বৈত নিরসন।।
কৃষ্ণমূর্ত্তি নিত্য জানি তাঁহার সেবন।
সেই ত' দ্বিতীয় সার জান মহাজন।।

রামানুজ হৈতে আমি লই দুই সার।
অনন্য ভকতি ভক্তজন সেবা আর।।
বিষ্ণু হৈতে দুই সার করিব স্বীকার।
তদীয় সর্ব্বস্ব ভাব রাগমার্গ আর।।
তোমা হৈতে লব আমি দুই মহাসার।
একান্ত রাধিকাশ্রয়, গোপীভাব আর।।
এত বলি গৌরচন্দ্র হৈল অদর্শন।
প্রেমে নিম্বাদিত্য কত করিল রোদন।।
গুরুপাদপদ্ম নমি চলে দেশান্তর।
কৃষ্ণভক্তি প্রচারিতে হইয়া তৎপর।।
দূর হৈতে রামতীর্থ জীবেরে দেখায়।
কোলাসুরে হলধর বধিল যথায়।।
করিলেন গঙ্গা স্নান ল'য়ে যদুগণ।
রুক্মপুর বলি' নাম প্রকাশ এখন।।
নবদ্বীপ পরিক্রমা ঐ একশেষ।
কার্ত্তিক মাসেতে তথা মাহাত্ম্য বিশেষ।।
বিল্বপক্ষ ছাড়ি প্রভু ল'য়ে ভক্তগণ।
ভরদ্বাজটিলা গ্রামে করে আরোহণ।।
নিত্যানন্দ বলে এই স্থানে মুনিবর।
আইলেন দেখি তীর্থ শ্রীগঙ্গাসাগর।।
হেথা শ্রীগৌর চন্দ্র করি আরাধন।
রহিলেন কতদিন মুনি মহাজন।।
তাঁর আরাধনে তুষ্ট হয়ে বিশ্বম্ভর।
নিজ-রূপে দেখা দিলা সদয় অন্তর।।
মুনিরে বলিল তব ইষ্ট সিদ্ধ হবে।
আমার প্রকটকালে আমারে দেখিবে।।
এই কথা বলি প্রভু হৈল অন্তর্দ্ধান।
ভরদ্বাজ মহাপ্রেমে ইহল অজ্ঞান।।
কতদিন থাকি এই টিলার উপর।
অন্যতীর্থ দরশনে গেলা মুনিবর।।
লোকেতে ভারুইডাঙ্গা বলে এই স্থানে।
মহাতীর্থ হয় এই শাস্ত্রের বিধানে।।
বলিতে বলিতে সবে যায় মায়াপুর।
আগুবাড়ি লয় সবে ঈশানঠাকুর।।
মহাপ্রেমে নিত্যানন্দ করেন নর্তন।
সকল বৈষ্ণব মেলি করেন কীর্তন।।
জগন্নাথ-মিশ্রালয় সর্ব পীঠসার।
নাম-সহ যথা শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার।।
সেই দিন প্রভু গৃহে প্রভুর জননী।
বৈষ্ণবগণেরে অন্ন খাওয়ান আপনি।।
কি আনন্দ হৈল তথা না হয় বর্ণন।
মহাসমারোহে হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া যার আশ।
এ ভক্তিবিনোদ গায় নদীয়া-বিলাস।।

সপ্তদশ অধ্যায়
শ্রীজীব গোস্বামীর প্রশ্নোত্তর

জয় জয় গোঁরাচাঁদ জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত গদাধর প্রেম-রসানন্দ।।
জয় শ্রীবাসাদি ভক্ত নবদ্বীপ জয়।
জয় নামসঙ্কীর্ত্তন প্রেমের নিলয়।।
বসিয়াছে নিত্যানন্দ শ্রীবাস-অঙ্গনে।
গৌরপ্রেমে বারিধারা বহে দু নয়নে।
চারিদিকে বৈষ্ণব-সজ্জন অগণন।
গৌরপ্রেম-পারাবারে মগ্ন সর্ব্বজন।।
কতক্ষণে শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়।
শ্রীযুগল-প্রেমে মত্ত, হইল উদয়।।

দণ্ডবৎ প্রণমিয়া নিত্যানন্দ পায়।
শ্রীবাস-অঙ্গনে তবে গড়াগড়ি যায়।।
যতনে শ্রীনিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে বচন।
কতদিন পরে যাবে তুমি বৃন্দাবন।।
জীব বলে, প্রভু-আজ্ঞা সর্ব্বোপরি হয়।
আজ্ঞা পাইলে করি আমি বৃন্দাবনাশ্রয়।।
দুই এক কথা মোর আছে জিজ্ঞাসিতে।
উত্তর দাও হে প্রভু, এ দাসের হিতে।।
এই নবদ্বীপধাম হয় বৃন্দাবন।
তবে কেন বৃন্দাবন গমনে যতন।।
জীব প্রশ্ন শুনি প্রভু করেন উত্তর।
বড় গুহ্যকথা এই শুন অতঃপর।।
প্রভুর প্রকট-লীলা যতদিন রয়।
দেখ যেন বহির্ম্মুখ জনে না জানয়।।
নবদ্বীপ-বৃন্দাবন হয় এক তত্ত্ব।
পরস্পর কিছু নাহি হীনত্ব-মহত্ব।।
সেই বৃন্দাবনধাম রসের আধার।
সে রস না পায় যার নাহি অধিকার।।
কৃপা করি সেই ধাম নবদ্বীপ হয়।
হেথা রস অধিকার জীবে উপজয়।।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা হয় সর্ব্বরসসার।
সহসা তাহাতে নাহি হয় অধিকার।।
কত জন্ম তপস্যা করিয়া হয় জ্ঞান।
জ্ঞান পরিপক্কে পায় রসের সন্ধান।।
তাহাতে ব্যাঘাত বহু আছে সর্ব্বক্ষণ।
অতএব সুদুর্ল্লভ রস মহাধন।।
যেই সেই ব্রজে গিয়া নাহি পায় রস।
অপরাধ-বশে রস হয় ত' বিরস।।
ঘোর কলিকালে অপরাধ সর্ব্বকাল।
জীবের জীবন স্বল্প বড়ই জঞ্জাল।।
ইচ্ছা করিলেও ব্রজরস লভ্য নয়।
অতএব কৃষ্ণ-কৃপা রস হেতু হয়।।
রাধাকৃষ্ণ কৃপা করি জীবের উপর।
বৃন্দাবন-সহ সমুদিত অতঃপর।।
এক মূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ প্রভু গৌরহরি।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে এবে অবতরি।।
রস অধিকার জীবে করেন প্রদান।
অপরাধ বাধা কভু নাহি পায় স্থান।।
হেথা বাস করি নাম করিলে আশ্রয়।
রসে অধিকার জন্মে, অপরাধ ক্ষয়।।
স্বল্পদিনে কৃষ্ণপ্রেম হয় ত' উজ্জ্বল।
যুগল-রসের বার্তা হয় ত প্রবল।।
তবে জীব গৌরকৃপা করিয়া অর্জন।
যুগল-রসের পীঠ পায় বৃন্দাবন।।
গূঢ়তত্ত্ব, এই নাহি কহ যারে তারে।
নবদ্বীপ-বৃন্দাবনে ভেদ হৈতে নারে।।
তোমার আশ্রয় এবে রসপীঠ হয়।
অতএব বৃন্দাবন করহ আশ্রয়।।
এই ধামে বৃন্দাবন হয় ত' উদয়।
তবু ব্রজধাম তব হউক আশ্রয়।।
ব্রজরস অধিকারে নবদ্বীপাশ্রয়।
জীবের কর্ত্তব্য সদা বল্লভ-তনয়।।
ব্রজরস প্রাপ্তিস্থলে বৃন্দাবন বাস।
জীবের যথায় হয় রসের উল্লাস।।
নবদ্বীপ-কৃপা যবে লভে সাধুজন।
তবে অনায়াসে লভে ধাম বৃন্দাবন।।
প্রভুর সিদ্ধান্ত শুনি জীব মহাশয়।
পরম আনন্দে প্রভুর চরণ ধরয়।।

চরণ ধরিয়া বলে কথা এক আর।
আছে মোর শুন প্রভু সর্ব্বসারাৎসার।।
এই নবদ্বীপে বাস করে বহুজন।
সবে কেন কৃষ্ণভক্তি না করে অর্জ্জন।।
ধামে বৈসে তবু কেন অপরাধ রয়।
আমার হইল এবে বিষম সংশয়।।
কিসে তবে নিশ্চিন্ত হইবে বিষ্ণুজন।
বল প্রভু বিশ্বধাম নিত্য নিরঞ্জন।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া আশ যার।
সে ভক্তিবিনোদ কহে অকিঞ্চন ছার।।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীজীব গোস্বামীর সংশয়-ছেদ ও তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ শচীর নন্দন।
জয় পদ্মাবতীসুত জাহ্নবা-জীবন।।
জয় সীতাপতি জয় জয় গদাধর।
জয় শ্রীবাসাদি যত গৌর-পরিকর।।
শুনিয়া জীবের প্রশ্ন নিত্যানন্দ রায়।
বলেন নিগূঢ় তত্ত্ব বৈষ্ণব-সভায়।।
শুন জীব, বৃন্দাবন নবদ্বীপধাম।
অজস্র আনন্দময় জীবের বিশ্রাম।।
শুদ্ধ জীবগণ জড়া প্রকৃতির পার।
সদা বাস করে হেথা কৃষ্ণ-পরিবার।।
এই ধাম নিত্যধাম বিশুদ্ধ চিন্ময়।
জড় দেশকাল হেথা পায় পরাজয়।।
এ ধামের দেশ কাল চিদানন্দময়।
জড়ধর্ম্ম বিপর্য্যয় সদা লক্ষ্য হয়।।
গৃহদ্বার নদ-নদী কানন চত্বর।
চিন্ময় সকল জান অতি মনোহর।।
সেই ত' আনন্দধাম প্রকৃতির পার।
অচিন্ত্য কৃষ্ণের শক্তি পরম উদার।।
সেই শক্তিক্রমে ধাম হেথা অবতার।
জীবের নিস্তার জন্য কৃষ্ণ-ইচ্ছাসার।।
ধাম মধ্যে কভু নহে জড় অবস্থিতি।
জড়বদ্ধ জীব নাহি পায় হেতা গতি।।
ধামের উপরে জড়মায়া পাতি জাল।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যার নাহিক সম্বন্ধ।
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ।।
মনে ভাবে আমি আছি নবদ্বীপপুরে।
প্রৌঢ়ামায়া মুগ্ধ করি রাখে তারে দূরে।।
যদি কোন ভাগ্যোদয়ে সাধু-সঙ্গ পায়।
তবে কৃষ্ণচৈতন্য-সম্বন্ধ আসে তায়।।
সম্বন্ধ নিগূঢ় তত্ত্ব বল্লভ-নন্দন।
সহজে না বুঝে বদ্ধজীব সেই ধন।।
মুখে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু মোর।
হৃদয় সম্বন্ধহীন সদা মায়াভোর।।
সেইসব লোকে বৈসে মায়াজালোপরি।
কভু শুদ্ধভক্তি নাহি পায় হরি হরি।।
ধর্ম্মধ্বজী সুকপটী সদা দৈন্যহীন।
দম্ভগুণে আপনাকে ভাবে সমীচীন।।
সেই দম্ভ ছাড়ে সাধু-চরণ-প্রসাদে।
তৃণ হৈতে আপনাকে দীন করি সাধে।।

বৃক্ষাপেক্ষা হয় তার সহিষ্ণুতা-গুণ।
অমানী আপনি অন্যে সম্মানে নিপুণ।।
এই চারি গুণে গুণী কৃষ্ণগুণ-গায়।
চৈতন্য-সম্বন্ধ তার বসেন হিয়ায়।।
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ শান্ত দাস্য সখ্য আর।
বাৎসল্য মধুর ইতি পঞ্চ-পরকার।
শান্ত দাস্য ভাবে করি গৌরাঙ্গ-ভজন।
লভে বাৎসল্যাদি রস কৃষ্ণে সাধুজন।।
যার যেই সম্বন্ধ জনিত সিদ্ধ-ভাব।
তাহার ভজনে সেই ভাবের প্রভাব।।
গৌর-কৃষ্ণে ভেদ যার সেই জীব ছার।
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধকভু না হয় তাহার।।
সাধুসঙ্গে দৈন্য আদি গুণ যার হয়।
সেই জীব দাস্যরসে গৌরাঙ্গ ভজয়।।
দাস্যরস পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গ-ভজনে।
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বলে সাধু জনে।।
মধুর প্রেমেতে যার হয় অধিকার।
রাধাকৃষ্ণ-রূপে গৌর-ভজন তাহার।।
রাধাকৃষ্ণ ঐক্য মোর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
যুগল বিলাস ঐক্যে স্বতঃ নাহি ভায়।।
দাস্য পরিপক্কে যবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুর রস উঠে মূর্ত্তিমান হয়ে।।
সে সময়ে ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণ-রূপ হয়ে ব্রজে অবতরি।।
নিত্যলীলারসে সেই ভক্তকে ডুবায়।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা ব্রজধাম পায়।।
নবদ্বীপে ব্রজে যেই নিগূঢ় সম্বন্ধ।
এক হয়ে দুই হয় নাহি দেখে অন্ধ।।
সেই ত' সম্বন্ধ গৌরে কৃষ্ণে জান সার।
মধুর-রসেতে গৌর যুগল আকার।।
এইসব তত্ত্ব তোরে রূপ-সনাতন।
জানাইবে অল্পদিনে বল্লভ নন্দন।।
তোরে বৃন্দাবনে প্রভু দিল অধিকার।
বিলম্ব না কর জীব ব্রজে যেতে আর।।
এত বলি প্রভু তার মস্তকে চরণ।
অর্পণ করিয়া শক্তি করে সঞ্চারণ।।
মহাপ্রেমে শ্রীজীব গোস্বামী কতক্ষণ।
নিত্যানন্দ-পদতলে রহে অচেতন।।
শ্রীবাস-অঙ্গনে জীব গড়াগড়ি যায়।
সাত্ত্বিক বিকার সব দেহে শোভা পায়।।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে দুর্ভাগ্য আমার।
না দেখিনু এ নয়নে নদীয়া-বিহার।।
জীব নিস্তারিতে লীলা কৈল গৌররায়।
সে লীলা না দেখি মোর দিন বৃথা যায়।।
শ্রীজীব যাইবে ব্রজে করিয়া শ্রবণ।
শ্রীবাস-অঙ্গনে আইল যত সাধুজন।।
বৃদ্ধ-সব শ্রীজীবে করেন আশীর্ব্বাদ।
কনিষ্ঠ বৈষ্ণব মাগে শ্রীজীব-প্রসাদ।।
করযুড়ি বলে জীব সকল বৈষ্ণবে।
মম অপরাধ কিছুমাত্র নাহি লবে।।
তোমারা চৈতন্যদাস জগতের গুরু।
এ ক্ষুদ্র জীবেরে দয়া কর কল্পতরু।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে মোর থাক্ রতি-মতি।
নিত্যানন্দ প্রভু হ'ক্ জন্মে জন্মে গতি।।
নাহি বুঝি বাল্যকালে ছাড়িলাম ঘর।
তুমি সব জীবনের বন্ধু অতঃপর।।
বৈষ্ণবানুকম্পা বিনা কৃষ্ণ নাহি পাই।
বৈষ্ণব-চরণধূলি দেহ সবে ভাই।।

এত বলি সকলে করিয়া স্তুতি-নতি।
নিত্যানন্দ প্রভুর লইয়া অনুমতি।।
জগন্নাথগৃহে গিয়া শচীর চরণে।
ব্রজে যাইতে আজ্ঞা লয় বিকলিত মনে।।
শ্রীচরণরেণু দিয়া শচীদেবী তায়।
আশীর্ব্বাদ করি জীবে করিল বিদায়।।
কাঁদিতে কাঁদিতে জীব ভাগীরথী পার।
হা গৌরাঙ্গ বলি যায় আজ্ঞা জানি সার।।
কতক্ষণ চলি চলি নবদ্বীপ-সীমা।
পার হয়ে যায় জীব অনন্ত মহিমা।।
নবদ্বীপধাম ছাড়ি শ্রীজীব তখন।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি চলে যথা বৃন্দাবন।।
ব্রজধাম শ্রীযমুনা রূপ-সনাতন।
জাগিতে লাগিল হৃদে জীবের তখন।।
পথিমধ্যে রাত্রে স্বপ্ন দেখে গৌররায়।
জীবেরে বলেন তুমি যাও মথুরায়।।
অতি প্রিয় তুমি আর রূপ-সনাতন।
একত্রে করহ ভক্তিশাস্ত্র প্রকটন।।
আমার যুগল সেবা তোমার জীবন।
শ্রীব্রজবিলাস সদা করহ দর্শন।।
স্বপ্ন দেখি জীবের আনন্দ হৈল অতি।
ব্রজধাম-প্রতি ধায় সুসত্বর গতি।।
ব্রজে গিয়া শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়।
যে যে কার্য্য সাধিল তা বর্ণন না হয়।।
ভাগ্যবান্ জন পরে করিবে বর্ণন।
শুনিবে আনন্দচিত্তে যত সাধুজন।।
ছারবুদ্ধ এ ভক্তিবিনোদ অভাজন।
শ্রীধাম-ভ্রমণবার্ত্তা করিল বর্ণন।।
বৈষ্ণবচরণে মোর এই সে প্রার্থনা।
শ্রীগৌর-সম্বন্ধ মোর হউক যোজনা।।
শ্রীগৌর-সম্বন্ধ সহ নবদ্বীপ বাস।
হউক্ অচিরে মোর এই অভিলাষ।।
বিষয়গর্ত্তের কীট অতি দুরাচার।
ভক্তিহীন কামরত ক্রোধে মত্ত আর।।
এ হেন দুর্জন আমি মায়ার কিঙ্কর।
শ্রীগৌর-সম্বন্ধ কিসে পাই অতঃপর।।
নবদ্বীপ ধাম মোরে অনুগ্রহ করি।
উদিত হউন হৃদে তবে আমি তরি।।
প্রৌঢ়ামায়া কুলদেবী কৃপা অকপট।
ভরসা তরিতে মাত্র অবিদ্যা-সঙ্কট।।
বৃদ্ধশিব ক্ষেত্রপাল হউন সদয়।
চিদ্ধাম আমার চক্ষে হউন উদয়।।
নবদ্বীপবাসী যত গৌরভক্তগণ।
এ পামর শিরে সবে দাও শ্রীচরণ।।
এই ত' প্রার্থনা মোর শুন সর্ব্বজন।
অচিরাতে যেন পাই চৈতন্য-চরণ।।
নিত্যানন্দ-শ্রীজাহ্নবা-আদেশ পাইয়া।
বর্ণিলাম নবদ্বীপ অতি দীন হৈয়া।।
নবদ্বীপ গৌর-নিত্যানন্দ নামময়।
এই গ্রন্থ বিরচিত হইল নিশ্চয়।।
অতএব এই গ্রন্থ পরম পাবন।
রচনা-দোষেতে দোষী নহে কদাচন।।
এই গ্রন্থ পাঠ করি গৌরভক্তজন।
পরিক্রমা-ফল সদা করুন অর্জ্জন।।
পরিক্রমাকালে গ্রন্থ কৈলে আলোচনা।
শতগুণ ফল হয় শাস্ত্রের বচন।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া আশ যার।
নদীয়া-মাহাত্ম্য গায় দীনহীন-ছার।।

শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্যে'র পরিক্রমাখণ্ড সমাপ্ত

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ

সর্ব্বধামশিরোমণি সন্ধিনীবিলাস।
ষোলক্রোশ নবদ্বীপ চিদানন্দবাস।।
সর্ব্বতীর্থ-দেব-ঋষি-শ্রুতির বিশ্রাম।
স্ফূরক্ নয়নে মম নবদ্বীপ-ধাম।।১
মাথুর মণ্ডলে ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন।
গৌড়ে নবদ্বীপ তথা দেখুক্ নয়ন।।
একের প্রকাশ দুই অনাদি চিন্ময়।
প্রভুর বিলাস-ভেদে শুদ্ধ ধামদ্বয়।।২
প্রভুর অচিন্ত্যশক্তি অনাদি চিন্ময়ে।
জীব নিস্তারিতে আনে প্রপঞ্চ-নিলয়ে।।
সেই কৃষ্ণকৃপাবলে জড়-বদ্ধ জন।
বৃন্দাবন নবদ্বীপ করুক দর্শন।।৩
যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময় বিশেষ সুধা করে আস্বাদন।।
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে।
ক্ষুদ্র জড় বলি তারে নিন্দে বারে বারে।।৪
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত-কৃপা যোগ্যতা কারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন।।
জ্ঞানকর্ম্মযোগে সেই যোগ্যতা না হয়।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয়।।৫
জড় জাল জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেই ক্ষণ।
জীবচক্ষু করে ধাম-শোভা দরশন।।
আহা কবে সে অবস্থা হইবে আমারে।
দেখিব শ্রীনবদ্বীপ জড়মায়া পারে।।৬
অষ্টদলপদ্মনিভ ধাম নিরমল।
কোটি চন্দ্র জ্যোৎস্না জিনি অতীব শীতল।।
কোটি সূর্য্যপ্রভা যিনি অতি তেজোময়।
আমার নয়ন-পথে হইবে উদয়।।৭
অষ্টদ্বীপ অষ্টদল মধ্যে দ্বীপবর।
অন্তর্দ্বীপ নাম তার অতীব সুন্দর।।
তার মধ্য-ভাগে যোগপীঠ মায়াপুর।
দেখিয়া আনন্দলাভ করিব প্রচুর।।৮
ব্রহ্মপুর বলি শ্রুতিগণ যাকে গায়।
মায়ামুক্ত চক্ষে আহা মায়াপুর ভায়।।
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল নাম মহাবন।
যথা নিত্যলীলা করে শ্রীশচীনন্দন।।৯
ব্রজে সেই ধাম গোপ-গোপীগণালয়।
নবদ্বীপে শ্রীগোকুল দ্বিজবাস রয়।।
জগন্নাথমিশ্র গৃহ পরম পাবন।
মায়াপুরমধ্যে শোভে নিত্য নিকেতন।।১০
মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।
জড়ময় ভূমি জল দ্রব্য যত আর।।
মায়া কৃপা করি জাল উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন।।১১
যথা নিত্য-মাতাপিতা দাসদাসীগণ।
শ্রীগৌরাঙ্গে সেবে প্রেমে মত্ত অনুক্ষণ।।

লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়া সেবে প্রভুর চরণ।
পঞ্চতত্ত্বাত্মক প্রভু অপূর্ব্ব দর্শন।।১২
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সেই মায়াপুরে।
গদাধর শ্রীবাসাদি স্থানে স্থানে স্ফুরে।।
অসংখ্য বৈষ্ণবালয় চতুর্দ্দিকে ভায়।
হেন মায়াপুর কৃপা করুণ আমায়।।১৩
নৈঋতে যমুনা গঙ্গা স্বসৌভাগ্য গণি।
নাগররূপে সেবা করে গোরা দ্বিজমণি।।
ভাগীরথী-তটে বহু ঘাট দেবালয়।
প্রৌঢ়ামায়া বৃদ্ধশিব উপবনচয়।।১৪
অসংখ্য ব্রাহ্মণ-গৃহ মায়াপুরে হয়।
রাজপথ চত্বর বিপিন শিবালয়।।
পূর্ব্ব দক্ষিণেতে এক সরস্বতী ধার।
নিরবধি রহে ইশোদ্যান তটে যার।।১৫
এসব বৈভব নিত্য চিন্ময় অপার।
কেন পাবে কলিজীব মায়াবদ্ধ ছার।।
ত্রিনদী-ভাঙ্গন-ছলে লুকাইল মায়া।
জড় চক্ষু দেখে মাত্র মায়াপুর ছায়া।।১৬
সশক্তিক নিত্যানন্দ-কৃপাবল-ক্রমে।
স্ফুরক্ নয়নে মায়াপুরী সসম্ভ্রমে।।
শ্রীগৌরাঙ্গ-গৃহলীলা করি দরশন।
অতি ধন্য হউ এই মূঢ় অকিঞ্চন।।১৭
অন্তর্দ্বীপ-মধ্যে যেই মায়াপুর গ্রাম।
অষ্টদল কমলের কর্ণিকা সে ধাম।।
গৌরকান্তি পীত জ্যোতির্ম্ময় সুনির্ম্মল।
করুন নয়নে মোর সদা ঝলমল।।১৮
কোনস্থানে উপবন পৃথু সরোবর।
গোচারণভূমি কত দেখিতে সুন্দর।।
প্রবাহপ্রণালী কত শস্যভূমি খণ্ড।
রাজপথ বকুল কদম্ব বৃক্ষ ষণ্ড।।১৯
তাহার পশ্চিমে জহ্নু-তনয়ার তট।
শ্রীগঙ্গানগর নামে প্রসিদ্ধ খর্ব্বট।।
যথা গঙ্গাদাস-গৃহে বিদ্যানুশীলন।
করিলেন প্রভু মোর লয়ে দ্বিজ-জন।।২০
ভরদ্বাজটীলা তথা দেখিতে সুন্দর।
গৌর ভজি যথা ভরদ্বাজ মুনিবর।।
লভিয়া চৈতন্যপ্রেম সূত্র প্রকাশিল।
কতশত বহির্ম্মুখ জনে ভক্তি দিল।।২১
পৃথুকুণ্ড উত্তরেতে মথুরা নগর।
ষষ্ঠীতীর্থ মধুবন পরম সুন্দর।।
বহুজনাকীর্ণ জনপদ সুবিস্তার।
দর্শনে পবিত্র হউ নয়ন আমার।।২২
তদুত্তরে শরডাঙ্গা স্থান মনোহর।
রক্তবাহুভয়ে যথা শবর প্রবর।।
নীলাদ্রিপতিকে লয়ে রহে সংগোপনে।
সেই স্থান দেখি যেন সর্ব্বদা নয়নে।।২৩
মথুরায় বায়ুকোণে হেরিব নয়নে।
সীমন্ত-দ্বীপের শোভা জাহ্নবী-সদনে।
যথায় পার্ব্বতীদেবী গৌরপদ-ধূলি।
সীমন্তে ধারণ কৈল করিলা আকুলি।।২৪
দূর হইতে বিলোকিব বিল্বপক্ষবন।
যথা গৌরধ্যানে আছে ঋষি চতুঃসন।।
নিতাইবিলাসভূমি দেখিব সুদূরে।
যথা সঙ্কর্ষণ-ক্ষেত্র বিজ্ঞজনে স্ফূরে।।২৫
মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে।।

ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজনস্থান হউক আমার।।২৬
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা লয়ে ভক্তজন।।
বনশোভা হেরি রাধাকুণ্ড পড়ে মনে।
সে-সব স্ফুরুক্ সদা আমার নয়নে।।২৭
বনস্পতি কৃষ্ণলতা নিবিড় দর্শন।
নানা পক্ষী গায় তথা গৌরগুণগান।।
সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা পায়।
হিরণ্য-হীরক-নীল-পীতমণি ভায়।।২৮
বহির্ম্মুখজন মায়ামুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে।।
দেখে মাত্র-কন্টক আবৃত ভূমিখণ্ড।
তটিনী বন্যার বেগে সদা লণ্ডভণ্ড।।২৯
মধুবন মধ্যভাগে শ্রীবিশ্রামস্থল।
শ্রীধরকুটীর আর কুণ্ড নিরমল।।
কাজীরে শোধিয়া প্রভু লয়ে পরিকর।
যথায় বিশ্রাম কৈল ত্রিদশ-ঈশ্বর।।৩০
হা গৌরাঙ্গ বলি কবে সে বিশ্রামস্থলে।
গড়াগড়ি দিয়া আমি কাঁদিব বিরলে।।
প্রেমাবেশে দেখিব শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরে।
লৌহপাত্রে জল পিয়ে শ্রীধরের ঘরে।।৩১
কবে বা সৌভাগ্যবলে নয়ন আমার।
হেরিবে কীর্ত্তনমাঝে শচীর কুমার।।
নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর শ্রীনিবাসে।
লয়ে নাচে প্রেম যাচে শ্রীধর আবাসে।।৩২
তার পূর্ব্বে বিলোকিব সুবর্ণবিহার।
সুবর্ণসেনের দুর্গ তুল্য নাহি যার।।
যথায় শ্রীগৌরচন্দ্রসহ পরিকর।
নাচেন সুবর্ণমূর্ত্তি অতি মনোহর।।৩৩
একাকী বা ভক্তসঙ্গে কবে কাকুস্বরে।
কাঁদিয়া বেড়াব আমি সুবর্ণনগরে।।
গৌরপদে শ্রীযুগল-সেবা মাগি লব।
শ্রীরাধাচরণাশ্রয়ে প্রাণ সমর্পিব।।৩৪
তার পূর্ব্বদক্ষিণেতে শ্রীনৃসিংহ-পুরী।
কবে বা হেরিব দেবপল্লীর মাধুরী।।
নরহরি-ক্ষেত্রে প্রেমে গড়াগড়ি দিয়া।
নিষ্কপট কৃষ্ণপ্রেম লইব মাগিয়া।।৩৫
এ দুষ্ট হৃদয়ে কাম আদি রিপু ছয়।
কুটিনাটি প্রতিষ্ঠাশা শাঠ্য সদা রয়।।
হৃদয়শোধন আর কৃষ্ণের বাসনা।
নৃসিংহ-চরণে মোর এই ত' কামনা।।৩৬
কাঁদিয়া নৃসিংহ-পদে মাগিব কখন।
নিরাপদে নবদ্বীপে যুগল-ভজন।।
ভয়, ভয় পায় যাঁর দর্শনে, সে হরি।
প্রসন্ন হইবে কবে মোরে দয়া করি।।৩৭
যদ্যপি ভীষণ মূর্ত্তি দুষ্ট জীব প্রতি।
প্রহ্লাদাদি কৃষ্ণভক্তজনে ভদ্র অতি।।
কবে বা প্রসন্ন হ'য়ে সকৃপ-বচনে।
নির্ভয় করিবে এই মূঢ় অকিঞ্চনে।।৩৮
স্বচ্ছন্দে বৈস হে বৎস শ্রীগৌরাঙ্গধামে।
যুগলভজন হউ, রতি হউ নামে।।
মম ভক্তকৃপাবলে বিঘ্ন যাবে দূর।
শুদ্ধচিত্তে ভজ রাধা-কৃষ্ণ-রসপুর।।৩৯
এই বলি' কবে মোর মস্তক-উপর।
স্বীয় শ্রীচরণ হর্ষে ধরিবে ঈশ্বর।।
অমনি যুগল-প্রেমে সাত্ত্বিক বিকারে।
ধরায় লুটিব আমি শ্রীনৃসিংহদ্বারে।।৪০

সে ক্ষেত্রের পশ্চিমেতে গণ্ডকের ধার।
শ্রীঅলকানন্দ কাশীক্ষেত্র হয়ে পার।।
দেখিব গোদ্রুমক্ষেত্র অতি নিরমল।
ইন্দ্রসুরভির যথা ভজনের স্থল।।৪১
গোদ্রুম-সমান ক্ষেত্র নাহি ত্রিভুবনে।
মার্কণ্ডেয় গৌরকৃপা পায় যেই বনে।।
যেমন সংলগ্ন সরস্বতীনদীতটে।
ঈশোদ্যান রাধাকুণ্ড জাহ্নবী-নিকটে।।৪২
ভজরে ভজরে মন গোদ্রুম-কানন।
অচিরে হেরিবে চক্ষে গৌরলীলাধন।।
সে লীলা-দর্শনে তুমি যুগল-বিলাস।
অনায়াসে লভিবে পূরিবে তব আশ।।৪৩
গোদ্রুম শ্রীনন্দীশ্বর-ধাম গোপাবাস।
যথা শ্রীগৌরাঙ্গ করে বিবিধ বিলাস।।
পূর্ব্বাহ্নে গোপের ঘরে গব্যদ্রব্য খাই।
গোপসনে গোচারণ করেন নিমাই।।৪৪
গোপগণ বলে, ভাই তুমি ত' গোপাল।
দ্বিজরূপ কভু তব নাহি সাজে ভাল।।
এস কাঁধে করি তোরে গোচারণ করি।
মায়ের নিকটে লই যথা মায়াপুরী।।৪৫
কোন গোপ স্নেহ করি' দেয় ছানা-ক্ষীর।
কোন গোপ রূপ দেখি হয় ত' অস্থির।।
কোন গোপ নানা ফল-ফুল দিয়া করে।
বলে ভাই নিতি নিতি আইস মোর ঘরে।।৪৬
বিপ্রের ঠাকুর তুমি গোপের কারণ।
তোমা ছাড়ি যেতে নারি তুমি ধ্যান জ্ঞান।।
ঐ দেখ গাভী সব তোমারে দেখিয়া।
হাম্বারবে ডাকে ঘাস-বৎস তেয়াগিয়া।।৪৭

আজ বেলা হইল চল জগন্নাথালয়।
কাল যেন এই স্থানে পুনঃ দেখা হয়।।
রাখিব তোমার লাগি দধি-ছানা-ক্ষীর।
বেলা হইলে জে'ন আমি হইব অস্থির।।৪৮।
এইরূপে নিতি নিতি শ্রীগোদ্রম-বনে।
শ্রীগৌর-নিতাই খেলা করে গোপসনে।।
বেলা না হইতে পুনঃ করি' গঙ্গাস্নান।
শ্রীশচীসদনে যান গৌর ভগবান্।।৪৯
হেন দিন আমার কি হইবে উদয়।
হেরিব গোদ্রুম-লীলা শুদ্ধ প্রেমময়।।
গোপসঙ্গে গোপভাবে প্রভু-সেবা-আশে।
একমনে বসিব সে গোদ্রুম-আবাসে।।৫০
গোদ্রুম দক্ষিণে মধ্যদ্বীপ মনোহর।
বনরাজি শোভে যথা দেখিতে সুন্দর।।
যথায় মধ্যাহ্ন প্রভু ল'য়ে ভক্তগণ।
সপ্তঋষি কাছে আসি দিল দরশন।।৫১
যথায় গোমতী-তীরে নৈমিষ-কাননে।
গৌরভাগবত-কথা শুনে ঋষিগণে।।
শুনিতে সে গৌরকথা দেব-পঞ্চানন।
সহসা আইলা হয়ে শ্রীহংস-বাহন।।৫২
কবে আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই বন।
হেরিব পুরাণ-সভা অপূর্ব্ব-দর্শন।।
শুনিব চৈতন্য-কথা শ্রীহরিবাসরে।
সুপূণ্য কার্ত্তিকমাসে গোমতীর ধারে।।৫৩
শৌনকাদি শ্রোতা ঋষিগণ কৃপা করি।
পদধূলি দিয়া মাথে হস্তদ্বয় ধরি।।
বলিবে হে নবদ্বীপবাসি! একমনে।
শ্রীগৌরাঙ্গ কথামৃত পিয় এই বনে।।৫৪

তাহার দক্ষিণে শোভে ব্রাহ্মণ-পুষ্কর।
শ্রীপুষ্করতীর্থে যথা দেখে দ্বিজবর।।
ভজিয়ে গৌরাঙ্গপদ বিপ্র দিবদাস।
শ্রীগৌরাঙ্গরূপ হেরি পাইল আশ্বাস।।৫৫
তাহার দক্ষিণে ক্ষেত্র উচ্চহট্ট নাম।
ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্র ত্রিপিষ্টপ-ধাম।।
যথা দেবগণ করে গৌর-সঙ্কীর্ত্তন।
কভু ধামবাসী তাহা করেন শ্রবণ।।৫৬
শ্রীগৌরাঙ্গ গণ-সহ মধ্যাহ্ন সময়ে।
ভ্রমেণ এসব বনে প্রেমমত্ত হয়ে।।
ভক্তগণে কৃষ্ণলীলা সঙ্কেত বলিয়া।
নাচেন কীর্ত্তনে রাধা-ভাব আস্বাদিয়া।।৫৭
আমি কবে একাকী বা ভক্তজন-সঙ্গে।
ভাসিব চৈতন্য-প্রেম-সমুদ্র-তরঙ্গে।।
মধ্যাহ্নে ভ্রমিব মধ্যদ্বীপ বনচয়ে।
প্রভুভাব-বিভাবিয়া অকিঞ্চন হ'য়ে।।৫৮
মধ্যদ্বীপবাসি ভক্তগণ কৃপা করি।
দেখাইবে ঐ দেখ গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।।
ব্রহ্মাকুণ্ড তীরে ব্রহ্মনগর-ভিতরে।
কীর্ত্তন ঘটায় নাচে লয়ে পরিকরে।।৫৯
কবে বা দেখিব সেই পুরটসুন্দর।
অপূর্ব্ব-মূরতি গোরা বনমালাধর।।
দীর্ঘবাহু হ'য়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকি' বলে।
হরিনাম বল ভাই একত্রে সকলে।।৬০
অমনি শ্রীবাস আদি যত ভক্তজন।
হরি হরি বলিয়া করিবে সংকীর্তন।।
কেহ বা বলিবে গৌরহরি বল ভাই।
গৌর-বিনা রাধাকৃষ্ণ-সেবা নাহি পাই।।৬১

উচ্চহট্ট সন্নিকটে পঞ্চবেণী নাম।
দেবতীর্থ যথা দেবগণের বিশ্রাম।।
জাহ্নবী ত্রিধারা সরস্বতী শ্রীযমুনা।
মিলিয়াছে গৌরসেবা করিয়া কামনা।।৬২
গণ-সহ গৌরহরি যথা করি' স্নান।
কলিপাপ হইতে তীর্থে কৈল পরিত্রাণ।।
পঞ্চবেণী হেন তীর্থ এ চৌদ্দ ভুবনে।
নাহি দেখে বেদব্যাস আর ঋষিগণে।।৬৩
কবে পঞ্চবেণী-জলে করিয়া স্নপন।
শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম করিব স্মরণ।।
গৌরপদপূত বারি অঞ্জলি ভরিয়া।
পিয়া ধন্য হব গৌর-প্রসঙ্গে মাতিয়া।।৬৪
পঞ্চবেণী-পারে কোলদ্বীপ মনোহর।
কোলরূপে প্রভু যথা ভক্তের গোচর।।
শ্রীবরাহক্ষেত্র বলি' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
দেবের দুর্ল্লভ স্থান চিদানন্দময়।।৬৫
কুলিয়াপাহাড়-নামে প্রসিদ্ধ জগতে।
শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্থান শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যথা সন্ন্যাসের পর।
ব্রজযাত্রা-ছলে দেখে নদীয়া নগর।।৬৬
বিদ্যাবাচস্পতি-বিদ্যালয় যেই স্থানে।
বিশারদপুত্র তেঁহ কেবা নাহি জানে।।
প্রভুর একান্ত ভৃত্য শুদ্ধভক্তিবলে।
আকর্ষিল নিজপ্রভু গঙ্গাস্নান ছলে।।৬৭
কবে আমি গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া রব।
বিদ্যাবাচস্পতি-দ্বারে দেখিয়া বৈভব।।
কতক্ষণে কৃপা করি প্রভু যতীশ্বর।
হইবে প্রাসাদোপরি নয়নগোচর।।৬৮

দেখিয়া কনককান্তি সন্ন্যাস-মূরতি।
ভূমে পড়ি' বিলোকিব করিয়া আকুতি।।
দ্বারকায় রাজবেশে শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া।
কাঁদিল যেমন গোপী যমুনা স্মরিয়া।।৬৯
আমি চাই গৌরচন্দ্রে লইতে মায়াপুরে।
যথায় কৈশোর বেশ শ্রীঅঙ্গেতে স্ফুরে।।
যথায় চাঁচর কেশ ত্রিকচ্ছ-বসনে।
ঈশোদ্যানে লীলা করে ভক্তজন সনে।।৭০
সেই বটে এই যতি আমি সেই দাস।
প্রভুর দর্শন সেই অনন্ত বিলাস।।
তথাপি আমার চিত্ত পৃথুকুণ্ড তীরে।
প্রভুরে লইতে চায় শ্রীবাস-মন্দিরে।।৭১
তথা হৈতে কিছু আগে করি দরশন।
শ্রীসমুদ্রগড়তীর্থ জগতপাবন।।
যথা পূর্ব্বে ভীম যুদ্ধে শ্রীসমুদ্রসেনে।
দেখা দিল দীনবন্ধু শুদ্ধভক্ত জে'নে।।৭২
যথায় সাগর আসি গঙ্গার আশ্রয়ে।
নবদ্বীপ-লীলা দেখে প্রেমে মুগ্ধ হয়ে।।
শ্রীগঙ্গাসাগর-তীর্থ নবদ্বীপপুরে।
নিত্য শোভা পায় যথা দেখে সুরাসুরে।।৭৩
ধন্য জীব কোলদ্বীপ করে দরশন।
পরম-আনন্দধাম শ্রীবহুলাবন।।
কীর্ত্তন-আবেশে যথা শ্রীশচীকুমার।
ভক্তগণ সঙ্গে লয়ে নাচে কতবার।।৭৪
কোলদ্বীপ কৃপা করি এই অকিঞ্চনে।
দেহ নবদ্বীপবাস ভক্তজন সনে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাধনে দেহ অধিকার।
জীবনে-মরণে প্রভু গৌরাঙ্গ আমার।। ৭৫

কোলদ্বীপ-উত্তরাংশে চম্পহট্ট গ্রাম।
সদা শোভা করে যাঁহা নবদ্বীপ ধাম।।
মহাতীর্থ চম্পাহট্ট গ্রাম মনোহর।
জয়দেব যথা ভজে গৌরশশধর।।৭৬
যথা বাণীনাথ-গৃহে শচীর নন্দন।
সপার্ষদে করিলেন নামসঙ্কীর্ত্তন।।
বাণীনাথ-গৃহে হৈল মহামহোৎসব।
গৌরাঙ্গ দেখায় নিজ প্রেমের বৈভব।।৭৭
চম্পাহট্ট গ্রামে আছে চম্পকের বন।
চম্পলতা করে যথা কুসুম চয়ন।।
নবদ্বীপে শ্রীখদিরবন সেই গ্রাম।
ব্রজে যথা রামকৃষ্ণ করেন বিশ্রাম।।৭৮
ঋতুদ্বীপ বনময় অতি মনোহর।
বসন্তাদি ঋতু যথা গৌরসেবাপর।।
সর্ব্বর্ত্তু সেবিত ভূমি আনন্দ-নিলয়।
রাধাকুণ্ড-প্রদেশের একদেশ হয়।।৭৯
কভু কভু সংকীর্ত্তন-রঙ্গে এই স্থানে।
স্মরি গোচারণ-লীলা কৃষ্ণগুণগানে।।
শ্যামলী, ধবলি বলি ডাকে ঘন ঘন।
শ্রীদাম, সুবল বলি করেন ক্রন্দন।।৮০
আমি কবে ঋতুদ্বীপে করিয়া ভ্রমণ।
বন-শোভা হেরি লীলা করিব স্মরণ।।
রাধাকুণ্ডলীলাস্ফূর্ত্তি হইবে তখন।
স্তম্ভিত হইয়া তাহা করিব দর্শন।।৮১
মানসগঙ্গার তীরে গোচারণ-স্থল।
রামকৃষ্ণ-সহ দাম-বল-মহাবল।।
অসংখ্য গোবৎস ল'য়ে নিভৃতে চরায়।
নানা লীলাচ্ছলে সবে কৃষ্ণগুণ গায়।।৮২

গোপশিশুগণ রহে নানা আলাপনে।
চরিতে চরিতে সবে যায় দূর বনে।।
না দেখিয়া বৎসগণে চিন্তে সর্ব্বজন।
কৃষ্ণবংশীরবে বৎস আইসে ততক্ষণ।।৮৩
দেখিতে দেখিতে লীলা হৈল অদর্শন।
ভূমিতে পড়িব আমি হ'য়ে অচেতন।।
কতক্ষণে সংজ্ঞা লভি' আপনি উঠিব।
ধীরে ধীরে বনমাঝে ভ্রমণ করিব।।৮৪
হা গৌরাঙ্গ! কৃষ্ণচন্দ্র! দয়ার সাগর।
কাঙ্গলের ধন তুমি আমি ত' পামর।।
এই বলি কাঁদি' কাঁদি হ'য়ে অগ্রসর।
দেখিব সহসা আমি শ্রী বিদ্যানগর।।৮৫
চারিবেদ চতুঃষষ্ঠি বিদ্যার আলয়।
সরস্বতী-পীঠ বিদ্যানগর নিশ্চয়।।
ব্রহ্মা-শিব-ঋষিগণ এ পীঠ-আশ্রয়ে।
সর্ব্ববিদ্যা প্রকাশিল প্রপঞ্চ নিলয়ে।।৮৬
প্রভু মোর করিবেন বিদ্যার বিলাস।
ইহা জানি' বৃহস্পতি ছাড়ি' নিজবাস।।
বাসুদেব-সার্ব্বভৌমরূপে এই স্থানে।
প্রচারিল সর্ব্ববিদ্যা বিবিধ বিধানে।।৮৭
যে বিদ্যানগরে বসি' গৌরগুণ গায়।
সেই অধ্যাপক ধন্য শোক নাহি পায়।।
অবিদ্যা ছাড়য়ে তারে যে বিদ্যানগরে।
দর্শন করিয়া ভজে গৌরসুধাকরে।।৮৮
আমি কি দেখিব কভু শ্রীগৌরসুন্দরে।
বিদ্যা অনুরাগে গিয়া শ্রীবিদ্যানগরে।।
শ্রীবাসাপরাধে দেবানন্দ-মহাশয়ে।
দণ্ডিবেন বাক্য-দণ্ডে ভক্তপক্ষ হ'য়ে।।৮৯

আমার প্রভুর লীলা অনন্ত না জানে।
কখন কি কার্য্যে মাতে থাকে কিবা ধ্যানে।।
কেন যে কীর্ত্তন ছাড়ি' পড়ুয়া তাড়ায়।
পরাজিয়া অধ্যাপকে কিবা সুখ পায়।।৯০
যাই করে প্রভু তাই আনন্দজনক।
স্বেচ্ছাময় প্রভু তেঁহ আমি ত' সেবক।।
ক্ষুদ্র পরিমিত বুদ্ধি সহজে আমার।
বিচারিতে শক্তি নাই বিধান তাঁহার।।৯১
নবদ্বীপবাসী অধ্যাপকগণ তাঁর।
নিত্যলীলা পুষ্টিকারী প্রণম্য আমার।।
সকলে করুণা কর দীন অকিঞ্চনে।
মোরে অধিকার দেহ নাম-সংকীর্ত্তনে।।৯২
শ্রীবিদ্যানগর-প্রতি এই নিবেদন।
যে অবিদ্যা গৌরতত্ত্ব করে আবরণ।।
সে অবিদ্যা-জালে যেন মানস আমার।
আবৃত না হয় কভু থাকে মায়াপার।।৯৩
শোভে জহ্নুদ্বীপ বিদ্যানগর-উত্তরে।
যথা জহ্নু-তপবন ব্যক্ত চরাচরে।।
গঙ্গারে করিল পান যথা মুনিবর।
জাহ্নবী-স্বরূপে গঙ্গা হইল গোচর।।৯৪
যথা কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম মুনির আশ্রমে।
ভাগবত-ধর্ম্ম শিক্ষা কৈল বিধিক্রমে।।
যথা জহ্নু নিস্কপটে করিয়া ভজন।
অনায়াসে পায় কৃষ্ণচৈতন্য চরণ।।৯৫
জহ্নু দ্বীপ ভদ্রবন কৃষ্ণলীলা স্থল।
নয়নগোচর কবে হবে নিরমল।।
সেই বনে ভীষ্মটীলা পরমপাবন।
তদুপরি রহি' আমি করিব ভজন।।৯৬

রাত্র্যাগমে ভীষ্মদেব প্রশান্ত অন্তরে।
দরশন দিবে মোরে শুদ্ধ কলেবরে।।
কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষ তুলসীর মালা করে।
দ্বাদশ তিলকান্বিত নামানন্দভরে।।৯৭
বলিবে নবীন নবদ্বীপবাসী শুন।
আমার মুখেতে আজ গৌরাঙ্গের গুণ।।
কুরুক্ষেত্র-রণে পড়ি' মরণ-সময়ে।
দেখিলাম কৃষ্ণচন্দ্র একচিত্ত হ'য়ে।।৯৮
নির্য্যাণ-সময়ে প্রভু বলিল বচন।
নবদ্বীপ তুমি পূর্ব্বে করিলা দর্শন।।
সেই পুণ্যে গৌর-কৃপা তোমার ঘটিল।
নবদ্বীপে নিত্যবাস এখন হইল।।৯৯
অতএব সর্ব্ব আশা পরিত্যাগ করি'।
নবদ্বীপে বসি' তুমি ভজ গৌরহরি।।
আর না করহ ভয় বিষয়-বন্ধনে।
অবশ্য লভিবে সেবা গৌরাঙ্গ-চরণে।।১০০
প্রভুর ইচ্ছায় এই ধামে সর্ব্বক্ষণ।
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা দেখে মুক্তজন।।
শোক, ভয়, মৃত্যু আর উদ্বেগ-কারণ।
বহির্ম্মুখ ইচ্ছা নাহি জীবের পীড়ন।।১০১
শুদ্ধভক্তজন কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য আসবে।
নিজ নিজ ভজনেতে মগ্ন সুখার্ণবে।।
না জানে অভাব-পীড়া সংসার-যাতনা।
সিদ্ধকাম শুদ্ধদেহ বৈসে সর্ব্বজনা।।১০২
নিত্যমুক্ত, বদ্ধমুক্ত, ভক্তি পরিকর।
অনন্ত সংখ্যক দাসগণের ঈশ্বর।।
যার যেই ভাব, সেই ভাবে তার সনে।
নিত্যলীলা করে প্রভু এই সব বনে।।১০৩

এ ধাম অনন্ত,জড়া মায়া হেথা নাই।
চিচ্ছক্তি হেথায় অধিষ্ঠাত্রী শুন ভাই।।
তদনুগ দেশ-কাল-করণ-শরীর।
সব নির্ম্মায়িক সত্ত্ব এই তত্ত্ব স্থির।।১০৪
যতদিন না ছাড়িবে প্রভুর ইচ্ছায়।
মায়িক শরীর ততদিন তো তোমায়।।
না স্ফুরিবে পূর্ণরূপে এ ধামের ভাব।
তব বুদ্ধি না ছাড়িবে জাতীর স্বভাব।।১০৫
ভাগবতী তনু পাবে প্রভুর ইচ্চায়।
অব্যাহত-গতি তব হইবে হেথায়।।
জড়মায়াজালের আবরণ যাবে দূরে।
অসীম আনন্দ পাবে এই নিত্যপুরে।।১০৬
যে-পর্য্যন্ত আছে ভাই মায়িক শরীর।
সাবধানে ভক্তিতত্ত্বে থাক সদা স্থির।।
ভক্তসেবা, কৃষ্ণনাম, যুগলভজন।
বিষয়ে শৈথিল্য-ভাব কর সর্ব্বক্ষণ।।১০৭
ধামকৃপা, নামকৃপা, ভক্তকৃপাবলে।
অসাধু-সম্বন্ধ দূরে রাখহ কৌশলে।।
অচিরে পাইবে তুমি নিত্যধামে বাস।
শুদ্ধ শ্রীযুগলসেবা হইবে প্রকাশ।।১০৮
ভীষ্মদেব-উপদেশ ধরিয়া শ্রবণে।
সাষ্টাঙ্গে পড়িব আমি তাঁহার চরণে।।
আশীর্ব্বাদ করি' তেঁহ হ'বে অদর্শন।
কাঁদিতে কাঁদিতে যাব মোদদ্রুম বন।।১০৯
মোদদ্রুম শ্রীভাণ্ডীর হয় এক তত্ত্ব।
যথা পশুপক্ষীগণে সব শুদ্ধ সত্ব।।
মনোহর বৃক্ষডালে বসি' পিকগণ।
গৌরহরি সীতারাম গায় অনুক্ষণ।।১১০

কত কত বটবৃক্ষ ছায়া বিস্তারিয়া।
শোভিছে ভাণ্ডীরবন সূর্য্য আচ্ছাদিয়া।।
রামকৃষ্ণ-লীলাস্থান প্রত্যক্ষ ভুবনে।
কবে বা স্ফুরিবে মোর এ দুই নয়নে।।১১১
দেখিয়া বনের শোভা ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
শ্রীরামকুটীর চক্ষে পড়ে আচম্বিতে।।
দুর্ব্বাদলবর্ণ রাম ব্রহ্মচারী বেশে।
লক্ষ্মণ-জানকীসহ তার এক দেশে।।১১২
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র-রূপ মনোহর।
অচেতন পড়িব সে কানন ভিতর।।
প্রেমে গর গর দেহ না স্ফুরিবে বাণী।
দুই আঁখি ভরি পিব সেই রূপখানি।।১১৩
কৃপা করি' রামানুজ আসি' ধীরে ধীরে।
বন-ফল রাখি' পদ দিবে মম শিরে।।
বলিবেন, বৎস, তুমি খাও এই ফল।
বনবাসে ফলফুলে আতিথ্য কেবল।।১১৪
বলিতে বলিতে লীলা হ'বে অদর্শন।
কাঁদিতে কাঁদিতে ফল করিব ভক্ষণ।।
আর কি দেখিব আমি দুর্ব্বাদলরূপ।
হৃদয়ে ভাবিব সেই অচিন্ত্য-স্বরূপ।।১১৫
আহা! সে ভাণ্ডীরবন চিন্তামণিধাম।
ছাড়িতে হৃদয় কাঁদে না হয় বিরাম।।
রামকৃষ্ণ করে লীলা গোচারণ-ছলে।
যথায় কীর্ত্তনে মাতে গোরা নিজ দলে।।১১৬
ধীরে ধীরে যাব যথা শ্রীবৈকুণ্ঠপুর।
নিঃশ্রেয়স বন যথা ঐশ্বর্য্য প্রচুর।।
সর্ব্বদেব-প্রপূজিত পরব্যোমনাথ।
নিত্য বিরাজেন যথা শক্তিত্রয়-সাথ।।১১৭

যদিও মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ আমার।
তবুও ঈশ্বর তেঁহ সর্ব্বৈশ্বর্য্যধর।।
ঐশ্বর্য্য না ছাড়ে কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ঐশ্বর্য্য না দেখে তবু কৃষ্ণভক্তজন।।১১৮
কৃপা করি' সর্ব্বেশ্বর ঐশ্য লুকাইয়া।
তুষিতে নারদচিত্ত গৌরাঙ্গ হইয়া।।
দেখিয়া সে রূপ আমি আনন্দসাগরে।
ডুবু ডুবু নাচিব কাঁদিব উচ্চৈঃস্বরে।।১১৯
হইয়া বিরজা পার ব্রহ্মাণীনগর।
ছাড়িয়া উঠিব অর্কটীলার উপর।।
তথা বসি' একান্তে ভজিব গৌরহরি।
নামসুধারসে মাতি নাম-গান করি।।১২০
অর্কদেব কৃপা করি দিবে দরশন।
রক্তবর্ণ দীর্ঘবাহু অরুণ বসন।।
সর্ব্বাঙ্গ তুলসীমালা চর্চ্চিত চন্দনে।
মুখে সদা গৌরহরি অশ্রু দু'নয়নে।।১২১
বলিবেন, বৎস, তুমি গৌরভক্তদাস।
তোমার নিকট আমি হইনু প্রকাশ।।
অধিকৃতদাস মোরা গৌরাঙ্গচরণে।
গৌরদাস-অনুদাসে ভালবাসি মনে।।১২২
মম আশীর্ব্বাদে তব হবে কৃষ্ণভক্তি।
ধামবাসে নামগানে হবে তব শক্তি।।
সুধামাখা কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে।
সর্ব্বদা আসিও হেথা আমারে তুষিতে।।১২৩
সূর্য্যদেবপদে করি দণ্ডপরণাম।
অগ্রসর হ'য়ে পাব মহৎপুর ধাম।।
মহৎপুর কাম্যবন কৃষ্ণলীলা স্থল।
যথা গৌরগণ করে কৃষ্ণকোলাহল।।১২৪

যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ ভাই যেই বনে।
কত দিন বাস কৈল দ্রৌপদীর সনে।।
ব্যাসদেবে আনি গৌরপুরাণ শুনিল।
একান্তে শ্রীগৌরহরি ভজন করিল।।১২৫
অদ্যাপিও কাম্যবনে দেখে ভক্তজন।
যুধিষ্ঠির-সভা যথা বৈসে ঋষিগণ।।
ভৌম শুক, দেবল, চ্যবন, গর্গমুনি।
বৃক্ষতলে বসি' কান্দে গৌরগাথা শুনি'।।১২৬
আমি কবে সে সভায় করিব গমন।
দূরে দণ্ডবৎ করি' আসিব তখন।।
পাষণ্ড-উদ্ধার-লীলা গৌর-ইতিহাস।
ব্যাসমুখে শুনি প্রেমে ছাড়িব নিঃশ্বাস।।১২৭
কতক্ষণ পরে পুনঃসভা না দেখিয়া।
কাঁদিব গৌরাঙ্গ বলি' ভূমে লুটাইয়া।।
দ্বিপ্রহর দিনে ক্ষুধা হইলে উদয়।
ভোজনার্থে বনফল করিব সঞ্চয়।।১২৮
এমত সময়ে কৃষ্ণা পাণ্ডব-গৃহিণী।
শাক-অন্ন ল'য়ে কবে আসিবে অমনি।।
বলিলেন, বৎস, লহ আতিথ্য আমার।
গৌরাঙ্গ-প্রসাদ অন্নমুষ্টি দুই চার।।১২৯
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি তাঁরে আমি অকিঞ্চন।
কর পাতি' শাক অন্ন করিব গ্রহণ।।
গৌরাঙ্গ-প্রসাদ-অন্ন -শাক চমৎকার।
সেবা করি' ধন্য হবে রসনা আমার।।১৩০
মহাপ্রসাদের কৃপা যেই জীবে হয়।
শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি তার মিলিবে নিশ্চয়।।
সেই কৃপা নিত্য যেন হয় ত' আমার।
অনায়াসে ছাড়ি' যাব অনন্ত মায়ার।।১৩১

দ্রৌপদী-প্রদত্ত মহাপ্রসাদ পাইয়া।
উপনীত হব কবে রুদ্রদ্বীপে গিয়া।।
কৈলাস যাঁহার প্রভা-মাত্র ত্রিভুবনে।
সেই রুদ্রদ্বীপ শোভে নবদ্বীপ বনে।।১৩২
যথা নীল লোহিতাদি রুদ্র একাদশ।
নৃত্য করে গৌরপ্রেমে হইয়া বিবশ।।
যথায় দুর্ব্বাসামুনি করিয়া আশ্রম।
গৌরাঙ্গচরণ ভজে ছাড়ি' যোগভ্রম।।১৩৩
অষ্টাবক্র-দত্তাত্রেয়-আদি যোগিগণ।
ছাড়িয়া অদ্বৈত-বুদ্ধি সহ পঞ্চানন।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদধ্যানে হয় রত।
সাযুজ্য মুক্তিকে ছাড়ে হইয়া বিরত।।১৩৪
কভু আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে রুদ্রবন।
মেঢ়স্থল-সন্নিকটে করিব গমন।।
বসিব তথায় গৌরপদ ধ্যান করি।
অদূরে দেখিব দেবী পরমা সুন্দরী।।১৩৫
বনদেবী মনে করি, করিব প্রণাম।
জিজ্ঞাসিব, বল মাতা কিবা তব নাম।।
অশ্রুমুখী দেবী তবে বলিবে বচন।
শুন বাছা, মোর দুঃখ অকথ্য-কথন।।১৩৬
পঞ্চবিধ জ্ঞান কন্যা মোরা পঞ্চজন।
পঞ্চবিধ মুক্তি নাম করেছ শ্রবণ।।
সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য নির্ব্বাণ।
নির্ব্বাণ সাযুজ্য মোরে নাম কৈল দান।।১৩৭
চারি ভগ্নি গেলা চলি বৈকুণ্ঠনগর।
আমি ত' রহিনু একা হইয়া ফাঁপর।।
শিবের কৃপায় দত্তাত্রেয় আদিজন।
কিছুদিন আমা-প্রতি করিল যতন।।১৩৮

এবে সেই ঋষিগণ ছাড়িয়া আমায়।
রুদ্রদ্বীপে বৈসে এই সর্ব্বলোকে গায়।।
বৃথা আমি অন্বেষণ করি সেই সবে।
দেখা নাহি পাই আর পাব কোথা কবে।।১৩৯
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু সর্ব্বজনে নিস্তারিল।
কেবল আমার প্রতি নির্দ্দয় হইল।।
আমি যেই স্থানে এবে ছাড়িব জীবন।
নিদয়া বলিয়া স্থান জানু সর্ব্বজন।।১৪০
সাযুজ্যের নাম শুনি' কাঁপিবে হৃদয়।
পূতনা রাক্ষসী বলি হবে বড় ভয়।।
আঁখি মুদি' সেই স্থানে পড়িয়া রহিব।
কোন মহাজনস্পর্শে তখন উঠিব।।১৪১
উঠিয়া দেখিব আমি দেব পঞ্চানন।
ববম্ ববম্ বলি' করিয়া নর্ত্তন।।
গাইবেন শ্রীশচীনন্দন দয়াময়।
দয়া কর সর্ব্বজীবে দূর কর ভয়।।১৪২
দেবদেব মহাদেব-চরণে পড়িব।
স্বভাব-শোধন লাগি' পদে নিবেদিব।।
দয়া করি বিশ্বেশ্বর মস্তক আমার।
ধরিয়া চরণ দিবে উপদেশ-সার।।১৪৩
বলিবেন, ওহে শুন, কৃষ্ণভক্তি সার।
জ্ঞান কর্ম্ম মুক্তিচেষ্টা যোগ আদি ছার।।
আমার কৃপায় তুমি পরাজিয়া মায়া।
অতি শীঘ্র প্রাপ্ত হবে গৌরপদছায়া।।১৪৪
দক্ষিণে পুলিন দেখ অতি মনোহর।
বৃন্দাবনধাম নবদ্বীপের ভিতর।।
তথা গিয়া কৃষ্ণলীলা কর দরশন।
অচিরে পাইবে রাধিকার শ্রীচরণ।।১৪৫
শম্ভু অদর্শন হবে উপদেশ দিয়া।
প্রণমি' চলিব আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।।
কতক্ষণে শ্রীপুলিন করিব দর্শন।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া হব অচেতন।।১৪৬
অচেতনকালে স্বপ্ন-স্বরূপ সমাধি।
উদিবে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নিজকার্য্য সাধি'।।
তখন জানিব আমি কমলমঞ্জরী।
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর নিত্য বিধিকারী।।১৪৭
অনঙ্গমঞ্জরী মোর হৃদয়-ঈশ্বরী।
দেখাইবে কৃপা করি' নিজ যুথেশ্বরী।।
শ্রীকর্পূর সেবা মোরে করিবে অর্পণ।
যুগলবিলাস করাইবে প্রদর্শন।।১৪৮
পুলিন নিকটে স্থান শ্রীরাসমণ্ডল।
গোপেন্দ্রনন্দন-লীলা তথা নিরমল।।
শতকোটী-গোপী মাঝে মহারাসেশ্বরী।
সহ নৃত্য করে কৃষ্ণসর্ব্বচিত্ত হরি'।।১৪৯
সে রাসলাস্যের শোভা নাহি ত্রিভুবনে।
বহু ভাগ্যে যেবা দেখে মজে সেই ক্ষণে।।
স্ব-সমাধি ভাগ্যবলে কেহ কভু পায়।
সে শোভাদর্শনসুখ ছাড়িতে না চায়।।১৫০
দেখিব যে শোভা তাহা বর্ণিতে নারিব।
হৃদয়ে রাখিয়া সদা দর্শন করিব।।
নিজ কুঞ্জে বসি' হৃদি মাঝে আলোচিব।
সখীর নির্দ্দেশ মতে সতত সেবিব।।১৫১
অনঙ্গমঞ্জরীর সখী রাধিকা-ভগিনী।
মোরে কৃপা করি' ধাম দেখাবে আপনি।।
রাসস্থলী-পশ্চিমেতে শ্রীধীর সমীর।
কিছু দূরে বংশীবট শ্রীযমুনা তীর।।১৫২
শ্রীরূপমঞ্জরী-প্রশ্নে ঈশ্বরী আমার।
বলিবে এ নবদাসী সখী ললিতার।
কমলমঞ্জরী নাম গৌরাঙ্গৈকগতি।
কৃপা করি' দেহ এরে রামমার্গ গতি।।১৫৩

ঈশ্বরীর কথা শুনি শ্রীরূপ-মঞ্জরী।
বুলাইবে কৃপা-হস্ত মম দেহোপরি।।
সহসা হইবে মোর রাগের উদয়।
রূপানুগ ভজনেতে স্পৃহা অতিশয়।।১৫৪
তড়িদ্বর্ণা তারাবলি বসন ভূষণে।
শ্রীকূর্পর পাত্র করে সখীর চরণে।।
দণ্ডবৎ হইয়া আমি পড়িব তখন।
মাগিব অনন্যভাবে রাধার চরণ।।১৫৫
শ্রীরূপমঞ্জরী ও শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী।
লবে যথা স্বানন্দসুখদকুঞ্জেশ্বরী।।
রাধা-শ্রীচরণ-সেবা সদা চিন্তা করে।
শ্রীললিতা সুললিতা-স্বকুঞ্জ ভিতরে।।১৫৬
সাষ্টাঙ্গে বন্দিব আমি তাঁহার চরণ।
সখী করিবেন মম কথা বিজ্ঞাপন।।
বলিবেন, নবদ্বীপবাসী এই জন।
তব দাসী হ'য়ে মাগে যুগলসেবন।।১৫৭
প্রসন্ন হইয়া তবে ললিতা সুন্দরী।
শৈষী-শক্তি-প্রতি কবে, শুন প্রিয়ঙ্করি।।
তোমার কুঞ্জের পার্শ্বে করি' স্থান দান।
রাখিয়া যতন করে ঈপ্সিত বিধান।।১৫৮
তোমার সেবার কালে সঙ্গে ল'য়ে যাবে।
ক্রমে তব দাসী রাধাপ্রসাদ পাইবে।।
শ্রীরাধাপ্রসাদ বিনা শ্রীযুগলসেবা।
বল দেখি কোনকালে পাইয়াছে কেবা।।১৫৯
ললিতার বাক্য শুনি' অনঙ্গমঞ্জরী।
রাখিবেন নিজকুঞ্জে নিজদাসী করি'।।
যুগল-সেবার কালে সঙ্গিনী করিয়া।
লইবে আমারে তেঁহ স্নেহ প্রকাশিয়া।।১৬০
দূরে হৈতে নিজ কার্য্য করি সম্পাদন।
হেরিব যুগল রূপ প্রিয়-দরশন।।
কভু বা শ্রীমতী মোরে আজ্ঞা প্রকাশিয়া।
দেখাইবে নিজ কৃপা পদছায়া দিয়া।।১৬১
সেই ত' সেবায় আমি রব চিরদিন।
ক্রমে সেবা-কার্য্যে আমি হইব প্রবীণ।।
সেবার কৌশলে রাধাগোবিন্দ তূষিব।
কভু কভু অলঙ্কার প্রসাদ লভিব।।১৬২
স্বপ্ন-ভঙ্গে ধীরে ধীরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
ভাগীরথী পার হব পুলিন দেখিয়া।।
ঈশোদ্যান-সন্নিকটে নিজ কুঞ্জে বসি'।
ভজিব যুগল ধন শ্রীগৌরাঙ্গ-শশী।।১৬৩
স্বনিয়মে থাকি' রাধাগোবিন্দ ভজিব।
রাধাকুণ্ড বৃন্দাবন সতত হেরিব।।
অনঙ্গমঞ্জরী সখী-চরণ স্মরিয়া।
নিজ সেবানন্দে র'ব প্রেমেতে ডুবিয়া।।১৬৪
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাস-অনুদাস।
এ ভক্তিবিনোদ মাগে নবদ্বীপ-বাস।।
রূপ-রঘুনাথ-পদে আকুতি করিয়া।
নিজাভীষ্ট-সিদ্ধ মাগে ব্যাকুল হইয়া।।১৬৫
নবদ্বীপ-বৃন্দাবন-ক্ষেত্রবাসিগণ।
ঈশাক্ষেত্রে কর মোরে অচিরে স্থাপন।।
তোমাদের ক্ষেত্র এই আমি-মাত্র দাস।
তোমা সবা-সেবাচ্ছলে পাই ক্ষেত্রবাস।।১৬৬
নবদ্বীপ কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব কৃপা বিনা ক্ষেত্র লভে কোন্ জন।।
আমার যোগ্যতা লয়ে না কর বিচার।
জাহ্নবা-নিতাই আজ্ঞা করিয়াছি সার।।১৬৭
শ্রদ্ধায় পড়িবে যেই এ ভাব-তরঙ্গ।
উদিবে তাহার মনে শ্রীগৌর-রস-রঙ্গ।।
শ্রীস্বরূপদামোদর তারে করি দয়া।
লইবে নিজের গণে দিয়া পদছায়া।।১৬৮

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ সমাপ্ত।

।। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

(শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ)

প্রমাণখণ্ডঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

নত্বা ব্রজযুবদ্বন্দ্বং তদৈক্যঞ্চ মহাপ্রভুম্।
শ্রূয়তাং ধামমাহাত্ম্যং প্রমাণ-সংগ্রহোদিতম্।।ক।।
শ্রীনবদ্বীপমুদ্দিশ্য শ্রুতিভির্যৎ প্রকাশিতম্।
তদহং সংগ্রহীষ্যামি বৈষ্ণবানাং সতাং মুদে।।খ।।
নবদ্বীপং সমুদ্দিশ্য ছান্দোগ্যে কথিতং হি যৎ।
তদাদৌ শ্রূয়তাং সাধো শ্রদ্ধয়া শাঠ্যশূণ্যয়া।।গ।।
অত্র ব্রহ্মপুরং নাম পুণ্ডরীকং যদুচ্যতে।
তদেবাষ্টদলং পদ্মসন্নিভং পুরমদ্ভুতম্।।ঘ।।
তন্মধ্যে দহরং সাক্ষাৎ মায়াপুরমিতীর্য্যতে।
তত্র বেশ্ম ভগবতশ্চৈতন্যস্য পরাত্মনঃ।।
তস্মিন্ যস্তরাকাশো হ্যন্তর্দ্বীপঃ স উচ্যতে।।ঙ।।

(হে সাধুগণ,) আপনারা ব্রজযুবযুগল (শ্রীরাধাকৃষ্ণ) এবং তাঁহাদের মিলিত তনুস্বরূপ শ্রীমহাপ্রভুকে প্রণামপূর্ব্বক প্রমাণসংগ্রহ-গ্রন্থে কথিত শ্রীনবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।।ক।।

শ্রীনবদ্বীপধামকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি অর্থাৎ বেদ যাহা বর্ণন করিয়াছেন, আমি বৈষ্ণব-সজ্জনগণের প্রীতির জন্য এস্থলে তাহা সংগ্রহ করিতেছি।।খ।।

হে সাধুজন, ছান্দোগ্য-উপনিষদে শ্রীনবদ্বীপধামের উদ্দেশ্যে যাহা কথিত হইয়াছে, আপনারা নিষ্কপট শ্রদ্ধা সহকারে তাহাই প্রথমতঃ শ্রবণ করুন।।গ।।

এই শরীরের অভ্যন্তরে 'ব্রহ্মপুর' নামে পদ্ম বর্তমান রহিয়াছে, ঐ অদ্ভুত-পুর পদ্মাকৃতি এবং অষ্টদলবিশিষ্ট।।ঘ।।

ঐ পদ্মের অভ্যন্তরস্থ (মধ্যবর্তী) 'দহর'' নামক স্থানই 'মায়াপুর' বলিয়া কথিত; ঐ স্থানই শ্রীচৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ পরমাত্মার নিবাসক্ষেত্র এবং উহার মধ্যস্থিত আকাশই (অর্থাৎ অন্তরাকাশ) অন্তর্দ্বীপ বলিয়া কথিত হয়।।ঙ।।

তঞ্চেদ্‌ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিন্তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।।২।।

ব্রূয়াদ্‌যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানোযোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যচন্দ্র-মসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি।।৩।।

হরিঃ ওঁ। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।।১।।○

তঞ্চেদ্‌ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা যদৈতজ্জরাবাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যত ইতি।।৪।।

এই ব্রহ্মপুরে 'দহর'' পদ্ম নামক যে ক্ষেত্র বর্ত্তমান আছে, ঐ পদ্মের অভ্যন্তরস্থ আকাশমধ্যে তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) অন্বেষণ করিবে এবং তাঁহাকে জানিতে (তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে) ইচ্ছা করিবে।।১।।

গুরু পুর্ব্বোক্ত বাক্য বলিলে শিষ্যগণ যদি বলেন যে, এই ব্রহ্মপুরমধ্যে যে দহরপদ্ম এবং তন্মধ্যে যে আকাশ বর্ত্তমান আছে, তথায় এমন কি বস্তু রহিয়াছে যাহার অন্বেষণ এবং জিজ্ঞাসা করা উচিত।।২।।

তখন গুরু উত্তরে বলিবেন যে, এই বহির্জগতে যেরূপ আকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে, হৃদয়ের অভ্যন্তরেও (অন্তর্জগতে) বস্তুতঃ তৎসদৃশ আকাশ বর্ত্তমান।

তথায়ও এই বহির্জগতের ন্যায় স্বর্গ-মর্ত্ত্য, অগ্নি-বায়ু, চন্দ্র-সূর্য্য, বিদ্যুৎ-নক্ষত্র এবং এই জগতে অন্যান্য যাহা কিছু আছে তাহা এবং এখানে যে সকল পদার্থের অভাব রহিয়াছে—তৎসমুদয়ই বর্ত্তমান আছে।।৩।।

তৎকালে শিষ্যগণ যদিপুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যে, এই শরীরমধ্যগত ব্রহ্মপুর-মধ্যে যদি ভূতগণ এবং সমস্ত কামনা প্রভৃতি নিখিল পদার্থ বর্ত্তমান থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে যৎকালে এই শরীর জরাগ্রস্ত কিম্বা বিনষ্ট হইয়া যায়, সে সময়ে আর কি অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ শরীর নষ্ট হইলে তন্মধ্যবর্ত্তী পদার্থসকলও নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া যায়।।৪।

○ ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকে ব্রহ্মধাম অর্থাৎ গোলক, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ প্রভৃতি সংজ্ঞাবিশিষ্ট অপ্রাকৃত চিদ্ধামের বর্ণন দেখা যায়। এই জড়জগতে যে বৈচিত্র্য, সে-সমুদয় এবং তদতিরিক্ত বহুতর সাত্ত্বিক বৈচিত্র্য তথায় সমাহিতরূপে আছে। আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির সেই ধামপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত আশার ইয়ত্তা। সেই ধামপ্রাপ্ত জীবগণ স্ব-স্ব সঙ্কল্পানুসারে নিজ নিজ মহিমা লাভ করেন।।১-৬।।

স ব্রূয়ান্নস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথাঽনুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি ।।৫।।

তদযথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামূত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে তদ্য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবত্যথ য ইহাত্মানমননবিদ্যা ব্রজন্তোতাংশ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।।৬।।

স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।।৭।।○

তখন গুরু উত্তর করিবেন,— এই শরীর জরাগ্রস্ত হইলেও ঐ পদার্থ জীর্ণ হয় না, এই শরীর নষ্ট হইলেও ঐ পদার্থ বিনষ্ট হয় না। এই ব্রহ্মপুর সত্য অর্থাৎ অবিনশ্বর; এই স্থানেই যাবতীয় কাম অবস্থিত। এই আত্মা পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি যাবতীয় ভাবশূন্য। তিনি সত্যকাম এবং সত্য-সঙ্কল্পময় অর্থাৎ তাঁহার কামনা বা সঙ্কল্প কুত্রাপি প্রতিহত হয় না।

এ জগতে প্রজাসকলের মধ্যে যিনি যে-বিষয়ের কামনা করেন, তিনি যথানিয়মে গ্রাম বা ক্ষেত্র প্রভৃতি তত্তৎ-বিষয় আশ্রয় করিয়া থাকেন।।৫।।

এ জগতে যেরূপ ভোগের দ্বারা কর্ম্মার্জ্জিত শস্যাদি-সম্পত্তির ক্ষয় হইয়া যায়, সেইরূপ যজ্ঞাদিজনিত পুণ্য-উপার্জ্জিত পারলৌকিকস্বর্গাদি বিষয়েরও ভোগের দ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে।

যাঁহার আত্মার স্বরূপ এবং তদীয় সত্যকাম-স্বরূপ-গুণ অবগত না হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা সমগ্র পরলোকে কামানুসারে বিচরণ করিতে পারেন না।

আর যাঁহার ইহলোকে আত্মার স্বরূপ এবং সত্যকাম-স্বরূপ-গুণ অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, তাঁহারা সমগ্র পরলোকে স্বেচ্ছানুরূপ বিচরণ করিতে পারেন ।।৬।।

তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই পিতৃগণসমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি ঐ পিতৃলোকসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।৭।।

প্রভুর সহিত সম্বন্ধানুসারে ভাবের উদয় হয়; যথা - পিতৃভাব (জগন্নাথ মিশ্রের), মাতৃভাব (শচীদেবীর), ভ্রাতৃভাব (শ্রীবিশ্বরূপ, শ্রীনিত্যানন্দের), স্বসৃভাব (উমা, রমা প্রভৃতির), সখ্যভাব (গৌরীদাস ইত্যাদির), মালীভাব (শ্রীধরাদির), অন্নপান সেবাভাব (স্ব-পল্লীবাসী প্রভৃতির), গীতবাদিত ভাব (শ্রীবাসাদির), স্ত্রীলোক কামভাব (শ্রীঅদ্বৈতাদির স্বস্ত্রীক প্রভুসেবন)।।৭-১৬।।

অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।।৮।।

অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।।৯।।

অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।।১০।।

অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।।১১।।

অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।।১২।।

অথ যদ্যন্নপানলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠত-স্তেণান্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে।।১৩।।

যদি তিনি মাতৃলোক কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রেই মাতৃগণ তৎসমীপে উপস্থিত হ'ন এবং তিনি মাতৃলোকসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।৮।।

যদি তিনি ভ্রাতৃলোক কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রেই ভ্রাতৃগণ তৎসমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি ভ্রাতৃলোক সম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।৯।।

যদি তিনি স্বসৃলোক (ভগিনীলোক) কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই স্বসৃগণ (ভগিনীগণ) তৎসমীপে উপস্থিত হ'ন এবং তিনি স্বসৃলোকসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।১০।।

যদি তিনি সখিলোক (বন্ধুলোক) কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই সখীগণ (বন্ধুগণ) তৎসমীপে উপস্থিত হ'ন এবং তিনি সখীলোক সম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।১১।।

যদি তিনি গন্ধমাল্যলোক কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রই তৎসমীপে গন্ধমাল্য উপস্থিত হয় এবং তিনি ঐ গন্ধমাল্যলোক সম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।১২।।

যদি তিনি অন্ন-পানীয়লোক কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রেই তৎসমীপে (বিবিধ সুস্বাদু) অন্ন-পানীয় উপস্থিত হয় এবং তিনি ঐ অন্নপানলোক সম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।১৩।।

---

(১৭) ০ চিদ্ধামগত জীবদিগের ইষ্টলাভ সিদ্ধ হয়। যেহেতু পরমপুরুষ সেবা সম্বন্ধীয় কাম সকল সত্য এবং অনৃত অর্থাৎ অবিদ্যা কর্ত্তৃক অনাচ্ছাদিত। সেই কাম নিত্যধামে কার্য্যকর হয় আর অনিত্যধামে ফলদায়ক হয় না। নিত্যধাম নবদ্বীপে সত্যকাম-পুরুষেরা ঐ সমস্ত ইষ্টলাভপূর্ব্বক প্রভুসেবায় নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু অবিদ্যাশ্রিত জীবসকলতাহাদের ভাব না জানিয়া আপনাদিগের ন্যায় জ্ঞান লাভ করেন।

অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ।।১৪।।

অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ।।১৫।।

যং যমন্তমভি কামো ভবতি যং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে ।।১৬।।

ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সত্যমনৃতমপিধানং যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে ।।১৭।। ○

অথ যে যাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তদ্‌যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্যেত্র এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ ।।১৮।।

যদি তিনি গীতবাদ্যলোককামনা করেন তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রেই তৎসমীপে গীতবাদ্য উপস্থিত হন এবং তিনি ঐ গীতবাদ্যসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।১৪।।

যদি তিনি স্ত্রীলোক কামনা করেন,তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রেই (দিব্য) স্ত্রী-গণ তৎসমীপে উপস্থিত হন এবং তিনি ঐ স্ত্রীলোকসম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।১৫।।

তিনি যে যে বিষয়ে কামনাযুক্ত হয়েন, অর্থাৎ যাহা কামনা করেন, তৎসমুদয়ই তাঁহার নিকট সঙ্কল্পমাত্র উপস্থিত হয় এবং তিনি তৎ সম্পন্ন হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন।।১৬।।

ঐ সমস্ত সত্যকাম অনৃত অর্থাৎ অসত্যদ্বারা আবৃত রহিয়াছে। অসত্যই ঐ সকল বিদ্যমান সত্যপদার্থের আচ্ছাদক। (এই জন্যই) এই লোক হইতে যে-সকল জীব প্রস্থান করে, তাহাদিগকে আর কেহ এ স্থানে দেখিতে পায় না।।১৭।।

এই লোকে যে-সকল জীব বর্ত্তমান রহিয়াছে ও এ স্থান হইতেযাহারা প্রস্থান করিয়াছে এবং ইহলোকে কামনাদ্বারাও যাহা লাভ করা যায় না,তৎসমুদয়ই এই স্থানে (ব্রহ্মপুরে) লাভকরা যায়। ইহলোকে আত্মার সত্যকাম-গুণ অসত্যদ্বারা আবৃত রহিয়াছে। যেমন— যাহারা ক্ষেত্রের (সুবর্ণাদি ধাতুর আকরভূমির) গুণ অবগত নহে, তাহারা নিরন্তর তদুপরি বিচরণ করিয়াও তন্মধ্যস্থিত সুবর্ণের সন্ধান পায় না, সেইরূপ (আত্ম-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ) এই প্রজাসকলও অসত্যদ্বারা আবৃত থাকিয়া প্রতিদিন এই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও ইহাকে অবগত হইতে পারে না।। ১৮।।

এই ক্ষেত্রে হিরণ্য আছে এরূপ না জানিয়া অহরহঃ সেই ক্ষেত্র দিয়া গমন করিয়াও যেরূপ অনভিজ্ঞ হিরণ্যজ্ঞানলাভ করে না, তদ্রূপ। জড়াসক্ত ব্যক্তিদিগের আত্মার নাম হৃদয়, সেই হৃদয় জড় ভাবনা করিতে করিতে জড়সূক্ষ্ম যে স্বর্গ তাহা লাভ করে। যাঁহারা জড়সম্বন্ধশূণ্য তাঁহারা চিজ্জ্যোতিস্বরূপে সম্পন্ন হইয়া অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের নিরুপাধিক কৃষ্ণচৈতন্যাদি নাম আশ্রয় করেন। 'সৎ' 'ই' 'যং' — এই তিন অক্ষরময় নাম। 'সৎ'- শব্দে অমৃত, 'ই' -শব্দে মর্ত্ত্য। তদুভয় সংযোগে যাহা হয়, তাহা 'যং'।

স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদ্যয়মিতি তস্মাদ্ধৃদয়মহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি।।১৯।।

অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্যহ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।।২০।।

তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি তদ্ যৎ সত্তদমৃতমথ যদ্ধি তন্মর্ত্ত্যমথ যদ্যন্তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্ যমহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি।।২১।।

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকস্তস্মাদ্বা এতৎ সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপিনক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।।২২।। ○

এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করেন। "হৃদি" অর্থাৎ হৃদয়ে "অয়ম্" অর্থাৎ এই আত্মা অবস্থান করেন বলিয়াই ঐ স্থানও "হৃদয়" নামে পরিচিত। যিনি নিরন্তর এ সমস্ত বিষয় জানিতেছেন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।।১৯।।

এই শরীর হইতে যে সম্প্রসাদ (জীব) উর্দ্ধদিকে নির্গত হইয়া পরমজ্যোতিঃ লাভ করিয়া নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তিনি আত্মা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনি অমর অভয় ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মস্বরূপ তিনিই "সত্য" নামে পরিচিত।।২০।।

তদীয় "সত্য" এই নামের অভ্যন্তরে "সৎ", "ই", "য"— এই তিনটি অক্ষর বর্ত্তমান। তন্মধ্যে "সৎ" অর্থ অমৃত, "ই" অর্থ মর্ত্ত্য, এবং ঐ উভয় মিলিয়া "য" নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি নিরন্তর ইহা অবগত হন, তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন।।২১।।

এই আত্মা সেতুস্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত লোক যাহাতে যথাযথভাবে স্বকীয় মর্য্যাদা অনুসারে অবস্থান করিতে পারে, সেইভাবে তিনিই ইহাদিগকে ধারণকরিয়া আছেন। দিন-রাত্রি (অর্থাৎ সূর্য্য-চন্দ্র) কিম্বা জরা, মৃত্যু, শোক, সৎকর্ম্ম,দুষ্কর্ম্ম কেহই এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইতে (অতিক্রম করিতে) পারে না।।২২।।

এইরূপ যাঁহারা দিবানিশি চিন্তা করেন, যাঁহারা স্বর্গলাভ করেন; আত্মলোক লাভ করেন না। আত্মজ্ঞ পুরুষেরা সৎ-শব্দে কৃষ্ণ, ই- শব্দে তস্য স্বরূপশক্তি ও তদুভয়ের সংযোগ যং-শব্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া জানেন। তাঁহারাই শ্রীনবদ্বীপ লাভ করেন।।১৭-২১

তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।।২৩।।

অথ যদ্ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতেঽথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্‌ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্ট্বাত্মানমনুবিন্দতে।।২৪।।

অথ যৎ সত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব সত আত্মনস্ত্রাণং বিন্দতেঽথ যন্মৌনমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবাত্মানমনুবিদ্য মনুতে।।২৫।।

পাপ সকল তাহার নিকট হইতে নিবৃত্তি হয়। এই ব্রহ্মলোক সমস্ত পাপনাশক; সেইজন্য এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে (লাভ করিতে পারিলে) অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া থাকে, বিদ্ধ (সংসার-দুঃখাদি-গ্রস্ত) অবিদ্ধ (তদ্‌দুঃখশূন্য) হইয়া থাকে; সন্তাপযুক্ত ব্যক্তি সন্তাপহীন হইয়া থাকে এবং এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে রাত্রিও দিবসরূপে পরিণত হইতে পারে; যেহেতু এই ব্রহ্মলোক নিরন্তর প্রকাশমান রহিয়াছে। অতএব যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যবলে এই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন, ঐ ব্রহ্মলোক তাঁহাদিগগেরই মনোরথ পূরণ করিয়া থাকে। সমস্ত লোকেই তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ বিহার করিতে পারেন।।২৩।।

ইহলোকে ''যজ্ঞ''-নামে যাহা পরিচিত, ব্রহ্মচর্য্যই (বস্তুতঃ) ঐ ''যজ্ঞ''; যেহেতু ব্রহ্মচর্য্য-বলেই তাঁহার জ্ঞান এবং লাভ হইয়া থাকে।

ইহলোকে ''ইষ্ট'' নামে যাহা কথিত, ব্রহ্মচর্য্যই (বস্তুতঃ) ঐ ''ইষ্ট''। যেহেতু ব্রহ্মচর্য্য-বলেই উপাসনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করা যায়।।২৪।।

ইহলোকে 'সত্রায়ণ'' নামে যাহা খ্যাত, (বস্তুতঃ) ব্রহ্মচর্য্যই ঐ 'সত্রায়ণ''। যেহেতু ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই জীব ''সৎ'' অর্থাৎ আত্মার ''ত্রায়ণ'' অর্থাৎ ত্রাণ (উদ্ধার) অবগত হইয়া থাকে। ইহলোকে যাহা ''মৌন'' নামে প্রসিদ্ধ, (বস্তুতঃ) ব্রহ্মচর্য্যই ঐ ''মৌন''। কারণ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই আত্মাকে অবগত হইয়া তদ্‌বিষয়ে মনন (অর্থাৎ বিচার) করা যায়।।২৫।।

○ শ্রীনবদ্বীপবাসীদিগের মানবধর্ম্ম ও আচারদৃষ্টে তাহাদের নিরুপাধিকত্ব সম্বন্ধে যে সন্দেহ হইতে পারে, তাহা নিরসন-করুণাভিপ্রায়ে চান্দোগ্য বলিতেছেন— চিদ্ধাম-গত আত্মার স্বভাবতঃ উপাধি নাই; কিন্তু ঐ চিদ্ধাম প্রাপঞ্চিক জগতে জীবত্রাণার্থ অবতীর্ণ হওয়ায় বদ্ধজীবদিগের মঙ্গলসাধনের জন্য তত্রস্থ শুদ্ধ জীবগণ ও প্রভুস্বয়ং ধর্ম্মাচারণলক্ষণ প্রদর্শন করান। তাঁহারা স্বভাবতঃ অমৃত, অশোক, অপহতপাপ্মা, অনন্ধ, অবিদ্ধ, অনুতাপী হইয়াও বিপর্য্যয় ধর্ম্ম দেখাইয়া জীবের উদ্ধার পথ দেখাইয়াছেন। ফলতঃ ধর্ম্মসেতু উত্তীর্ণ হইয়া সেই সকল জীব নিত্য জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকে অবস্থিত। যেহেতু সেই ব্রহ্মলোকগত পুরুষেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বলোকে কামচারীর ন্যায় থাকিতে পারেন।।২২-২৩।।

ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা সেই কাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। ব্রহ্মে চরণ বা ব্রহ্মানুশীলনই অর্থাৎ ফলতঃ ভগবদ্‌শীলনই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য। শাস্ত্রে সাধনরে যে-সকল নাম দিয়াছেন,

অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদেষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতেঽথ যদরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদরশ্চ হ বৈণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতৌ দিবি তদৈরমদীয়ং সরস্তদশ্বত্থঃ সোমসবনস্তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্।।২৬।।

তদ্ য এবৈতাবরং চ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।।২৭।।

ইহলোকে "অনাশকায়ন" নামে যাহা কীর্ত্তিত হয়, (বস্তুতঃ ব্রহ্মচর্য্যই ঐ "অনাশকায়ন"। যেহেতু ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা যে আত্মার অবগতি হইয়াছে, ঐ আত্মা কখনও বিনষ্ট (আধোগতি বা সংসারবন্ধনযুক্ত) হয় না।

ইহলোকে "অরণ্যায়ন" নামে যাহা বিদিত, (বস্তুতঃ) ব্রহ্মচর্য্যই ঐ "অরণ্যায়ন"। "অর" এবং "ণ্য" নামে প্রসিদ্ধ সমুদ্রদ্বয় ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ তৃতীয় স্বর্গে অবস্থিত। যে-স্থলে ঐ রমদীয় (মনোরম অন্নময়) সরোবর, সোমসবন নামক অশ্বত্থ বৃক্ষ, অপরাজিতা পুরী, ব্রহ্মার প্রভুত্বযুক্ত হিরন্ময় স্থান বর্ত্তমান আছে।। ২৬।।

যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যবলে ব্রহ্মলোকস্থিত "অর", "ণ্য" অর্থাৎ অর্ণবকে অবগত হন, এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদের অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহারা সর্ব্বত্র যথেচ্ছভাবে বিহার করিতে পারেন।। ২৭।।

এই আদিত্যের অভ্যন্তরে যে হিরণ্ময় পুরুষ (তত্ত্বজ্ঞগণের দ্বারা) দৃষ্ট হন, তিনি হিরণ্যশ্মশ্রু (স্বর্ণময় শ্মশ্রুযুক্ত), হিরণ্যকেশ (সুবর্ণময় কেশযুক্ত) এবং তাঁহার নখ হইতে সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণময়।।২৮।।

সে সমুদায়ই ব্রহ্মচর্য্য। যজ্ঞ, সত্রায়ণ, মৌন, অনাশকায়ন ও অরণ্যায়ন— সকলই ব্রহ্মচর্য্য। অরণ্যায়নই চরম, তজ্জন্য তাহারি বশেষ ব্যাখ্যা আবশ্যক। অরণ্য গোকুল মহাবন; তাহাই চিদ্ধামের সর্ব্বোচ্চ পদ। ভক্তিদ্বারা তথায় গমন হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ নবদ্বীপের অন্তবর্ত্তী মায়াপুরই গোকুল মহাবন। সেখানে পৃথুকুণ্ড ও স্বর্ণদী রূপ দুই অর্ণব। স্থূল ও লিঙ্গ-জগৎ অতিক্রম করত তৃতীয় অপরিমেয় চিদ্ধাম। তথায় প্রেমরূপ আসব তৎপূর্ণসরোবর। সোম-সবন অর্থাৎ শ্রীগৌরচন্দ্র-নামকীর্ত্তন-যজ্ঞ। অশ্বত্থ মহাবৃক্ষ, কীর্ত্তনপীঠ ছায়ামণ্ডপ, শ্রীবাসাঙ্গ ন, হিরন্ময় অপরাজিত পরব্রহ্মপুর-রূপ যোগপীঠ ইত্যাদি। সেই পরব্রহ্মলোক নবদ্বীপগত অর্ণবদ্বয় শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা লব্ধ। যাঁহারা সেই নবদ্বীপধাম লাভ করেন, তাঁহারা সর্ব্বলোকে বিচরণ করিতে সমর্থ।। ২৪-২৭।।

য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ।।২৮।।

তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নামস এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মাভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মাভ্যো য এবং বেদ।।২৯।।

মুণ্ডকে কথিতং যত্তু ব্রহ্মধাম হিরণ্ময়ম্।
মায়াপুরগতং তদ্ধি যোগপীঠং সুনির্ম্মলম্।।চ।।
হিরণ্ময় পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। ○
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ।।

স বৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্। উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরঃ।।৩০।।

চৈতন্যোপনিষদ্বাক্যং শৃণু সাধো প্রযত্নতঃ।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং যেন সাক্ষাৎ সমীরিতম্।।ছ।।

স তথা ভূত্বা ভূয় এনমুপসদ্যাহ ভগবন্ কলৌ পাপাচ্ছন্ন-প্রজাঃ কথং মুচ্যেরন্নিতি? কো বা দেবতা কো বা মন্ত্রো ব্রূহীতি।।৩১।।

তাঁহার নয়নযুগল সূর্য্যকর-বিকসিত পদ্মের ন্যায় প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি "উদিতি" নামে খ্যাত। তিনি সর্ব্বপাপ অতিক্রমপূর্ব্বক অবস্থিত। যিনি ইহাকে এরূপভাবে জানেন, তিনিও সর্ব্বপাপ অতিক্রম করেন।।২৯।।

মুণ্ডক-উপনিষদে যে হিরণ্ময় ব্রহ্মধাম বর্ণিত আছে। মায়াপুরস্থিত সুনির্ম্মল যোগপীঠই ঐ ব্রহ্মধাম।। চ ।।

হিরণ্ময় পরম কোষাভ্যন্তরে রজোগুণ-সংসর্গরহিত শুদ্ধসত্ত্বময় জ্যোতিষ্কগণের পরম জ্যোতিঃস্বরূপ (অর্থাৎ বিশ্বপ্রকাশ) যে নিষ্কল (অখণ্ড ব্রহ্ম) অবস্থিত, আত্মতত্ত্বজ্ঞগণই তাঁহাকে অবগত হইয়া থাকেন। যে-সকল নিষ্কাম বুধজন পরম-পুরুষের উপাসক, তাঁহারাই শুদ্ধসত্ত্ব গুণময় পদার্থবিভূষিত পরমব্রহ্মধামকে অবগত হইতে পারেন এবং এই সংসার অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।।৩০।।

হে সাধুজন, আপনারা চৈতন্য-উপনিষদ্-বাক্য মনোযোগে শ্রবণ করুন। তথায় সাক্ষাদ্ভাবে নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য বর্ণিত রহিয়াছে।।ছ।।

তিনি সেরূপভাবে পুনরায় তাঁহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, - হে ভগবন, কলিযুগের পাপাচ্ছন্নমতি লোকসকল কিরূপে মুক্তি লাভ করিতে পারে? কলিযুগে দেবতাই বা কে এবং উপাসনা-মন্ত্রই বা কি, তাহা বলুন।।৩১।।

○ 'বিরজং'- বিরজা-সেবিত। 'ব্রহ্ম নিষ্কলম্'-কলা বা বিভাগরহিত ব্রহ্ম, অর্থাৎ শক্তি রাধা ও শক্তিমান্ কৃষ্ণ অপৃথকরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ।

স হোবচ,-রহস্যং তে বদিষ্যামি। জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভূজো গৌরঃ, সর্ব্বাত্মা, মহাযোগী, ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপোভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি। তদেতে শ্লোকা ভবন্তি।।৩২।।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

তিনি (উত্তরে) বলিলেন, -- তোমার নিকট গোপনীয় বৃত্তান্ত বলিতেছি (শ্রবণ কর)। গঙ্গাতীরে গোলক-সংজ্ঞক নবদ্বীপ-ধামে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ গোবিন্দ দ্বিভূজ, গৌরকান্তি, মহাত্মা, মহাযোগী, মায়িক-গুণত্রয়রহিত, শুদ্ধসত্ত্বাশ্রিত মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ভক্তির প্রচার করিবেন। এ বিষয়ে এ সমস্ত প্রমাণশ্লোক রহিয়াছে।।৩২।।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে প্রথম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

অনন্তসংহিতায়াং যদীশেন বর্ণিতং পুরা।
তদাদৌ সংগ্রহীষ্যামি বিদ্বচ্চিত্ত-সুখাবহম্।।ক।।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ, —

কো বা স কৃষ্ণচৈতন্যো কিম্বা তচ্চরিতং শুভম্।
অনন্তসংহিতা কা বা কথং কেন প্রকাশিতা।।১।।
বিষ্ণোর্বিবিধনামানি শ্রুতানি তব বক্তৃতঃ।
গৌরাঙ্গ-কৃষ্ণচৈতন্যৌ ন কদাপি প্রকাশিতৌ।।২।।
দধারোর্দ্ধমুখে কস্মান্নামেদং সর্ব্বমঙ্গলম্।
সংহিতাঞ্চ শুভাধারাং প্রাণনাথ বদস্ব তৎ।।৩।।

শ্রীমহাদেব উবাচ, —

অহোতি ভাগ্যং তব শৈলপুত্রি, রাধাসমাং ত্বাং হি জগাদ বিষ্ণুঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কথাসু কান্তে, যোগ্যাসি কৃষ্ণার্পিতদেহ-বুদ্ধিঃ।।৪।।

অনন্ত-সংহিতায় মহাদেব পূর্ব্বে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, বুধজনের চিত্তসুখকর সেই বিষয় প্রথমেই এস্থলে বর্ণন করিব।।ক।।

শ্রীপার্ব্বতী মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, — (হে প্রাণনাথ,) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কে? তাঁহার পুণ্যচরিতই বা কিরূপ? অনন্তসংহিতা কি এবং কি-জন্য কে প্রকাশিত করিয়াছেন?১।।

আপনার মুখে ভগবান্ বিষ্ণুর অনেক নাম শুনিয়াছি, কিন্তু গৌরাঙ্গ ওশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য— এই নামদ্বয় কোনদিনই প্রকাশ করেন নাই।।২।।

(হে প্রাণনাথ), আপনি কি জন্য এই সর্ব্বমঙ্গলময় নাম এবং পুণ্যসংহিতা ঊর্দ্ধমুখে ধারণ করিযাছেন, তাহা বলুন।।৩।।

শ্রীমহাদেব বলিলেন, -অহো হে পার্ব্বতি, তুমি অতিশয় ভাগ্যবতী; ভগবান্ বিষ্ণু তোমাকে শ্রীরাধিকার সমান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তোমার দেহ ও বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণে সমর্পিত হইয়াছে। অতএব হে কান্তে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব-শ্রবণে তোমার যথার্থই অধিকার রহিয়াছে।।৪।।

যস্যাস্তি ভক্তির্ব্রজরাজপুত্রে, শ্রীরাধিকায়াঞ্চ হরেঃ সমায়াম্।
তস্যাস্তি চৈতন্য-কথাধিকারো, হরেরভক্তস্য ন বৈ কদাচিৎ।।৫।।
য আদিদেবোঽখিললোকনাথো, যস্মাদিদং সর্ব্বমভূৎ পরাত্মা।
লয়ং পুনর্যাস্যতি যত্র চান্তে, তং কৃষ্ণচৈতন্যমবেহি কান্তে।।৬।।
ব্রহ্মেতি যং বেদবিদো বদন্তি, বিদ্বাংসমাদ্যং খলু কেচিদাহুঃ।
ঈশং তথান্যে জগদেকনাথং, পশ্যন্তি কেচিৎ পুরুষোত্তমঞ্চ।।৭।।
কেচিৎ কর্ম্মফলং প্রাহুঃ কেচিদাহুঃ পিতামহম্।
কেচিদ্‌যজ্ঞেশ্বরং প্রাহুঃ সর্ব্বজ্ঞমপরে জগুঃ।।৮।।
য এব ভগবান্ কৃষ্ণো রাধিকাপ্রাণবল্লভঃ।
সৃষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর আসীন্মহেশ্বরি।।৯।।
কেবলং শুদ্ধচৈতন্যং তদৈবাসীদ্ বরাননে।
তস্মাত্তং কৃষ্ণচৈতন্যং প্রবদন্তি মণীষিণঃ।।১০।।

কারণ শ্রীকৃষ্ণে এবং হরিতুল্য শ্রীরাধিকায় যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহারই চৈতন্যদেবের কথা-শ্রবণাদিতে অধিকার রহিয়াছে; কিন্তু হরিভক্তিহীন জনের সে-বিষয়ে কখনও অধিকার নাই।।৫।।

হে প্রিয়ে, যিনি সমস্তের আদিভূত, সমস্ত জগতের অধীশ্বর, যাঁহা হইতে এই সমুদয় চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি পরমাত্মস্বরূপ এবং যাহাতে প্রলয়কালে সমস্তের লয় হয়, তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া জানিবে।।৬।।

বেদজ্ঞগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন করেন, কেহ বা আদিবিদ্বান্ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, কোন সম্প্রদায় জগতের একমাত্র স্বামী ঈশ্বর এবং অপরে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া থাকেন।।৭।।

কেহ বা তাঁহাকে কর্ম্মফল, কেহ পিতামহ, কেহ যজ্ঞেশ্বর এবং কেহ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।।৮।।

হে মহেশ্বরি, যিনি রাধিকার প্রাণবল্লভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেই জগৎস্বামীই সৃষ্টির আদিকালে গৌররূপে প্রকটিত ছিলেন।।৯।।

হে সুমুখি, তৎকালে তিনি কেবল শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া মনীষীগণ তাঁহাকে কৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া থাকেন।।১০।।

আধারস্য কৃষিঃ শব্দো নশ্চ বিশ্বস্য বাচকঃ।
বিশ্বাধারস্তু যৎ ব্রহ্ম তং বৈ কৃষ্ণং বিদুর্ব্বুধাঃ।।১১।।
বিস্তরান্মে নিগদতঃ শ্রুতো যঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরঃ।
বিশ্বাদৌ গৌরকান্তিত্বাৎ গৌরাঙ্গং বৈষ্ণবাঃ বিদুঃ।।১২।।
ন তদা প্রকৃতির্দেবী রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
যয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বমুত কিং মহদাদয়ঃ।।১৩।।
পরাত্মনে নমস্তস্মৈ সর্ব্বকারণহেতবে।
আদিদেবায় গৌরায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।।১৪।।
একদা ভগবান্ দেবি নাগরাজো মহামনাঃ।
শ্বেতদ্বীপং যযৌ যত্র বিষ্ণুরাস্তে ত্রিলোকপঃ।।১৫।।
তং প্রণম্য মহাবাহুং সহস্রং-বদনো বিভুম্।
স্তুত্বা পুরুষসূক্তেন্ ব্যাপৃচ্ছদ্বিহিতাঞ্জলিঃ।।১৬।।

শ্রীনাগরাজ উবাচ—

নারায়ণ দয়াসিন্ধো সর্ব্বজ্ঞ ভক্তবৎসল।
অনুগ্রহেণ তে নাথ বিভর্ম্মি পৃথিবীমিমাম্।।১৭।।

'কৃষি' শব্দের অর্থ আধার এবং 'ন' শব্দের অর্থ বিশ্ব; অতএব পণ্ডিতগণ বিশ্বের আধারস্বরূপ ব্রহ্মকে কৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।।১১।।

পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে বিস্তৃতভাবে যে জগদীশ্বর কৃষ্ণের বিষয় শ্রবণ করিয়াছ, তিনিই বিশ্বসৃষ্টির আদিতে গৌর-কান্তিরূপে প্রকাশিত থাকায় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া জানেন।।১২।।

তৎকালে সমস্ত বিশ্বের জননী সত্ত্ব-রজস্তমোগুণবিশিষ্টা প্রকৃতিদেবীও বর্ত্তমান ছিলেন না, অতএব মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির ত' সে-সময়ে কোনরূপ সত্তাই ছিল না।।১৩।।

সেই সর্ব্বকারণ-কারণ, আদি দেবতা, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পরমপুরুষ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিতেছি।।১৪।।

হে দেবী, একদিন মহামতি ভগবান্ অনন্তদেব ত্রিলোকাধিপতি বিষ্ণু যেখানে বিরাজমান রহিয়াছেন, সেই শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন।।১৫।।

অতঃপর সহস্রমুখ নাগরাজ মহাবাহু সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌কে প্রণাম এবং পুরুষসূক্তমন্ত্রে স্তব করত কৃতাঞ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।।১৬।।

শ্রীনাগরাজ বলিলেন,— হে সর্ব্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল, দয়াসাগর, প্রভো, নারায়ণ, আমি আপনারই অনুগ্রহে এই পৃথিবী ধারণ করিতেছি।।১৭।।

কৃপয়া তব দেবেশ দৃষ্টং সর্ব্বং চরাচরম্।
রাধামাধবয়োর্লীলাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্।।১৮।।
প্রসাদাচ্চরণাব্জস্য ক্ষীরোদতনয়াপতে।
সর্ব্বত্রগামহং দেব রম্যং বৃন্দাবনং বিনা।।১৯।।
তদহং গন্তুমিচ্ছামি ধামশ্রেষ্ঠং মহাবনম্।
কথং গন্তুং হি শক্নোমি কৃপয়া তদ্বদস্ব মে।।২০।।
শ্রীমহাদেব উবাচ—
নাগরাজবচঃ শ্রুত্বা শ্বেতদ্বীপপতির্হরিঃ।
প্রহস্য কিঞ্চিন্মধুরমুবাচ মধুসূদনঃ।।২১।।

শ্রীভগবানুবাচ —
নাগরাজ মহাবুদ্ধে কথং তে মতিরীদৃশী।
শুনঃশেফঃ সমাশ্রিত্য ভবাব্ধিং তর্ত্তুমিচ্ছসি।।২২।।
কিং বা ত্বয়া কৃতং পুণ্যং তপো বা ধরণীধর।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্ধাম গন্তুমিচ্ছসি সুন্দরম্।।২৩।।

'হে দেবাধিপতে, আপনার কৃপায় আমি সমগ্র চরাচর দর্শন করিয়াছি। সম্প্রতি রাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শনে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।।১৮।।

হে লক্ষ্মীপতে, আপনার শ্রীপাদ-পদ্মের প্রসাদে আমি রমণীয় বৃন্দাবনধাম ভিন্ন অন্য সমস্ত স্থানেই গমন করিয়াছি।।১৯।।

সম্প্রতি আমি এই শ্রেষ্ঠধাম মহাবনে গমন করিতে ইচ্ছুক, অতএব কিরূপে তথায় গমন করিতে সমর্থ হইব, তাহা কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করুন।।২০।।

শ্রীমহাদেব বলিলেন— শ্বেতদ্বীপাধিপতি মধূসূদন শ্রীহরি নাগরাজের বাক্য শ্রবণ করত হাস্যসহকারে এবম্বিধ মধুরবাক্য বলিয়াছিলেন।।২১।।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন— হে নাগরাজ, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অতএব তোমার এরূপ মতি হওয়ার কারণ কি? তোমার উপস্থিত বিষয়ে বাসনা, কুকুরের পশচাদ্ ভাগ অবলম্বনপূর্ব্বক ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার ইচ্ছার ন্যায় নিতান্তই অসংঙ্গত।।২২।।

হে ধরণিধর, তুমি এমন কি পূণ্য অথবা তপস্যা অর্জ্জন করিয়াছ যে যাহার বলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মনোরম ধাম দর্শনে ইচ্ছা করিতেছ?২৩।।

গন্তুং সমর্থো নো যত্র ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
অহঞ্চ পালকো বিষ্ণুর্ন চ দেবো মহেশ্বরঃ।।২৪।।
ন চ যাতুং সমর্থোঽভূদ্‌গর্ভোদকপতিবিভুঃ।
ন সমর্থো মহাবিষ্ণুঃ কারণাব্ধিপতিঃ স্বয়ম্‌।।২৫।।
ন যত্র বসতে মায়া সর্ব্বলোকবিমোহিনী।
তদেব চিন্ময়ং ধাম কৃষ্ণস্য রাধিকাপতেঃ।।২৬।।
চিন্ময়াঃ পাদপা যত্র পত্রং পুষ্পং ফলাদিকম্‌।
সারঙ্গাঃ কুহুকণ্ঠাদ্যা মৃগাদ্যাঃ পশবস্তথা।।২৭।।
তত্রৈব চিন্ময়ী ভূমিঃ সরিতঃ পর্ব্বতাঃ হ্রদাঃ।
ন চ প্রকৃতিজং তত্র সর্ব্ব বস্তেব চিন্ময়ম্‌।।২৮।।
তদেব সর্ব্বলোকানাং বরং ধাম জগুঃ সুরাঃ।
গোলকং যত্র রেমে সঃ কৃষ্ণঃ শ্রীরাধয়া সহ।।২৯।।
যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সূরয়ঃ সদা।
তস্য প্রিয়তমং ধাম বৃন্দারণ্যং মহৎপদম্‌।।৩০।।

যেখানে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, মহাদেব, অথবা বিশ্বপালক বিষ্ণু আমি— আমরা কেহই গমন করিতে সমর্থ নহি; গর্ভোদকপতি বিভূ এবং কারণার্ণবাধিপতি মহাবিষ্ণু পর্য্যন্ত যেখানে গমন করিতে পারেন নাই এবং যেখানে সমস্তলোকবিমোহিনী মায়াও স্থান লাভ করিতে পারে না, উহাই শ্রীরাধিকানাথ শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ধাম বলিয়া প্রসিদ্ধ।।২৪-২৬।।

যেখানে চিন্ময় বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প, ফলাদি, চিন্ময় কোকিলাদি পক্ষিগণ এবং চিন্ময় মৃগাদি পশুসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে, যেখানে ভূমি, পর্ব্বত, হ্রদ, নদী সমস্ত চিন্ময়, প্রাকৃত কোন বস্তুই বর্ত্তমান নাই, উহাই সর্ব্বলোকোত্তম গোলকধাম বলিয়া দেবতাগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং সেখানেই শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়া থাকেন।।২৭-২৯।।

ব্রহ্মাদি বুধগণ সর্ব্বদা যাঁহার দর্শন কামনা করেন, এই মহৎ স্থান বৃন্দাবন সেই শ্রীভগবানের প্রিয়তম ধাম বলিয়া পরিচিত।।৩০।।

যস্যৈকদেশাজ্জায়ন্তে স্থানানি নাগসত্তম।
বৈকুণ্ঠাদ্যানি সর্ব্বাণি লোকপ্রিয়করাণি চ।।৩১।।
কথং তস্মিন্ পরে ধাম্নি তব তাত স্পৃহা ভবেৎ।
স্বপ্নেনাপি ন পশ্যন্তি যদ্ধাম মুনয়ঃ পরম্।।৩২।।
যয়োঃ পাদাব্জরজসাং পুরা কামনয়া বিভুঃ।
পদ্মজঃ পুষ্করক্ষেত্রে তপোঽকার্ষীচ্ছতং সমাঃ।।৩৩।।
সারভূতাং মহালীলাং শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োস্তয়োঃ।
দ্রষ্টুং ন যোগ্যঃ কস্মাত্ত্বং দ্রষ্টুমিচ্ছসি চাল্পধীঃ।।৩৪।।
তথাপি সাধুবর্য্যং ত্বাং মন্যে নাগাধিপ হ্যহম্।
শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলায়ামীদৃশী তে রুচি ভবেৎ।।৩৫।।
কোটিকল্পার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈর্বৈষ্ণবঃ স্যান্মাহামতে।
ততঃ স্যাৎ রাধিকাকৃষ্ণ লীলাসু রুচিরুত্তমা।।৩৬।।
স্যাদ্ যস্য রাধিকা-কৃষ্ণ-লীলায়ং পরমা মতিঃ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয় পূজ্যঃ স্যাদ্দৈবতৈরপি।।৩৭।।

হে বৎস নাগরাজ, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি লোকপ্রীতিজনক স্থানসকল যাঁহার এক অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং মুনিগণও স্বপ্নে যে দিব্যধাম দর্শন করিতে সমর্থ হন না, তাদৃশ পরমধাম দর্শনে কিরূপে তোমার ইচ্ছা হইল?৩১-৩২।।

স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাঁহাদের পাদপদ্মরজোলাভের আশায় পুরাকালে পুষ্করক্ষেত্রে শত শত বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন, তুমি অযোগ্য ও অল্পবুদ্ধি হইয়া সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ মহালীলা দর্শন করিতে কিরূপে অভিলাষ করিতেছ?৩৩-৩৪।।

হে নাগরাজ, তথাপি আমি তোমাকে সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়াই মনে করি; যেহেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় তোমার এরূপ রুচির উদয় হইয়াছে।।৩৫।।

হে মহামতে, কোটিকল্পের সঞ্চিত পুণ্যবলে জীব বৈষ্ণবতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। অনন্তর তাহার শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-দর্শনের জন্য শ্রেষ্ঠবুদ্ধির উদয় হয়।।৩৬।।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-দর্শনের জন্য যাঁহার শুভবুদ্ধি উপস্থিত হয়, তিনি জীবন্মুক্ত এবং দেবতাগণেরও পুজনীয়।।৩৭।।

বিনা শ্রীগোপিকাসঙ্গং কল্পকোটিশতং পরম্।
শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাদ্বিষ্ণোর্ন রাধাকৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ।।৩৮।।
গোপীসঙ্গং ন চাপ্নোতি শ্রীগৌরচরণাদৃতে।
তস্মাত্ত্বং সর্ব্বভাবেন শ্রীগৌরং ভজ সর্ব্বদা।।৩৯।।
গৌরঙ্গচরণাম্ভোজ-মকরন্দমধুব্রতাঃ।
সাধনেন বিনা রাধাং কৃষ্ণং প্রাপ্স্যন্তি নিশ্চিতম্।।৪০।।
যাহি তূর্ণং নবদ্বীপং ভজ গৌরং কৃপানিধিম্।
যদি বৃন্দাবনে রম্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণসন্নিধৌ।
দাসত্বং দুল্লর্ভং লোকে ভক্তিসারং যদিচ্ছসি।।৪১।।
রাধিকাবল্লভঃ কৃষ্ণো ভক্তানাং প্রিয়কাম্যয়া।
শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গরূপেণ নবদ্বীপে বিরাজতে।।৪২।।

অথচ শ্রীগোপিকাগণের সঙ্গ ভিন্ন শতকোটিকল্পব্যাপী বিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাও রাধাকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না।।৩৮।।

আবার শ্রীগৌরচরণ আশ্রয় না করিলে গোপীগণের সঙ্গলাভ হয় না; অতএব তুমি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা শ্রীগৌরচন্দ্রের ভজনা কর।।৩৯।।

শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম-মধুপানরত ভক্ত-মধুকরগণ অন্যসাধন-ব্যতিরেকেই নিশ্চিতভাবেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লাভ করিতে সমর্ত হন।।৪০।।

জগতে যাহা একান্ত দুর্ল্লভ এবং ভক্তির একমাত্র সারলভ্য, তাদৃশ রম্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাসত্ব-লাভ যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সত্বর নবদ্বীপে যাইয়া দয়ানিধি শ্রীগৌরচন্দ্রের আরাধনা কর।।৪১।।

শ্রীরাধিকার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি ভক্তপ্রীতির জন্য শ্রীগৌরসুন্দররূপে নবদ্বীপ-ধামে বিরাজমান রহিয়াছেন।।৪২।।

গোপীভাব-প্রদানার্থং ভগবান্ নন্দনন্দনঃ।
ভক্তবেশধরঃ শান্তো দ্বিভুজো গৌরবিগ্রহঃ।।৪৩।।
আজানুলম্বিতভুজশ্চারুদৃক রুচিরাননঃ।
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম গায়ন্নুচ্চৈর্নিজস্য চ।।৪৪।।
গোপী গোপীতি গোপীতি জপন্নেব ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ সন্ন্যাসকৃদ্দেবো বিভ্রদ্দণ্ডং কমণ্ডলুম।
জীবানাং জ্ঞানদঃ ক্বাপি মহাভাবান্বিতঃ ক্বচিৎ।।৪৫।।
এবং বিরাজমানন্তং শ্রীগৌরাঙ্গং দয়াচলম্।
প্রাপ্স্যস্যারাধ্য ভক্ত্যা ত্বং রাধাকৃষ্ণৌ মহাবনে।।৪৬।।

শ্রীমহাদেব উবাচ, —

এবমুক্তো ভগবতা নাগরাজো মহামনাঃ।
শ্রীগৌরতত্ত্বং বিজ্ঞায় নবদ্বীপং জগামহ।।৪৭।।
ইতি শ্রীমদনন্তসংহিতায়াং শ্রীচৈতন্যজন্ম -খণ্ডে
দ্বিতীয়াংশে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ভগবান্ নন্দসুত সম্প্রতি গোপীভাব প্রদান করিবার জন্য শান্ত, দ্বিভুজ গৌরবিগ্রহ, আজানুলম্বিত বাহু, সুলোচন, রম্যবদন ভক্তবেশে 'কৃষ্ণ' এই স্বকীয় পুণ্যনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন এবং কদাচিৎ 'গোপী', 'গোপী', 'গোপী' এইরূপ জপ করিতেছেন; কোন সময়ে দণ্ড-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীবেশে জীবের জ্ঞান প্রদানের জন্য মহাভাবে আবিষ্ট হইতেছেন।।৪৩-৪৫।।

তুমি পূর্ব্বোক্তভাবে বিরাজমান দয়ানিধি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ভক্তি সহকারে আরাধনা করিলে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লাভ করিবে।।৪৬।।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,— মহামতি নাগরাজ ভগবানের পূর্বোক্ত আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া নবদ্বীপে গমন করিলেন।।৪৭।।

শ্রীমদনন্তসংহিতায় শ্রীচৈতন্যের জন্মখণ্ডের দ্বিতীয়াংশে
দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমদনন্তসংহিতায়াং দ্বিতীয়াংশে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ,—

কৃত্র বৈ স নবদ্বীপো যত্র গৌর বিরাজতে।
নাগরাজো গতস্তত্র কিঞ্চকার মহামতিঃ।।১।।
তৎ সর্ব্বং কথ্যতাং নাথ মহাযোগিন্ কৃপানিধে।
গৌরেতি মঙ্গলং নাম মম চিত্তং হৃতং বলাৎ।।২।।
বৃন্দারণ্যস্য মাহাত্ম্যং শ্রুতং বিস্তরতো ময়া।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং বদ দেব দিগম্বর।।৩।।

শ্রীনারদ উবাচ,—

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবঃ পিনাকধৃক্।
দেবীমালিঙ্গ্য তাং দোর্ভ্যামবোচৎ সাদরং বচঃ।।৪।।

শ্রীমহাদেব উবাচ,—

শৃণু গৌর প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং সপ্রেম-ভক্তিদং নৃণাম্।।৫।।
যথা বৃন্দাবনং ধাম শ্রীকৃষ্ণস্য কৃপানিধেঃ।
নবদ্বীপস্তথা কান্তে সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।।৬।।

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন,— হে নাথ, যে স্থানে শ্রীগৌরচন্দ্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই নবদ্বীপ-ধাম কোথায় এবং মহাবুদ্ধিমান্ নাগরাজ সেখানে গিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা কৃপাপূর্ব্বক বর্ণনা করুন। হে যোগিবর, মঙ্গলময় গৌরনাম আমার চিত্তকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে।।১-২।।

হে দেব, আমি বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি আপনি নবদ্বীপের মাহাত্ম্য বর্ণন করুন।।৩।।

শ্রীনারদ কহিলেন,— পিণাকধারী মহেশ্বর পার্ব্বতীর পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করত বাহুযুগলদ্বারা দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া আদরের সহিত বলিয়াছিলেন।।৪।।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,— হে গৌরি, আমি মানবগণের প্রেমভক্তি প্রদ এবং সর্ব্বপাপবিনাশন শ্রীনবদ্বীপ-ধামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিব, তুমি শ্রবণ কর।।৫।।

কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-ধামের ন্যায় এই নবদ্বীপ-ধামেরও মাহাত্ম্য জানিবে; ইহা আমি নিশ্চিত বলিতেছি।।৬।।

যদ্বদ্ বৃন্দাবনে রম্যে শ্রীকৃষ্ণো রাধয়া সহ।
রেমে ভক্তানন্দকরস্তদ্বৎ দ্বীপে নবে সদা।।৭।।
গঙ্গা-যমুনয়োর্ম্মধ্যে দ্বীপঃ পরমশোভনঃ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রতিঃ।।৮।।
যদি তীর্থসহস্রাণি পর্য্যটন্তি নরাঃ ক্ষিতৌ।
নবদ্বীপং বিনা দেবি ন রাধাং কৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ।।৯।।
দ্বীপস্যাস্যৈকদেশে চ তীর্থানি সকলানি চ।
ঋষয়ো মুনয়ো দেবাস্তথা সিদ্ধাশ্রমাণি চ।।১০।।
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি মন্ত্রাদীনি মহেশ্বরি।
বসন্তি সততং দুর্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তুষ্টয়ে।।১১।
অশ্বমেধ-সহস্রাণি বাজপেয়াদিকানি চ।
নানাবিধানি কর্ম্মানি কৃত্বা ভক্ত্যা মুহুর্মুহুঃ।।১২।।
যৎ ফলং লফতে মর্ত্ত্যো যোগাভ্যাসেন যৎ ফলম্।
নবদ্বীপস্য স্মরণাৎ তেষাং কোটীগুণং লভেৎ।
কিং পুনঃ দর্শনঞ্চাস্য ফলং বক্ষ্যামি পার্ব্বতি।।১৩।।

ভক্ত-মনোরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত রমণীয় বৃন্দাবনধামের ন্যায় এই নবদ্বীপ-ধামেও নিরন্তর লীলা প্রকাশ করিতেছেন।।৭।।

গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যভাগে পরম-শোভাময় নবদ্বীপধাম বিরাজমান রহিয়াছে। উক্ত ধামের স্মরণমাত্রেই মানবের রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ে আসক্তি জন্মিয়া থাকে।।৮।।

মানবগণ যদি পৃথিবীতে সহস্র তীর্থও পর্য্যটন করে, তথাপি নবদ্বীপ দর্শন না করিলে রাধাকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারে না।।৯।।

অয়ি দুর্গে, এই দ্বীপের একদেশে সমস্ত তীর্থ, ঋষিগণ, মুনিগণ, দেবগণ, সিদ্ধাশ্রম, সকল বেদ সমস্ত শাস্ত্র এবং মন্ত্রাদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের তুষ্টির জন্য সর্ব্বদা বাস করিতেছেন।।১০-১১।।

মানবগণ নিরন্তর ভক্তি-সহকারে সহস্র সহস্র অশ্বমেধ ও বাজপেয়াদি যজ্ঞ, নানাবিধ কর্ম্ম এবং যোগাভ্যাসদ্বারা যে ফল লাভ করেন, নবদ্বীপ-ধামের স্মরণ দ্বারা তাহার কোটীগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে; হে পার্ব্বতি, ইহার দর্শনে যে ফল উহার কথা আর কি বলিব?১২-১৩।।

সকৃৎ যদি নবদ্বীপং সংস্মরেয়ুর্নরাধমাঃ।
সাধবস্তে তদৈব স্যুঃ সত্যং সত্যং হি পার্ব্বতি।।১৪।।
তেষাং দিনে দিনে ভক্তির্বর্দ্ধতে নাত্র সংশয়ঃ।
তেষাং পাদরজঃ পূতা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।।১৫।।
যে বসন্তি নবদ্বীপে মানবাঃ গৌরদেবতাঃ।
ন চ তে মানবাঃ জ্ঞেয়াঃ শ্রীগৌরস্য চ পার্ষদাঃ।।১৬।।
তেষাং স্মরণমাত্রেণ মহাপাতকিনোঽপি চ।
সত্যং শুদ্ধন্তি বৈ দূর্গে কিং পুনর্দর্শনাদিভিঃ।।১৭।।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং পঞ্চভির্বদনৈরহম্।
কিং বর্ণয়ামি নানন্তঃ সহস্রৈর্বদনৈরলম্।।১৮।।
ধামসারস্য কৃষ্ণস্য বৃন্দারণ্যস্য শৈলজে!
আরোহণস্য সোপানং নবদ্বীপং বিধুর্বুধাঃ।।১৯।।
তত্র গত্বা নবদ্বীপে নাগরাজো ধৃতব্রতঃ।
পূজয়ামাস গৌরাঙ্গমপি বর্ষাযুতং প্রিয়ে।।২০।।

হে পার্ব্বতী, নিতান্ত পাষণ্ড জনও যদি একবারমাত্র শ্রীনবদ্বীপ-ধামের স্মরণ করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সাধুত্ব লাভ করে; ইহা অতিশয় সত্য বলিয়া জানিবে।।১৪।।

দিন দিন তাহাদের ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাহাদের পদরজে সপ্তদ্বীপ-যুক্তা পৃথিবী পবিত্র হইয়া থাকেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।।১৫।।

শ্রীগৌরাঙ্গকেই একমাত্র দেবতা জ্ঞান করিয়া যাঁহারা নবদ্বীপধামে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্য জ্ঞান করা উচিত নহে— তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গেরই পার্ষদ।।১৬।।

হে দুর্গে, তাঁহাদের স্মরণমাত্রেই মহাপাতকিগণও শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, দর্শনাদির কথা আর কি বলিব? ১৭।।

অনন্তদেব সহস্রমুখেও যে নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে সমর্থ হন না, আমি পঞ্চমুখে তাঁহার মহিমা কিরূপে বর্ণন করিব?১৮।।

অয়ি পার্ব্বতি, পণ্ডিতগণ এই নবদ্বীপ-ধামকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠধাম শ্রীবৃন্দাবনে আরোহণের একমাত্র সোপান বলিয়া জানেন।।১৯।।

অয়ি প্রিয়ে, নাগরাজ উক্ত নবদ্বীপধামে গমনপূর্ব্বক ব্রতাবলম্বী হইয়া অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন।।২০।।

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীগৌরো জগদীশ্বরঃ।
দর্শয়ামাস স্বং রূপমনন্তায় মহাত্মনে।।২১।।
নাগরাজঃ সমালোক্য তং দেবং পরমেশ্বরম্।
ননাম দণ্ডবদ্ভুমাবুত্থায় বিহিতাঞ্জলিঃ।।২২।।
তপ্ত-জাম্বুনদপ্রখ্যং চারুপদ্ম-পদদ্বয়ম্।
কোটিন্দু-পাদনখরং কোট্যাদিত্য-সমুজ্জ্বলম্।।২৩।।
বনমালা-ভূষিতাঙ্গং শ্রীবৎসোজ্জ্বলবক্ষসম্।
ক্ষৌমবস্ত্রধরং দেবং কোটীকন্দর্পমোহনম্।।২৪।।
অংসে ন্যস্তোপবীতঞ্চ চন্দনাঙ্গদভূষণম্।
আজানুলম্বিতভুজং তুলসীমাল্যধারিণম্।।২৫।।
কম্বুগ্রীবং চারুনেত্রং সস্মেরবদনাম্বুজম্।
মণিমকরসংযুক্ত-শ্রবণং চারুকুণ্ডলং।।২৬।।
সুভ্রুবং সুনসং শান্তং ভক্তার্চ্চিত-পদাম্বুজম্।
তাপত্রয়বিদগ্ধানাং জীবানাং ত্রাণকারকম্।।২৭।।
গৌরাঙ্গং সচ্চিদানন্দং সর্ব্বকারণকারণম্।
বাচা গদ্‌গদয়ানন্তং তুষ্টাব ধরণীধরঃ।।২৮।।

অনন্তর জগৎপতি ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া মহামতি অনন্তকে স্বীকয় রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন।।২১।।

নাগরাজও পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন।।২২।।

অতঃপর উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-সহকারে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, চারুপাদপদ্মশালী, কোটিচন্দ্র-সম্মুজ্জ্বল, পদ-নখ-সুশোভিত, কোটিসূর্য্যতুল্য সমুজ্জ্বল, বনমালা-বিভূষিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসশোভাবিশিষ্ট, ক্ষৌমবস্ত্রধারী, কোটিকন্দর্পমোহন, স্কন্ধসংলগ্নোপবীত, চন্দননির্ম্মিত, বলয়ভূষিত, আজানুলম্বিতবাহু, তুলসীমালাধারী, কম্বুকণ্ঠ, সুলোচন, ইষদ্‌হাস্যযুত-বদন, কর্ণে মণিময় মকরশালী-চারুকুণ্ডলধারী, সুন্দর ভ্রু এবং নাসিকাবিশিষ্ট, শান্তমূর্ত্তি, ভক্ত কর্ত্তৃক অর্চ্চিতপাদপদ্ম, ত্রিতাপদগ্ধ জীবের উদ্ধারকর্ত্তা, সমস্ত জগতের কারণেরও কারণ, সচ্চিদানন্দময় শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নাগরাজ গদ্‌গদ্ স্বরে স্তব করিয়াছিলেন।।২৩-২৮।।

শ্রীঅনন্ত উবাচ—
ত্বমাদিদেবো জগদেককারণং, স্বরাট্ দয়ালুঃ পুরুষঃ সনাতন।
অগ্নের্স্ফুলিঙ্গ ইব তে মহাত্মনো, ভবন্তি জীবাঃ সুর-মানবাদয়ঃ।।২৯।।
অনন্তমন্তং প্রকৃতিঃ সনাতনী, সূতে ন সর্ব্বজ্ঞ যদীক্ষণং বিনা।
তস্মাদ্ভবন্তং ভবদুঃখনাশনং, ব্রজামি সত্যং শরণং সনাতনম্।।৩০।।
ত্যক্ত্বা পরাত্মন্ ভবতঃ পদাম্বুজ-সেবাং মহানন্দকরীং শুভপ্রদাম্।
জ্ঞানায় যে বৈ সততং পরিশ্রমং, কুর্ব্বন্তি তেষাং শ্রম এব কেবলম্।।৩১।।
বিহায় দাস্যং শতপত্রলোচন, ত্বয্যৈক্যমিচ্ছন্তি যমাদিসাধনৈঃ।
ন তে পৃথিব্যাং পরিপক্কবুদ্ধয়ো, যস্মাদ্ভবদ্দাস্য-সুখেন বঞ্চিতাঃ।।৩২।।
বিধেহি দাস্যং ময়ি দীনবন্ধো, ন কিঞ্চিদিচ্ছামি ভবৎপদাম্বুজাৎ।
ত্বৎপাদপদ্মাসব-তৃপ্তমানসৈর্ন কিং সুলভ্যং ক্ষিতিপাবন ক্ষিতৌ।।৩৩।।

শ্রীঅনন্ত বলিয়াছিলেন,— হে দেব, তুমিই সকলের আদি, জগতের একমাত্র কারণ, স্বরাট্ দয়াময় সনাতন পুরুষ; অগ্নি হইতে যেরূপ স্ফুলিঙ্গসকলের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ মহাত্মা তোমা হইতে দেব-মানবাদি জীবগণ জন্মগ্রহণ করিতেছে।।২৯।।

হে সর্ব্বজ্ঞ, সনাতনী প্রকৃতি যেহেতু তোমার ইচ্ছা ভিন্ন শেষ-সংজ্ঞক অনন্তকে (অর্থাৎ আমাকে) প্রসব করিতে পারে না, সেইহেতু ভবদুঃখবিনাশন সত্যসনাতন-স্বরূপ আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।।৩০।।

হে পরমাত্মন্, যাঁহারা অতিশয় আনন্দ ও মঙ্গলজনক আপনার পাদপদ্ম-সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানলাভের জন্য নিরন্তর পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের পরিশ্রমই-সার হয় অর্থাৎ তাঁহাদের কোন শ্রেয়োলাভ হয় না।।৩১।।

হে পদ্মপলাশনয়ন, যাহারা আপনার দাসত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক যমাদি সাধনানুষ্ঠানের দ্বারা আপনার সহিত একত্ব লাভের কামনা করে, বস্তুতঃ তাহারা পৃথিবীতে বুদ্ধিমান্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ ঐরূপ কর্ম্মদ্বারা উহারা আপনার দাসত্ব-সুখ হইতে বঞ্চিত হয়।।৩২।।

অতএব হে দীনবন্ধো, আপনি আমাকে দাসত্বই প্রদান করুন— আপনার পাদপদ্মে অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না। কারণ, যাহাদের চিত্ত আপনার পাদপদ্মসেবায় পরিতৃপ্ত হয়, হে ক্ষিতিপাবন, তাহাদের এ পৃথিবীতে দুর্ল্লভ কিছুই নাই।।৩৩।।

বয়ং ধন্যতমা লোকে জ্ঞানিভ্যোঽপি সুরোত্তম।
যস্মাত্তু ঈদৃশং রূপং পশ্যামঃ প্রকৃতেঃ পরম্।।৩৪।।
নমস্তুভ্যং ভগবতে সচ্চিদানন্দমূর্ত্তয়ে।
ভক্তলভ্যপদাব্জায় তপ্তজাম্বুনদত্বিষে।।৩৫।।
পুণস্ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি শ্রীগৌরাঙ্গ দয়ানিধে।
যেন রূপেণ দেবেশ বৃন্দারণ্যে বিরাজতে।।৩৬।।

শ্রীভগবানুবাচ,—

তুষ্টোঽহং সেবয়ানন্ত ত্বং মে ভক্তোত্তমোত্তমঃ।
যতোঽস্মিন্ মহতি দ্বীপে প্রভবস্যাদিসেবকঃ।।৩৭।।
অয়মেব নবদ্বীপো বৃন্দাবনসমোঽনঘ।
অনুগ্রহায় জীবানাং রাধয়া নির্ম্মিতঃ পুরা।।৩৮।।
যথা মম প্রিয়া রাধা তথা বৃন্দাবনং মহৎ।
তদ্বদয়ং নবদ্বীপ ইতি সত্যং বদাম্যহম্।।৩৯।।

হে সুরশ্রেষ্ঠ, অদ্য আমি জ্ঞানিগণ হইতেও ধন্যতম, যেহেতু প্রকৃতির অতীত আপনার ঈদৃশ রূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি।।৩৪।।

হে ভগবন্, আপনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, আপনার কান্তি তপ্তসুবর্ণের ন্যায় রম্য ও উজ্জ্বল, আপনার পাদপদ্ম একমাত্র ভক্তগণেরই লভ্য, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি।।৩৫।।

দে দয়াময় গৌরাঙ্গ, যে রূপে আপনি বৃন্দাবনে বিরাজ করেন, আপনার সেই রূপ আমি পুনরায় দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।।৩৬।।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,— হে অনন্ত, আমি তোমার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার উত্তম ভক্তগণের মধ্যেও উত্তম, যেহেতু এই সুমহৎ নবদ্বীপে আমার প্রকট হইলে তুমিই প্রথম সেবকরূপে উপস্থিত হইয়াছে।।৩৭।।

হে পুণ্যাত্মন্, এই নবদ্বীপধাম শ্রীবৃন্দাবনের তুল্য, পুরাকালে জীবগণের প্রতি আনুগ্রহের জন্য শ্রীরাধিকা কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে।।৩৮।।

শ্রীরাধিকা যেরূপ আমার প্রিয়া, শ্রীবৃন্দাবন এবং এই নবদ্বীপধামও আমার তাদৃশ প্রিয়, ইহা সত্য সত্য বলিতেছি।।৩৯।।

বৃন্দাবনে যথানন্ত বসামি রাধয়া সহ।
রাধয়া মিলিতাঙ্গোঽহং তথৈবাস্মিন্ সদা বসে।।৪০।।
যথা বৃন্দাবনং ত্যক্ত্বা গচ্ছামি ন চ কুত্রচিৎ।
তথা দেব নবদ্বীপং ন ত্যজামি কদাচন।।৪১।।
অহং বৃন্দাবনে সাধো কল্পে কল্পে সতাং মুদে।
আবির্ভূয় করিষ্যামি যাং লীলাং লোকপাবনীম্।
নবদ্বীপে চ নাগেন্দ্র তাঃ সর্ব্বাঃ পরিবর্ণয়।।৪২।।
যদা প্রাদুর্ভবিষ্যামি স্বয়ং লোক-হিতায় বৈ।
তদৈব ত্বং মহাভাগ নিত্যং প্রাদুর্ভবিষ্যসি।।৪৩।।
ত্বাং সংত্যজ্য ক্ষণমপি ন চ তিষ্ঠামি মানদ।
কল্পান্তরে করিষ্যামি জ্যেষ্ঠং বৃন্দাবনে হ্যহম্।।৪৪।।
অস্মিন্ দ্বীপে মহাক্ষেত্রে যদাহং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ।
অবতীর্য্য দ্বিজবাসে হনিষ্যে কলিজং ভয়ম্।।৪৫।।

হে অনন্ত, আমি যেরূপ শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করি, সেইরূপ শ্রীরাধিকার সহিত মিলিততনু অবস্থায় সর্ব্বদা এই নবদ্বীপে বাস করিতেছি।।৪০।।

আমি যেরূপ শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র কোথাও গমন করি না, সেইরূপ এই নবদ্বীপকেও কখনও পরিত্যাগ করি না।।৪১।।

হে সাধো, আমি সজ্জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য প্রতিকল্পে বৃন্দাবনে আবির্ভূত হইয়া লোকপবিত্রকর যে-সমস্ত লীলাচরণ করিয়া থাকি, নবদ্বীপেও আমার সেই সমস্ত লীলার বর্ণনা কর।।৪২।।

হে মহাভাগ, আমি লোকহিতের জন্য যে-সময়ই প্রাদুর্ভূত হইব, তুমিও প্রতিবারেই সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইবে।।৪৩।।

হে মানদ, আমি তোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষণকালও থাকিব না এবং অন্যকল্পে বৃন্দাবনে তোমাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে গণ্য করিব।।৪৪।।

আমি যে-সময়ে দেবগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া এই দ্বীপে মহাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগৃহে অবতীর্ণ হইয়া কলিভয় বিনাশ করিব তৎকালে তুমি বিশালকায় নিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হইয়া আমার কীর্ত্তনে রত থাকিয়া ভক্তি-রহিত বিমূঢ় লোকসকলকে আমার ভক্তরূপে পরিণত করিবে।।৪৫-৪৬।।

নিত্যানন্দো মহাকায়ো ভূত্বা মৎকীর্ত্তনে রতঃ।
বিমূঢ়ান ভক্তিরহিতান্ মম ভক্তান্ করিষ্যসি।।৪৬।।
মমৈব নিত্যং লীলানং সারমুদ্ধৃত্য সম্মতে।
কৃত্বা সুসংহিতাং জীবান্ সর্ব্বান্ ভক্তোত্তমান্ কুরু।।৪৭।।

শ্রীমহাদেব উবাচ,—

ইত্যুপামন্ত্রিতোঽনন্তঃ প্রণম্য জগদীশ্বরম্।
অকার্ষীৎ সংহিতাং দেবি মহতীং প্রেমভক্তিদাম্।।৪৮।।
তামেব সংহিতাং সাধ্বি জগন্নাথ-পদাম্বুজে।
নিবেদ্য পরয়া ভক্ত্যা কৃতার্থোঽভূন্মহামতিঃ।।৪৯।।
অনন্তবদনোত্থত্বাৎ স্বলীলায়া হ্যনন্ততঃ।
অনন্তসংহিতাং নাম চক্রেঽস্যাঃ পরমেশ্বরঃ।।৫০।।
তামেব সংহিতাংকান্তে বৈকুণ্ঠে পরমেশ্বরঃ।
তামেব সংহিতাং কান্তে বৈকুণ্ঠে পরমেশ্বরঃ।
সর্ব্বলোক-হিতার্থায় প্রদদৌ ব্রহ্মণে পুরা।।৫১।।
কৃপয়া তাং মহেশানি দদৌ চ সংহিতাং পরাম্।
বিষপানাদ্বিষণ্ণায় মহ্যং কল্পান্তরে সতি।।৫২।।

সর্ব্বদা আমারই লীলার সারসংগ্রহপূর্ব্বক সজ্জনগণের মতানুসারে সুরম্য সংহিতা রচনাদ্বারা সমস্ত জীবগণকে শ্রেষ্ঠভক্তরূপে পরিণত করিবে।।৪৭।।

শ্রীমহাদেব বলিয়াছিলেন,— হে দেবি, অনন্তদেব ভগবান্— কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া জগদীশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক প্রেমভক্তিদায়িনী মহতী সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন।।৪৮।।

মহামতি অনন্ত সেই সংহিতাকে পরমভক্তি-সহকারে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণপূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়াছিলেন।।৪৯।।

পরমেশ্বরও এই গ্রন্থ নিজের অনন্তলীলায় পরিপূর্ণ এবং অনন্তের মুখনিসৃত বলিয়া অনন্তসংহিতা-নামে অভিহিত করিলেন।।৫০।।

হে প্রিয়ে, ভগবান্ সমস্ত লোকের হিতের জন্য এককালে বৈকুণ্ঠে এই সংহিতাই শ্রীব্রহ্মার নিকট প্রদান করিয়াছিলেন।।৫১।।

অনন্তর অন্যকল্পে আমি বিষপানে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলে কৃপা করত আমাকে এই সংহিতা প্রদান করিয়াছিলেন।।৫২।।

বিষেণ দহ্যমানেন মুখেনোর্দ্ধেন সুন্দরি।
দধার সংহিতামেতাং সুধাসার-প্রবর্ষিণীম্।।৫৩।।
ধারয়াম্যূর্দ্ধবদনে দেবেশি সংহিতামিমাম্।
মন্ত্রঞ্চ গৌরচন্দ্রস্য নামেদং সর্ব্বমঙ্গলম্।।৫৪।।
স্নিগ্ধং পবিত্রং সংভূতমহং ভাগবতোত্তমঃ।
মোহনায় চ জীবানাং মুখেনানেন সুন্দরি।।৫৫।।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং যৎ কৃতং কৃষ্ণনিন্দনম্।
তৎপাপেভ্যো বিমুক্তোঽহং কৃতার্থোঽহং বরাননে।।৫৬।।
তুভ্যং মদনুরক্তায়ৈ প্রাক্‌কল্পে প্রদদাবিমাম্।
স্ত্রীত্বাৎ জ্ঞানময়ী বাপি ন সমর্থা মহেশ্বরি।।৫৭।।
অস্যাঞ্চ বর্ণয়ামাস কৃষ্ণলীলাং মনোরমাম্।
শ্রীমদগৌরাঙ্গচরিতং রাধাকৃষ্ণান্তিকপ্রদম্।।৫৮।।

আমিও বিষে দহ্যমান উর্দ্ধমুখদ্বারা সুধাসারবর্ষিণী এই সংহিতাকে ধারণ করিয়াছিলাম।।৫৩।।

হে দেবেশি, আমি তদবধি নিরন্তর উক্ত সংহিতা এবং শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের মঙ্গলময় এই নামমন্ত্র উর্দ্ধমুখে ধারণ করিতেছি।।৫৪।।

ইহা হইতে আমার মুখ স্নিগ্ধ এবং পবিত্র হইয়াছে, আমি উত্তমভাগবত বলিয়া গণ্য হইয়াছি। পরন্তু দুষ্টজীবের মোহনের জন্য কৃষ্ণনিন্দা জনক অসৎশাস্ত্র মায়াবাদ প্রণয়নের দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি।।৫৫-৫৬।।

হে মহেশ্বরি, তুমি আমার একান্ত অনুরক্তা বলিয়া পূর্ব্বকল্পে এই সংহিতা তোমাকে প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক অথবা জ্ঞানময়ী বলিয়া উহার স্মরণ হইতেছে না।।৫৭।।

এই গ্রন্থে মনোরম কৃষ্ণলীলা এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভের উপায়-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গচরিত বর্ণিত হইয়াছে।।৫৮।।

যস্য শ্রবণমাত্রেণ পঠনাৎ পাঠনাৎ শিবে।
গৌরাঙ্গং সচ্চিদানন্দং ভক্তানুগ্রহকারকম্।।৫৯।।
সমালোক্য নবদ্বীপে বহুকল্পাদিকং প্রিয়ে।
উষিত্বা তৎপ্রসাদেন গোপী ভূত্বা মহেশ্বরি।।৬০।।
বৃন্দাবনে নিকুঞ্জাদৌ শ্রীরাধাকৃষ্ণসন্নিধৌ।
সখীভাবেন নিবসেৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।।৬১।।
গৌরমূর্ত্তের্ভগবতঃ পাদসেবাং বিনা সতি।
বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণৈর্ন রাধাং কৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ।।৬২।।
তস্মাদগৌরাঙ্গচরিতং শৃণু কান্তে দিবানিশম্।
কুরুষ্ব মহতীং সেবাং তস্য দেবস্য পার্ব্বতি।।৬৩।।

শ্রীনারদ উবাচ,—

মহাদেব্যা পুনস্পৃষ্টো মহাদেবো দয়াচলঃ।
জগাদ গৌরচরিতমূর্দ্ধবক্তেণ গৌতম।।৬৪।।

ইতি শ্রীমদনন্তসংহিতায়াং শ্রীচৈতন্যজন্ম-খণ্ডে দ্বিতীয়াংশে গৌরাঙ্গলীলায়া নিত্যত্ব-কথনে পার্ব্বতীশ্বরসংবাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অয়ি পার্ব্বতি, এই গ্রন্থের শ্রবণমাত্রে এবং পঠনপাঠন-দ্বারা ভক্তজনানুগ্রহকারক সচ্চিদানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎকার লাভ ও বহুকল্প নবদ্বীপে বাস হইলে তাঁহার প্রসাদে গোপীদেহ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকট বসতি লাভ করা যায়, ইহা অতীব নিশ্চিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।।৫৯-৬১।।

অয়ি সতি, ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের পাদসেবা ভিন্ন বহুজন্মসঞ্চিত পূণ্যবলেও শ্রীরাধাকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না।।৬২।।

অতএব হে পার্ব্বতি, তুমি দিবারাত্রি নিরন্তর গৌরাঙ্গ-চরিত শ্রবণ কর এবং উক্ত ভগবানের মহতী সেবায় রত হও।।।৬৩।।

শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন,— হে গৌতম, দয়াময় মহাদেব মহাদেবী পার্ব্বতী কর্ত্তৃক পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইয়া উর্দ্ধমুখে গৌরচরিত বর্ণন করিয়াছিলেন।।৬৪।।

শ্রীমদনন্তসংহিতায় শ্রীচৈতন্যের জন্মখণ্ডে দ্বিতীয়াংশে গৌরাঙ্গ-লীলার নিত্যতা-কথনে পার্ব্বতী-মহাদেব-সংবাদে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমদনন্তসংহিতায়াং দ্বিতীয়াংশে
চতুর্থোঽধ্যায়

শ্রীগৌতম উবাচ,—

পুনশ্চ পার্ব্বতীদেবী যদপৃচ্ছন্মহেশ্বরং।
তন্মে বদ মুনিশ্রেষ্ঠ যদি মে স্যাদনুগ্রহঃ।।১।।

শ্রীনারদ উবাচ,—

নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা দেবী সনাতনী।
উৎপত্তেঃ কারণং জ্ঞাতুং তস্যোবাচ মহেশ্বরম্।।২।।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ,—

কদা বায়ং নবদ্বীপো নির্ম্মিতো রাধয়া মহান্।
কিমর্থং বা মহেশান তত্ত্বতঃ কথয়স্ব মে।।৩।।

শ্রীমহাদেব উবাচ,—

নিশাময় মহাভাগে দ্বীপস্যোৎপত্তিকারণম্।

শ্রীগৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন,— হে মুনিশ্রেষ্ঠ, পুনরায় পার্ব্বতীদেবী মহেশ্বরের নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার যদি আমার উপর অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে উহা বলুন।১।।

শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন,— সনাতনী পার্ব্বতী দেবী নবদ্বীপের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া উহার উৎপত্তির কারণ জানিবার জন্য মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।।২।।

শ্রীপার্ব্বতী বলিয়াছিলেন,— হে মহেশ্বর, কোন্ সময়ে কি জন্য শ্রীমতী রাধিকা কর্ত্তৃক নবদ্বীপ-নামক এই মহৎ ধাম নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আপনি যথার্থভাবে বর্ণন করুন।।৩।।

শ্রীমহাদেব বলিলেন, অয়ি মহাভাগে, অনন্ত-সংহিতায় যেরূপ লিখিত আছে এবং আমি শ্রীনারায়ণের মুখ হইতে এই দ্বীপের উৎপত্তির কারণ যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন।৪।।

অনন্তসংহিতায়াঞ্চ নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ।।৪।।
যদা বৃন্দাবনে রম্যে শ্রীকৃষ্ণঃ পরমেশ্বরঃ।
রেমে বিরজয়া সার্দ্ধং পদ্মিন্যা ষট্‌পদো যথা।।৫।।
তথা চন্দ্রমুখী দেবী রাধিকা মৃগলোচনা।
শ্রুত্বা সখীমুখাৎ সর্ব্বং যত্র কৃষ্ণো দ্রুতং যযৌ।।৬।।
আয়াতং রাধিকাং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণশ্চারুলোচনঃ।
তত্রৈবার্ন্তদধে সদ্যো বিরজা চাভবন্নদী।।৭।।
পুনঃ কৃষ্ণেন বিরজাং রম্যমাণাং নিশম্য সা।
ন তত্র গত্বা দদৃশে কৃষ্ণং বিরজয়া সহ।।৮।।
চিন্তয়িত্বা মহাদেবী মনসা কৃষ্ণদেবতা।
গঙ্গাবিরজয়োর্মধ্যে সখীভিঃ সমমাযযৌ।।৯।।
তত্র গত্বা মহৎ স্থানং চকার কৃষ্ণসুন্দরী।
লতাভিঃ পাদপৈঃ কীর্ণং সস্ত্রীক-ভ্রমরৈর্বৃতম্।।১০।।

যে-সময়ে রম্য বৃন্দাবন-ধামে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-ভৃঙ্গ যেমন কমলিনীর সঙ্গে ক্রীড়া করে, তদ্রূপ বিরজা দৈবীর (কৃষ্ণের সখী-বিশেষ) সহিত ক্রীড়ারত ছিলেন, তৎকালে চন্দ্রমুখী মৃগনয়না রাধিকা দেবী সখীমুখে উক্ত বৃত্তান্তসকল অবকত হইয়া সত্বর শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।।৫-৬।।

সুলোচন শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা দেবীকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন এবং বিরজা দেবীও নদীরূপে পরিণত হইলেন।।৭।।

পুনরায় শ্রীরাধিকা দেবী বিরজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না।।৮।।

কৃষ্ণপরায়ণা দেবী তখন মনে মনে এ বিষয়ে চিন্তা করত সখীগণের সহিত গঙ্গা ও যুমনার মদ্যভাগে সমাগত হইলেন।।৯।।

মৃগী-মৃগগণৈর্যুক্তং মিথুনানন্দদং পরম্।
মল্লিকা মালতী-জাতি প্রভৃতি-পুষ্পরাজিতম্।।১১।।
তুলসীকাননৈর্যুক্তমানন্দসদনং বরম্।
চিদানন্দময়ৈঃ কুঞ্জৈর্বিবিধৈঃ পরিশোভিতম্।।১২।।
গঙ্গা চ যমুনা চৈব পরিখেব নিরন্তরম্।
ভাতি তদাজ্ঞয়া যত্র সুস্নিগ্ধজলসৈকতম্।।১৩।।
নিত্যং বিরাজতে যত্র বসন্তো মকরধ্বজঃ।
সদা পক্ষিগণা যত্র কৃষ্ণেতি মঙ্গলং জগুঃ।।১৪।।
তত্র শ্রীরাধিকাদেবী বিচিত্রাম্বরভূষণা।
গোবিন্দচিত্তহরণং বেণুনা মধুরং জগৌ।।১৫।।
তদগীতমোহিতমতিঃ শ্রীকৃষ্ণো রাধিকাপতিঃ।
আবির্ব্বভূব দেবেশি স্থানে তত্র মনোরমে।।১৬।।
দৃষ্টা তং রাধিকাকান্তং শ্রীরাধাকৃষ্ণমোহিনী।
প্রগৃহ্য পাণিনা পাণিং মহানন্দং জগাম হ।।১৭।।

সেখানে শ্রীমতী রাধিকাদেবী এক মহৎ স্থান নির্ম্মাণ করিলেন। সে-স্থান লতা ও বৃক্ষসকলে সমাকীর্ণ এবং ভ্রমর-ভ্রমরীগণে পরিপূর্ণ, মৃগ ও মৃগীগণ সেখানে পরমবিহার-সুখ অনুভব করিতেছে, মল্লিকা-মালতী-জাতি প্রভৃতি সুগন্ধি কুসুমে সে-স্থান সুশোভিত, সেই পরমানন্দধাম তুলসী-কাননে নিরন্তর যুক্ত এবং চিদানন্দময় বিবিধ কুঞ্জে পরিশোভিত রহিয়াছে। দেবীর আজ্ঞায় গঙ্গা ও যমুনা সেই ধামের পরিখারূপে নিরন্তর বর্ত্তমান আছেন। তাহাদের সলিল ও তটদেশ সর্ব্বদা সুস্নিগ্ধ-ভাবযুক্ত রহিয়াছে। স্বয়ং কন্দর্প এবং বসন্তকাল সেখানে নিত্য বিরাজমান, পক্ষীগণ তথায় নিরন্তর সুমঙ্গল কৃষ্ণনাম করিতেছে।।১০-১৪।।

শ্রীরাধিকা দেবী সেই স্থানে বিচিত্র বসনে বিভূষিতা হইয়া বেণুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণের জন্য সুমধুর গান করিয়াছিলেন।।১৫।।

দেবেশি, রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ সেই গানে মোহিত হইয়া উক্ত মনোহর স্থানে আবির্ভূত হইলেন।।১৬।।

কৃষ্ণমনোমোহিনী রাধিকা দেবী তৎকালে রাধাকান্তকে উপস্থিত দেখিয়া নিজ হস্তে তাঁহার হস্তগ্রহণপূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।।১৭।।

ভাবং বিলোক্য রাধায়াঃ শ্রীরাধাপ্রাণবল্লভঃ।
উবাচ তাং মহাদেবীং প্রেমগদগদয়া গিরা।।১৮।।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ,—

ত্বত্তুল্যা নাস্তি মে কান্তে প্রিয়া কুত্র বরাননে।
ন ত্যজামি ক্ষণমপি ত্বাং প্রাণসদৃশীং মম।।১৯।।
এতদেব পরং স্থানং মদর্থং যৎ কৃতং ত্বয়া।
সখীভির্নবভির্যুক্তং নবকুঞ্জসমন্বিতম্।।২০।।
নবরূপং করিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধং বরাননে।
নববৃন্দাবনং তস্মাৎ মদ্ভক্তৈর্গীয়তে সদা।। ২১।।
এতস্য দ্বীপতুল্যত্বাৎ নবদ্বীপং বিদুর্বুধাঃ।
অত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি নিবসন্তু মদাজ্ঞয়া।।২২।।
মৎপ্রীত্যর্থং যতঃ কান্তে নির্ম্মিতং স্থানমুত্তমম্।
নিবসামি ত্বয়া সার্দ্ধং নিত্যমত্র বরাননে।।২৩।।
অস্মিন্নাগত্য যে মর্ত্ত্যাস্ত্বয়া মাং পর্য্যুপাসতে।
সখিত্বমাবয়োর্নিত্যং প্রাপ্নুবন্তি সুনিশ্চিতম্।।২৪।।

শ্রীরাধার প্রাণকান্ত তৎকালে শ্রীমতীর ভাব অবলোকন করিয়া প্রেমগদ্‌গদ্‌স্বরে বলিয়াছিলেন।।১৮।।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,— অয়ি সুমুখি, তুমি আমার প্রাণতুল্য, তোমার ন্যায় আমার প্রিয় আর কেহই নাই, অতএব আমি তোমাকে ক্ষণকালও পরিত্যাগ করিব না।।১৯।।

তুমি আমার জন্য এই যে পরম স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ, আমি তোমার সঙ্গে থাকিয়া এই স্থানকে নবসখী এবং নবকুঞ্জ যুক্ত নবরূপে পরিণত করিব এবং সেইজন্য আমার ভক্তগণ-কর্ত্তৃক ইহা নববৃন্দাবন-নামে কীর্ত্তিত হইবে।।২০-২১।।

এই স্থান দ্বীপতুল্য বলিয়া পণ্ডিতগণ নবদ্বীপ বলিয়া জানিবেন এবং আমার আজ্ঞায় এখানে সমস্ত তীর্থসকল বাস করিবেন।।২২।।

অয়ি বরাননে, যেহেতু তুমি আমার প্রীতির জন্য এই উত্তম স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ, অতএব আমি তোমার সহিত এ স্থানে নিত্য বাস করিব।।২৩।।

এখানে আসিয়া যে-সকল ব্যক্তি তোমার সহিত আমার উপাসনা করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই আমাদের নিত্যসখীভাব প্রাপ্ত হইবে।।২৪।।

সকৃৎ গমনমাত্রেণ সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ।।
আবয়োঃ প্রীতিজননীং ভক্তিঞ্চ প্রলভেৎ দ্রুতম্।।২৫।।

শ্রীমহাদেব উবাচ,—

ইত্যুক্ত্বা রাধিকাকান্তো রাধয়া প্রিয়য়া সহ।
একীভূয় মহাভাগে তত্রাসীৎ সততং প্রিয়ে।।২৬।।
অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
একমদ্বয়মালোক্য তত্রৈব ললিতা সখী।।২৭।।
বিহায় রমণীরূপং শ্রীগৌরপ্রীতিভাজনম্।
জগ্রাহ পৌরুষং রূপং তৎসেবার্থং মহেশ্বরি।।২৮।।
ললিতাঞ্চ তথাভূতাং বিশাখাদ্যা বিলোক্য তাঃ।
বভূবুঃ সহসা দেবী পুরুষাকৃতয়স্তদা।।২৯।।
জয় গৌরহরে দেব ধ্বনিরাসীন্মহান্ তদা।
তং রাধারমণং তস্মাদ্ ভক্তাঃ গৌরহরিং জগু।।৩০।।

অয়ি প্রিয়ে, এই স্থান বৃন্দাবন-ধামের ন্যায় অতীব পবিত্র, এখানে একবার মাত্র আগমন করিলেই সমস্ত তীর্থ-গমনের ফল লাভ হয় এবং সত্বর আমাদের সন্তোষদায়িনী ভক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে।।২৫।।

শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন,— অয়ি প্রিয়ে মহাভাগে, রাধিকানাথ এই কথা বলিয়া প্রিয়া শ্রীরাধার সহিত মিলিততনু হইয়া নিরন্তর তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।।২৬।।

হে মহেশ্বরি, শ্রীমতী ললিতা সখীও অন্তরে কৃষ্ণরূপ ও বাহ্যদেশে গৌররূপযুক্ত সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ দর্শন করিয়া স্বকীয় রমণীরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য তাঁহার প্রীতিভাজন পুরুষরূপ ধারণ করিলেন।।২৭-২৮।।

অনন্তর বিশাখা প্রভৃতি অন্যান্য সখীগণ্য ললিতাকে তাদৃশ রূপ ধারণ করিতে দেখিয়া সহসা সকলে পুরুষাকৃতি ধারণ করিলেন।।২৯।।

তৎকালে চতুর্দ্দিকে 'জয় গৌরহরি' এই ধ্বনি উত্থিত হইল এবং সেইজন্য ভক্তগণ শ্রীরাধারমণকে 'গৌরহরি' নামে অভিহিত করিলেন।।৩০।।

গৌরী শ্রীরাধিকা দেবী হরিঃ কৃষ্ণ প্রকীর্ত্তিতঃ।
একত্বাচ্চ তয়োঃ সাক্ষাদিতি গৌরহরিং বিদুঃ।।৩১।।
তৎকালমারভ্য সুপদ্মলোচনঃ, কৃষ্ণস্ত্রিভঙ্গো মুরলীধরোঽব্যয়ঃ।
চকার যুগ্মং নিজবিগ্রহং পরং,রাধা চ দেবী নবপদ্মলোচনা।।৩২।।
বৃন্দাবনে সদা কৃষ্ণমানন্দসদনে মুদা।
তদ্ধামে রাধিকাদেবী স্থিত্বা রময়তে প্রিয়ে।।৩৩।।
নবদ্বীপে চ স কৃষ্ণ আদায় হৃদয়ে স্বয়ম্।
গজেন্দ্রগমনাং রাধাং সদা রময়তে মুদা।।৩৪।।
ললিতাদ্যাশ্চ যা সখ্যঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ শিবে।
সেবন্তে নিজরূপেণ বৃন্দারণ্যে চ তৌ সদা।।৩৫।।
নবদ্বীপে তু তাঃ সখ্যে ভক্তরূপধরাঃ প্রিয়ে।
একাঙ্গং শ্রীগৌরহরিং সেবন্তে সততং মুদা।।৩৬।।
য এব রাধিকাকৃষ্ণঃ স এব গৌরবিগ্রহঃ।
যচ্চ বৃন্দাবনং দেবী নববৃন্দাবনঞ্চ তৎ।।৩৭।।

যেহেতু শ্রীরাধিকা দেবী গৌরবর্ণা এবং হরি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া তাঁহাদের একতা-প্রাপ্ত সাক্ষাৎ-বিগ্রহ গৌরহরি বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন।।৩১।।

তৎকালাবধি কমলনয়ন, ত্রিভঙ্গ, মুরলীধর, সনাতন শ্রীকৃষ্ণ এবং নব-কমলনয়না শ্রীরাধিকা দেবী নিজ নিজ বিগ্রহকে যুগলরূপে পরিণত করিলেন।।৩২।।

হে প্রিয়ে, আনন্দধাম-বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা দেবী শ্রীকৃষ্ণের বামদেশে সতত অবস্থান করত তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন।।৩৩।।

নবদ্বীপেও সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গজেন্দ্রগামিনী শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক তাহাকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন।।৩৪।।

অয়ি শিবে, ললিতাদি যে-সকল সখী বৃন্দাবনে নিজরূপ ধারণ করত শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা করেন, নবদ্বীপে তাঁহারা ভক্তরূপ ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বদা আনন্দের সহিত রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীগৌরহরির আরাধনা করিতেছেন।।৩৫-৩৬।।

হে দেবী, রাধা-যুগলই গৌররূপ ধারণ করিয়াছেন এবং যাহা বৃন্দাবন নামে খ্যাত, উহাই নববৃন্দাবন (নবদ্বীপ) বলিয়া জানিবে।।৩৭।।

বৃন্দাবনে নবদ্বীপে ভেদবুদ্ধিশ্চ যো নরঃ।
তথৈব রাধিকাকৃষ্ণে শ্রীগৌরাঙ্গে পরাত্মনি।।৩৮।।
মচ্ছুলপাত-নির্ভিন্নদেহঃ সোঽপি নরাধমঃ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে যাবদাহুতসংপ্লবম্‌।।৩৯।।
এতত্তে কথিতং দেবি দ্বীপস্যোৎপত্তিকারণম্‌।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ভক্তিদং সততং নৃণাম্‌।।৪০।।
প্রাতরুত্থায় যো মর্ত্ত্যঃ শ্রীগৌরগতমানসঃ।
প্রপঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি স গৌরাঙ্গমবাপ্নুয়াৎ।।৪১।।
অদ্যাপি সচ্চিদানন্দং শ্রীগৌরাঙ্গং মহাপ্রভুম্‌।
নবদ্বীপে প্রপশ্যন্তি তদ্ভক্তা ন চ নাস্তিকাঃ।।৪২।।
অহং বৃন্দবনে রম্যে গৌরাঙ্গং দৃষ্টবান্‌ পুরা।
রাসে রাসেশ্বরং দেবং সাক্ষাৎ মন্মথমোহনম্‌।।৪৩।।

যেব্যক্তি বৃন্দাবনে ও নবদ্বীপে এবং রাধাকৃষ্ণ ও পরমাত্মস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গে ভেদবুদ্ধি ধারণ করে, আমার শূলদ্বারা বিদ্ধদেহ হইয়া সেই নরাধম প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোরতর নরকে যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।।৩৮-৩৯।।

হে দেবি, আমি তোমার নিকট দ্বীপের উৎপত্তি-কারণ সমস্তই বর্ণন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে মানবগণের সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া পুণ্যা ভক্তির উদয় হয়।।৪০।।

যিনি প্রাতঃকালে শয়ন হইতে উত্থিত হইয়া গৌরগতচিত্তে এই নবদ্বীপের উৎপত্তি প্রভৃতির বৃত্তান্ত পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, তিনি গৌরাঙ্গদেবকে লাভ করিয়া থাকেন।।৪১।।

অদ্যাপি ভক্তগণ নবদ্বীপে সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু নাস্তিকগণের ভাগ্যে উহা কদাপি ঘটিয়া উঠে না।।৪২।।

আমি পূর্ব্বকালে রম্যবৃন্দাবন-ধামে রাসমণ্ডলে রাসেশ্বর সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে দর্শন করিয়াছিলাম।।৪৩।।

স এব কৃষ্ণচৈতন্যঃ কল্পে কল্পে বরাননে।
আবির্ভূয় নবদ্বীপে প্রেমভক্তিপ্রদো ভবেৎ।।৪৪।।
এতদ্রহস্যং কথিতং তব প্রিয়ে, মূঢ়ানভক্তান্ ন চ জাতু বর্ণয়।
ভক্তায় দেয়ং পরিশুদ্ধবুদ্ধয়ে, শ্রোতুং কিমন্যন্মম সংপ্রতীচ্ছসি।।৪৫।।
ইতি শ্রীঅনন্তসংহিতায়াং শ্রীচৈতন্যজন্মখণ্ডে দ্বিতীয়াংশে
পার্ব্বতীশ্বরসংবাদে নবদ্বীপোৎপত্তিকারণ—
কথনে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।
ঊর্দ্ধাম্নায়সংহিতায়াং সাক্ষাদ্ভগবতোদিতম্।।এও।।—
বৈবস্বতান্তরে ব্রহ্মন্ গঙ্গাতীরে সুপুণ্যদে।
হরিনাম তদা দত্ত্বা চণ্ডালান্ হড্ডিকাংস্তথা।।

সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেবই প্রতিকল্পে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া জীবগণকে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।।৪৪।।

হে প্রিয়ে, আমি তোমার নিকট এই গোপনীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম; ইহা অভক্ত-মূঢ়গণের নিকট কখনও প্রকাশ করিও না, কিন্তু শুদ্ধমতি ভক্তগণকে ইহা প্রদান করিও। তুমি সম্প্রতি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা বল।।৪৫।।

ইতি শ্রীঅনন্তসংহিতায় শ্রীচৈতন্যদবের জন্মখণ্ডে দ্বিতীয়াংশে
পার্ব্বতী-মহেশ্বরের কথোপকথনে শ্রীনবদ্বীপধামের
উৎপত্তিকারণ-বর্ণনে চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
উদ্ধরিষ্যাম্যহং তত্র তপ্ত স্বর্ণকলেবরঃ।
সন্ন্যাসঞ্চ করিষ্যামি কাঞ্চনগ্রামমাশ্রিতঃ।।
ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

উর্দ্ধাম্নায়-সংহিতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন যে, ।।এ।।
হে ব্রহ্মন্, বৈবস্বত-মন্বন্তরে আমি সুপবিত্র গঙ্গাতীরে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ-বিগ্রহ ধারণ করিয়া হরিনাম প্রদানপূর্ব্বক শত সহস্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-চণ্ডাল ও হাড়ি প্রভৃতিকে উদ্ধার করিব এবং কাঞ্চনগ্রামে গিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিব।।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে দ্বিতীয়
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায় ঃ

পুরাণে বর্ণিতং যদ্‌যন্নবদ্বীপ-প্রমাণকম্।
অধ্যায়েঽস্মিন্ সমাসেন সংগ্রহীষ্যামি সাম্প্রতম্।।ট।।
শ্রীমদ্ভাগবতস্যাদৌ প্রমাণং সংগ্রহীষ্যতে।। ঠ ।।

শ্রীপৃথুচরিতে,—

গঙ্গা-যমুনয়োর্নদ্যোরন্তরা ক্ষেত্রমাবসন্।
আরব্ধানেব বুভুজে ভোগান্ পুণ্যজিহাসয়া।।১।।
সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রয়ঃ।।২।।

ভূগোল-বর্ণনে,—

তথৈবালকনন্দয়া দক্ষিণে ব্রহ্মসদনাৎ। বহুনি গিরিকূটান্যতিক্রম্য হেমকূটান্যতিরভসতররহংসা লুঠন্তী ভারতমভিবর্ষং দক্ষিণস্যাং দিশি লবণজলধিমভিপ্রবিশতি।।৩।।

পুরাণসকলে নবদ্বীপ সম্বন্ধে যে-সমস্ত প্রমাণ উল্লিখিত আছে,সম্প্রতি আমি তাহা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে সংগ্রহ করিব।। ট ।।

প্রথমতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত প্রমাণ সংগ্রহ হইতেছে।। ঠ ।।

শ্রীপৃথুচরিতে বর্ণিত হইয়াছে যে,

তিনি (মহারাজ পৃথুঃ) গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূমিভাগে অবস্থিত থাকিয়া বর্ত্তমানে অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্মের ফলে অনাসক্ত অবস্থায় কেবল পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলমাত্র ভোগ করিতেছিলেন। তিনি সপ্তদ্বীপা-বসুন্ধরার একমাত্র দণ্ডধারী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ ও ভাগবতগণ ব্যতীত অন্য সমস্তের সম্বন্ধেই তাঁহার আদেশ অপ্রতিহত ছিল।।১-২।।

ভূগোল-বর্ণনে উক্ত হইয়াছে,—

সেইরূপ ব্রহ্মলোক হইতে অলকানন্দা (সুরনদী) দক্ষিণদিকে বহু পর্বতসমূহ অতিক্রম করত অতিশয় প্রচণ্ডবেগে হেমকুট-পর্ব্বতগাত্র অবলুণ্ঠনপূর্ব্বক ভারতবর্ষকে দক্ষিণদিকে প্লাবিত করিয়া লবণ-সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন।।৩।।

শ্রীবিদুরতীর্থযাত্রায়াম্—

স ইত্থমত্যুল্বণকর্ণবাণৈ-,র্ভ্রাতুঃ পুরো মর্ম্মসু তাড়িতোঽপি।
স্বয়ং ধনুর্দ্বারি নিধায় মায়াং○, গতব্যথোঽয়াদুরুমানয়ানঃ।।৪।।
পুরেষু পুণ্যোপবনাদ্রিকুঞ্জে, ষ্বপঙ্কতোয়েসু-, সরিৎসরঃসু।
অনন্তলিঙ্গৈঃ সমলঙ্কৃতেষু, চচার তীর্থায়তনেষ্বনন্যঃ।।৫।।
গাং পর্য্যটন মেধ্য বিবিক্তবৃত্তিঃ, সদাপ্লুতোঽধঃ শয়নোঽবধূতঃ।
অলক্ষিতঃ স্বৈরাবধূতবেশো, ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি।।৬।।
শুদ্ধং স্বধাম্ন্যুপরতাখিলবুদ্ধ্যবস্থং
চিন্মাত্রকেমভয়ং প্রতিষিধ্য মায়াম্।
তিষ্ঠংস্তয়ৈব পুরুষত্বমুপেত্য তস্যা—
মাস্তে ভবান্ পরিশুধ ইবাত্মতন্ত্রঃ।।৭।।

যুগযোগ্যোপাসনা-সম্বন্ধে—

কস্মিন্ কালে স ভগবান কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবিদুরের তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—

তিনি (বিদুর) ভ্রাতার সম্মুখে নিতান্ত কর্ণপীড়াদায়ক কঠোর-বাক্যবাণে মর্ম্মাহত হইয়াও নিজেই দ্বারদেশে ধুনঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক মায়া-নামক তীর্থকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া পুরী হইতে নির্গত হইলেন।।৪।।

অনন্তর যে-সকল পুর, উপবন, পর্ব্বত, কুঞ্জ অতি পবিত্র এবং যে যে নদী ও সরোবর পঙ্কশূণ্য, নির্ম্মলজলযুক্ত, আর যে-সকল তীর্থ ও ক্ষেত্র অনন্ত ভগবানের মূর্ত্তি সকলে অলঙ্কৃত সেই তীর্থস্থানসমূহে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।।৫।।

তিনি পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে হরিপরিতোষণ-ব্রতসকল আচরণ করিয়াছিলেন; তাঁহার জীবিকা অতিপবিত্রা এবং অসঙ্কীর্ণা ছিল; প্রত্যেক তীর্থেই স্নান করিতেন, ভূতলে নিদ্রা যাইতেন, দেহ-সংস্কারে যত্ন ছিল না, বল্কলাদি পরিধান করিয়াই থাকিতেন, এ জন্য আত্মীয়-স্বজন কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিত না।।৬।।

তুমি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মল গৌরবর্ণ। তোমার নিজধাম যে নবদ্বীপ-তথায় সমস্ত বুদ্ধ্যবস্থা স্থগিত করিয়া শক্তি ও শক্তিমান্ একস্বরূপে চৈতন্যমূর্ত্তি তুমি অবস্থিত। মায়া তোমার নিত্য শক্তি। তাঁহার অচিৎ-প্রভাবকে প্রতিযোধ করত তাহার চিৎপ্রবাবযুক্ত পুরুষাকারত্ব সাধনপূর্ব্বক আত্মতন্ত্র অর্থাৎ স্বতন্ত্র পরিশুদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সেই চিৎপ্রভাবা মায়া-নির্ম্মিত মায়াপুরে তুমি নিত্য অবস্থান কর।।৭।।

○ মায়াতীর্থকে সর্ব্বপ্রধান জানিয়া তথায় গমনার্থ যাত্রা করিলেন।

নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্।।৮।।
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।।৯।।
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।১০।।
ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।১১।।
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।১২।।

যুগভেদে বিহিত উপাসনা-ভেদ-বর্ণন-প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে,—

সেই ভগবান্ কোন যুগে কোন বর্ণ, কোন্ আকৃতি ও কোন্ নামগ্রহণ করিবেন এবং লোকসকলেই বা তাঁহাকে কোন্ বিধান-অনুসারে আরাধনা করিবে তাহা বর্ণনা করুন।।৮।।

হে রাজন্, নানাশাস্ত্রের বিধান-অনুসারে দ্বাপরে ভগবান্‌কে এইভাবে সুধীগণ উপাসনা করেন। সম্প্রতি কলিযুগের উপাসনার কথা শ্রবণ কর।।৯।।

কলিযুগে সাধুগণ অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদগণের সহিত অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ, বাহিরে গৌরবর্ণ ভগবান্‌কে সঙ্কীর্ত্তনরূপে যজ্ঞদ্বারা আরাধনা করিবেন।।১০।।

হে সেবকজন-দুঃখবিনাশন, প্রণতপালক, মহাপুরুষ, যাবতীয় ভবযন্ত্রণা দূরীকরণে সমর্থ, সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়ক, ব্রহ্মা মহেশ্বর-পূজিত, ভব-সমুদ্রের তরণি এবং শরণ্য, আপনার পাদপদ্মরূপ মহাতীর্থকে বন্দনা করিতেছি।।১১।।

হে ধার্ম্মিক মহাপুরুষ, দেব-বাঞ্ছিত দুস্ত্যজ রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুজনের আদেশ-পালনের জন্য বনগামী এবং স্ত্রীর প্রার্থনানুসারে মায়া-মৃগের অনুসরণশীল আপনার পাদপদ্মকে বন্দনা করিতেছি।।১২।।

○ অদ্বৈত আচার্য্য-স্বরূপ আর্য্যের প্রার্থনানুসারে বৈকুণ্ঠরাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় অতিপ্রিয় স্বরূপ-শক্তি শ্রীমতি রাধিকার ঈপ্সিত-ধাম মায়াপুর গত-অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অচিন্মায়ারূপ মৃগকে তাড়াইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ সর্ব্বত্র ধাবমান হইয়াছিলেন।

বায়ুপুরাণমধ্যে চ স্বয়ং ভগবতেরিতম্।। ড ।।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।
স্বর্ণদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপে জনাশ্রয়ে।
তত্র দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠে ভবিষ্যামি দ্বিজালয়ে।।১৩।।

অগ্নিপুরাণে,—
শান্তাত্মা লম্বকণ্ঠশ্চ গৌরাঙ্গশ্চ সুরাবৃতঃ।।১৪।।

গারুড়ে,—
সাধববঃ কলিকালে তু ত্যক্ত্বান্যতীর্থসেবনম্।
বৃন্দারণ্যেঽথবা-ক্ষেত্রে নবখণ্ডে বসন্তি বা।।১৫।।

স্কান্দে,—
মায়াপুরীং সমাশ্রিত্য কলৌ যে মামুপাসতে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাস্তে যান্তি পরমাং গতিম্।।১৬।।
যত্তীর্থং বর্ত্ততে শ্রীমন্ নবদ্বীপে বিভাগশঃ।
তত্তীর্থমহিমা তত্র শতকোটীগুণং কলৌ।।১৭।।
যথা চিন্তামণেঃ সঙ্গাৎ ধাতুমূল্যং প্রবর্দ্ধতে।
গৌরসঙ্গাত্তথা তীর্থমাহাত্ম্যং পরিবর্দ্ধতে।।১৮।।

বায়ুপুরাণে শ্রীভগবান্-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।।ড।।

আমি কলিকালে গঙ্গাতীরে জনবহুল নবদ্বীপ-ক্ষেত্রে উত্তমবংশজাত কোন ব্রাহ্মণের গৃহে-সঙ্কীর্ত্তন-কালে শচীদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইব।।১৩।।

অগ্নিপুরাণে-প্রশান্তাত্মা, লম্বকণ্ঠ, দেবগণে বেষ্টিত, গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইবেন।।১৪।।

গরুড়পুরাণে—সাধুগণ কলিকালে অন্য তীর্থে বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনে অথবা নবদ্বীপ-ক্ষেত্রে বাস করেন।।১৫।।

স্কন্দপুরাণে— যে সকল ব্যক্তি কলিকালে মায়াপুরীতে অবস্থান পূর্বক আমার উপাসনা করে, তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করে।।১৬।।

হে বৎস, নবদ্বীপে বিভক্তরূপে যত তীর্থ আছে, কলিকালে সেখানে তাহার শতকোটীগুণ মহিমা জানিবে।।১৭।।

চিন্তামণির সঙ্গে যেরূপ ধাতুসকলের মূল্যবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গবশতঃ তীর্থের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হয়।।১৮।।

মায়া মায়াপুরী সাক্ষাৎ সর্ব্বানন্দবিবর্দ্ধিণী।
শ্রীগর্গসংহিতায়াং সা কীর্ত্তিতা পাপনাশিনী।।১৯।।
মায়া তু বিল্বনীলাদ্বা গঙ্গাদ্বারবিনির্গতা।
কুশাবর্ত্তময়ী ধ্রৌব্যা ধ্রুবমণ্ডলমধ্যগা।।২০।।
ভগবন্মন্দিরাদ্রাজন্নুত্তরস্যাং দিশি শ্রুতম্।
ক্রোশার্দ্ধে নৃপশার্দ্দুল মায়াতীর্থং মনোহরম্।।২১।।
বিরাজতে যথা নিত্যং দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
সিংহারূঢ়া ভদ্রকালী চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী।।২২।।
মায়াতীর্থে চ যঃ স্নাত্বা মাযাং সংপূজ্য মানবঃ।
সর্ব্বাং মনোরথপ্রাপ্তিং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ।।২৩।।
পৃথুকুণ্ডু বিষয়ে গর্গসংহিতায়াং, অর্জ্জুন উবাচ,—
কাঞ্চনীভির্লতাভিশ্চ সৌবর্ণ্যৈঃ পঙ্কজৈর্বৃতম্।
বদ মাং দেবকীপুত্র কস্যেদং কুণ্ডমদ্ভুতম্।।২৪।।

ভগবান্ উবাচ—

পৃথুঃ পূর্ব্বে রাজরাজঃ স্বায়ম্ভুবকুলোদ্ভবঃ।
ততাপ স তপো দিব্যং তস্যেদং কুণ্ডমদ্ভুতম্।।২৫।।

মায়াপুরী সাক্ষাৎ সর্ব্বানন্দবিবর্দ্ধিনী যোগমায়া। শ্রীগর্গসংহিতায় সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী উক্ত পুরীর কথা বর্ণিত হইয়াছে।।১৯।।

মায়া বিল্বনীল-ক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বার হইতে বিনির্গতা হইয়াছেন। উহা কুশাবর্ত্তময়ী, নিশ্চলা এবং ধ্রুবমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী।।২০।।

হে রাজন, ভগবানের মন্দির হইতে উত্তরদিকে অর্দ্ধক্রোশ দূরে মনোহর মায়াতীর্থ অবস্থিত বলিয়া শুনা যায়।।২১।

চণ্ড মুণ্ডনাশিনী, ভদ্রকালী, দুগতিনাশিনী দুর্গাদেবী সিংহারোহণ করত সর্বদাই সেখানে বিরাজমান রহিয়াছেন।।২২।।

যিনি মায়াতীর্থে স্নান করত মায়াদেবীর আরাধনা করেন, তিনি সকল মনোরথ লাভ করিয়া থাকেন।।২৩।

পৃথুকুণ্ড-সম্বন্ধে গর্গসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

অর্জ্জুন বলিলেন,— হে কৃষ্ণ, এই যে কাঞ্চনময়ী লতা ও সুবর্ণময় কমলপরিবৃত অদ্ভুত কুণ্ড দর্শন করিতেছি, উহা কাহার কুণ্ড তাহা আমাকে বলুন।২৪।।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,— সূর্য্যবংশ-সম্ভূত রাজরাজ পৃথু পুরকালে অতিশয় উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহারই এই অদ্ভুত কুণ্ড।।২৫।।

অস্য পীত্বা জলং সদ্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
স্নাত্বা তদ্ধাম পরমং যাতি পার্থ নরেতরঃ।।২৬।।
তদোত্তরং মাথুরং হি তীর্থং সর্ব্বফলপ্রদম্।
বারাহে বৈষ্ণবে তদ্ বৈ কীর্ত্তিতং শুভদং নৃণাম্।।২৭।।
শ্রীসীমন্তদ্বীপস্থ মথুরামাহাত্ম্যকথনে পাদ্মে—
অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে।।২৮।।
বিষ্ণুপুরাণে,—
যমুনাসলিলে স্নাতঃ পুরুষো মুনিসত্তম।
জ্যেষ্ঠামূলাঽমলে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসকৃৎ।।২৯।।
সমভ্যর্চ্চ্যাচ্যুতং সম্যক মথুরায়াং সমাহিতঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলম্।।৩০।।
যো জ্যৈষ্ঠ-শুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বা বৈ যমুনাজলে।
মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বাপ্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্।।৩১।।

হে অর্জ্জুন, নরাধমও ইহার জলপান করিলে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হয় এবং ইহাতে স্নান করিলে পরমধামে গমন করিয়া থাকে।।।২৬।।

ইহার উত্তরে সকলফলদায়ক মাথুরমণ্ডল অবস্থিত। বরাহ এবং বিষ্ণুপুরাণে উক্ত শুভদ তীর্থের কথা উক্ত হইয়াছে।।২৭।।

পদ্মপুরাণে শ্রীসীমন্ত-দ্বীপস্থ মথুরাতীর্থের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—

এই মধুপুরী বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠা এবং ধন্যা, এখানে একদিন বাস করিলেই হরিভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।।২৮।।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

হে মুনিবর, যিনি জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে দ্বাদশীতিথিতে মূলানক্ষত্রে যমুনাজলে স্নান ও উপবাস করত একাগ্রচিত্তে মথুরায় ভগবান্ অচ্যুতের উপাসনা করেন, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের সম্পূর্ণ ফললাভ করিয়া থাকেন।।২৯-৩০।।

যিনি জ্যৈষ্ঠ-শুক্লাদ্বাদশীতে যমুনায় স্নান করত মথুরাস্থিত হরিকে দর্শন করেন, তিনি উত্তমগতি প্রাপ্ত হন।।৩১।।

বরাহপুরাণে বরাহ উবাচ,—

ন বিদ্যতে চ পাতালে নান্তরীক্ষে ন মানুষে।
সমত্বং মথুরায়াং হি প্রিয়ং মম বসুন্ধরে।।৩২।।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য প্রণম্য শিরসা তদা।
পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং পৃথ্বী বচনমব্রবীৎ।।৩৩।।

পৃথ্ব্যবাচ,—

পুষ্করং নিমিষঞ্চৈব পুরীং বারাণসীং তথা।
এতান্ হিত্বা মহাভাগ মথুরাং কিং প্রশংসসি।।৩৪।।

বরাহ উবাচ,—

শৃণু কার্ৎস্নেন বসুধে কথ্যমানং ময়াঽনঘে।
মথুরেতি চ বিখ্যাতং নাস্তি ক্ষেত্রং পরং মম।।৩৫।।
সা রম্যা চ প্রশস্তা চা জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম।
শৃণু দেবী যথা স্তৌমি মথুরাং পাপহারিণীম্।।৩৬।।

বরাহ-পুরাণে শ্রীবরাহ বলিয়াছেন,—

অয়ি বসুন্ধরে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য বা পাতালে মথুরার তুল্য আমার প্রিয় অন্য কোন স্থান নাই।।৩২।।

পৃথিবী তাঁহার বাক্য শুনিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করত পরমপবিত্র বাক্য বলিয়াছিলেন।।৩৩।।

পৃথিবী বলিলেন,— হে মহাভাগ, আপনি পুষ্কর, নৈমিষ্যক্ষেত্র এবং বারাণসী-ধামের কথা পরিত্যাগ করত এই মথুরাপুরীকে কেন এত প্রশংসা করিতেছেন ?৩৪।।

বরাহ বলিলেন,— অয়ি পুণ্যবতি বসুন্ধরে, আমি সকল কথা স্পষ্টভাবে বর্ণন করিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমার এই মথুরা-নামক ক্ষেত্র হইতে পবিত্র ক্ষেত্র আর নাই, উহা অতিশয় রম্য ও প্রশস্ত এবং আমার জন্মভূমি বলিয়া অত্যন্ত প্রিয়।।৩৫।।

অয়ি দেবী, আমি যে-কারণ মথুরাপুরীর প্রশংসা করি, তাহা শ্রবণ কর। এই পুরী লোকের সকল পাপ হরণ করিয়া থাকে এবং এখানে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা নিঃশংসয়রূপে মুক্তিলাভ করেন।।৩৬।।

তন্নিবাসী নরো যাতি মোক্ষং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
মহামাঘ্যাং প্রয়াগে তু যৎফলং লভতে নরঃ।
তৎফলং লভতে দেবি মথুরায়াং দিনে দিনে।।৩৭।।
কার্ত্তিক্যাঞ্চৈব যৎপূণ্যং পুষ্করে চ বসুন্ধরে।
তৎপূণ্যং লভতে দেবী মথুরায়াং দিনে দিনে।।৩৮।।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু বারাণস্যাস্তু যৎফলম্।
তৎফলং লভতে দেবি মথুরায়াং ক্ষণেন হি।।৩৯।।
মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহতো মায়য়া মম।।৪০।।
যঃ শৃণোতি বরারোহে মাথুরং মম মণ্ডলম্।
অন্যেনোচ্চারিতং শংসন্ সোঽপি পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।৪১।।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসি চ।
মথুরায়াং গমিষ্যান্তি সুপ্তে চৈব জনার্দ্দনে।।৪২।।

মানবগণ মাঘ-মাসে পূর্ণিমাতিথিতে প্রয়াগতীর্থে যে ফল লাভ করেন, মথুরাবাসী লোকসকল প্রত্যহ সেই ফল লাভ করিয়া থাকেন।।৩৭।।

অয়ি বসুন্ধরে, কার্ত্তিকী-পূর্ণিমায় পুষ্করক্ষেত্রে যে পূণ্য লাভ হয়, মথুরায় প্রত্যহই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।।৩৮।।

পূর্ণ সহস্র বৎসরে বারাণসী-ক্ষেত্রে যে ফল লাভ হয়, মথুরায় ক্ষণকালেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।।৩৯।।

যে ব্যক্তি মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুণ্যলাভের আশায় অন্য তীর্থে বা অন্য কর্ম্মে আসক্ত হয়, ঐ মূঢ় ব্যক্তি আমার মায়ায় মোহিত হইয়া নিরন্তর সংসার-চক্র ভ্রমণ করিয়া থাকে।।৪০।।

হে বরারোহে, যে ব্যক্তি অন্যকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত মাথুরমণ্ডলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি এবং বক্তা উভয়েই সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।।৪১।।

পৃথিবীস্থ সমুদ্র-সরোবরাদি যাবতীয় তীর্থসকল জনার্দ্দনের শয়নকালে মথুরায় গমন করিয়া থাকেন।।৪২।।

যে বসন্তি মহাভাগে মথুরামিতরে জনাঃ।
তেঽপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং মৎপ্রসাদান্ন সংশয়।।৪৩।।
বৈবস্বতসা রম্যা যমুনা লোক-পূজিতা।
তত্র স্নানপরো দেবী মম লোকে মহীয়তে।।৪৪।।
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণাণ্ মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
ন জায়তে স মর্ত্ত্যেষু জায়তে চ চতুর্ভুজঃ।।৪৫।।

কীর্ত্তনবিশ্রামতীর্থ-সম্বন্ধে তত্রৈব—

বিশ্রান্তি-সংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবী মম লোকে মহীয়তে।।৪৬।।
সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নানং সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলম্।
তৎফলং লভতে দেবী দৃষ্ট্বা দেবং গতশ্রমম্।।৪৭।।
ন চ যজ্ঞৈর্ন তপসা ন ধ্যানৈর্ন চ সংযমৈঃ।
তৎফলং লভতে দেবী স্নাতো বিশ্রান্তি-সংজ্ঞকে।।৪৮।।

অয়ি মহাভাগে, যে-সকল নীচ ব্যক্তিও মথুরায় বাস করে, তাহারাও আমার অনুগ্রহে পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।।৪৩।।

যমের ভগিনী যমুনাদেবী সমস্ত লোকের পূজিতা। হে দেবী, তাহাতে স্নান করিলে মানব আমার ধাম লাভকরত সেখানে পূজিত হইয়া থাকে।।৪৪।।

যে ব্যক্তি আমার প্রীতিজনক কর্ম্ম আচরণ করত মথুরায় প্রাণত্যাগ করে, সে নিশ্চয়ই চতুর্ভূজরূপ লাভ করিয়া থাকে, তাহার আর মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।৪৫।।

কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রভু যেখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই বিশ্রামতীর্থ-সম্বন্ধেও বরাহ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

হে দেবী, ত্রিলোক-বিখ্যাত বিশ্রান্তি নামক তীর্থে স্নান করিলে লোক আমার ধামে পূজিত হইয়া থাকে।।৪৬।।

হে দেবী, সমস্ত তীর্থে স্নান করিয়া যে ফল লাভ হয়, বিশ্রামরত মহাপ্রভুকে দর্শন করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।।৪৭।।

মানবগণ যজ্ঞ, তপস্যা, ধ্যান এবং সংযমদ্বারা যে ফল লাভ করিতে পারে না, বিশ্রামতীর্থে স্নান করিলে সেই ফল লাভ করিয়া থাকে।।৪৮।।

কালত্রয়ন্তু বসুধে যঃ পশ্যতি গতশ্রমম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণে দ্বে তু বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।।৪৯।।
সন্তি দ্বাদশতীর্থানি বসুধে দুর্ল্লভানি হি।
স্নানং দানং জপো হোমঃ সহস্রগুণিতং ভবেৎ।
তেষাং স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।৫০।।

হরিহর-কাশীক্ষেত্রাদিবিষয়ে,—

মহাবারানসীক্ষেত্রং ধূর্জ্জটীস্থানমুত্তমম্।
কাশীক্ষেত্রাৎ পরং বিদ্ধি সর্ব্বপাপবিনাশনম্।।৫১।।

মৎস্যপুরাণে,—

বিমুক্তং ন ময়া যস্মাৎ মোক্ষতে ন কদাচন।
মমক্ষেত্রমিদং তস্মাদবিমুক্তমিদং স্মৃতম্।।৫২।।
জ্ঞানাদজ্ঞানতো বাপি স্ত্রিয়া বা পুরুষেণ বা।
যৎকিঞ্চিৎদশুভং কর্ম্ম কৃতং মানুষবুদ্ধিনা।
অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্য তৎক্ষণাৎ ভস্মাসাদ্ভবেৎ।।৫৩।।

যিনি ত্রিকালে (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যায়) বিশ্রামরত মহাপ্রভুকে দর্শন করত দুইবার প্রদক্ষিণ করেন, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।।৪৯।।

অয়ি বসুধে, দ্বাদশটী দুর্ল্লভ তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থে স্নান, দান, জপ হোম প্রভৃতি আচরণ করিলে সহস্র গুণ ফল দান করে। ঐ সকল স্থানের স্মরণ করিলেও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।।৫০।।

হরিহর এবং কাশীধাম প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত হইয়াছে,—

মহাবারাণসীধামেই মহাদেবের উত্তম স্থান। উহা কাশীধাম হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত পাপবিনাশক বলিয়া কীর্ত্তিত।।৫১।।

মৎস্যপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,— আমি বিমুক্ত না করিলে যেহেতু বিমুক্ত হইতে পারে না, সেইজন্য আমার এই ক্ষেত্র অবিমুক্ত নামে স্মৃত হইয়াছে।।৫২।।

স্ত্রীলোক বা পুরুষ জ্ঞানতঃ কিম্বা অজ্ঞানতঃ মানুষবুদ্ধি-অনুসারে যে-সকল পাপ আচরণ করিয়া থাকে, অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়।।৫৩।।

প্রয়াগাদপি তীর্থাগ্র্যাদিদমেব মহত্তরম্।
অল্পায়াসেন চৈবাত্র মোক্ষপ্রাপ্তিঃ প্রজায়তে।।৫৪।।

লিঙ্গপুরাণে,—

ব্রহ্মহা যোঽভিগচ্ছেত্তু হ্যবিমুক্তং কদাচন।
তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যদ্ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে।
অবিমুক্তে বসেদ্ যস্তু মম তুল্যো ভবেন্নরঃ।।৫৫।।

ব্রহ্মপুরাণে,—

অবিমুক্তং সমাসাদ্য লিঙ্গমর্চ্চন্তি যে নরাঃ।
কল্পকোটী-শতৈশ্চাপি নাস্তি তেষাং পুনর্ভবঃ।।৫৬।।

স্কন্দপুরাণে গোদ্রুমমাহাত্ম্যে,—

গোদ্রুমাখ্যে হরেঃ স্থানে বসন্তি যে নরোত্তমাঃ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তাস্তে যান্তি পরমং পদম্।।৫৭।।
মধ্যদ্বীপস্থ নৈমিষমাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াম্,—
গোমতীতীরজং পুণ্যং রজো যো ধারয়েন্নরঃ।
শতজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র শংশয়ঃ।৫৮।।

এই ক্ষেত্র তীর্থ-শ্রেষ্ঠ প্রয়াগধাম হইতেও মহৎ, যেহেতু এ স্থান অল্প আয়াসেই জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।।৫৪।।

লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যদি কোন ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তিও কোন সময়ে অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যবশতঃ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং যে ব্যক্তি অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি আমার সমতা লাভ করেন।।৫৫।।

ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যে-সকল ব্যক্তি অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে প্রবেশ করত লিঙ্গ পূজা করেন, তাঁহাদের শতকোটীকল্পেও আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।।৫৬।।

স্কন্দপুরাণে গোদ্রুম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে উক্ত আছে,—

যে সকল শ্রেষ্ঠ মানব গোদ্রুম-নামক শ্রীহরির ধামে বাস করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করেন।।৫৭।।

গর্গসংহিতায় মধ্যদ্বীপস্থিত নৈমিষক্ষেত্র-মাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—

যে ব্যক্তি গোমতীনদীর তীরজাত পবিত্র রজঃ ধারণ করেন, তিনি শত জন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি হয়েন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।।৫৮।।

মকরস্থে রবৌ মাঘে প্রয়াগে স্নানমাচরেৎ।
শতাশ্বমেধজং পুণ্যং সংপ্রাপ্নোতি বিদেহরাট্ ।। ৫৯ ।।
তৎসহস্রগুণং পুণ্যং গোমত্যাং মকরে রবৌ।
গোমত্যাশ্চৈব মাহাত্ম্যং বক্তুং নালং চতুর্ম্মুখঃ ।।৬০ ।।
চক্রচিহ্নে চক্রতীর্থে দ্বাদশ্যাং স্নানমাচরেৎ।
চক্রপাণিপদং যাদি পাপানাং ভাজনোঽপি হি।।৬১।।

শ্রীমহাভারতে কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যং,—

পুলস্ত্য উবাচ,—

ততো গচ্ছ হি রাজেন্দ্র কুরুক্ষেত্রম্ভীষ্টদম্।
পাপেভ্যো যত্র মুচ্যন্তে দর্শনাৎ সর্ব্বজন্তবঃ।।৬২।।
কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহম্।
য এবং সততং ব্রূয়াৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।৬৩।।
পাংশবোঽপি কুরুক্ষেত্রে বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং নয়ন্তি পরমাং গতিম্।।৬৪।।

হে বিদেহরাজ, মাঘমাসে রবি মকর-রাশিস্থ হইলে প্রয়াগতীর্থে স্নান করিলে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, আর ঐ গোমতীতে স্নান করিলে তাহার সহস্রগুণ পুণ্যলাভ হয়। স্বয়ং ব্রহ্মাও এই গোমতী তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহেন।।৫৯-৬০।।

যিনি চক্রচিহ্নযুক্ত চক্রতীর্থে দ্বাদশী-তিথিতে স্নান করেন, তিনি নিতান্ত পাপভাগী হইলেও বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া থাকেন।।৬১।।

শ্রীমহাভারতে কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে,—

পুলস্ত্য বলিলেন,— হে রাজেন্দ্র, অতএব তুমি অভীষ্টপদ কুরুক্ষেত্রে গমন কর। উহার দর্শনে সর্ব্বজীব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।।৬২।।

যে ব্যক্তি 'আমি কুরুক্ষেত্রে যাইব' কুরুক্ষেত্রে বাস করিব' — সর্ব্বদা এইরূপ বলিয়া থাকেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন।।৬৩।।

কুরুক্ষেত্রের ধুলিরাশিও বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া পাপিগণের গাত্রে পতিত হইলে পরমগতি প্রদান করিয়া থাকে।।৬৪।।

শ্রীমহাভারতে ব্রাহ্মণপুষ্করমাহাত্ম্যে—
নৃলোকে দেবদেবস্য তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
পুষ্করং নাম বিখ্যাতং মহাভাগঃ সমাবিশেৎ? ৬৫।।
দশকোটীসহস্রাণি তীর্থানাং বৈ মহামতে।
সান্নিধ্যং পুষ্করে যেষাং ত্রিসন্ধ্যাং কুরুনন্দন।।৬৬।।
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চ সমরুদগণাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব নিত্যং সন্নিহিতা বিভো।।৬৭।।
জন্মপ্রভৃ তি যৎ পাপং স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা।
পুষ্করে স্নাতমাত্রস্য সর্ব্বমেব প্রণশ্যতি।।৬৮।।
যথা সুরাণাং সর্ব্বেষামাদিস্তু মধুসূদনঃ।
তথৈব পুষ্করং রাজংস্তীর্থানামাদিরুচ্যতে।।৬৯।।
ভালুকা-মাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াম,—
তথা বৈ দক্ষিণং দ্বারং জাম্বুবানৃক্ষরাট্‌বলী।
রক্ষত্যহর্নিশং রাজন্ ভগবদ্ভক্তিসংযুত।।৭০।।

শ্রীমহাভারতে ব্রাহ্মণপুষ্কর-মাহাত্ম্য-বর্ণনে বলা হইয়াছে,—

এই মর্ত্ত্যলোকে ভগবান্ বিষ্ণুর ত্রিলোকবিখ্যাত পুষ্কর-নামক তীর্থ অবস্থিত, মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করিয়া থাকেন।।৬৫।।

হে মহামতে, বিভো, এই পুষ্করতীর্থে ত্রিসন্ধ্যায় দশকোটীসহস্র তীর্থের সমাগম হয় এবং আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সেস্থলে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন।।৬৬-৬৭।।

জন্মাবধি পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপার্জ্জিত যাবতীয় পাপরাশি পুষ্করতীর্থে স্নান করা মাত্রই নষ্ট হইয়া থাকে।।৬৮।।

হে রাজন্, ভগবান্ মধুসূদন যেরূপ সমস্ত দেবতাগণের আদিদেবতা, সেইরূপ এই পুষ্করতীর্থও সমস্ত তীর্থের আদিতীর্থ বলিয়া জানিবে।।৬৯।।

হে রাজন্, সেইরূপ ভল্লুকরাজ মহাবল জাম্বুবান্ ভগবদ্‌ভক্তিযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা দক্ষিণ-দ্বার রক্ষা করিতেছেন।।৭০।।

মহাভারতে সমুদ্রগড়-মাহাত্ম্যে,—
সপ্তকোটীনি তীর্থানি ব্রহ্মাণ্ডে যানি কানি চ।
সর্ব্বাণি তত্র তিষ্টন্তি সপ্তসামুদ্রকে নৃপ।।৭১।।

বিষ্ণুপুরাণে,—
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।।৭২।।
বিদ্যানগরমাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াম্,—
জগাম বেদনগরং জম্মুদ্বীপে মনোরমম্।
মূর্ত্তিমান্ যত্র নিগমো দৃশ্যতে সর্ব্বদৈব হি।।৭৩।।
তৎসভায়াং সদা বাণী বীণাপুস্তকধারিণী।
গায়ন্তী কৃষ্ণচরিতং সুভগং মঙ্গলায়নম্।।৭৪।।
মূর্ত্তিমন্তো বিরাজন্তে তত্র বেদপুরে নৃপ।
অষ্টৌ তালাঃ স্বরাঃ সপ্ত তথা গ্রামত্রয়ং নৃপ।।৭৫।।

মহাভারতে সমুদ্রগড়-মাহাত্ম্য-বর্ণনায় বলা হইয়াছে,—

হে রাজন্, ব্রহ্মাণ্ডে সপ্তকোটী-পরিমিত যে সকল তীর্থ অবস্থান করিতেছে, এই সপ্তসামুদ্রক-তীর্থে সে-সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে।।৭১।।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে,—

সাগরবেষ্টিত এই দ্বীপকে তাহাদের মধ্যে নবম বলিয়া জানিবে।।৭২।।

বিদ্যানগরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গর্গ-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

যেখানে সর্ব্বদা নিগমশাস্ত্র মূর্ত্তিমানরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছেন, তিনি জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত সেই মনোরম বেদনগরে গমন করিয়াছিলেন।।৭৩।।

তাহার সভায় বীণা-পুস্তক-ধারিণী সরস্বতী দেবী সর্ব্বদা মঙ্গলজনক পুণ্য কৃষ্ণ-চরিত গান করিতেছেন।।৭৪।।

হে রাজন্, সেই বেদপুরে অষ্টতাল, সপ্তস্বর এবং তিনগ্রাম মূর্ত্তিমানরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন।।৭৫।।

মীমাংসাশাস্ত্রং হস্তো জ্যোতির্নেত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
আয়ুর্ব্বেদঃ পৃষ্ঠদেশো ধনুর্ব্বেদ উরঃস্থলম্।।৭৬।।
গান্ধর্ব্বং রসনং বিদ্ধি মনো বৈশেষিকং স্মৃতম্।
সাংখ্যং বুদ্ধিরহঙ্কারো ন্যায়বাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বেদান্তং তস্যচিত্তং হি বেদস্যাপি মহাত্মনঃ।।৭৭।।
রুক্মপুর-রামতীর্থ-মাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াম্—
যত্র রামেণ গঙ্গায়াং কৃতং স্নানং বিদেহরাট্।
তত্র তীর্থং মহাপুণ্যং রামতীর্থং বিদুর্বুধাঃ।।৭৮।।
কার্ত্তিক্যাং কার্ত্তিকে স্নাত্বা রামতীর্থে তু জাহ্নবীম্।
হরিদ্বারাচ্ছতগুণং পুণ্যং বৈ লভতে জনঃ।।৭৯।।
বহুলাশ্ব উবাচ,—
কৌশম্বাচ্চ ○ কিয়দ্দূরং স্থলে কস্মিন্মহামুনে।
রামতীর্থং মহাপুণ্যং মহ্যং বক্তুং ত্বমর্হসি।।৮০।।

মীমাংসা-শাস্ত্র সেই বেদশাস্ত্রের হস্ত, জ্যোতিঃশাস্ত্র-নেত্র, আয়ুর্ব্বেদ পৃষ্ঠদেশ ধনুর্ব্বেদ বক্ষঃস্থল, গীতশাস্ত্র, জিহ্বা, বৈশেষিকশাস্ত্র— মনঃ, সাংখ্যশাস্ত্র-বুদ্ধি, ন্যায়শাস্ত্র-অহঙ্কার, বেদান্তশাস্ত্র-চিত্তরূপে বর্ত্তমান।।৭৬-৭৭।।

রুক্মপুর রামতীর্থ মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে গর্গসংহিতায় বলিতেছেন,— হে বিদেহরাজ যেখানে রামচন্দ্র গঙ্গায় স্নান করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ তাহাকে মহাপূণ্যজনক রামতীর্থ বলিয়া জানেন।।৭৮।।

যিনি কার্ত্তিক মাসে পূর্ণিমা-তিথিতে রামতীর্থে গঙ্গায় স্নান করেন, তিনি হরিদ্বার হইতেও শতগুণ পূণ্যলাভ করেন।।৭৯।।

বহুলাশ্ব বলিয়াছিলেন—

হে মুনিবর, কৌশম্ব হইতে কতদূরে এবং কোন স্থানে পবিত্র রামতীর্থ অবস্থিত, তাহা আপনি আমাকে বলুন।।৮০।।

○ কৌশম্ব-কুসনগর।

নারদ উবাচ,—

কৌশম্বাচ্চ তদীশান্যাং চতুর্যোজণমেব চ।
বায়ব্যাং শূকরক্ষেত্রাচ্চতুর্যোজনমেব ✯ চ।।৮১।।
কর্ণক্ষেত্রাচ্চ ষট্‌ক্রোশৈর্নলক্ষেত্রাচ্চ পঞ্চভিঃ।
আগ্নেয্যাং দিশি রাজেন্দ্র রামতীর্থং বদন্তি হি।।৮২।।
বৃদ্ধকেশী সিদ্ধপীঠাদ্বিল্বকেশবনাৎ পুনঃ।
পূর্ব্বস্যাং চ ত্রিভিঃ ক্রোশৈ রামতীর্থং বিদুর্বুধাঃ।।৮৩।।
দৃঢ়াশ্বো বঙ্গরাজোভূৎ ○ কুরূপং লোমশং মুনিম্।
দৃষ্টা জহাস সততং তং শশাপ মহামুনিঃ।।৮৪।।
বিকিরালঃ ক্রোড়মুখোঽসুরো ভব মহাখল।
ইত্থং স মুনিশাপেন কোলঃ ক্রোড়মুখোঽভবৎ।।৮৫।।
বলদেব-প্রহারেণ ত্যক্ত্বা স্বামাসুরীং তনুম্।
কোলো নাম মহাদৈত্যঃ পরং মোক্ষং জগাম হ।।৮৬।।

নারদ বলিলেন, হে মহারাজ, কোশম্ব হইতে ঈশান কোণে চারিযোজন, কোলদ্বীপ হইতে বায়ুকোণে চারি যোজন, কর্ণক্ষেত্র হইতে অগ্নিকোণে ছয় ক্রোশ এবং নলক্ষেত্র হইতে অগ্নিকোণে পাঁচ ক্রোশ দূরে রামতীর্থ অবস্থিত, ইহা পণ্ডিতগণ বলেন।।৮১-৮২।।

বৃদ্ধকেশী-সিদ্ধপীঠ এবং বিল্বকেশবন হইতে পূর্ব্বদিকে তিনক্রোশ দূরে রামতীর্থ অবস্থিত বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন।।৮৩।।

দৃঢ়াশ্ব-নামে এক রাজা (নবদ্বীপাধিপতি) ছিলেন। তিনি লোমশ মুনিকে কুরূপ দেখিয়া সর্ব্বদা হাসিতন বলিয়া মুনিবর তাহাকে শাপ প্রদান করেন যে,— হে ক্রুরমতে, তুমি উগ্রাকৃতি শূকর-মুখ অসুররূপে পরিণত হও। অনন্তর তিনি মুনিশাপে শূকর-মুখ অসুররূপে জন্মগ্রহণ করেন।।৮৪-৮৫।।

অনন্তর বলদেবের প্রহারে কোল-নামক সেই মহাদৈত্য স্বকীয় অসুরশরীর পরিত্যাগ করত পরমমুক্তি লাভ করিয়াছিল।।৮৬।।

✯ শূকরক্ষেত্র— কোলদ্বীপ, ○ বঙ্গ রাজ অর্থে শ্রীনবদ্বীপাধিপতি।

ততো রামো মন্ত্রিভিশ্চ উদ্ধবাদিভিরন্বিতঃ।
জহ্নুতীর্থং ✣ জগামাশু যত্র দক্ষঃ শ্রুতেরভূৎ।।৮৭।।
গঙ্গাব্রাহ্মণমুখ্যস্য জাহ্নবী যেন কথ্যতে।
দত্ত্বা দানং দ্বিজাতিভ্য উষুরাত্রৌ জনৈঃ সহ।।৮৮।।
ততস্তং পশ্চিমে ভাগে পাণ্ডবানামতিপ্রিয়ম্।
আহারস্থানকং ◆ প্রাপ্য রাত্রৌ বাসং চকার হ।।৮৯।।
তত্র দানং দ্বিজাতিভ্যো দত্ত্বা সদ্‌গুণ-ভোজনম্।
ততো যোজনমেকং চ দেবং মাণ্ডুক-সংজ্ঞকম্।।৯০।।
তপস্তপ্তুং মহন্তেণ চান্তে দেব-কৃপাপ্তয়ে।
তদর্থং স্বসমাজেন বলদেবো জগাম হ।।৯১।।
তস্য শীর্ষ্ণি করং দত্ত্বা বরং ব্রূহীত্যুবাচ হ।
যদি প্রসন্নো ভগবাননুগ্রাহ্যোঽস্মি বা যদি।।৯২।।
সর্ব্বোত্তমাং ভাগবতীং সংহিতাং শুকবক্তৃতঃ।
নির্গতাং দেহি মে স্বামিন্ কলিদোষহরাং পরাম্।।৯৩।।

তাহার পর বলদেব উদ্ধব প্রভৃতি মন্ত্রিগণের সঙ্গে জহ্নুতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রুতি হইতে দক্ষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গঙ্গাদেবী সেই ব্রাহ্মণপ্রবর জহ্নুমুনির নামানুসারে জাহ্নবী-নামে পরিচিত হইয়াছেন। সেখানে ব্রাহ্মণগণকে নানা দ্রব্য দান করত নিজজনের সঙ্গে রাত্রি যাপন করিলেন।।৮৭-৮৮।।

অনন্তর তাহার পশ্চিমদিকে পাণ্ডবগণের অতিপ্রিয় আহারস্থান প্রাপ্ত হইয়া সেখানে রাত্রিতে বাস করিলেন।।৮৯।।

সেখানে ব্রাহ্মণগণকে উত্তম আহার এবং নানাদ্রব্য দান করত তাহার এক যোজন দূরে মাণ্ডুক-নামক এক মহাপুরুষ অন্তিমকালে প্রভুর কৃপা লাভের আশায় তপস্যা করিতেছিলেন বলিয়া বলদেব পরিজন সহ তথায় গমন করিয়াছিলেন।।৯০-৯১।।

তিনি তাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করত বর প্রার্থনা করিতে বলিলে মাণ্ডুক বলিলেন,— হে দেব! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন অথবা আমি অনুগ্রহের পাত্র হই, তাহা হইলে কলিদোষবিনাশিনী শুকদেবের মুখনির্গতা ভাগবতী-সংহিতা আমাকে প্রদান করুন।।৯২-৯৩।।

✣ জহ্নুদ্বীপ, ◆ মাতাপুরের পশ্চিমাংশ।

শ্রীবলদেব উবাচ,—

শ্রীমদ্ভাগবতং দিব্যং পুরাণং বচনং তদা।
গৌরান্বয়স্য সংপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয় ○।।৯৪।।
রুদ্রদ্বীপ-মাহাত্ম্যে গর্গসংহিতায়াম্—
তথা বা উত্তরে দ্বারে ক্ষেত্রং স্যান্নৈললোহিতম্।
যত্র সাক্ষান্মহাদেবো রাজতে নীললোহিতঃ।।৯৫।।
দেবতা মুনয়ঃ সর্ব্বে তথা সপ্তর্ষয়ঃ পরে।
বসন্তি যত্র বৈদেহ তথা সর্ব্বে মরুদ্গণাঃ।।৯৬।।
নীললোহিত-লিঙ্গস্তু যত্র সংপূজ্য যত্নতঃ।
ঐশ্বর্য্যমতুলং লেভে রাবণো লোকরাবণঃ।।৯৭।।
কৈলাসস্যাপি যাত্রায়াং যৎফলং লভতে নৃপ।
তস্মাচ্ছতগুণং পুণ্যং নীললোহিতদর্শনাৎ।।৯৮।।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবলদেব বলিয়াছিলেন,—

কলিকালে যে-সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইবেন, তৎকালে শ্রীমদ্ভগবত-পুরাণবাক্য প্রচারিত হইবে।।৯৪।।

গর্গ সংহিতায় রুদ্রদ্বীপ-মাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে,—

সেইরূপ উত্তরদ্বারে নৈল-লোহিতক্ষেত্র বর্ত্তমান। সেখানে নীল-লোহিত নামক মহাদেব সাক্ষাৎ বিরাজমান রহিয়াছেন।।৯৫।।

হে বিদেহরাজ, সেখানে সমস্ত দেবতা, মুনি, সপ্তর্ষি এবং মরুদ্গণ বাস করেন।।৯৬।।

এখানে ত্রিলোকভয়প্রদ রাবণ নীল-লোহিত মহেশ্বরকে আরাধনা করত অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন।।৯৭।।

হে রাজন, কৈলাসধামে যাত্রা করিলে যে ফল লাভ হয়, নীল-লোহিত মহাদেব দর্শনে তাহার শতগুণ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।।৯৮।।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণ-খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

○ শ্রীগৌরচন্দ্র-প্রচারিত সম্প্রদায়-সিদ্ধি। তদা অর্থাৎ কলিকালে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইবেন।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

যদুক্তং ধামমাহাত্ম্যং শিবেন গিরিজাং প্রতি।
উর্দ্ধাম্নায়-মহাতন্ত্রে শৃণু তদ্ভক্তিপূর্ব্বকম্।।ঢ।।
শ্রুত্বা গৌরকথাঃ দেবী বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
পপ্রচ্ছ শঙ্করং দেবং ভক্ত্যা পরময়া মুদা।।১।।
গৌরমন্ত্রাদিকং নাথ শ্রুতং তবোর্দ্ধবক্ত্রতঃ।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যমিদানীং বদ তত্ত্বতঃ।।২।।
নবদ্বীপকথা পুণ্যা সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী।
ন কদাচিৎ পুরা নাথ কৃপয়া কথিতা ত্বয়া।।৩।।

শ্রীমহাদেব উবাচ,—

শ্রীহরেঃ পরমা শক্তিঃ স্বরূপাখ্যা বরাননে।
যস্যাশ্ছায়াস্বরূপা ত্বং মহামায়া গুণাত্মিকা।।৪।।
তৎপ্রভাবাবাস্ত্রিধা সম্বিৎ-হ্লাদিনী-সন্ধিনী প্রিয়ে।
সন্ধিনী ধামনামাদের্হরেঃ সাক্ষাৎপ্রকাশিনী।।৫।।

উর্দ্ধাম্নায়-মহাতন্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট যে ধাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ কর।।ঢ।।

বিষ্ণুমায়া-স্বরূপিনী সনাতনী দেবী গৌরকথা শ্রবণ করত পরমভক্তি ও প্রীতি-সহকারে মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।।১।।

হে দেব, আপনার উর্দ্ধমুখ হইতে গৌরমন্ত্রাদি শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য যথার্থভাবে বর্ণন করুন।।২।।

হে নাথ, নবদ্বীপ-ধামের কথা অতীবপুণ্যা এবং সর্ব্বপাপবিনাশিনী; আপনি কৃপাপূর্ব্বক এ পর্য্যন্ত তাহা বলেন নাই।।৩।।

শ্রীমহাদেব বলিয়াছিলেন,— অয়ি সুমুখী, শ্রীহরির পরমা শক্তি স্বরূপশক্তি নামে কথিত হইয়াছে। তুমি তাহারই ছায়াস্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি। সেই স্বরূপশক্তির সম্বিৎ (জ্ঞান), হ্লাদিনী ও সন্ধিনী (সত্তাবিস্তারিণী) এই ত্রিবিধ প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সন্ধিনীশক্তিই সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীহরির ধাম-নামাদির প্রকাশ করিয়াছেন।।৪-৫।।

ভগবান্ সচ্চিদানন্দশ্চোদয়ামাস সন্ধিনীম্।
সা সন্ধিনী নবদ্বীপমকরোদক্ষিগোচরম্।।৬।।
ফলং পুষ্পাৎ যথা দেবী শক্তের্ধাম তথা শুভে।
অতো নিত্যং নবদ্বীপং প্রকটং হি বিদুর্বুধাঃ।।৭।।
অপ্রাকৃতং নবদ্বীপং চিন্ময়ং চিদ্বিশেষণম্।
জড়াতীতং পরমং ধাম ব্রহ্মপুরং সনাতনম্।।৮।।
বদন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্দহরং সর্ব্বসুন্দরম্।
নবসংখ্যাস্তথা দ্বীপাঃ বর্ত্তন্তে পদ্মপুষ্পবৎ।।৯।।
শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি নবখণ্ড-স্বরূপকম্।
যত্র বৈ রাজতে নিত্যং শ্রীগৌরসুন্দরো হরিঃ।।১০।।
অন্তর্দ্বীপস্তথা দেবী সীমন্তদ্বীপসংজ্ঞকঃ।
গোদ্রুমদ্বীপসংজ্ঞোঽন্যো মধ্যদ্বীপস্তথাপরঃ।।১১।।
গঙ্গাপূর্ব্বতটে রম্যে দেবী দ্বীপ-চতুষ্টয়ম্।
কোলদ্বীপ-ঋতুদ্বীপো জহ্নুদ্বীপঃ সুরেশ্বরি।
মোদদ্রুমস্তথারুদ্রঃ পঞ্চৈতে পশ্চিমে তটে।।১২।।

সচ্চিদানন্দময় ভগবানের প্রেরণায় সন্ধিনী-শক্তি শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে লোকের নয়নগোচর করিয়াছেন।।৬।।

অয়ি দেবী, পুষ্প হইতে ফলের প্রকাশের ন্যায় শক্তি হইতে ধামের প্রকাশ হইয়া থাকে, এইজন্য পণ্ডিতগণ নবদ্বীপকে নিত্য প্রকটিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।।৭।।

শ্রুতিসকল এই নবদ্বীপধামকে অপ্রাকৃত, চিন্ময়, চিদ্বিশেষণযুক্ত, জড়-জগতের অতীত, পরমসনাতন ব্রহ্মপুর, মনোরম দহর-সংজ্ঞক পদ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং নয়টি দ্বীপও পদ্মপুষ্পের ন্যায়ই শোভা পাইতেছে।।৮-৯।।

অয়ি দেবী, যেখানে সাক্ষাৎ হরি শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন, সেই নবদ্বীপের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর।।১০।।

গঙ্গার রমণীয় পূর্ব্বতীরে অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ-নামে চারিটি দ্বীপ এবং পশ্চিমতীরে কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জম্বু দ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ এবং রুদ্র দ্বীপ-নামে পাঁচটি দ্বীপ বর্তমান আছে।।১১-১২।।

গঙ্গা চ যমুনা চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্ম্মদা সিন্ধুঃ কাবেরী তাম্রপর্ণী পয়স্বিনী।।১৩।।
কৃতমালা তথা ভীমা গোমতী চ দৃষদ্বতী।
সর্ব্বাঃ পুণ্যজলা নদ্যঃ বর্ত্তন্তেঽত্র যথাযথম্।
নবদ্বীপো মহাদেবি তাভিঃ সর্ব্বৈঃ পরিবারিতঃ।।১৪।।
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী হ্যবন্তিকা।
দ্বারাবতী কুরুক্ষেত্রং পুষ্করো নৈমিষং বনম্।
বর্ত্তন্তেঽত্র নবদ্বীপে নিত্যে ধাম্নি মহেশ্বরি।।১৫।।
ভাগীরথ্যলকানন্দা মন্দাকিনী তথাপরা।
ভোগবতীতি গঙ্গায়া হ্যস্তি ধারাচতুষ্টয়ম্।
নবদ্বীপস্য পরিধিশ্চত্বারি যোজনানি চ।।১৬।।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি রসায়াং দিবি বা প্রিয়ে।
তানি সর্ব্বানি তিষ্টন্তি নবদ্বীপে সুরেশ্বরি।।১৭।।
নাহং বসামি কৈলাসে ন ত্বং বসসি মদ্‌গৃহে।
ন দেবা দিবি তিষ্ঠন্তি ঋষয়ো ন বনে বনে।।১৮।।
সর্ব্বে বয়ং নবদ্বীপে তিষ্ঠামঃ প্রেমলালসাঃ।
গৌর-গৌরেতি গায়ন্তঃ সঙ্কীর্ত্তনপরা ভুবি।।১৯।।

এখানে গঙ্গা, যমনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা,সিন্ধু, কাবেরী, তাম্রপর্ণী, পয়স্বিনী, কৃতমালা, ভীমা, গোমতী, দৃষদ্বতী প্রভৃতি সমস্ত পুণ্যসলিলা নদী যথাযথভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, নবদ্বীপ-ধাম ঐ সমস্ত তীর্থদ্বারা সর্ব্বদা পরিবৃত।।১৩-১৪।।

অয়ি মহেশ্বরী, এই নিত্যধাম নবদ্বীপে অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, দ্বারাবতী, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, নৈমাষারণ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।।১৫।।

এখানে ভাগিরথী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী এবং ভোগবতী-নামে গঙ্গার চারটি ধারই বর্ত্তমান, এই নবদ্বীপক্ষেত্রের পরিধি চারি যোজন পরিমিত।।১৬।।

অয়ি প্রিয়ে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যে-সমস্ত তীর্থ আছে, নবদ্বীপে তাহাদের সকলেই বর্ত্তমান রহিয়াছে।।১৭।।

বস্তুতঃ আমি কৈলাসে বর্ত্তমান নহি, তুমিও কৈলাসে আমার গৃহে বর্ত্তমান নহ, দেবতাগণও স্বর্গে বর্ত্তমান নহেন, ঋষিগণও বনে বনে অবস্থান করেন না, কিন্তু আমরা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-লাভের আসায় গৌরনাম সঙ্কীর্ত্তন করত পৃথিবীতে নবদ্বীপ-ধামে বাস করিতেছি।।১৮-১৯।।

যে নরাঃ কৃতিনো দেবী নবদ্বীপে বসন্তি তে।
জীবনে মরণে তেষাং পতিরেকো মহাপ্রভুঃ।।২০।।
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং গৌরং কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্।
যে ভজন্তি নবদ্বীপে তে মে প্রিয়তমাঃ কিল।।২১।।
পদ্মাকারং নবদ্বীপং অন্তর্দ্বীপঞ্চ কর্ণিকাম।
সীমন্তাদিস্থলাংস্তত্র দলানষ্ট-স্বরূপকান্।।২২।।
কর্ণিকা-মধ্যভাগে তু পীঠং রত্নময়ং পরম্।
পঞ্চতত্ত্বান্বিতং তত্র গৌরং পুরটসুন্দরং।
যে ধ্যায়ন্তি জনাঃ শশ্বতে তু সর্ব্বোত্তমোত্তমাঃ।।২৩।।
যত্র তত্র নবদ্বীপে স সন্যাস্যথবা গৃহী।
হা গৌরেতি বদন্নিত্যং সর্ব্বানন্দান্ সমশ্নুতে।।২৪।।
ভাগীরথীতটে পূর্ব্বে মায়াপুরস্তু গোকুলম্।
তস্যাস্তটে পশ্চিমে হি বৃন্দাবনং বিদুর্বুধাঃ।।২৫।।
তত্র রাসস্থলী দিব্যা পুলিনং বালুকাময়ম্।
রাসস্থলী পশ্চিমে তু পুণ্যং ধীরসমীরকম্।
যদ্‌যদ্‌বৃন্দাবনে দেবী তত্তত্র ন সংশয়ঃ।।২৬।।

যে-সকল বুদ্ধিমান লোক নবদ্বীপে বাস করেন, একমাত্র মহাপ্রভুই জীবনে মরণে সর্ব্বক্ষণে তাঁহাদের প্রতিপালক রহিয়াছেন।।২০।।

কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞক পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরকে নবদ্বীপে যাঁহারা ভজনা করেন, তাঁহারা আমার প্রিয়তম বলিয়া জানিবে।।২১।।

এই নবদ্বীপক্ষেত্র পদ্মাকারে অবস্থিত, অন্তর্দ্বীপ (শ্রীমায়াপুর ক্ষেত্র) সেই পদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ এবং সীমন্তাদি অষ্টদ্বীপ উহার অষ্টদলস্বরূপ।।২২।।

সেই কর্ণিকার মধ্যভাগে রত্নময় উত্তম পীঠ বর্ত্তমান, যাঁহারা উক্ত পীঠ-স্থিত কনককান্তি পঞ্চতত্ত্বযুক্ত শ্রীগৌরসুন্দরকে নিরন্তর ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।।২৩।।

সন্ন্যাসী বা গৃহী যে কোন ব্যক্তি নবদ্বীপের যে কোন স্থানে নিরন্তর "হা গৌর", "হা গৌর" এইরূপ কীর্ত্তন করিলে নিখিল আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।।২৪।।

ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে গোকুলস্বরূপ শ্রীমায়াপুর এবং তাহার পশ্চিমতটে বৃন্দাবন অবস্থিত, ইহা বুধগণ বলেন।।২৫।।

সেখানে দিব্য রাসক্ষেত্র বর্ত্তমান। রাসক্ষেত্রের পশ্চিমে মন্দ মন্দ সমীরণ— সুশীতল বালুকাময় পবিত্র সৈকত অবস্থিত। হে দেবী, বৃন্দাবনের যাবতীয় বিষয়ই এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে— এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।।২৬।।

ত্বং হি মায়া হরেঃ শক্তির্দুর্ঘটনপটীয়সী।
চিন্ময়মন্তরাদিত্যমাচ্ছাদয়সি সাম্প্রতম্।।২৭।।
ততো মায়াপুরখ্যাতির্যোগপীঠস্য ভূতলে।
প্রৌঢ়ামায়া তব খ্যাতিঃ সর্ব্বত্র বর্ত্ততে প্রিয়ে।।২৮।।
গতে তু পলিনাভ্যাসং কালে শ্রীগৌর-বিগ্রহে।
বংশীবটং সমাশ্রিত্য ত্বং পাসি বৈষ্ণবান্ জনান্।।২৯।।
অহঃ বৃদ্ধশিবঃ সাক্ষাৎ প্রভোরাজ্ঞানুসারতঃ।
কল্পিতৈরাগমৈস্তৈস্তৈর্বঞ্চয়ামি বহির্ম্মুখান্।।৩০।।
লীলাপুষ্টিং ভগবতশ্চৈতন্যস্য হরেঃ স্বয়ম্।
করোমি সততং দেবী তব মায়াবলেন হি।।৩১।।
অন্তর্দ্বীপে হরিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণাং কৃপয়া স্বয়ম্।
গৌরাবতার-তাৎপর্য্যং কথয়ামাস তত্ত্বতঃ।।৩২।।
সীমন্তদ্বীপমাসাদ্য ত্বং হি দেবী সনাতনি।
দদ্রষ্ঠ সুন্দরং রূপং গৌরাঙ্গস্য মহাত্মনঃ।।৩৩।।
তৎসমীপে মহাদেবী মথুরা বিদ্যতে পুরী।
অভবৎ যত্র বৈ কংসো যবনস্য গৃহে কলৌ।।৩৪।।

তুমি অঘটনপটীয়সী শ্রীহরির মায়াশক্তিরূপে চিন্ময় অন্তঃসূর্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাক।।২৭।।

সেইজন্য এই যোগপীঠ ভূতলে 'মায়াপুর' নামে এবং তুমি 'প্রৌঢ়ামায়া' নামে বিখ্যাতা হইয়াছ।।২৮।।

যখন শ্রীগৌরসুন্দর পুলিন-সমীপে গমন করেন, তৎকালে তুমি বংশীবট আশ্রয় করত বৈষ্ণবগণকে পালন করিয়া থাক।।২৯।।

আমি বৃদ্ধশিব-নামে বিখ্যাত হইয়া প্রভুর আজ্ঞানুসারে কল্পিত আগমশাস্ত্র প্রকাশ করত বহির্ম্মুখগণকে বঞ্চিত করিয়া থাকি।।৩০।।

হে দেবী, আমি তোমার মায়াবলে সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যরূপ ভগবান্ শ্রীহরির লীলাপুষ্টির বিধান করিয়া থাকি।।৩১।।

অন্তর্দ্বীপে সাক্ষাৎ শ্রীহরি কৃপাপূর্ব্বক শ্রীব্রহ্মার নিকট শ্রীগৌরঅবতারের যথার্থ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছিলেন।।৩২।।

হে দেবী, তুমি সীমন্তদ্বীপে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মনোরম রূপ দর্শন করিয়াছিলে।।৩৩।

অয়ি মহাদেবী, তাহার নিকটে মথুরাপুরী বর্ত্তমান, সেখানে কলিকালে কংস যবনগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।।৩৪।।

শোধিত্বা তং কীর্ত্তনাদৌ শ্রীগৌরসুন্দরঃ প্রভুঃ।
তীর্থং দ্বাদশকং তীর্ত্বা শ্রীধরস্য গৃহং যযৌ।।৩৫।।
তদ্ধি নবদ্বীপে দেবী সুদামপুরমীর্য্যতে।
তত্রৈব বর্ত্ততে গৌরী বিশ্রামকুণ্ডমুত্তমম্।।৩৬।।
ময়মারীং ততোত্তীর্য্য দৃষ্ট্বা রামপরাক্রমম্।
সুবর্ণসেনদুর্গে স ননর্ত্ত কীর্ত্তনে হরিঃ।।৩৭।।
দেবপল্লীং ততো গত্বা দেবান্ সূর্য্যমুখান্ প্রভুঃ।
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দে প্লাবয়ামাস ভামিনি।।৩৮।।
ক্ষেত্রং হরিহরং তীর্ত্বা কাশীঞ্চ মোক্ষদায়িনীম্।
গোদ্রুম-দ্বীপমাসাদ্য সুরভী-সেবিতং হরিঃ।
ননর্ত্ত পরমাবিষ্টো মৃকণ্ডসুতসন্নিধৌ।।৩৯।।
মধ্যদ্বীপং ততো গত্বা সপ্তর্ষিমণ্ডপে হরিঃ।
ননর্ত্ত নৈমিষে তীর্থে সাবধূতঃ সপার্ষদঃ।।৪০।।
ততো গত্বা পুষ্করাখ্যং তীর্থং বিপ্রনিষেবিতম্।
ব্রহ্মাবর্ত্তং কুরুক্ষেত্রং প্লাবয়ামাস কীর্ত্তনৈঃ।।৪১।।

প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর আদিকীর্ত্তনকালে তাহাকে শোধন করত দ্বাদশ তীর্থ উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীধরের গৃহে গমন করিয়াছিলেন।।৩৫।।

হে গৌরী, সেই নবদ্বীপে সুদামপুর অবস্থিত, তাহার মধ্যে বিশ্রামকুণ্ড বর্ত্তমান রহিয়াছে।।৩৬।।

অনন্তর শ্রীহরি ময়মারী-নামক স্থান অতিক্রম ও রামচন্দ্রের বীর্য্যদর্শন করত সুবর্ণসেনের দুর্গে কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছিলেন।।৩৭।।

অয়ি মানিনি, তাহার পর প্রভু দেবপল্লীতে গমন করিয়া সেখানে সূর্য্যের ন্যায় মুখবিশিষ্ট দেবতাগণকে শ্রীকৃষ্ণনামের কীর্ত্তনানন্দে প্লাবিত করিয়াছিলেন।।৩৮।।

অতঃপর শ্রীহরি হরিহরক্ষেত্র ও মোক্ষদায়ক কাশীক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া সুরভি কর্ত্তৃক সেবিত গোদ্রুমদ্বীপে উপনীত হইলেন এবং তথায় মার্কণ্ড-সমীপে পরমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন।।৩৯।।

অনন্তর তিনি মধ্যদ্বীপে গমন করিয়া নৈমিষতীর্থে সপ্তর্ষিমণ্ডপে অবধূত ও পার্ষদগণসহ নৃত্য করিয়াছিলেন।।৪০।।

সেখান হইতে ব্রাহ্মণগণ-পরিষেবিত পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া কীর্ত্তনদ্বারা ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়াছিলেন।।৪১।।

ততো মহাপ্রয়াগাখ্যং পঞ্চবেণীসমন্বিতম্।
তীর্থং শ্রীজাহ্নবীং তীর্ত্বা কোলদ্বীপং জগাম হ।।৪২।।
সমুদ্রসেনরাজ্যে তু গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
কীর্ত্তয়িত্বা হরিং দেবী চম্পাহট্টং জগাম হ।।৪৩।।
ঋতুদ্বীপং ততো গত্বা দৃষ্ট্বা শোভাং বনস্য চ।
রাধাকুণ্ডাদিকং স্মৃত্বা রুরোদ শচীনন্দনঃ।।৪৪।।
ততঃ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে শ্রীবিদ্যানগরং হরিঃ।
দদর্শ পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং বেদস্থানমনুত্তমম্।।৪৫।।
জহ্নুদ্বীপং সমাসাদ্য দৃষ্ট্বা জহ্নুতপোবনম্।
মোদদ্রুমে রামলীলাং স্মরণ্ গৌরং মুমোদ হ।।৪৬।।
বৈকুণ্ঠপুরমধ্যে তু দৃষ্ট্বা নিঃশ্রেয়সং বনম্।
ব্রহ্মাণীং বিরজপারে গতবান্ শ্রীমহৎপুরম্।।৪৭।।
স্থানঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং কাম্যনাম বনং শুভম্।
দৃষ্ট্বা পঞ্চবটীঞ্চাত্র শ্রীশঙ্করপুরং যযৌ।।৪৮।।

তথা হইতে পঞ্চবেণীযুক্ত মহাপ্রয়াগ তীর্থ ও শ্রীগঙ্গাদেবী উত্তীর্ণ হইয়া কোলদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন।।৪২।।

হে দেবী, পরে তিনি গঙ্গাসাগর-সঙ্গম-স্থলে সমুদ্রসেনের রাজ্যে হরিকীর্ত্তনপূর্ব্বক চম্পকহট্টে গমন করিয়াছিলেন।।৪৩।।

অতঃপর শচীনন্দন ঋতুদ্বীপে উপস্থিত হইয়া বনের শোভা সন্দর্শনে রাধাকুণ্ডাদির স্মরণ হওয়ায় রোদন করিয়াছিলেন।।৪৪।।

সেখান হইতে প্রভু পার্ষদগণসহ সঙ্কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতে করিতে বেদবিদ্যার অত্যুত্তম ক্ষেত্র বিদ্যানগর দর্শন করিয়াছিলেন।।৪৫।।

অনন্তর শ্রীগৌরসুন্দর জহ্নুদ্বীপে জহ্নুমুনির তপোবন দর্শন করিয়া মোদদ্রুমে রামলীলা স্মরণ-পূর্ব্বক আনন্দিত হইয়াছিলেন।।৪৬।।

বৈকুণ্ঠপুর মধ্যে নিঃশ্রেয়স বন ও বিরজার পারে ব্রাহ্মণীকে দর্শনপূর্ব্বক শ্রীমহৎপুরে গমন করিয়াছিলেন।।৪৭।।

অতঃপর পাণ্ডুপুত্রগণের পরম পবিত্র কাম্যবন ও পঞ্চবটী দর্শনান্তে শ্রীশঙ্করপুরে যাত্রা করিয়াছিলেন।।৪৮।।

ততঃ পুলিনমাসাদ্য পীঠং বৃন্দাবনাত্মকম্।
দদর্শ কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণং শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুঃ।।৪৯।।
তত্র রাসস্থলীং দৃষ্ট্বা সপার্ষদরমাপতিঃ।
শ্রীভাগবতপদ্যেন রাসগীতং চকার সঃ।।৫০।।
স্মৃত্বা রাসাত্মিকাং লীলাং মহাভাবদশাং প্রভুঃ।
লেভে তত্র মহাদেবী পুলিনে রাসমণ্ডপে।।৫১।।
দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ বভূবুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগদুর্মুনয়ো বেদান্ ছান্দোগ্যাদিস্বরূপকান্।।৫২।।
শ্রুতিমূলগতে নাম্নি দীর্ঘবাহুর্মহাপ্রভুঃ।
হরে কৃষ্ণেতি সংক্রোস্য চচাল জাহ্নবী তটে।।৫৩।।
ভাগীরথীং, সমুত্তীর্য্য সপার্ষদঃ শচীসুতঃ।
নামসঙ্কীর্ত্তনে রেমে রুদ্রদ্বীপে সমন্ততঃ।।৫৪।।
বিল্বপক্ষং ততো গত্বা বিপ্রান্ কৃষ্ণপরায়ণান্।
প্রেম্ণা সংপ্লাবয়ামাস কাঞ্চীপুরং জগৎপতিঃ।।৫৫।।
ততো গত্বা ভরদ্বাজস্থানং সঙ্কীর্ত্তয়ন্ হরিম্।
ততো মায়াপুরাবাসং প্রবিবেশ স্বয়ং হরিঃ।।৫৬।।

তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পুলিন প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনাত্মক পীঠদর্শন করিয়াছিলেন। সপার্ষদ মহাপ্রভু সেখানে রাসস্থলী দর্শন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য-অনুসারে রাসলীলা গান করিয়াছিলেন।।৪৯-৫০।।

অয়ি মহাদেবী, সেই পুলিনস্থ রাস-মণ্ডপে মহাপ্রভু রাসলীলা স্মরণ করত মহাভাবদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।।৫১।।

তখন স্বর্গে দুন্দুভি নিনাদ এবং তথায় পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। মুনিগণও ছান্দোগ্যাদি বেদগান করিয়াছিলেন।।৫২।।

অতঃপর কর্ণমূলে নাম উচ্চারণ করিলে পর দীর্ঘবাহু মহাপ্রভু ভাবদশা হইতে উত্থিত হইয়া 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' ধ্বনি করত গঙ্গাতটে গমন করিয়াছিলেন।।৫৩।।

তাহার পর শ্রীশচীনন্দন পার্ষদগণসহ ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া নামসঙ্কীর্ত্তন সহকারে রুদ্রদ্বীপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।।৫৪।।

সেখান হইতে জগৎপতি শ্রীগৌরসুন্দর বিল্বপক্ষ-নামক স্থানে গমন করত কৃষ্ণ পরায়ণ বিপ্রগণকে ও কাঞ্চীপুরকে কৃষ্ণপ্রেমে প্লাবিত করিয়াছিলেন। তথা হইতে ভরদ্বাজের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক কীর্ত্তন করত মায়াপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।।৫৫-৫৬।।

শৃণ্বন্তি পরয়া ভক্ত্যা যে গৌরকীর্ত্তনক্রমম্।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ শিবে সংসারসাগরে।।৫৭।।
নবদ্বীপসমং স্থানং শ্রীগৌরাঙ্গসমঃ প্রভুঃ।
কৃষ্ণপ্রেমসমা প্রাপ্তির্নাস্তি দুর্গে কদাচন।।৫৮।।
এতদ্ধি জন্মসাফল্যং বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ।
ভজনং শ্রীনবদ্বীপে ব্রজলোকানুসারতঃ।।৫৯।।
ক্ষৌরমুপোসনং শ্রাদ্ধং স্নানদানাদিকং হি যৎ।
অন্যতীর্থেষু কর্ত্তব্যং নবদ্বীপে ন তদ্বিধিঃ।।৬০।।
তানি তানি হি কর্ম্মাণি কৃতানি যদি তত্র বৈ।
নশ্যন্তি সহসা দেবী কর্ম্ম-গ্রন্থিনিকৃন্তনাৎ।।৬১।।
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে জড় কর্ম্মাণি গৌরে দৃষ্টে পরাৎপরে।।৬২।।
অতো বৈ মুনয়ো দেবী নবখণ্ডং সমাশ্রিতাঃ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজে।।৬৩।।
দ্বীপে দ্বীপে প্রপশ্যন্তি বিষ্ণোরবয়বং পরম্।
গায়ন্তি হরিনামানি মজ্জন্তি জাহ্নবী-জলে।।৬৪।।

অয়ি দুর্গে, যাঁহারা পরমভক্তি-সহকারে শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনের ক্রম শ্রবন করেন, তাঁহাদের আর সংসার-সমুদ্রে পতিত হইতে হয় না।।৫৭।।

অয়ি দুর্গে, নবদ্বীপ তুল্য স্থান, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় প্রভু এবং কৃষ্ণপ্রেমের তুল্য লভ্য বস্তু আর কোথাও কোন দিন মিলিবে না।।৫৮।।

লোকের বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের ইহাই জন্মের সার্থকতা যে, তাহারা নবদ্বীপ ধামেই ব্রজধামের অনুরূপ ভজন করিতে সমর্থ হয়।।৫৯।।

অন্যতীর্থে ক্ষৌর, উপবাস, শ্রাদ্ধ, স্নান, দানাদি কর্ম্ম বিহিত আছে, কিন্তু নবদ্বীপে তাহার বিধান নাই।।৬০।।

যদি সে সমস্ত কর্ম্মের তথায় অনুষ্ঠান করাও হয়, তথাপি কর্ম্মগ্রন্থির ছেদবশতঃ ঐ সকল নাশ হইয়া যায়।।৬১।।

পরাৎপর শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনে হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ, সমস্ত সংশয়ের ছেদ ও জড়কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।।৬২।।

নবরাত্রে নবদ্বীপং ভ্রমন্তি ভক্তিপূর্ব্বকম্।।
জীবন্তি পরমানন্দে মহাপ্রসাদসেবয়া।।৬৫।।
প্রসাদং পরমেশানি গৌরাঙ্গস্য মহাপ্রভোঃ।
পাবনং সর্ব্বজীবানাং দুর্ল্লভং দুষ্কৃতাং কিল।।৬৬।।
অহং ব্রহ্মা ত্বমীশানি দেবাশ্চ পিতরস্তথা।।
মুনয়ো ঋষয়ঃ সর্ব্বে প্রসাদযাচকাঃ ধ্রুবম্।।৬৭।।
গৌরনিবেদিতান্নেন যষ্টব্যাঃ সর্বদা বয়ম্।
পবিত্রং গৌরনির্ম্মাল্যং গ্রাহ্যং দেয়ং জনৈঃ সদা।।৬৮।।
জাত্যভিমানমোহান্ধাবিদ্যাহঙ্কারপীড়িতাঃ।
দুষ্কৃতিদূষিতাঃ সত্ত্বাঃ প্রসদে রতিবর্জ্জিতাঃ।।৬৯।।
অহং তান্ রৌরবে দেবী নিক্ষিপ্য যাতনাময়ে।
দণ্ডং দদামি সত্যং তে বদামি নাত্র সংশয়ঃ।।৭০।।
যত্র তত্র নবদ্বীপে যদন্নং তন্নিবেদিতম্।
তদ্‌গ্রাহ্যং ব্রহ্মণা সাক্ষাৎ চণ্ডালাদপি চণ্ডিকে।।৭১।।

অয়ি দেবী, সেইজন্যই মুনিগণ নবদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করত রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি অবলম্বন এবং প্রতিদ্বীপে স্বাংশ-ভগবানের বিগ্রহ-সকল দর্শন, জাহ্নবী-জলে স্নান, নয় রাত্রিতে ভক্তিপূর্ব্বক নবদ্বীপে ভ্রমণ ও মহাপ্রসাদ-সেবনে মহানন্দে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন।।৬৩-৬৫।।

হে মহেশ্বরি! মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রসাদ সমস্ত জীবের পবিত্রতাজনক, কিন্তু পাপিগণের পক্ষে উহা দুর্ল্লভ।।৬৬।।

আমি ব্রহ্মা, তুমি দেবগণ, ও পিতৃগণ, মুনিগণ, ঋষিগণ সকলেই ঐ প্রসাদযাচক।।৬৭।।

শ্রীগৌরসুন্দরের নিবেদিত অন্নদ্বারা সর্ব্বদা আমাদের পূজা করিবে। মনুষ্যগণের পক্ষেও পবিত্র গৌরনির্ম্মাল্য দেয় এবং গ্রহণীয়।।৬৮।।

যে-সকল ব্যক্তি জাত্যভিমান ও মোহে অন্ধ, বিদ্যাজনিত অহঙ্কারগ্রস্ত এবং দুষ্কৃতিযুক্ত হইয়া মহাপ্রসাদে আসক্তিহীন হয়, আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাময় রৌরবে নিক্ষেপ করত দণ্ড প্রদান করিয়া থাকি,-- ইহা তেমার নিকট সত্য বলিলাম, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।।৬৯-৭০।।

অয়ি চণ্ডিকে! নবদ্বীপের যে-কোন স্থানে চণ্ডালও যদি বিষ্ণুনিবেদিত অন্ন ব্রহ্মাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনিও তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।।৭১।।

শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাপি নীতং বা বহুদূরতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা।।৭২।।
ন দেশনিয়মস্তত্র ন পাত্রনিয়মস্তথা।
ন দাতৃনিয়মো দেবী গৌরভুক্ত নিষেবনে।।৭৩।।
আকণ্ঠভোজনাদ্দেবী গৌরে ভক্তিঃ প্রজায়তে।।
ন চাতিধর্ম্মবাধোঽস্তি গৌরভুক্তনিষেবনে।।৭৪।।
অহো দ্বীপস্য মাহাত্ম্যং ন কোঽপি বর্ণনে ক্ষমঃ।
অন্যতীর্থমৃতিঃ পুংসাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী।
নবদ্বীপমৃতিঃ সাক্ষাৎ কেবলা ভক্তিদায়িনী।।৭৫।।
অকালমরণং বাপি কষ্টমৃত্যুর্গৃহে মৃতিঃ।
অপমৃত্যুর্ন দোষায় নবখণ্ডে বরাননে।।৭৬।।
অন্যত্র যোগমৃত্যুর্বা কাশ্যাং জ্ঞানমৃতির্ভবেৎ।
তৎসর্ব্বং ফল্গু চার্ব্বঙ্গি নবদ্বীপে মৃতস্য বৈ।।৭৭।।
বরং দিনং নবদ্বীপে প্রয়াগে কল্পযাপনাৎ।
বারাণসীনিবাসাদ্বা সর্ব্বতীর্থনিষেবনাৎ।।৭৮।।

উক্ত মহাপ্রসাদ শুস্ক, পর্য্যুসিত অথবা বহুদূরে নীত হইলেও প্রাপ্তিমাত্রেই ভক্ষণ করা উচিত, এ বিষয়ে কাল-বিচার নাই।।৭২।।

গৌরাঙ্গের প্রসাদভক্ষণে দেশ, পাত্র সম্বন্ধেও কোন নিয়ম নাই।।৭৩।।

হে দেবী! আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করত মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলে গৌরসুন্দরের প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে। গৌরভুক্ত প্রসাদভক্ষণে অতিধর্ম্ম-দোষ (অধিক ভক্ষণজনিত দোষ) বিচার্য্য নহে।।৭৪।।

এই নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য-বর্ণনে কাহারও ক্ষমতা নাই। অন্যতীর্থে মৃত্যু হইলে মানবের ভোগ ও মুক্তি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু এই নবদ্বীপে মৃত্যু ঘটিলে শুদ্ধ ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।।৭৫।।

অয়ি সন্মুখি! নবদ্বীপে অকাল-মরণ, কষ্ট-মরণ, গৃহ-মৃত্যু বা অপমৃত্যুজনিত দোষ ঘটে না।।৭৬।।

অন্যস্থানে জাত যোগমৃত্যু অথবা কাশীস্থ জ্ঞানমৃত্যু, নবদ্বীপে মৃত ব্যক্তির নিকট নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার জানিবে।।৭৭।।

প্রয়াগে কল্প-পরিমিত-কাল বাস করা, বারাণসী ক্ষেত্রে অথবা অন্যতীর্থে বাস করা অপেক্ষা নবদ্বীপে একদিন বাস করাও শ্রেষ্ঠ।।৭৮।।

যোগেঽন্যত্র ফলং যত্তদ্ভোগে দ্বীপে নবে শুভে।।
পদক্ষেপে মহাযজ্ঞঃ শয়নে দণ্ডবৎ ফলম্।।৭৯।।
ভোজনে পরমেশস্য প্রসাদসেবনং ভবেৎ।
কিং পুনঃ শ্রদ্দধানস্য হরিনামপরস্য চ।
গৌরপ্রসাদভক্তস্য ভাগ্যং তত্র বদাম্যহম্।।৮০।।
এতত্তে কথিতং দেবী সমাসেন তবাগ্রতঃ।
গোপ্যং হি ভবতা সর্ব্বং গৌরাঙ্গপ্রভোরিচ্ছয়া।।৮১।।
ধন্যে কলৌ সংপ্রবিষ্টে গৌরলীলা মনোরমা।
প্রকটা ভবিতা হ্যেতৎ ব্যক্তং তদা ভবিষ্যতি।।৮২।।

ইতি শ্রীউর্দ্ধাম্নায়-মহাতন্ত্রে
শ্রীমন্নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্।

অন্যস্থানে যোগদ্বারা যে ফল লাভ হয়, এই নবদ্বীপসেবায় তাদৃশ ফল জন্মিয়া থাকে। এখানে প্রত্যক্ষ পদক্ষেপে মহাযজ্ঞ ও শয়নে প্রণামক্রিয়ার ফল অর্জ্জিত হইয়া থাকে।।৭৯।।

এখানে সাধারণ ভোজনমাত্রেই ভগবানের প্রসাদ সেবনের ফল হয়; আর যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত ও হরিনামপরায়ণ হইয়া গৌরাঙ্গদেবের প্রসাদ সেবন করেন, তাহাদের ভাগ্যের কথা আমি আর কি বলিব!!৮০।।

হে দেবী! আমি সংক্ষেপে যাবতীয় বক্তব্য তোমার নিকট বলিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ইচ্ছানুসারে ইহা গোপন রাখিবে।।৮১।।

ধন্য কলিকাল আরম্ভ হইলে মনোরম গৌর-লীলা প্রকটিত হইবে। তৎকালে এই ধাম-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইবে।।৮২।।

ইতি শ্রীউর্দ্ধাম্মায় মহাতন্ত্রে শ্রীমন্নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

কথিতং শ্রীবিশ্বসারে চণ্ডিকায়ৈ শিবেন হি।।ণ।।
গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোহরে।
কলিপাপবিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনঃ।।১।।
জনিষ্যতি প্রিয়ে মিশ্র-পুরন্দর গৃহে স্বয়ম্।
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাং চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ।।২।।
তন্ত্রে কুলার্ণবে শম্ভুরবদৎ পার্ব্বতীং প্রতি।। ত ।।
ততঃ কালে চ সংপ্রাপ্তে কলৌ কোঽপি মহানিধিঃ।
হরিনামপ্রকাশায় গঙ্গাতীরে জনিষ্যতি।।৩।।
বৃহদ্বক্ষযামলাখ্যে তন্ত্রে তৎ কথিতং পুরা।। থ ।।
কলৌ পূর্ণানন্দস্ত্রিভূবনজয়ী গৌরসুতনুর্নবদ্বীপে
জাতঃ সুরধুনিসমীপে নরহরিঃ।
দদৎ পাপীভ্যঃ সংস্তুতমপি হরের্নাম সুকৃতং তরিত্বা
পাপাব্ধিং ভুবি বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রাভিধঃ।।৪।।

শ্রীবিশ্বসারতন্ত্রে শ্রীমহেশ্বর পার্ব্বতীর প্রতি বলিয়াছেন।।ণ।।

অয়ি প্রিয়ে! গঙ্গার দক্ষিণভাগে মনোরম নবদ্বীপধামে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকলিযুগের পাপবিনাশের জন্য ফাল্গুনী-পূর্ণিমা রাত্রিতে মিশ্র-পুরন্দরের গৃহে শচীদেবীর গর্ভে গৌররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।।১-২।।

কুলার্ণব- তন্ত্রে পার্ব্বতীর প্রতি মহেশ্বর বলিয়াছেন।।৩।।

অনন্তর কলিযুগের আরম্ভে হরিনামপ্রচারের জন্য গঙ্গাতীরে কোনও মহাগুণনিধি জন্মগ্রহণ করিবেন।।৩।।

পুরাকালে বৃহদ্ব্রহ্মযামল-তন্ত্রে কথিত হইয়াছে।।থ।।

কলিযুগে যে পূর্ণানন্দ ত্রিভুবনজয়ী সুন্দর গৌরবিগ্রহ নরহরি গঙ্গাসমীপে নবদ্বীপে উদিত হইয়া পাপিগণকে অতিশয় পবিত্র হরিনাম প্রদানপূর্ব্বক পাপসমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র সর্ব্বদা পৃথিবীতে জয়যুক্ত হউন্।।৪।।

বন্দে গৌরাবতারং কলিমলমথনং শ্রীনবদ্বীপবাসং
কণ্ঠে মালাং দধানং শ্রুতিযুগবিলসৎস্বর্ণসংসক্তগণ্ডম্।
কেয়ূরাঙ্গদ-দিব্যরত্নঘটিতং বাহুদ্বয়ে বিভ্রতং
ভক্তেভ্যো দদতং মলাপহরণং নামাপি সর্ব্বং হরেঃ।।৫।।

কপিল-তন্ত্রে,—

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি।।৬।।

মুক্তিসঙ্কলিনী-তন্ত্রে,—

কুরুক্ষেত্রং কৃতে তীর্থং ত্রেতায়াং পুষ্করং স্মৃতম্।
দ্বাপরে নৈমিষ্যারণ্যং নবখণ্ডং কলৌ কিল।।৭।।

ব্রহ্মযামলে,—

অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাগমে।।৮।।

কৃষ্ণযামলে,—

পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যতি শচীসুতঃ।।৯।।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখন্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।।

যিনি কলিমল-বিনাশের জন্য নবদ্বীপে বাস করিতেছেন, যাঁহার কন্ঠদেশে মাল্য, গন্ডদ্বয়-কর্ণযুগলে সুশোভিত সুবর্ণকুণ্ডলচ্ছটায় উজ্জ্বল, বাহুদ্বয় কেয়ূর ও বলয়ের দিব্যরত্নে অলঙ্কৃত, যিনি ভক্তগণকে পাপনাশন হরিনাম প্রদান করিতেছেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে বন্দনা করিতেছি।।৫।।

কপিলতন্ত্রে উক্ত আছে,—

ঘোর কলিকালে জম্বুদ্বীপান্তর্গত মায়াপুরে ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ করত ভগবান্ পার্ষদগণের সহিত কীর্ত্তন করিবেন।।৬।।

মুক্তিসঙ্কলিনী তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

সত্যযুগে কুরুক্ষেত্র, ত্রেতায় পুষ্কর, দ্বাপরে নৈমিষ্যারণ্য এবং কলিযুগে 'নবদ্বীপ' তীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।।৭।।

ব্রহ্মযামলে বলিয়াছেন,— অথবা আমি আমার ভক্তরূপে কলিযুগে সংকীর্ত্তনকালে পৃথিবীতে মায়াপুরে অবতীর্ণ হইব।।৮।।

কৃষ্ণযামলে বলিয়াছেন,— পুণ্যক্ষেত্র নবদ্বীপে শচীসুতরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।।৯।।

ইতি - শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং বিদ্বদ্ভির্যৎ সমীরিতম্।
সংগৃহীতং ময়া সর্ব্বমধ্যায়েঽস্মিন্ সুখাবহম্।।দ।।
আদৌ কর্ণপূরস্যৈব বর্ণনং শৃণু যত্নতঃ।
চৈতন্যচরিতে কাব্যে নবদ্বীপকথাশ্রয়ে।।ধ।।
ইয়ং মহী ভাগ্যবতী মহীয়সী দিবোপি
দিব্যাদপি নির্ম্মলৈর্গুণৈঃ।
মহান্তি রত্নানি যদা দদাত্যতো
দধৌ নবদ্বীপমতীব দুর্ল্লভম্।।১।।
অনেকধা সঞ্চিত ভাগ্য সঞ্চয়ং
সমস্তমেকত্র বিধায় সর্ব্বতঃ।
মহীরুহৈরুৎপুলকেয়মুৎসুকা দধৌ
নবদ্বীপ ইতি প্রথাং কিমু।।২।।
প্রভুঃ কদা বাবতরিষ্যতীত্যদো
বিচিন্তয়ন্ত্যা মনসি প্রফুল্লয়া।
মনোরথাচক্রান্তিবশাদনেকশঃ
সতাং পদাব্জানুগতির্যয়া দধে।।৩।।

নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন, এই অধ্যায়ে আমি সেই সকল আনন্দদায়ক বাক্য সংগ্রহ করিতেছি।।দ।।

চৈতন্যচরিত-কাব্যে নবদ্বীপ-কথা আশ্রয় করত কবিকর্ণপুর যাহা বর্ণন করিয়াছেন, প্রথমে তাহাই যত্নসহ শ্রবণ কর।। ধ।।

অশেষ পুণ্যগুণশালিনী এই ধরিত্রী দিব্য স্বর্গধাম হইতে ভাগ্যবতী এবং শ্রেষ্ঠতরা। যেহেতু এই বসুন্ধরা সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট নানারত্ন প্রদান করিয়া থাকে, সেই জন্যই তাহার ফল স্বরূপ নবদ্বীপ-নামক অতি দুর্ল্লভ পুণ্যস্থানকে অঙ্কে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।।১।।

পৃথিবী তাহার বহুবিধ সঞ্চিত ভাগ্যরাশিকে একস্থানে সংগ্রহ করিয়াই কি এই নবদ্বীপরূপা খ্যাতি ধারণ করিয়াছেন এবং এখানকার বৃক্ষরাজি কি সেই ভাগ্যরাশি-সঞ্চয়-নিবন্ধন পুলকজনিত রোমাঞ্চ-স্বরূপ।।২।।

কোন কালে প্রভু অবতীর্ণ হইবেন,-এই চিন্তায় মনে মনে অতিশয় প্রফুল্লা হইয়া এই ভুমি মনোরথের তাড়নায় বহু-প্রকারে সাধুগণের পাদপদ্মের অনুসরণ করিয়াছে।।৩।।

ইয়ং নবদ্বীপমিষেণ মেদিনীদধার
ভূয়ো মথুরামিবাপরাম্‌।
বদেদমুষ্যাং চ বিমুক্তিদায়িনী
প্রভোঃ পদস্পর্শরসামলাত্মনঃ।।৪।।
আপ্লাব্য বা ধূর্জ্জটীসজ্জটাতটীং
কপালমালাচ্ছটয়া সমন্বিতাম্‌।
শশাঙ্কলেখা প্রতিবিম্বরূপিণীম্‌
লব্ধপূর্ব্বাং শফরীং সমাসদৎ।।৫।।
প্রভোঃ পদাম্ভোজযুগস্য পাবনী
ধারামনোজ্ঞা মধুরা মহীয়সঃ।
চকার যত্রাস্পদমুৎসুকা সতী
সমন্ততোঽসৌ বিমলাম্বু বাহিনী।।৬।।
দ্রবস্বরূপাপি ভবাব্ধিশোষিণী
শুভ্রাপি যাসীদ্ধৃতকৃষ্ণবিগ্রহা।
ক্ষিত্যাশ্রিতাপি দ্যুনদীতি বিশ্রুতা
ভ্রমাপহাপি ভ্রমিবিভ্রমাবহা।।৭।।
সেয়ং নবদ্বীপ-ভুবো মহীয়সীং
শোভামিবাধায় তদন্তবাসিনী।
প্রভোঃ পদাম্ভোজযুগস্য সৌরভং
প্রাপ্যেব ভূয়োৎকলিকাকুলীককৃতা।।৮।।

এই পৃথিবী যেন নবদ্বীপ-রূপে পুনরায় অন্য এক মথুরাপুরীকেই ধারণ করিতেছে, এবং প্রভুপাদস্পর্শরসে যাহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, তাহাকে মুক্তি দান করত যেন নিজেকে মথুরাপুরী বলিয়াই বলিতেছে।।৪।।

যিনি কপালমালার কান্তিযুক্ত মহাদেবের জটাতট প্লাবিত করায় স্বকীয় বারিগর্ভে তদীয় ললাটস্থ চন্দ্রকলার প্রতিবিম্বপাতে যেন অলব্ধপূর্ব্ব শফরীর (মৎস্য বিশেষ পুটী মাছের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন)।

যিনি প্রভুর পদযুগল হইতে রম্য-ধারায় প্রবাহিতা হইয়া জগৎ পবিত্র করেন, এবং চতুর্দ্দিকে মধুর ও বিমল জলভার বহনপূর্ব্বক জীবকে মহৎপদ দান করেন।

যিনি দ্রব্যস্বরূপা হইয়াও ভবসমুদ্র শোষণ অর্থাৎ জীবের সংসার-দশা-নাশ করেন,যিনি শুভ্রবর্ণা হইয়াও কৃষ্ণ-বিগ্রহ (অবগাহন-কালে নিজের সলিলে শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করেন), যিনি পৃথিবীতে প্রবাহিতা হইয়াও স্বর্গতরঙ্গিণী-নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন (স্বর্গ হইতে আগতা বলিয়া ঐ নাম), যিনি জীবের যাবতীয় ভ্রম দূর করিয়া ভ্রমি-বিভ্রম ধারণ করিতেছেন (ভ্রমি-আবর্ত্ত, এবং বিভ্রম-তদীয় ভঙ্গী, পক্ষে, ভ্রমে পতিত), সেই গঙ্গাদেবী প্রভুর পাদ পদ্মের সৌরভ-লাভেই যেন কল্লোলধ্বনিতে আকুলিতা হইয়া নবদ্বীপের প্রান্তে বাস করত তত্রত্য ভূমিভাগের পরম সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন। (কুলক-এ স্থলে চারিটী শ্লোকে একত্র অন্বয়)।।৫-৮।।

চতুর্ভিঃ কুলকম্। বসন্তি যত্র ক্ষিতিদেব-
সত্তমাঃ সদা সদাচারপরাঃ পরায়ণাঃ।
নিরন্তরং বেদবিধানকর্ম্মসু শ্রুতি-
স্মৃতীনাং বিধয়ঃ শরীরিণঃ।।৯।।
স্বভাবভাজাং ভিষজাং মহত্তমাঃ
সধর্ম্মনিষ্ঠাশ্চ বিশাম্বরাঃ পরে।
প্রতিষ্ঠয়া নির্ভরশুভ্রয়া সদা
সমন্বিতা যত্র বসন্তি মানবাঃ।।১০।।
তেনৈব বর্ণিতং চন্দ্রোদয়াখ্যে নাটকে পুনঃ।।ন।।
গৌড়ক্ষৌণী জয়তি কতমা পুণ্যতীর্থাবতংসপ্রায়া
যাসৌ বহতি নগরীং শ্রীনবদ্বীপনাম্নীম্।
যস্যাং চামীকরবররুচেরীশ্বরস্যাবতারো
যস্মিন্মুর্ত্তা পুরি পুরি পরিস্পন্দতে ভক্তিদেবী।।১১।।

যেখানে (নবদ্বীপ) সর্ব্বদা সদাচারপরায়ণ এবং বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত-কর্ম্ম-সকলের সাক্ষাৎ মূর্ত্ত বিধিস্বরূপ উত্তম ব্রাহ্মণগণ বাস করেন।।৯।।

যেখানে উত্তমস্বভাব ভিষক্ (বৈদ্য) গম স্বধর্ম্মনিষ্ঠা বৈশ্যগণ স্বোপার্জিত শুদ্ধ প্রতিষ্ঠাযুক্ত হইয়া বাস করিতেছে।।১০।।

তিনিই 'চন্দ্রোদয়' — নামক নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন।।ন।।

যিনি পুণ্যতীর্থ-সকলের শিরোভূষণস্বরূপা, যিনি নবদ্বীপ-নাম্নী নগরীকে নিজমণ্ডলের মধ্যে ধারণ করিতেছেন, সেই গৌড়ভূমি জয়যুক্ত হউন্। সেই গৌড়ভূমিতে (অথবা নবদ্বীপে) কনককান্তি শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সেখানে প্রতি পুরীতে ভক্তিদেবী স্পন্দিত হইতেছেন ।।১১।।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং চ ।-
রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো
যমেতং গোলকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে।
শ্বেতদ্বীপং প্রাহুঃ পরমপি পরব্যোম জগদু-
র্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জয়তি পরমাশ্চর্য্যমহিমা ।।১২।।
শ্রীচৈতন্যস্তবে যত্তৎরূপেণ গদিতং শৃণু।।প।।
গতির্যঃ পুণ্ড্রাণাং প্রকটিতনবদ্বীপ-মহিমা
ভবেন্নালং কুর্ব্বনন্ ভুবনমহিতং শ্রোত্রিয়কুলম্।
পুনাত্যঙ্গীকারাদ্ভুবি পরমহংসাশ্রমপদঃ।
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরাততরাং নঃ কৃপয়তু ।।১৩।।
প্রবোধানন্দবাক্যং যত্তদিদং শৃণু সাম্প্রতম্।। ফ ।।
স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমাদ্ভুতৌ-
দার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্।
বিশুদ্ধস্বপ্রেমোন্মদ-মধুরপীযূষলহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যং পরপদনবদ্বীপপ্রকটম্।।১৪।।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়াও উক্ত হইয়াছে,– রসজ্ঞগণ যাহাকে শ্রীবৃন্দাবন, বহু বিষয়জ্ঞগণ যাহাকে গোলোক, অপর কতিপয় ব্যক্তি যাহাকে শ্বেতদ্বীপ এবং অন্যে পরব্যোম বলিয়া থাকেন, অত্যাশ্চর্য্য-মহিমাময় সেই নবদ্বীপধাম জয়যুক্ত হউন।।১২।।

শ্রীচৈতন্যদেবের স্তবে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর।। প ।।

যিনি পুণ্ড্রগণের একমাত্র গতি স্বরূপ, যিনি নবদ্বীপের মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন, যাঁহার জন্মদ্বারা ভুবনপূজ্য শ্রোত্রিয়কূল অলঙ্কৃত হইয়াছে, যিনি পরমহংস (সন্ন্যাস) আশ্রমকে স্বীকার করত তাহা পবিত্র করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যরূপী সেই ভগবান্ আমাদের প্রতি অতিশয় কৃপান্বিত হউন।।১৩।।

সম্প্রতি শ্রীপ্রবোধানন্দ মহোদয়ের বাক্য শ্রবণ কর।। ফ ।।

যিনি স্বকীয় মর্য্যাদা (ভগবৎস্বরূপ) লঙঘন করত (অর্থাৎ ভক্তরূপে) অতিশয় উদারতার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণীত, এবং অন্য জীবকে স্বকীয় বিশুদ্ধ প্রেমামৃতের উন্মাদক মধুর-ধারা প্রদানের জন্য পরমপদ নবদ্বীপধামে প্রকটিত হইয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যরূপী ভগবানকে স্তব করিতেছি।।১৪।।

শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুরস্য, -

নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যমেকং
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃতং ব্রহ্মসূত্রম্।
নিত্যৈর্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্যা
ভাতং নিত্যেধাম্নি নিত্যং ভজামঃ।।১৫।।

শ্রীমন্নবদ্বীপধ্যানম্,-

ফুল্লৎ শ্রীমদ্দ্রুমবল্লিতল্লজলসত্তীরা তরঙ্গাবলী
রম্যা মন্দমরুন্মরালজলজশ্রেণীষু ভৃঙ্গাস্পদম্।
সদ্রত্নাচিততীর্থদিব্যনিবহা শ্রীগৌরপাদাম্বুজধূলি-
ধূসরিতাঙ্গ ভাবনিচিতা গঙ্গাস্তি যা পাবনী।।১৬।।
তস্যাস্তীরসুরম্যহেমসুরসামধ্যে লসচ্ছ্রীনবদ্বীপো
ভাতি সুমঙ্গলো মধুরিপোরানন্দবন্যো মহান্।
নানাপুষ্পফলাঢ্যবৃক্ষলতিকারম্যো মহৎসেবিতো
নানাবর্ণবিহঙ্গমালিনিনদৈর্হৃৎকর্ণহারীহি যঃ।।১৭।।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তি— নিত্যধামে নিত্যভক্তগণ ও নিত্যভক্তিদেবীর সহিত নিত্যকাল প্রকাশিত শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীচৈতন্যস্বরূপ নিত্য অলঙ্কৃত ব্রহ্মসূত্রতত্ত্বকে নিত্য ভজনা করি।।১৫।।

শ্রীনবদ্বীপধামের ধ্যান এইরূপ— যাঁহার তীরদেশ প্রফুল্ল, রম্য ও প্রশান্ত বৃক্ষলতায় এবং গর্ভদেশ তরঙ্গরাজিদ্বারা পরিশোভিত, যেখানে মন্দ-মারুত সতত প্রবাহিত হইতেছে, মরাল, পদ্ম প্রভৃতির মধ্যে ভৃঙ্গগণ সর্ব্বদা বিহার করিতেছে, যাহার সুরম্য জলাবতরণখট্ট (খাট) সমূহ সদ্রত্ন পরিখচিত, যিনি শ্রীমদ্গৌরসুন্দরের পাদপঙ্কজ-পারগ-ধূসর-বিগ্রহ-নিবন্ধন ভাববিশিষ্টা, তাদৃশী সুপবিত্রা গঙ্গার তীরদেশে সুরম্য হিরন্ময় ভূভাগে শ্রীভগবানের আনন্দ-বন্যা-প্লাবিত সুমঙ্গল নবদ্বীপধাম-বিরজত।

সেই স্থান সর্ব্বদা মহাজনগণদ্বারা পরিসেবিত ও নানাবিধ পুষ্প-ফলশালি-বৃক্ষলতায় পরিশোভিত হইয়া নানাবর্ণ বিহঙ্গ-সকলের সমুধুর গানে কর্ণ ও চিত্ত হরণ করিতেছে।।১৬-১৭।।

তন্মধ্যে দ্বিজভব্যলোকনিকরাগারাণি রম্যাঙ্গণ-
মারামোপ-বনালিমধ্যবিলসদ্বেদীবিহারাস্পদম্।
সদ্ভক্তিপ্রভয়া বিরাজিতমহদ্ভক্তালিনিত্যোৎসবং
প্রত্যাগারমঘারিমূর্ত্তি সুমহৎ ভাতীহ যৎপত্তনম্।।১৮।।
তন্মধ্যে রবিকান্তিনিন্দিকনকপ্রাকারসত্তোরণং
শ্রীনারায়ণগেহমগ্রবিলসৎসংকীর্ত্তন প্রাঙ্গণম্।
লক্ষ্ম্যন্তঃ পুরপাকভোগশয়ন শ্রীচন্দ্রশালং পুরং যদ্
গৌরাঙ্গহরের্ব্বিভাতি সুখদং স্বানন্দসংবৃংহিতম্।।১৯।।
তন্মধ্যে নবচূড়রত্নকলসং বজ্রেন্দুরত্নান্তরা-
মুক্তাদামবিচিত্রহেমপটলং সদ্ভক্তিরত্নাচিতম্।
বেদদ্বারসদষ্টমৃষ্টমণিরুট্‌শোভা কবাটান্বিতং
সচ্চন্দ্রাতপপদ্মরাগবিধুরত্নালম্বি যন্মন্দিরম্।।২০।।

সেই নবদ্বীপধামে ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোকসমূহের সুরম্য অঙ্গন, আরাম উপবনে সুন্দর বেদী ও বিহারস্থান বর্ত্তমান। সেখানে সর্ব্বদা সদ্ভক্তিশীল মহাভক্তগণের উৎসব সম্পন্ন হইতেছে এবং সেই পুরের প্রতিগৃহ কৃষ্ণমূর্ত্তিতে পরিশোভিত রহিয়াছে।।১৮।।

সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর পুর বর্ত্তমান আছে, তাহা অতিশয় সুন্দর ও আনন্দে পরিপূর্ণ। তাহার তোরণ (সিংহদ্বার) ও প্রাচীর সূর্য্যকান্তি অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল সুবর্ণ-নির্ম্মিতা। মধ্যে শ্রীনারায়ণের গৃহ, তাঁহার সম্মুখে সঙ্কীর্ত্তনের প্রাঙ্গণ, ঐ পুরে যথাস্থানে লক্ষ্মীদেবীর অন্তঃপুর, পাক, ভোগ, শয়ন ও চন্দ্রশালিকা গৃহাদি অবস্থিত।।১৯।।

ঐ পুর-মধ্যে, সুনির্ম্মল চন্দ্রাতপ ও চন্দ্রকান্তমণি-পরিশোভিত শ্রীমন্দির অবস্থিত। ঐ মন্দিরের চারিটী দ্বার, আটটী কপাট, প্রত্যেক কপাটই অত্যুৎকৃষ্ট পরিমৃষ্ট-মণি-কিরণে দেদীপ্যমান। মন্দিরের চূড়াটী রত্ন-কলসপরিশোভিত এবং ঐ মন্দিরের স্থানে স্থানে হীরকখণ্ড চন্দ্রকান্তমণি, তাহারই মধ্যে মধ্যে মুক্তাদাম ও বিচিত্র সুবর্ণরাজি-সমন্বিত ও সদ্ভক্তিতুল্য নানা রত্ন খচিত।।২০।।

তন্মধ্যে মণিচিত্রহেমরচিতে মন্ত্রার্ণযন্ত্রান্বিতে
ষট্‌কোণান্তরকর্ণিকারশিখর শ্রীকেশরসন্নিভে।
কূর্ম্মাকার মহিষ্ঠযোগমহসি শ্রীযোগপীঠেঽম্বুজে
আকাশাতপচন্দ্রপত্র বিমলে যদ্ভাতি সিংহাসনম্।।২১।।
পার্শ্বাধঃ পদ্মপট্টীঘটিতহরিমণি স্তম্ভবৈদূর্য্যপৃষ্ঠং।
চিত্রচ্ছাদাবলম্বিপ্রবরমণিমহামৌক্তিক্য কান্ত্যুজ্জ্বলম্।।
তূলান্তশ্চীন চেলাসনমুডুপ-মৃদুপ্রান্তপৃষ্ঠোপধানং
স্বর্ণান্তশ্চিত্রমন্ত্রং বসুহরিচরণধ্যানগম্যাষ্টকোণম্।।২২।।
ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যার্চ্চন-চন্দ্রিকোক্ত শ্রীমন্নবদ্বীপ-ধ্যানং সম্পূর্ণম্।

শ্রীমন্নবদ্বীপ স্তোত্রম্-

শ্রীগৌড়দেশে সুরদীর্ঘিকায়াস্তীরেঽতিরম্যে ইহ পুণ্যময্যাঃ
লসন্তমানন্দভরেণ নিত্যং তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।১।।
যস্মৈ পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ কেচিৎ গোলোক ইতীরয়ন্তি।
বদন্তি বৃন্দাবনমেব তজ্জ্ঞাস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।২।।

তাহার মধ্যে মণি ও বিচিত্র হেম-রচিত মন্ত্রবর্ণ ও যন্ত্রযুক্ত ষট্‌কোণ মধ্যবর্ত্তী বীজকোষের শিখর-প্রদেশে কেশরতুল্য কূর্ম্মাকার যোগপীঠে আকাশ, সূর্য্যকিরণ কর্পূরপত্র-তুল্য শুভপদ্মে যে হিংহাসন বিরাজমান।।২১।।

যাহারা পার্শ্বে অধোদেশে পদ্মরাগ-মণি-পট্ট-খচিত যে ইন্দ্রনীলমণিময় স্তম্ভ, পৃষ্ঠদেশে বৈদূর্য্যমণি এবং বিচিত্রাবরণাবলম্বিত শ্রেষ্ঠ মণি ও মহা-মৌক্তিককান্তিদ্বারা সমুজ্জ্বল, যাহাতে শশাঙ্ক-কোমল সূক্ষ্ম বস্ত্রাবৃত তুলিকাসন এবং প্রান্তদেশে পৃষ্ঠোপধান (পৃষ্ঠবালিশ) বিরাজমান এবং যাহাতে স্বর্ণখণ্ডোপরি বিচিত্র অষ্টমন্ত্রবর্ণ অষ্টকোণে বিরাজমান এবং যাহা হরিচরণ-ধ্যান-গম্য, সেই সিংহাসন বিরাজমান।।২২।।

ইতি চৈতন্যার্চ্চনচন্দ্রিকোক্ত শ্রীমন্নবদ্বীপ-ধ্যান সম্পূর্ণ।

শ্রীমদরূপগোস্বামী-প্রভুর শ্রীনবদ্বীপ-স্তুতি, যথা—

শ্রীগৌড়দেশে পুণ্যময়ী ভাগীরথীর সুরম্যতটে অবস্থিত নিরন্তর আনন্দভরে বিরাজমান শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি।।১।।

যাহাকে কেহ কেহ পরব্যোম, কেহ কেহ গোলোক এবং তত্ত্বজ্ঞগণ বৃন্দাবন বলিয়া জানেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি।।২।।

যঃ সর্ব্ব দিক্ষু স্ফুরিতৈঃ সুশীতের্নানাদ্রুমৈঃ সুপবনৈ পরিতঃ।
শ্রীগৌর-মধ্যাহ্নবিহার পাত্রৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।৩।।
শ্রীস্বর্ণদী যত্র বিহারিতা চ সুবর্ণসোপান-নিবদ্ধতীরা।
ব্যাপ্তোর্ম্মিভির্গৌরবগাহ মযে্য স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।৪।।
মহান্ত্যনন্তানি গৃহাণি যত্র স্ফুরন্তি হৈমানি মনোহরাণি।
প্রত্যালয়ং যং শ্রয়তে সদা শ্রীস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।৫।।
বিদ্যাদয়াক্ষান্তিমখৈঃ সমস্তৈঃ সদ্ভির্গুণৈর্যত্র জনাঃ প্রপন্নাঃ।
সংস্তূয়মানা ঋষিদেবসিদ্ধৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।৬।।
যস্যান্তরে মিশ্রপুরন্দরস্য স্বানন্দ গম্যৈকপদং নিবাসঃ।
শ্রীগৌরজন্মাদিকলীলয়াঢ্যস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।৭।।
গৌরো ভ্রমন্ যত্র হরিঃ স্বভক্তৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমভরেণ সর্ব্বম্।
নিমজ্জয়ত্যুজ্জ্বলভাবসিন্ধৌ তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।।৮।।
এতন্নবদ্বীপ-বিচিন্তনাঢ্যং পদ্যাষ্টকং প্রীতমনাঃ পঠেদ্ যঃ।
শ্রীমচ্ছচীনন্দন পাদপদ্মে সুদুর্ল্লভং প্রেমমবাপ্নুয়াৎ সঃ।।৯।।

যে-স্থানে নিরন্তর চতুর্দ্দিকে প্রকাশমান সুখময় সুশীতল পবন-পরিচালিত নানাবৃক্ষে সুশোভিত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যাহ্ন-বিহারের সুযোগ দান করে, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করি।।৩।।

যেখানে ভাগীরথী তরঙ্গ-ব্যাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছেন এবং তাহার তীরদেশ সুবর্ণের সোপান (সিঁড়ি) সমূহে আবদ্ধ রহিয়াছে সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি।।৪।।

যেখানে সুবর্ণময় অসংখ্য শ্রেষ্ঠ গৃহ বর্ত্তমান এবং লক্ষ্মীদেবী যেখানে প্রতিগৃহে অধিষ্ঠিতা, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি।।৫।।

যেখানে লোক-সকল, বিদ্যা, দয়া, ক্ষমা, যজ্ঞ প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত, ঋষি দেবতা, সিদ্ধগণও যাঁহাকে স্তুতি করেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি।।৬।।

যাঁহার মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মাদিলীলা সম্পন্ন হয় এবং একমাত্র স্বানন্দলাভ, শ্রীপুরন্দর মিশ্রের গৃহ বর্ত্তমান, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকেস্মরণ করিতেছি।।৭।।

শ্রীগৌরহরি ভক্তগণসহ যেখানে ভ্রমণ করত সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমভরে সকলকে উজ্জ্বল ভাব-সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি।।৮।।

যিনি প্রীতমনে এই নবদ্বীপধামের সুচিন্তা-পূর্ণ পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির পাদপদ্মে সুদুর্ল্লভ প্রেম লাভ করেন।।৯।।

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতং
শ্রীমন্নবদ্বীপাষ্টকং সম্পূর্ণম্।
গীতং গৌড়ীয়ভাষায়াং বিদ্বভির্বহুভির্মুহুঃ।
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং গ্রন্থেষু বহুষু পৃথক্।
তানি তানি হি বাক্যাণি সমালোচ্য সমন্ততঃ।
নবদ্বীপকথায়াস্তু রমন্তু ভগবৎ-প্রিয়া ।। ব।।○

ইতি শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-বিরচিত শ্রীনবদ্বীপাষ্টক সম্পূর্ণ।

আরও বহু বহু পণ্ডিত অনেকানেক গ্রন্থে গৌড়ীয়-ভাষায় শ্রীনবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য পৃথক্‌ভাবে বারম্বার কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই সমস্ত বাক্য সমালোচনাপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীনবদ্বীপের কথায় আসক্ত হউন।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।

○ শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে-
'অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।।
প্রভুর শ্রীধাম, ভক্তি, নিত্য-পরিকর।
ইথে অন্য মত যার, সেই ত' পামর।।'
শ্রীমন্নরোত্তম-ঠাকুর-বাক্য-
"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস।।"
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী--
"প্রভু কহে,-- 'আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি।।'
এত চিন্তি' লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান-কর্ম্ম।।"
শ্রীমন্নরহরিদাস--
"নবদ্বীপ বৃন্দাবন দুই এক হয়।
গৌর-শ্যাম-রূপে প্রভু সদা বিলসয়।"

সমাপ্তশ্চায়ং প্রমাণখণ্ডঃ।

শ্রী শ্রী প্রেমবিবর্ত

(পঞ্চদশ অধ্যায়)

শ্রীনবদ্বীপে পূর্বাহ্ন-লীলা

যখন যাহা মনে পড়ে গৌরাঙ্গ-চরিত।
তাহা লিখি, হইলেও ক্রম-বিপরীত।

গৌরাঙ্গ-প্রসাদ

শচী আই একদিন বড় যত্ন করি'
গোরা-অবশিষ্ট-পাত্র মোরে দিল ধরি'।।
আমি খাইলাম যেন অমৃতাস্বাদন।
গৌরাঙ্গপ্রসাদ পাঞা আহ্লাদিত মন।।
কভু কি করিব আমি সে ভুরি ভোজন।
আবোনা অচ্যুত শাক, আইয়ের রন্ধন।।
মোচাঘন্ট, কচুশাক, তাহে ফুলবাড়ি
মানচাকি, নিম্বপটোল, আর দধিবড়ি।।

গাদিগাছা গ্রামে গমন –

ভোজনে আনন্দমতি, চলিলাম হংসগতি,
নিতাই-গৌরাঙ্গগণ-সঙ্গে।
গঙ্গাতীরে তীরে যাই, গাদিগাছা গ্রাম পাই,
হরিনাম-গানের প্রসঙ্গে।।
গোবিন্দ মৃদঙ্গ বায়, বাসুঘোষ নাম গায়,
নাচে গদাধর বক্রেশ্বর।
হরিবোল রব শুনি', চারিদিকে হুলুধ্বনি,
গোরাপ্রেমে সবে মাতোয়ার।।
নাচ গান নাহি জানি, তবু নাচি উর্ধপাণি,
গৌরাঙ্গ নাচায় অঙ্গে পশি'।

সুরতালবোধ নাই, তবু নাচি, তবু গাই,
কি জানি কি জানে গৌরশশী।।

তথায় গোপগণের সেবা–

গাদিগাছা গ্রামে আসি, গোপপল্লী মাঝে পশি',
গোরা বলে "শুন ভক্তগণ!
দহকূলে বিচরণ, আজি মোদের বিচরণ,
বৃক্ষমূলে করিব শয়ন।।
এই বটবৃক্ষতলে, গাভী আছে কুতূহলে,
গোপ-সহ করিব বিহার।
বহু-গোপগণ আইল, দধি, ছানা, ননী দিল,
পথশ্রম নারহিল আর।।
নৃসংহিানন্দের সঙ্গে, প্রদ্যুম্ন আইল রঙ্গে,
পুরুষোত্তমাচার্য মিলিল।
মৃদঙ্গের বাদ্যরবে, গৃহ ছাড়ি' আইল সবে,
হরিধ্বনি গগনে উঠিল।।

ভীম গোপ —

ভীম-নামে গোপ এক পরম উদার।
অগ্রসর হঞা বলে—"শুনহ গোহার।।
আমার জননী শ্যামা গোয়ালিনী ধন্যা।
গঙ্গানগরের সাধু গোয়ালার কন্যা।।
শচী আইকে মা বলিয়া সদা করে সেবা।
সে সম্পর্কে তুমি আমার মাতুল হইবা।।
চল মামা মোর ঘরে চল দল লঞা।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কর আনন্দিত হঞা।।
দধি-দুগ্ধ যাহা কিছু রাখিয়াছে মা।
সব খাওয়াইব আর টীপে দিব পা।।"

গৌরাঙ্গের ভীমের গৃহে গমন ও ক্ষীর ভোজন—

নাছোড় হইয়া যবে সকলে ধরিল।
গোপপ্রেমে গোরা গোপগৃহতে চলিল।।
শ্যামা গোয়ালিনী তবে উলুধ্বনি দিয়া।
সকলকে গোয়াল ঘরে দিল বসাইয়া।।
শ্যামা বলে "পণ্ডিত দাদা, কেমন আছেন মা?"
"ভাল ভাল" বলি' গোরা নাচাইল গা।।
কলাপাতা পাতি শ্যামা দেয় দধি-ক্ষীর।
ভক্তগণ লঞা নিমাই ভোজনে বসি ধীর।।

গোরাদহ—

ভোজন সমাপি' চলে সেই দহের তীরে।
হরিগুণগান সবে করে ধীরে ধীরে।।
রামদাস গোপ আসি' করে নিবেদন।
দহের জল পান নাহি করে গাভীগণ।।

দহে নক্র —

নক্র এক ভয়ঙ্কর বেড়ায় দহের জলে।
জল না খাইয়া গা ভী ডাকে হাম্বা বোলে।।
তাহা শুনি' গোরা করে শ্রীনামকীর্তন।
কীর্তনে আকৃষ্ট হইল, নক্র ততক্ষণ।।

নক্র নহে, দেবশিশু —

শীঘ্র করি' উঠিয়া আইল গোরা পায়।
পদস্পর্শে দেবশিশু পরিদৃশ্য হয়।।
কাঁদি সেই দেবশিশু করেন স্তবন।
নিজ দুঃখকথা বলে আর কবয়ে রোদন।।

নক্ররূপী দেবশিশুর পূর্ব বিবরণ —

দেবশিশু বলে "প্রভু! দুর্বাসার শাপে।
নক্ররূপে ভ্রমি আমি, সর্বলোক কাঁপে।
কাম্যবনে মুনিবর শুতিয়া আছিল।
চঞ্চলতা করি তা'র জটা কাটী নিল।"

ক্রোধে মুনি কহে ''তুমি পাঞা নক্ররূপ।
চারিযুগ থাক কর্মফল -অনুরূপ।।''
তবে কাঁদিলাম আমি মিনতি করিয়া।
দয়া করি' মুনি মোরে কহিল ডাকিয়া।।
''ওরে দেবশিশু! যবে শ্রীনন্দনন্দন।
নবদ্বীপে হইবেন শচীপ্রাণধন।।
তাঁহার কীর্তনে তোমার শাপ-ক্ষয় হ'বে।
দিব্য দেহ পেয়ে তবে ত্রিপিষ্টপ যা'বে।।

দেবশিশুর স্তব —

''জয় জয় শচীসূত পতিতপাবন।
দীনহীন-অগতির গতি মহাজন।।
চৌদ্দভুবনে ঘোষে সুকীর্তি তোমার।
আমা হেন অধমের করিলে উদ্ধার।।
এই নবদ্বীপধাম সর্বধামসার।
এখানে হইলে কলি-পতিতপাবন।।
কলিজীব উদ্ধারিবে দিয়া হরিনাম।
আসিয়াছ মহাপ্রভু! তোমাকে প্রণাম।।
চারি যুগ আছি আমি নক্ররূপ ধরি'।
এবে উদ্ধারিলে তুমি পতিতপাবন হরি।।
তব মুখে হরিনাম পরম মধুর।
স্থাবরাস্থাবর জীব তারিলে প্রচুর।।
আজ্ঞা দেও যাই আমি ত্রিপিষ্টপ যথা।
মাতা পিতা দেখি' সুখ পাইবে সর্বথা।।''

দেবশিশুর স্বরূপপ্রাপ্তি ও স্বস্থানে গমন—

এত বলি' প্রণমিযা দেবশিশু যায়।
কীর্তনের রোল তবে উঠে পুনরায়।।
মধ্যাহ্ন হইল দেখি' সকল ভক্তগণ।
প্রভুসঙ্গে মায়াপুর করিল গমন।।
মহাপ্রভুর এই লীলা যে করে শ্রবণ।
ব্রহ্মশাপমুক্ত হয় সেই মহাজন।।

গোরাদহ-দর্শনের ফল —

সেই হইতে 'গোরাদহ' নাম পরচার।
কালীয়দহের ন্যায় হইল তাহার।।
সেই 'দহ' দর্শনে স্পর্শনে পাপক্ষয়।
কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় সর্ববেদে কয়।।
সেই গোপগণ দেখ মহাপ্রেমানন্দে।
গৌরাঙ্গে করিলে হেথা মামা বলি' স্কন্ধে।।
সকলে দেখিল প্রভুর পূর্বাহ্ন-বিহার।
তঁহি মধ্যে দেখে রামকৃষ্ণ-লীলাসার।।
দেখে গোবর্ধন তথা মানস-জাহ্নবীপুলিন।
কৃষ্ণগোচারণলীলা অতি সমীচীন।।
গোপগণ জানিল যে নিমাঞি-চরিত।
শ্রীনন্দনন্দনলীলা নিজ সমীহিত।।

শ্রীগৌরগদাধর-তত্ত্ব —

একদিন প্রভু মোর খেলিতে খেলিতে।
চলিল অলকাতীরে নিবিড় বনেতে।।
আমি আর গদাধর আছিলাম সঙ্গে।
বকুলের গাছে শুক পক্ষী ধরে রঙ্গে।।
শুকে' ধরি' বলে, "তুই ব্যাসের নন্দন।
রাধাকৃষ্ণ বলি' কর আনন্দ বর্ধন।।"
শুক তাহা নাহি বলে, বলে "গৌরহরি"।
প্রভু তা'রে দূরে ফেলে কোপ ছল করি'।।
তবু শুক "গৌর গৌর" বলিয়া নাচয়।
শুকের কীর্তনে হয় প্রেমের উদয়।।
প্রভু বলে, "ওরে শুক এযে বৃন্দাবন।"
রাধাকৃষ্ণ বল হেথা শুনুক সর্ব্বজন।।
শুক বলে, "বৃন্দাবন নবদ্বীপ হইল"।
রাধাকৃষ্ণ গৌরহরি-রূপে দেখা দিল।।

আমি শুক এই বনে গৌর-নাম গাই।
তুমি মোর রাধাকৃষ্ণ, রাধা এই যে গদাই।।
গদাই-গৌরাঙ্গ মোর প্রাণের ঈশ্বর।
আন কিছু মুখে না আইসে অতঃপর।।''
প্রভু বলে ''আমি রাধাকৃষ্ণ-উপাসক।
অন্য নাম শুনিলে আমার হয় শোক।।''
এত বলি' গদাইয়ের হাতটি ধরিয়া।
মায়াপুরে ফিরে আইল শুকেরে ছাড়িয়া।।
শুক বলে, ''গাও তুমি যাহা লাগে ভাল।
আমার ভজন আমি করি চিরকাল।।''
মধুর চৈতন্যলীলা জাগে যা'র মনে।
মোর দণ্ডবৎ ভাই তাঁহার চরণে।।

শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবন —

গদাই-গৌরাঙ্গে মুঞি ''রাধাশ্যাম'' জানি।
ষোলক্রোশ ''নবদ্বীপে'' বৃন্দাবন'' মানি।।
যশোদানন্দনে আর শচীর নন্দনে।
যে-জন পৃথক্ দেখে সে না মরে কেনে।।
নবদ্বীপে না পাইল যেই বৃন্দাবন।
বৃথা সে তার্কিক কেন ধরয় জীবন।।

'গৌর' - ভজন বিনা 'রাধাকৃষ্ণ' - ভজন বৃথা —

গৌর-নাম, গৌর-ধাম, গৌরাঙ্গ-চরিত।
যে ভজে তাহাতে মোর অকৈতব প্রীত।
গৌর-রূপ, গৌর-নাম, গৌর-লীলা, গৌর-ধাম,
যে না ভজে গৌড়েতে জন্মিয়া।
রাধাকৃষ্ণ-নাম রূপ, ধাম-লীলা অপরূপ,
কভু নাহি স্পর্শে তার হিয়া।

শ্রী শ্রী প্রেমবিবর্ত সমাপ্ত।

কীর্ত্তনাবলী

অরুণোদয়-কীর্ত্তন

১

জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে।।১
ভজিব বলিয়া এসে' সংসার ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে।।২
তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার।।৩
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি।।৪
ভকতিবিনোদ প্রভু চরণে পড়িয়া।
সেই হরিনাম মন্ত্র লইল মাগিয়া।।৫

২

উদিল অরুণ পূরব ভাগে,
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে,
ভকতসমূহ লইয়া সাথে,
গেলা নগর-ব্রাজে।
'তাথই তাথই' বাজল খোল,
ঘন ঘন তাহে ঝাঁজের রোল,
প্রেমে ঢল ঢল সোনার অঙ্গ
চরণে নুপুর বাজে।।১
মুকুন্দ মাধব যাদব হরি,
বলেন বলরে বদন ভরি,
মিছে নিদ-বশে গেলরে রাতি।
দিবস শরীর-সাজে।

এমন দুর্ল্লভ মানব-দেহ,
পাইয়া কি কর, ভাব না কেহ,
এবে না ভজিলে যশোদা-সুত
চরমে পড়িবে লাজে।।২
উদিত তপন হইলে অস্ত,
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হই,
না ভজ হৃদয়রাজে।
জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার,
নামাশ্রয় করি যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে।।৩
জীবের কল্যাণ-সাধন-কাম,
জগতে আসি' এ মধুর নাম,
অবিদ্যা-তিমির তপনরূপে
হৃদ্‌গগনে বিরাজে।
কৃষ্ণনাম সুধা করিয়া পান,
জুড়াও 'ভকতি-বিনোদ' প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দ ভুবন মাঝে।।৪

সিদ্ধি-লালসা

কবে গৌরবনে, সুরধুনী তটে,
'হা রাধে হা কৃষ্ণ' বলে'।
কাঁদিয়া বেড়া'ব, দেহ-সুখ ছাড়ি',
নানা লতা-তরুতলে।।১
শ্বপচ-গৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী জল।

পুলিনে-পুলিনে গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল।।২
ধামবাসি-জনে, প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ, রেণু গায় মাখি',
ধরি অবধূত-বেশ।।৩
গৌড়-ব্রজজনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী।।৪

শ্রীবৈষ্ণবকৃপা-প্রার্থনা

কৃপা কর বৈষ্ণব-ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া, ভজিতে ভজিতে,
অভিমান হউ দূর।।১
'আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাসা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী।।২
তোমার কিঙ্কর, আপনে জানিব,
'গুরু' অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদ-জল-রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি।।৩
'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি, উচ্ছিষ্টাদি দানে,
হবে অভিমান-ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্বদা,
না লইব পূজা কা'র।।৪

অমানী মানদ, হইলে কীর্তনে,
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি।।৫

শ্রীগদাধর পণ্ডিত

জয় জয় (গদাধর) পণ্ডিত গোঁসাঞি।
যাঁর কৃপাবলে সে চৈতন্য-গুণগাই।।
হেন সে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাঁহার পিরীতি।
'গদাধর-প্রাণনাথ' যাহে লাগি খ্যাতি।
গৌরগত-প্রাণ, প্রেম কে বুঝিতে পারে।
ক্ষেত্রবাস, কৃষ্ণসেবা যাঁর লাগি ছাড়ে।।
গদাইর গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরাম-জানকী যেন এক কলেবর।।
যেন একপ্রাণ রাধা-বৃন্দাবনচন্দ্র।
তেন গৌর-গদাধর প্রেমের তরঙ্গ।।
কহে শিবানন্দ পঁহু যাঁর অনুরাগে।
শ্যামতনু গৌরাঙ্গ হইয়া প্রেম মাগে।।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
যাঁর হুহুঙ্কারে গৌর-অবতার হয়।।
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা-সাগর।
যাঁর প্রেমরসে আইলা ব্রজের নাগর।।
যাহারে করুণা করি' কৃপা দিঠে চায়।

প্রেম-রসে সে জন চৈতন্য-গুণ গায়।।
তাঁহার পদেতে যেবা লইল শরণ।
সে-জন পাইল গৌর-প্রেম মহাধন।।
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ।
লোচন বলে নিজ-মাথে বজর পাড়িলুঁ।।

শ্রীনিত্যানন্দনিষ্ঠা

নিতাই মোর জীবন-ধন, নিতাই মোর জাতি।
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি।।
সংসার-সুখের মুখে তুল্যা দিয়া ছাই।
নগরে মাগিয়া খা'ব গাহিয়া নিতাই।।
যে দেশে নিতাই নাই সে-দেশে না যাব'।
নিতাই-বিমুখ-জনার মুখ না হেরিব।।
গঙ্গা যাঁর পদজল, হর শিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পাই মরে।।
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে।
অনল ভেজাই তা'র মাঝ মুখখানে।।

শ্রীগৌর-তত্ত্ব

(প্রভু হে!) এমন দুর্ম্মতি, সংসার ভিতরে,
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ-জন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি।।১
দয়া করি' মোরে, পতিত দেখিয়া,
কহিল আমারে গিয়া।।
ওহে দীনজন, শুন ভাল কথা,
উল্লসিত হবে হিয়া।।২
তোমারে তারিতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
নবদ্বীপে অবতার।

তোমা হেন কত, দীন-হীন জনে,
করিলেন ভবপার।।৩
বেদের প্রতিজ্ঞা, রাখিবার তরে,
রুক্মবর্ণ বিপ্রসূত।।
মহাপ্রভু নামে, নদীয়া মাতায়,
সঙ্গে ভাই অবধূত।।৪।।
নন্দসূত যিনি, চৈতন্য গোঁসাঞী
নিজ-নাম করি দান।
তারিল জগৎ, তুমিও যাইয়া,
লহ নিজ-পরিত্রাণ।।৫
সে-কথা শুনিয়া, আসিয়াছি নাথ,
তোমার চরণতলে।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আপন কাহিনী বলে।।৬

শ্রীগৌর-গুণ-বর্ণন

এ মন! গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার, হবে কি হয়েছে,
হেন প্রেম পরচার।।
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল,
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে।।
ভব-বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত প্রেম,
জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়ে, গাইল নাচিয়ে,

বাজাইয়ে করতালি ।।

হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি,

পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।

চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি,

কবে বা ছিল এ রঙ্গ।।

ডাকিয়া হাঁকিয়া, খোল-করতালে,

গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে।

দেখিয়া শমন, তরাস পইয়ে,

কপাট হানিল দ্বারে।।

এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল,

উঠিল মঙ্গল-সোর।

কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে,

রাতি না জন্মিল মোর ।।

শ্রীগৌরচন্দ্রে লালসাময়ী প্রার্থনা

হা হা মোর গৌরকিশোর।

কবে দয়া করি', শ্রীগোদ্রুম বনে,

দেখা দিবে মনচোর।।১।।

আনন্দ-সুখদ- কুঞ্জের ভিতরে,

গদাধরে বামে করি'।

কাঞ্চন-বরণ, চাঁচর চিকুর,

নটন সুবেশ ধরি'।।২।।

দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধা-মাধব,

রূপেতে করিবে আলা।

সখীগণ-সঙ্গে, করিবে নটন,

গলেতে মোহন মালা।।৩।।

অনঙ্গ মঞ্জরী, সদয় হইয়া,

এ দাসী-করেতে ধরি'।

দুহে নিবেদিবে দুঁহার মাধুরী,
হেরিব নয়ন ভরি'।।৪।।

শ্রীগোরাঙ্গ-নিষ্ঠা

আরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি' গৃহ বিষকূপে,
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ।
তাপত্রয়-বিষানলে, অহর্নিশ হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন।।
রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাসরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন।।
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ-ভয়,
কায় মনে লহ রে শরণ।।
পরম দুর্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তারা হৈল পতিত পাবন।।
গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে,
কি করিবে সংসার-শমন।
নরোত্তম দাসে কহে, গোরা-সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন।।

প্রার্থনা

কবে হ'বে বল সেদিন আমার।
(আমার) অপরাধ ঘুচি', শুদ্ধ নামে রুচি,
কৃপা-বলে হ'বে হৃদয়ে সঞ্চার।।১।।
তৃণাধিক হীন, কবে নিজে মানি'
সহিষ্ণুতা-গুণ হৃদয়েতে আনি'।
সকলে মানদ, আপনি অমানী,
হয়ে আস্বাদিব নাম-রস- সার।।২।।

ধন জন আর, কবিতা সুন্দরী,
বলিব না চাহি দেহ সুখকরী।
জন্মে জন্মে দাও, ওহে গৌরহরি!
অহৈতুকী ভক্তি চরণে তোমার।।৩।।

(কবে) করিতে শ্রীকৃষ্ণ- নাম উচ্চারণ,
পুলকিত দেহ গদ্‌গদ্ বচন।
বৈবর্ণ্য-বেপথু হবে সংগঠন,
নিরন্তর নেত্রে ববে অশ্রুধার।।৪।।

কবে নবদ্বীপে, সুরধুনী-তটে,
গৌর-নিত্যানন্দ বলি নিষ্কপটে।
নাচিয়া গাইয়া, বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার।।৫।।

কবে নিত্যানন্দ, মোরে করি' দয়া,
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া।
দিয়া মোরে নিজ চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার।।৬।।

কিনিব, লুটিব হরি-নাম-রস,
নাম-রসে মাতি হইব বিবশ।
রসের রসিক, চরণ পরশ,
করিয়া মজিব রসে অনিবার।।৭।।

কবে জীবে দয়া, হইবে উদয়,
নিজ-সুখ ভুলি' সুদীন-হৃদয়।
ভকতিবিনোদ, করিয়া বিনয়,
শ্রীআজ্ঞা-টহল করিবে প্রচার।।৮।।

কবে হ'বে হেন দশা মোর।
ত্যজি' জড় আশা, বিবিধ বন্ধন,
ছাড়িব সংসার ঘোর।।১।।
বৃন্দাবনাভেদে, নবদ্বীপ ধামে,
বাঁধিব কুটিরখানি।
শচীর নন্দন- চরণ আশ্রয়,
করিব সম্বন্ধ মানি'।।২।।
জাহ্নবী-পুলিনে চিন্ময়-কাননে,
বসিয়া বিজন-স্থলে।
কৃষ্ণ নামামৃত, নিরন্তর পিব,
ডাকিব 'গৌরাঙ্গ' বলে।।৩।।
হা গৌর-নিতাই, তোরা দুটি ভাই,
পতিত জনের বন্ধু।
অধম পতিত, আমি হে দুর্জন,
হও মোরে কৃপা সিন্ধু।।৪।।
কাঁদিতে কাঁদিতে, ষোলক্রোশ-ধাম,
জাহ্নবী উভয় কূলে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, কভু ভাগ্য ফলে,
দেখি কিছু তরুমূলে।।৫।।
হা হা মনোহর, কি দেখিনু আমি,
বলিয়া মূর্চ্ছিত হব।
সম্বিৎ পাইয়া, কাঁদিব গোপনে,
স্মরি দুঁহু কৃপা-লব।।৬।।

"হরি" বলে মোদের গৌর এলো।।ধ্রু।।
এল রে গৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমে এলোথেলো।
নিতাই-অদ্বৈত-সঙ্গে গোদ্রুমে পশিল।।১।।
সঙ্কীর্ত্তন-রসে মেতে নাম বিলাইল।
নামের হাটে এসে প্রেমে জগৎ ভাসাইল।।২।।

গোদ্রুমবাসীর আজ দুঃখ দূরে গেল।
ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে আসি' হাট জাগাইল।।৩।।
নদীয়া ভ্রমিতে গোরা এল নামের হাটে।
গৌর এল হাটে, সঙ্গে নিতাই এল হাটে।।৪।।
নাচে মাতোয়ারা নিতাই গোদ্রুমের মাঠে।
জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মাল সাটে।।৫।।
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ নাচে ঘাটে ঘাটে।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে।।৬।।
কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে।।৭।।

শরণাগতি

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, ব্রজেন্দ্রকুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার।।১।।
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন।।২।।
তব ইচ্ছামতে শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার।।৩।।
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাত দুঃখ সুখ-সংঘটন।।৪।।
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে।।৫।।
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর।।৬।।
নিজ-বল-চেষ্টা-প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া।।৭।।
ভকতিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তা'র জীবন মরণ।।৮।।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ পদকমলে মন।
কেমনে লভিবে চরণ শরণ।।১।।
চিরদিন করিয়া ও-চরণ-আশ।
আছে হে বসিয়া এ অধম দাস।।২।।
হে রাধে; হে কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তপ্রাণ।
পামরে যুগল-ভক্তি কর দান।।৩।।
ভক্তিহীন বলি না কর উপেক্ষা।
মূর্খজনে দেহ' জ্ঞান-সুশিক্ষা।।৪।।
বিষয়-পিপাসা-প্রপীড়িত দাসে।
দেহ' অধিকার যুগল - বিলাসে।।৫।।

চঞ্চল-জীবন-, স্রোত প্রবাহিয়া,
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায়।।৬।।
তুমি পতিতজনের বন্ধু।
জানি হে তোমারে নাথ,
তুমি ত' করুণা-জলসিন্ধু।।৭।।
আমি ভাগ্যহীন, অতি অর্বাচীন,
না জানি ভকতি লেশ।
নিজ-গুণে নাথ কর' আত্মসাৎ
ঘুচাইয়া ভব-ক্লেশ।।৮।।
সিদ্ধ-দেহ দিয়া, বৃন্দাবন-মাঝে,
সেবামৃত কর' দান।
পিয়াইয়া-প্রেম মত্ত করি' মোরে
শুন নিজ গুণগান।।৯।।
যুগল সেবায়, শ্রীরাসমণ্ডলে,
নিযুক্ত কর, আমায়।
ললিতা সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী
বিনোদ ধরিছে পায়।।১০।।

শ্রীনাম-মহিমা

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয় বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম।
কর্ণরন্ধ্র-পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম।।১।।
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ।।২।।
চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ম পুলকিত, সব চর্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব-দেহ জর জর।।৩।।
করি' এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে, সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে'।।৪।।
লইনু আশ্রয় যাঁ'র হেন ব্যবহার তাঁ'র,
বর্ণিতে না পারি এ-সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল।।৫।।
প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুনঃ দেখায় নিজ-রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ।।৬।।
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।

মোরে-সিদ্ধ-দেহ দিয়া, কৃষ্ণ পাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্বনাশ।।৭।।
কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্য-মুক্ত শুদ্ধরসময়।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয়।।৮।।

শ্রীনামহট্ট-দালল-গীতি

বড় সুখের খবর গাই।
সুরভি-কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই।।১।।
বড় মজার কথা তায়।
শ্রদ্ধামূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায়।।২।।
যত ভক্তবৃন্দ বসি'।
অধিকারী দেখে' নাম বেচ্‌ছে দর কষি'।।৩।।
যদি নাম কিন্‌বে, ভাই।
অমার সঙ্গে চল, মহাজনের কাছে যাই।।৪।।
তুমি কিন্‌বে কৃষ্ণ নাম।
দস্তুরি লইব আমি, পূর্ণ হ'বে কাম।।৫।।
বড় দয়াল নিত্যানন্দ।
শ্রদ্ধামাত্র লয়ে দেন-পরম আনন্দ।।৬।।
একবার দেখ্‌লে চক্ষে জল।
"গৌর" বলে' নিতাই দেন সকল সম্বল।।৭।।
দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ-শিক্ষা।
জাতি, ধন, বিদ্যা, বল না করে অপেক্ষা।।৮।।
অমনি ছাড়ে মায়া জাল।।
গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল।।৯।।
আর নাইকো কলির ভয়।

আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময়।।১০।।
ভক্তিবিনোদ ডাকি' কয়।
নিতাই-চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয়।।১১।।

শ্রীমনঃশিক্ষা

ব্রজধাম নিত্যধন, রাধাকৃষ্ণ দুইজন,
লীলাবেশে এক তনু হঞা।
ধামসহ গৌড়দেশে, প্রকট হইলা এসে,
নিজ নিত্য পারিষদ লঞা।।১।।
মন তুমি সত্য বলি জান।
নবদ্বীপে গৌরহরি, নাম-সঙ্কীর্ত্তন করি',
প্রেমামৃত গৌড়ে কৈল দান।।২।।
সন্ন্যাসের ছল করি, নীলাচলে সেই হরি,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যতীশ্বর।
দামোদর, রামানন্দ, ল'য়ে করি' পরানন্দ,
গূঢ়তত্ত্ব জানায় বিস্তর।।৩।।
রঘুনাথে সেই তত্ত্ব, শিখাইয়া পরমার্থ,
পাঠাইলা শ্রীরূপের কাছে।
শ্রীদাস-গোস্বামী ব্রজে, রূপ-সহ কৃষ্ণ ভজে,
মনঃশিক্ষা-শ্লোক লিখিয়াছে।।৪।।
তাঁহার দাসের দাস, হৈতে যা'র বড় আশ,
এ ভক্তিবিনোদ অকিঞ্চন।
মনঃশিক্ষা-ভাষা গায়, যথা শুদ্ধ ভক্ত পায়,
দয়া করি' করেন শ্রবণ।।৫।।

গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জলধর
তপত কাঞ্চন কায়।
নদীয়া নগরে হরি প্রেম ভরে
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
রক্ত কমল করপদতল
শতদল মুখশশী।
নখরে নখরে সতত বিহরে
শশধর রাশি রাশি।
বেণু-বীণা রব মানে পরাভব
কণ্ঠে মধুর ভাষা।
তাহে অবিরাম গায় হরিনাম
জাগায়ে প্রেম-পিপাসা
শ্রীবাস অঙ্গণে নিতায়ের সনে
নাম সংকীর্তনে নাচে।
ঘরে ঘরে গিয়া, জীব উদ্ধারিয়া
যারে তারে প্রেম যাচে।।
ভারত ভ্রমিয়া পদ পরশিয়া
পূত করিল ধূলি।
সে চরণ রজ হর-কমলজ
সদা শিরে লয় তুলি।।
লীলার তুলনা মেলেনা মেলেনা
তুমি লীলাময় হরি।
হরি নাম দিলে জীব উদ্ধারিলে
নদীয়াতে অবতরি।।

মনরে! কহনা গৌর কথা।
গৌরের নাম অমিয়ার ধাম
পীরিতি মূরতি দাতা।।
শয়নে গৌর স্বপনে গৌর
গৌর নয়নের তারা।
জীবনে গৌর মরণে গৌর
গৌর গলার হার।।
হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গে রাখিয়ে
বিরলে বসিয়া র'ব।।
মনের সাধেতে সে রূপ-চাঁদেরে
নয়নে নয়নে থোব।।
গৌর বিহনে না বাঁচি পরানে
গৌর ক'রেছি সার।
গৌর বলিয়া যাউক জীবন
কিছু না চাহিব আর।।
গৌর গমন গৌর গঠন
গৌর মুখের হাসি।
গৌর পীরিতি গৌর মূরতি
হিয়ায় রহল পশি।।
গৌর ধরম গৌর করম
গৌর বেদের সার।
গৌর চরণে পরাণ সঁপিনু
গৌর করিবেন পার।
গৌর শব্দ গৌর সম্পদ
যাহার হিয়ায় জাগে।
নরহরি দাস তার দাসের দাস
চরণে শরণ মাগে।।

গায় গোরা মধুর স্বরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।১।।

গৃহে থাক, বনে থাক, সদা 'হরি' বলে ডাক,
সুখে-দুঃখে ভুল না'ক,
বদনে হরিনাম কর রে।।২।।

মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে, আছ মিছে কাজ ল'য়ে
এখনও চেতন পেয়ে,
'রাধা-মাধব' নাম বল রে।।৩।।

জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ,
ভক্তিবিনোদোপদেশ,
একবার নামরসে মাত রে।।৪।।

সমাপ্ত

অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা হইবে বিকাশ।।

(শ্রীজীবের প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর উক্তি)

নামহট্ট ডাইরেক্‌টরেট্‌
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া